INDEX

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE. ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE CONSTITUTION OF INDIA.

The Assembly met in the Assembly House, Agartala on 24th March; 1986, Monday at 11. A.M.

PRESENT

Shri Amarendra Sharma, Speaker in the Chair, the Chief Minister, the Deputy Chief Minister, 11 (Eleven) Ministers, the Deputy Speaker and 40 Members.

QUESTIONS & ANSWERS.

মিঃ স্পীকার :— আজকের কার্যসূচীতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয়গণ কর্তৃক উত্তর প্রদানের জন্য প্রশ্নগুলি সদস্যগণের নামের পার্শ্বে উল্লেখ করা হয়েছে। আমি পর্যায়-ক্রমে সদস্যগণের নাম বললে তিনি তাঁর নামের পার্শ্বে উল্লেখিত যে কোন নাম্বার জানাবেন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগের মন্ত্রী মহোদয় উত্তর দেবেন। মাননীয় সদস্য শ্রীরসিক লাল রায়।

শ্রীরসিক লাল রায় :— এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ১৫০।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এডমিটেড কোয়েশ্চান নং ১৫০।

প্রশ্ন

১) সোনামুড়া মহকুমার অন্তর্গত কলমখেত, বেজীমারা ও কদিজলা গাঁওসভার পোয়াং বাড়ীর কৃষি জমিগুলিতে জলসেচের ব্যবস্থা করার কোন পরিকল্পনা আছে কিনা ;

২) যদি থাকে তবে কবে নাগাদ উক্ত পরিকল্পনার কাজ শুরু করা সম্ভব হবে বলে আশা করা যায় ;

৩) সোনামুড়া ব্লকের অন্তর্গত ধলিমাই মাঠের ইরিগেশান লাইন এক্সটেনশান করার পরিকল্পনা হাতে নেওয়া হয়েছে কিনা ;

৪) হয়ে থাকলে কবে নাগাদ কাজ শুরু করা হবে ?

উত্তর

১) কলমখেতে একটি লিফট ইরিগেশান প্রকল্প ১৯৮৫—৮৬ সালের বাজেটে অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। বেজীমারাতে বর্তমানে ২টি প্রকল্প আছে। সেখানে নূতন কোন পরিকল্পনা আপাততঃ নাই। রুদিজলা গাঁওসভার অন্তর্গত পোয়াং বাড়ীতে একটি গভীর নলকূপ সেচ প্রকল্প ১৯৮৬—৮৭ সালের বাজেটে অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব আছে।

২) কলমখেত লিফট ইরিগেশান প্রকল্প এবং রুদিজলা গাঁওসভার পোয়াং বাড়ীর গভীর নলকূপ সেচ প্রকল্প ১৯৮৬—৮৭ সালে শুরু করা সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়।

৩) সোনামুড়া ব্লকের অন্তর্গত ধলিয়াই মাঠের ইরিগেশান লাইন সম্প্রসারণ করার পরিকল্পনা আপাততঃ নাই। তবে উক্ত লাইন সম্প্রসারণের জন্য কিছু আবেদন-পত্র পাওয়া গিয়াছে। ঐগুলি আগামী আর্থিক বছরে বিবেচনা করে দেখা হইবে।

৪) ৩ নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রশ্নের উত্তর আসে না।

শ্রীরসিক লাল রায় :— এই যে ধলিয়াই মাঠের ইরিগেশান স্কীমটা আছে, এ বছরে লাইনটা যতটুকু আছে, সেটা সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে আছে। আর যেটুকু এক্সটেনশনের জন্য বলা হয়েছে সেটা অনেকদিন আগে থেকেই স্থানীয় জনসাধারণের দাবী যে আমাদের ইরিগেশান স্কীমটার যে পর্যন্ত ক্যাপাসিটি আছে, শুধু লাইন এক্সটেনশান করে দিলেই জমিগুলি উপকৃত হবে। এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কিনা ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :— আমি বললাম যে এক্সটেনশানের ব্যাপারটা পরীক্ষা করে দেখা হবে।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস।

শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস — এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ১৫৫।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার—এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ১৫৫।

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য গোমতী নদীর বন্যা রোধকল্পে উদয়পুর মহকুমার গকুলপুর থেকে শালগড়া পর্যন্ত এবং জামজুরী স্লুইস গেট থেকে পালাটানা মাইনর ইরিগেশান অফিস পর্যন্ত নদীর দুই পারে বন্যানিরোধ বাঁধ দেবার পরিকল্পনা গ্রহন করেছিলেন :

২। সত্য হইলে এখন পর্যন্ত এই কাজ শুরু না হবার কারণ কি ?

৩। কবে নাগাদ এই বাঁধের কাজ শুরু হইবে বলে আশা করা যায় ?

৪। বর্ষার আগে বাঁধের কাজ শুরু না করলে যে বাস্তব অসুবিধার সৃষ্টি হবে তার জন্য দপ্তর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে ?

উত্তর

১। হ্যাঁ। দুইটি বন্যা—নিরোধ পরিকল্পনা গ্রহণের প্রস্তাব ছিল, যথা :—

(১) গোমতী নদীর ডান তীরে শালগড়া হইতে গোকুলপুর পর্যন্ত একটি বন্যা নিরোধ বাঁধ এবং

(২) গোমতী নদীর বামতীরে পালাটানা হইতে জামজুড়ি পর্যন্ত একটি বন্যা নিরোধ বাঁধ,

পরিকল্পনা দুইটির এষ্টিমেট তৈরী হয়েছে এবং গত ১৮।৭।৮৫ ইং তারিখে অনুষ্ঠিত টি, এ, সি, তে পরিকল্পনা দুইটি পেশ করা হয়েছিল। কিন্তু কমিটিতে প্রকল্পগুলি অনুমোদিত হয়নি। আরও পরীক্ষা নিরীক্ষা করার জন্য সুপারিশ করা হয়েছে।

২। টি, এ, সি, এর অনুমোদন, আর্থিক ব্যায়ানুমোদন এবং জমি অধিগ্রহণ হলে যথা সময়ে কাজ আরম্ভ হবে।

৩। ২নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রশ্ন আসে না।

৪। টি, এ, সি, এর অনুমোদন এবং আর্থিক ব্যায়ানুমোদন ব্যতীত কোন কাজ হাতে নেওয়া সম্ভব নয়।

শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস :— এই যে টেকনিকেল অ্যাডভাইসার কমিটির কথা বললেন, সেখানে কোন অনুমোদন মেলেনি ? এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় অবগত আছেন কিনা যে, গত ১৯৮৩ সালে যে ব্যাপক বন্যা হয়ে গেল, তার ফলে নদীর উভয় তীরের হাজার হাজার লোকের ঘরবাড়ী এবং সম্পত্তি নষ্ট হয়ে যায় এবং তার

পরেও এই ধরণের একটা প্রস্তাব এসেছিল। এখন পর্যন্ত যদি টেকনিকেল অ্যাডভাইসার কমিটির অনুমোদন না আসে তাহলে আবার যদি এই রকম একটা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় তাহলে সেখানকার মানুষের অবস্থা কি হবে? কাজেই এই ব্যাপারে সত্বর টি. এ. সি. এর অনুমোদন নেওয়ার জন্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় সচেষ্ট হবেন কিনা?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :— স্যার, আমি বলেছি যে টি, এ, সি,—এর সামনে উপস্থিত করা হবে এবং তাঁরা এটা পরীক্ষা করে দেখবেন। তাঁরা এই জন্য বলেছেন যে, গোমতী নদীর দুই পারে যদি বাঁধ হয় তার আফটার এফেক্টটা কি হবে এটা পরীক্ষা করে দেখার জন্য বলেছেন এবং ১০ লক্ষ টাকার উপরে যদি বন্যা নিরোধের জন্য বাঁধ হয় তাহলে এটাকে টি, এ, সি, তে প্লেস করতে হয়। আমি বলেছি চীফ ইঞ্জিনীয়ার, (এম, আই, এফ, সি,) মেম্বার, সেনট্রাল ওয়াটার (পাওয়ার) কমিশান, মেম্বার, ইন্দো—বাংলাদেশ জয়েন্ট রিভার কমিশন, চীফ ইঞ্জিনীয়ার (পি, ডব্লিউ, ডি) চীফ ইঞ্জিনীয়ার (নর্থ ফ্রন্টিয়ার রেলওয়ে) সুপারিনটেন্ডিং ইঞ্জিনীয়ার, নর্থ সার্কেল, ইনভেস্টিগেশন এণ্ড প্ল্যানিং সার্কেল, তাঁরা আছেন কমিটিতে। কাজেই টেকনিকেল অপিনিয়ন ছাড়া আমরা এই ধরণের কাজ হাত দিতে পারি না।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি না যে, শালগড়া থেকে গোকুলপুর পর্যন্ত গোমতী নদীর তীর শুধু বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য নয়, সেখানে বহুলোক চলাচল করছে। সেখানে একটা পি, ডব্লিউ, ডি, এর রাস্তা তৈরী করার জন্য বহু দিনের দাবী ছিল। অতএব যদি বাঁধ দেওয়া হয় তাহলে উভয় উদ্দেশ্য পূর্ণ হয় এইভাবে টেকনিক্যাল অ্যাডভাইসার কমিটির কাছে প্রস্তাবটি পেশ করবেন কিনা?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :— এই প্রশ্ন যে উদ্দেশ্যে করা হয়েছে তার সংশ্লিষ্ট বিষয়-বস্তু হলো ফ্লাড প্রটেকশান। কাজেই এটা পরে দেখা হবে।

শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস :— যেখানে শালগড়া থেকে আমতলী শিলাঘাটি পর্যন্ত নদীর এক দিকে বন্যা নিয়ন্ত্রণের বাঁধ অংশত আছে গোমতীর পারেই এবং পালাটানা থেকে টাকমা ছড়া পর্যন্ত এই ধরণের বাঁধ দরকার। সুতরাং একটা অংশ আছে, বাকী অংশটা না হলে চলবে না। সেটাও টেকনিক্যাল অ্যাডভাইসার কমিটির অনুমোদনের অপেক্ষায় থাকার প্রয়োজন আছে বলে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় মনে করেন কিনা?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :— সব ব্যাপারটাই টেকনিকেল অ্যাডভাইসার কমিটির

কাছে আনা হবে। সব অ্যাসপেক্টই দেয়া হবে।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য বসিত আলী। মাননীয় সদস্য শ্রীবিধুভূষণ মালাকার।

শ্রীবিধুভূষণ মালাকার :— এডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ১৭৭।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কোয়েশ্চান নাম্বার ১৭৭।

প্রশ্ন

১। রাজ্যের যে অঞ্চল উপদ্রুত অঞ্চল বলে ঘোষিত হয়েছে, ১৯৮৫ ইং পর্যন্ত সেই অঞ্চলে সেনা বাহিনীর হাতে কতজন উগ্রপন্থী ধরা পড়েছে ?

উত্তর

১। উপদ্রুত অঞ্চলে সেনা বাহিনীর হাতে ১৯৮৫ ইং পর্যন্ত কোন উগ্রপন্থী ধরা পড়ে নাই।

শ্রীবিধুভূষণ মালাকার :— কাঞ্চনপুর অঞ্চল থেকে বৈরীদের আনাগোনা সম্পর্কে এবং ডাকাতি, চুরি এই সমস্ত যে হচ্ছে সেটা সেনাবাহিনীর দেখার অধিকার আছে কিনা ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— স্যার, এখানে চুরি ডাকাতি ইত্যাদি ধরবার জন্য থানা রয়েছে, পুলিশও রয়েছে।

শ্রীজওহর সাহা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এই রাজ্যের যে অঞ্চল উপদ্রুত বলে ঘোষণা করা হয়েছে, সেই অঞ্চলে কোন উগ্রপন্থী আক্রমণ সংঘটিত হয়েছে কিনা এবং হয়ে থাকলে এই সব ঘটনায় মোট কতজন লোক আহত বা নিহত হয়েছে; জানাবেন কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— স্যার, এটার জন্য আলাদা প্রশ্ন করলে উত্তর দিতে পারব। তবে উপদ্রুত এলাকায়ও বেশ কয়েকবার উগ্রপন্থী বিশেষ করে টি, এন, ভির আক্রমণ ঘটেছে এবং ব্যাংক ইত্যাদি লুট হয়েছে।

শ্রীমতিলাল সরকার :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয, উপদ্রুত অনচলে সেনা বাহিনী আছে, সেনা বাহিনীর সেই উপদ্রুত অনচলের বাহিরে মোট কত জন উগ্রপন্থী ধরা পড়েছে জানাবেন কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— স্যার, এটার জন্য আলাদা প্রশ্ন করলে উত্তর দেব।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীসুবোধ চন্দ্র দাস।

শ্রীসুবোধ চন্দ্র দাস : স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ২০২।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী : স্যার, স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ২০২।

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য উত্তর ত্রিপুরার দামছড়া থানার অধীন কোন সরকারী গাড়ী নাই ?

২) সত্য হইলে তার কারণ, এবং

৩) উক্ত থানায় কাজ কর্মের জন্য সরকারী গাড়ী দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে কিনা ;

৪) হইলে কবে নাগাদ গাড়ী দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

১) হ্যাঁ, মহাশয়।

২) উক্ত থানায় কাজ কর্ম কম হওয়ায়, সেখানে এতদিন গাড়ী

৩) দেওয়া যায়নি. তাছাড়া গাড়ীও আমাদের কম ছিল। শীঘ্রই

৪) যাতে সেখানে গাড়ী দেওয়া যায়, তার ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

শ্রীসুবোধ চন্দ্র দাস :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এই যে জানালেন; দামছড়া থানায় গাড়ী নাই, সেই থানাধীন এলাকায় দিনের পর দিন বিভিন্ন ঘটনা ঘটে চলছে। এই কিছুদিন আগে সেখানকার সিনিয়র বেসিক স্কুল এবং পনচায়েত অফিস উগ্রপন্থীরা জ্বালিয়ে দিয়েছে এবং থানাধীন এলাকার রিজার্ভ ফরেষ্টে সমরেন্দ্র দাস নামে একজন দুষ্কৃতির বাড়ীতে বন্দুক পাওয়া গিয়েছে এবং ১৭ই মার্চ্চ তারিখে দামছড়া বাজারের দিকে বাজার থেকে পানিসাগরে ফিরার পথে পাহাড়ের উপর দুষ্কৃতিকারীদের যে আক্রমণ ঘটেছিল, তাতে তিন জন লোক মারাত্মক ভাবে আহত হয় এবং তাদের জি, বি, হাসপাতালে এনে ভর্তি করতে হয়েছে। এছাড়া, এই থানাধীন লুঙ্গাই অনচলে উগ্রপন্থীরা ক্যাম্প করে, সেখানে ট্রেনিং দিচ্ছে, এই সব ঘটনা মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কি ? এবং এই সব উগ্রপন্থী বা দুষ্কৃতিকারীদের দমন করবার জন্য শীঘ্রই ঐ থানায় গাড়ী দেওয়া হবে কিনা, মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— স্যার, এই থানাটি খুবই ছোট. মাত্র ১২টি গ্রাম এই থানার অধীন এবং জীপ চল্তে পারে, সেই রকম রাস্তাও খুবই কম । অবশ্য আমি বলেছি যে গাড়ী কম থাকার জন্য এতদিন গাড়ী দেওয়া সম্ভব হয়নি, আর গাড়ী দিলেই যে এসব ঘটনা কমে যাবে এমন মনে করার কারণ নাই ।

শ্রীসুবোধ চন্দ্র দাস :— মাননীয় মন্ত্রী বলেছে, এই দামছড়া থানার অধীন মাত্র ১২টি গ্রাম, কিন্তু তা সত্বেও সেই এলাকায় গত কয়েক বছর ধরেই অনেকগুলি ঘটনা ঘটে গিয়েছে এবং এখনও ঘটে চলেছে। অর্থাত এই ধরনের ঘটনাগুলি দিনের পর দিন বাড়ছে। এছাড়া মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে, সেই এলাকায় জীপ চলাচলের রাস্তা খুব বেশী নাই, কিন্তু আমরা দেখছি যে ঐ এলাকায় রাস্তার সংখ্যা বেড়ে চলেছে, বিশেষ করে আসাম বর্ডার পর্যন্ত পাকা রাস্তা আছে, আরও অনেকগুলি রাস্তা হচ্ছে, যেগুলি দিয়ে বাস এবং জীপ নিয়মিত চলাচল করতে পারে। কাজেই ঐ থানাতে গাড়ী দেওয়ার ব্যবস্থা হবে কিনা মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী—স্যার, আমি এই প্রশ্নের জবাব আগেই দিয়েছি ।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এই রকম আর কয়টা থানা আছে, যেখানে গাড়ী দেওয়া হয়নি জানাবেন কি ?

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য, নোটিশ দিন, তাহলেই জানতে পারবেন ।

শ্রীজওহর সাহা ।

শ্রীজওহর সাহা :— স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ৩৭৯ ।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— স্যার, স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ৩৭৯,

প্রশ্ন

১) রাজ্যে এ পর্যন্ত আত্মসমর্পনকারী উগ্রপন্থীর সংখ্যা কত (এ, টি, পি, এল, ও টি, এন, ভি, এবং লামা কাতালের পৃথক সংখ্যা) ?

২) ইহা কি সত্য ১৯৮৬ সালের জানুয়ারী ফেব্রুয়ারী মাসে উগ্রপন্থীরা রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে চাঁদা সংগ্রহ করেছে ।

৩) যদি সত্য হয়ে থাকে, তাহলে এই ব্যাপারে প্রতিরোধ করার জন্য কী কী ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে ?

উত্তর

১) ১৮শে ফেব্রুয়ারী ১৯৮৬ ইং পর্য্যন্ত রাজ্যে আত্মসমর্পনকারী উগ্রপন্থীর সংখ্যা ৩০৯ জন — এ. টি. পি. এল, ৩—২৬৮ জন এবং টি, এন, ভি—৪১ জন।

২) গোপন সূত্রে জানা গেছে যে ঐ সব উগ্রপন্থীরা ১৯৮৬ ইং সনের জানুয়ারী—ফেব্রুয়ারী মাসে ত্রিপুরার বিভিন্ন অন্চলে কিছু চাঁদা আদায় করেছে।

৩) এসব কার্য্যকলাপ প্রতিরোধকল্পে গুরুত্বপূর্ণ অন্চলে নিরাপত্তা চৌকি বসানো হয়েছে এবং নিরাপত্তা কর্মিদের টহল ইত্যাদি জোরদার করা হয়েছে।

শ্রীজওহর সাহা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এই যে উগ্রপন্থীরা রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে বিশেষ করে উপজাতি অধ্যুষিত এলাকায় জোর করে চাঁদা আদায় করেছে, তাতে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে অনেকগুলি উপজাতি পরিবার এই রাজ্য থেকে রাজ্যান্তরী হয়েছে এটা আপনার জানা আছে কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী : — এটা ঠিক নয়।

শ্রীজওহর সাহা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে, এসব রোধ করার জন্য রাজ্যের বিভিন্ন স্থানের নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে এবং অনেকগুলি পুলিশ চৌকি বসানো হয়েছে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে অমরপুরের চেলাগাঙ্গ বাজারে যে একটা পুলিশ চৌকি আছে, যাতে আগে টি, এ, পি, ছিল, এখন সেখানে সি, আর, পি, দেওয়া হয়েছে, তাদের সংখ্যা এতই কম যে তারা চৌকি ফেলে অন্য কোথাও উগ্রপন্থী দমন করার জন্য যেতে পারছে না। জনসাধারণের তরফ থেকে উগ্রপন্থীদের কার্যকলাপ সম্পর্কে চৌকিতে আগে থেকে খবর দেওয়া হলেও তাদের সংখ্যা স্বল্পতার জন্য উগ্রপন্থীদের ধরার জন্য চৌকি থেকে বাহিরে যেতে পারছে না, এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী : — স্যার, এটাও সত্য নয়।

শ্রীজওহর সাহা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, অমরপুরের চেলাগাঙ্গ এলাকা থেকে কিছুদিন আগে দুইজন যুবককে উগ্রপন্থীরা ধরে নিয়ে গিয়েছিল এবং সেই খবর পুলিশকে দেওয়া হলেও পুলিশ আজ পর্য্যন্ত তাদেরকে খুঁজে বের করতে পারে নি। এমন কি ঐ এলাকার বিশেষ একটা উপজাতি অধ্যুষিত বনভূমি অন্চলে নিখোঁজ যুবকদের কঙ্কাল বা দেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ইত্যাদি পড়ে থাকার বিষয়ে সেই

এলাকার লোকেরা পুলিশকে খবর দিলেও, পুলিশ সেগুলি খুঁজে বের করার জন্য ঐ অনচলে যায় নি, এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় তদন্ত করে দেখবেন কি ? মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এখানে উগ্রপন্থীদের হাত থেকে সাধারণ মানুষকে রক্ষা করার জন্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে বলে যে কথা বলেছেন, তা আদৌ ঠিক নয়।

শ্রীনৃপেন্ চক্রবর্তী :— স্যার, এইগুলি মোটেই সত্য নহে নিখোঁজ ছেলেদের খুঁজে বের করার জন্য পুলিশ তৎপরতা চালাচ্ছে।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীসমীর দেব সরকার—

শ্রীসমীর দেব সরকার :— কোয়েশ্চান নং ২৪৬

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :— কোয়েশ্চান নং ২৪৬

প্রশ্ন	উত্তর
১। রাজ্যে ১৯৮৩—৮৪ ইং থেকে ১৯৮৫-৮৬ ইং আর্থিক বছর পর্যন্ত মোট কত পরিমান জমিকে জল সেচের আওতায় আনা হয়েছে ?	রাজ্যে ১৯৮৩—৮৪ ইং হইতে ১৯৮৫-৮৬ইং (ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত) আর্থিক বছরে ৪,৪৬৩ হেক্টর জমি জল সেচের আওতায় আনা হয়েছে।
২। তার মধ্যে কত শতাংশ জমি গভীর নলকূপের মাধ্যমে এবং কত শতাংশ লিফ্‌ট ইরিগেশন এবং কত শতাংশ অন্যান্য স্কীমের মাধ্যমে জল সেচের আওতায় আনা হয়েছে ?	এর মধ্যে গভীর নলকূপ ১২'৯০ শতাংশ (৫৪০ হেঃ) লিফ্‌ট ইরিগেশন ৫৭'৯৫ শতাংশ (২'৫৮৬ হেঃ) ডাইভাশন ১০'৭৫ শতাংশ (৪৮০ হেঃ) এবং অন্যান্য ১৯'২০ শতাংশ (৮৫৭ হেঃ) জল সেচের আওতায় আসিয়াছে।
৩। রাজ্যের এই ক্ষুদ্র সেচ ব্যবস্থাকে সঠিক ভাবে বাস্তবায়িত করার জন্য কোন পৃথক কর্পোরেশন গঠন করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?	আপাততঃ নেই।

শ্রীসমীর দেব সরকার :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, ১৯৮৬—৮৭ আর্থিক বছরে কি পরিমান জমি গভীর নলকূপের সাহায্যে জলসেচের আওতায় আনা হবে ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার : স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর বাজেট ভাষণেই'এর জবাব আছে - তার পরিমাণ হল ২,০০০ হেক্টার জমি।

শ্রী ভানুলাল সাহা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়-এর জানা আছে কি না যে, রাজ্যে সেচ খাতে যে পরিমান টাকা ব্যয় করা হয় তা দিয়ে কৃষকদের জলসেচের চাহিদা মিটে না, একটা বিরাট অংশ বাকী থাকে। সেজন্য একটা কর্পোরেশন গঠন করে বিভিন্ন জায়গায় ঋণ দেওয়ার সুযোগ থাকলে তাদের জন্য ডিপ টিউবওয়েলের সাহায্যে জলসেচের চাহিদা মিটান যেত। এই কথা চিন্তা করে সরকার কর্পোরেশন গঠনের বিষয়টি বিবেচনা করবেন কি না ?

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার :— স্যার, বিষয়টি নিয়ে আমরা অনেক আলোচনা করেছি আমাদের ত্রিপুরায় কৃষকদের ফসলের জন্য যে জল সেচের সুযোগ দেওয়া হয় তার জন্য আমরা কোন পয়সা নিই না। কিন্তু ভারতবর্ষের সর্বত্র এই জন্য ট্যাক্স নেয় পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলিতে আসাম এবং পশ্চিমবঙ্গে খোঁজ নিয়ে দেখেছি কর্পোরেশন গঠন করে খুব একটা ভাল ফল পায় নাই সেজন্য বিষয়টি সরকারের বিবেচনাধীন আছে, আমরা এখনও কোন সিদ্ধান্তে যাই নাই।

শ্রী ভানুলাল সাহা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় নিশ্চয় এটা জানেন যে রাজ্যে ৪০ শতাংশ জমি সার্ফেস ওয়াটার—অর্থাৎ আণ্ডার কারেন্ট ওয়াটারের সাহায্যে জলসেচের সুযোগ রয়েছে বলে বিশেষজ্ঞদের অভিমত আর বাকী ৬০ শতাংশ জমির মধ্যে ১১ থেকে ১২ শতাংশ জমি বিভিন্ন প্রকল্পের সাহায্যে জলসেচের আওতায় আনা হচ্ছে। সেজন্য উত্তরপূর্বাঞ্চল পর্ষদের রিফিনান্স স্কীমের থেকে টাকা নিয়ে সরকার ভর্তুকী দিয়ে কৃষকদের জলসেচের সুযোগ করে দেওয়ার জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করবেন কি না ?

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার :— স্যার, আমরা পরীক্ষা করে দেখেছি ২ লক্ষ ৬০ হাজার হেক্টার জমির মধ্যে ১ লক্ষ ১৭ হেক্টার জমি সার্ফেস ওয়াটারের আওতায় আনতে পারি। আমরা এখানে কর্পোরেশন গঠন করে টাকা আনার যে প্রশ্ন সেটি বাতিল করে দিই নাই, তবে এখনই সরকার এই ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্ত নেয় নাই।

শ্রী সমীর দেব সরকার :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের সীমান্ত এলাকায় যে সমস্ত নদী বা ছড়া আছে যেগুলি থেকে জলসেচের ব্যবস্থা করা যায় সেই সমস্ত নদী বা ছড়াগুলি থেকে বাংলাদেশে কৃষকদের জন্য জলসেচের সুযোগ করে দেওয়া হচ্ছে অথচ আমাদের ত্রিপুরা থেকে লিফ্‌ট ইরিগেশানের মাধ্যমে

জল সেচের কোন ব্যবস্থা করতে গেল বাধার সৃষ্টি করা হচ্ছে, এই ব্যাপারে সরকার থেকে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হবে কি না ?

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার :— মাননীয় সদস্য যে প্রশ্ন তুলেছেন, আমাদের এখানে তিনটি বড় নদী আছে যেগুলি থেকে ইরিগেশানের ব্যবস্থা করছি।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী :— স্যার, আপনার অনুমতি নিয়ে আমি বলতে চাই যে মাননীয় সদস্য যে প্রশ্ন তুলেছেন সেটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এমন কতগুলি জায়গা আছে যেখানে বাংলাদেশ থেকে জল সেচের সুযোগ নিচ্ছে, অথচ আমাদের এখান থেকে জল সেচের সুযোগ আনতে গেলে সেখানে বাংলাদেশ থেকে বাধার সৃষ্টি করা হচ্ছে। এই ব্যাপারে আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য কেশব মজুমদার ও মতিলাল সরকার— ব্র্যাকেটেড।

শ্রীকেশব মজুমদার :— কোয়েশ্চান নং ২০৪

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— কোয়েশ্চান নং ২০৪

প্রশ্ন

১) নাগরিক সার্টিফিকেট দেওয়ার পূর্বে সঠিক তদন্ত করার জন্য প্রশাসনিক স্তরে কী ব্যবস্থা রয়েছে ?

২) বিভিন্ন মহকুমা ও জেলা শাসকের অফিসে এক বছরেরও বেশী সময় ধরে নাগরিক সার্টিফিকেট পাওয়ার জন্য কয়টি আবেদন-পত্র জমা পড়ে আছে ?

উত্তর

নাগরিক সার্টিফিকেট দেওয়ার পূর্বে প্রশাসনিক স্তরে নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলি চালু আছে।

প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী নাগরিক আইনের ৫(১) (এ) ধারা মতে ভারতীয় নাগরিকত্বের আবেদনপত্র প্রথমে মহকুমা অফিসে জমা দিয়ে নির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে শপথ নিতে হয়। তারপর আবেদনপত্র সংশ্লিষ্ট থানাতে তদন্তের জন্য পাঠান হয়। থানার রিপোর্ট পাওয়ার পরে রিপোর্ট এবং আবেদনপত্র সংশ্লিষ্ট পুলিশ সুপারিনটেনডেন্ট (ডি আই বি) অফিসে পাঠিয়ে দেয়। পুলিশ সুপারিনটেনডেন্ট (এস বি) তাহার তদন্তের পর সমস্ত কাগজপত্র জেলা সমাহর্ত্তার নিকট চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের জন্য পাঠিয়ে দেয়।

১) বিভিন্ন মহকুমা ও জেলা শাসকের অফিসে এক বছরের বেশী সময় ধরে নাগরিকত্ব সার্টিফিকেট পাওয়ার জন্য যে সব আবেদন পত্র জমা পড়ে আছে তাহার সংখ্যা নিম্নে দেওয়া হইল :—

জেলার নাম	নাগরিকত্ব আইনের ৫ (১) (এ) ধারামতে আবেদনকৃত এক বছরের অধিক জমে থাকা আবেদন পত্রের সংখ্যা।
পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা সমাহর্তার অফিস	৪২৪
উত্তর ত্রিপুরা জেলা সমাহর্তার অফিস	১,১৭৯
দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা সমাহর্তার অফিস	২৭৩

মহকুমার নাম।	জন্মসূত্রে সরকারী পরিচয়পত্র প্রদানের জন্য বিবেচনাধীন এক বছরের অধিক অফিসে জমে থাকা আবেদন পত্রের সংখ্যা।
পশ্চিম ত্রিপুরা	
সদর	২,০৮১
সোনামুড়া	৪০০
খোয়াই	৫০০
উত্তর ত্রিপুরা	
কৈলাসহর	১৩৪
কমলপুর	২৭২
ধর্মনগর	১৫৭
দক্ষিণ ত্রিপুরা	
উদয়পুর	১১৯
অমরপুর	১১৩
বিলোনীয়া	১৮
সাব্রুম	১৪৫

শ্রীমতিলাল সরকার :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে, প্রশাসনিক স্তরে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। কিন্তু আমরা বাস্তবে এর কোন ফল পাচ্ছি না। কারণ একটা দরখাস্ত করলে সেটা ডি, এম, এবং এস, ডি, ও এর অফিসে বছরের পর বছর পড়ে থাকে। দরখাস্তকারীরা অফিসে গিয়ে কোন পাত্তা পায় না। সময়মত স্পট ভেরিফিকেশন হয় না। মাসের পর মাস

সেগুলি থানায় পড়ে থাকে। এর কোন সুষ্ঠ ব্যবস্থা সরকার করবেন কি না?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :— নূতন করে নাগরিকত্ব দেওয়ার ব্যাপারে খুব ভাল করে কাগজপত্র দেখে দিতে হবে। মাননীয় সদস্যরা জানেন যে, এই রাজ্যের চারদিকে বাংলাদেশ। সেখান থেকে অনবরত লোক আসছে এবং অনেক সময় দেখা যায় যে কেউ এখানে নাগরিকত্ব পাওয়ার জন্য চেষ্টা করেন। স্কুল কলেজে পড়েছে এরকম জাল সার্টিফিকেট অনেক সময় দেখা যায় অফিসে সাবমিট করছে, ধরাও পড়ছে। এটা মাননীয় সদস্যরা জানেন। কাজেই সতর্কতার দরকার আছে। এগুলি তদন্ত না করে সিদ্ধানত নেওয়া যাচ্ছে না। কিন্তু এটা আবেদনকারীর অধিকার আছে একটা সিডিউল টাইমের মধ্যে জানার যে তার দরখাস্তের উপর সিদ্ধান্ত কি নেওয়া হল। এটা যাতে অল্প সময়ের মধ্যে জানিয়ে দেওয়া যায় তার জন্য চেষ্টা করা হবে। তবে যে সমস্ত আইন কানুন চালু আছে সেগুলি সময় সময় কেন্দ্রীয় সরকারের সংগে আলাপ আলোচনা করেই করা হয়েছে।

শ্রী ভানুলাল সাহা :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, সোনামুড়া মহকুমায় একজন লোক আজ ষোল বছর হয়েছে বার্থ সার্টিফিকেটের জন্য দরখাস্ত করেছে এবং এখনও সে অপেক্ষা করছে এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কি না?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :— এটা আমার জানা নেই।

শ্রী সমীর দেব সরকার :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, যে সমস্ত ছেলেমেয়ে প্রথমে স্কুলে ভর্তি হবে তাদেরকে স্কুল থেকে বলা হয় যে হাসপাতাল থেকে সার্টিফিকেট আনার জন্য অথচ হাসপাতালে প্রমাণপত্র ছাড়া সার্টিফিকেট দিচ্ছে না। এর ফলে তারা স্কুলে ভর্তি হতে পারছে না। তাদেরকে লিখিত দিতে হয় যে তিন মাসের মধ্যে সার্টিফিকেট এনে জমা দেওয়া হবে।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— মাননীয় সদস্য একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন তুলেছেন। মাননীয় সদস্যদের জানা থাকা দরকার যে জন্ম তারিখ রেকর্ড করা দরকার। এটা নাগরিকত্ব সার্টিফিকেট পাওয়ার ক্ষেত্রে সহায়ক। আমার ভোটার লিস্টে নাম আছে, পনচায়েত রেজিষ্টারে নাম আছে এগুলির উপর ভিত্তি করে কোন সুযোগ দেওয়া মুশকিল। জন্ম তারিখটা রেকর্ড করানোর বিষয়টা পপুলার করার জন্য চেষ্টা করা হচ্ছে যাতে জন্ম তারিখটা জন সাধারণ ঠিক ঠিকভাবে রেকর্ড করে।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, নাগরিকত্ব পাওয়ার জন্য স্কুল সার্টিফিকেট অনেক সময় সাবমিট করা হয়। কিন্তু স্কুল থেকে এই জন্ম তারিখ

সম্মিলিত সার্টিফিকেট নিয়ে নানা রকম দুর্নীতি চলছে। হেডমাষ্টারের কাছ থেকে কয়েকশ টাকার বিনিময়ে সেটা পেতে হয়।' এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কি না ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— এই ধরণের সার্টিফিকেট কার্য্যকরী হচ্ছে না। নির্দিষ্ট কোন কেস দিলে এটা তদন্ত করে দেখা হবে।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা :— মাননীয় স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটেড কো ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট।

শ্রীদশরথ দেব :— মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চন নং ৩৬৫।

প্রশ্ন	উত্তর
১) ১৯৭৩ সালে ডম্বুরনগরের গোমতী জল বিদ্যুত প্রকল্পের ফলে যে সব উপজাতি উচ্ছেদ হয়ে অমরপুরের চেলাগাং মালবাসা কোরমা ও সোনাছড়ার কম্বুরা অসিতি কলনী প্রাপ্ত হওয়ার পর পুনরায় যে সব উপজাতি ১৯৭৫ সালে ফিরে গিয়ে ডম্বুর নগর জলাশয়ের পাশে বিভিন্ন এলাকায় বসবাস করিতেছে তাদের কোন সরকারী সাহায্য দেওয়ার পরিকল্পনা রাজ্য সরকারের আছে কিনা ?	১) ডম্বুর থেকে উচ্ছেদকৃত যে সমস্ত উপজাতি কোন কলোনীতে পুনর্বাসন পাওয়ার পর কলোনী ত্যাগ করে চলে গেছেন তাদের পুনরায় অন্য জায়গায় পুনর্বাসন দেওয়ার কোন পরিকল্পনা নেই। তবে তারা কলোনীতে ফিরে আসলে রিভাইটেলাইজেশন স্কীমে প্রয়োজন ভিত্তিক সাহায্য করার সংস্থান রয়েছে।
২) না থাকলে তার কারণ ?	২) একটি উপজাতি পরিবার পুনর্বাসনের সুযোগ গ্রহন করার পর স্বেচ্ছায় কলোনী ত্যাগ করলে তাদের যদি দ্বিতীয়বার একই সুযোগ দেওয়া হয় তবে এর প্রতিক্রিয়া অন্যান্য কলোনী বাসীর উপর আসবে, ফলে পুনর্বাসন পরিকল্পনা ব্যাহত হবে। এই পরিপ্রেক্ষিতে সরকারের বিশেষ কোন পরিবারকে দ্বিতীয়বার সাহায্য করার ক্ষেত্রে যথেষ্ট অন্তরায় আছে।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্ম্মা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এখানে জানিয়েছেন যে, মালবাসা কুরমা প্রভৃতি বিভিন্ন কলোনী থেকে পুনর্বাসন পাওয়ার পরও দ্বিতীয়বার তাদের কোন কলোনীতে পুনর্বাসন দেওয়া হবে না। কিন্তু মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে এই তথ্য আছে কিনা যে, একটা জায়গা থেকে উচ্ছেদ হয়ে কলোনী পাওরার পরেও তাদেরকে অন্য গাঁওসভায় পুনরায় সরকারী সাহায্য দিয়ে পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছে ?

শ্রীদশরথ দেব :— এই ধরনের কোন সংখ্যা আছে কিনা আমার জানা নেই।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্ম্মা : — স্যার, আমি এখানে একটি ষ্টেটমেন্ট পড়ছি। বেশী নয় ১৬ জনের নাম বলব যারা কমলাশ্রম থেকে উচ্ছেদ হয়ে রতননগরে গিয়ে বাস করছে। বি, ডি, ও এর সই দেওয়া আছে স্যার। ষ্টেটমেন্টটি হচ্ছে:— "Statement for opening of pass books in favour of Dumbur Oustte beneficries under oustte Colonies. 1) Shri Anandamohan Roaja. 2) Sri Billasen Tripura. 3) Sri Sarala Kr. Roaja; 4) Sri Ratison Tripura. 5) Sri Dhanasen Tripura. 6) Sri Purba Kr. Tripura. 7) Sri Laiindra Tripura, 8) Shri Ramjoy Tripura. 9) Sri Sukhida Tripura. 10) Sri Sanjoy Roaja. 11) Sri Japan Ch. Tripura. 12) Sri Palita Mohan Tripura. 13) Sri Kagurti Tripura 14) Sri Maikingree Tripura 15) Shri Bidya Mohan Tripura. 16) Shri Chanramani Tripura, স্যার, এই ১৬ জনকে প্রথমে কমলাশ্রম পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তারা সেখান থেকে উচ্ছেদ হয়ে রতননগর গাঁওসভায় বর্তমানে বসবাস করছে। তাদেরকে পুনরায় কেন পুনর্বাসন দেওয়া হল তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি? আর বাকী যারা কুরমা কলোনী অর্থাৎ চেলাগাং থেকে উচ্ছেদ হয়ে ফিরে গেছে সেই ১৯৭৫ সালে তাদেরকে কেন দেওয়া হল না তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীদশরথ দেব :— পুনর্বাসন যখন দেওয়া হয় তখন লোক দেখে দেওয়া হয়না। তবে মাননীয় সদস্য এখানে যে তথ্য দিলেন তা তদন্ত করে দেখা হবে। কুরাই হউক, কিংবা মালবাসাই হউক যারা ১৯০০.৯৬, ৫১০ টাকা পুরোপুরি পেয়ে গেছে তাদেরকে নতুন করে আর পুনর্বাসন দেওয়ার কোন পরিকল্পনা নেই। তবে ডম্বুর আউসটি কলোনী থেকে ৩,৯৫০ টাকা দিয়ে পুনর্বাসন পাওয়ার পরেও এই টাকার পুনর্বাসন হয়নি কিংবা অন্য কোন অসুবিধার কারনে চলে গেছে তারা আবার ফিরে আসলে পুনর্বাসন পাওয়া যাবে। আর দ্বিতীয়তঃ তারা যদি এ কই কলোনীতে ফিরে আসে, তাহলে রিভাইট টালাইজেশন স্কীম অনুযায়ী তাদের পুনর্বাসন দেওয়া হবে। স্যার নতুন নতুন জায়গায় এসে যদি পুনর্বাসন চান, তাহলে পুনর্বাসন

দেওয়ার কোন স্কীম সরকারের নেই।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া :- মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় স্বীকার করবেন কিনা যে, কংগ্রেস আমলে যখন এদের উচ্ছেদ করা হয় তখন এই ক্ষমতাশীন দল তার বিরোধী তা করেছিলেন। কিছু লোক ফিরে এসেছিল, তখন তাদের বলা হয়েছে, পুনর্বাসন দিতে পারব না। স্যার, তাহলে এই উচ্ছেদকে উৎসাহিত করা হয়েছে? ওরা কেন মালবাসা ক্যাম্প থেকে ফিরে গেল তা খতিয়ে দেখবেন কিনা? যেখানে পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছিল সেই জমি চাষের যোগ্য ছিল না, জল সেচের সুবিধা ছিল না, খাওয়ার জল পর্যান্ত ছিল না, সেই কারণেই চলে গেছে। যে সমস্ত উচ্ছেদ প্রাপ্ত লোক কমলাশ্রম নারকেল বাগানে গেছে সেখানে তারা একটু ভাল জায়গা পেয়েছে। কাজেই উচ্ছেদ প্রাপ্ত লোকদের পুনর্বাসন কেন দেওয়া গেল না তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রী দশরথ দেব:— প্রথমতঃ বর্তমানে যারা ক্ষমতাশীন তারা উচ্ছেদের জন্য উৎসাহিত করেন নি। এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা। তবে বান্ধ যখন হয়, জমি যখন জলের তলায় চলে যায় তখন আপনি থেকে উঠে আসে। এর জন্য কোন উস্কানীর প্রয়োজন হয় না। নগেন্দ্র জমাতিয়াও যদি এই অবস্থায় পড়েন, তাহলে তাকেও উঠে যেতে হবে। দ্বিতীয়তঃ যাদের পুনর্বাসন হয়নি আমরা তাদের নতুন ভাবে টাকা দেব না একথা বলিনি। হয়ত, বিশেষ কোন অসুবিধায় তারা কলোনী ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছে। তারা যদি সেই একই কলোনীতে ফিরে আসে, তাহলে রিভাইটালাইজেশন স্কীম অনুযায়ী আবার পুনর্বাসন দেব। কিন্তু নূতন, নতুন জায়গা বাছাই করে নূতন নতুন পুনর্বাসন দেওয়ার কোন পরিকল্পনা সরকারের নেই এবং সেই অর্থও সরকারের নেই।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া:— স্যার, আমি নতুন করে পুনর্বাসনের কথা বলছি না। আমি বলছি, রিভাইটালাইজেশন স্কীমের কথা যা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এখানে বলেছেন তা প্রয়োগ করে তাদের আর একটু ভাল জায়গায় পুনর্বাসন দেওয়া হবে কিনা?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী:— স্যার, আপনার অনুমতি নিয়ে বলছি, মাননীয় সদস্য হাউসকে বিভ্রান্ত করছেন। এই ঘটনাটি আমরা প্রথম থেকে লক্ষ্য করে আসছি, কোন রকম নোটিশ না দিয়েই এই লোকদের সেখানে থেকে তাড়ানো হয়েছে। সি আর পি লাগিয়ে তাড়ানো হয়েছে। যাদের তারা প্রশংসা করছেন আগেকার সরকার, সুখময় বাবুর সরকার সি আর পি দিয়ে তাড়িয়েছেন। এই জায়গা তারাই

নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন। এটা দুর্ভাগ্যজনক, তখন তারা অন্ধ ছিলেন বলেই সুখময় বাবুর টি, ইউ, জে, এসরা সেখান থেকে তড়িঘড়ি করে চলে আসেন। কোন কারণ নাই, কিছুই নাই তব চলে আসেন। আমাদের কথা তখন শুনেন নি। সুখময় বাবুর কথা শুনতেন, টি,ইউ,জে,এস-এর কথা শুনতেন। যারা আসেননি তারা সেখানে থেকে গেল। কাজেই আজকে আক্রোশ হচ্ছে যখন তারা দেখল, যারা আসেননি তারা ভাল আছেন। আর যারা এদের নির্দেশে চলে এসেছিল ওরা আজকে তাদের মুখোমুখি হতে পারছেন না। স্যার, শুধু কি ৬,৫১০ টাকাই তাদের দেওয়া হচ্ছে? তাদের জন্য লক্ষ লক্ষ টাকার এস. আর, ই. পি, এর কাজ হচ্ছে, এন, আর, ই. পি. এর-কাজ হচ্ছে, কত লক্ষ লক্ষ টাকার কাজ দিয়ে তাদের বাঁচিয়ে রাখা হচ্ছে। আমরা বলছি, তাদের এলাকায়, বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়া হবে, পানীয় জলের ব্যবস্থা হবে, ঘর বাড়ী তৈরী করা হবে। আর টাকা আমরা দেব না তা নয়। তাদের বাঁচার মত ব্যবস্থা করা হবে। কিন্তু যারা বিভ্রান্ত হয়েছিল কংগ্রেস (আই), টি, ইউ, জে, এস,-এর পরামর্শে। তারা যদি আবার ফিরে আসেন, তাহলে আমরা কোন সাহায্য করব না এ কথা আমরা বলছি না।

মিঃ স্পীকার ঃ— শ্রীদিবাচন্দ্র রাংখল।

শ্রীদিবাচন্দ্র রাংখল ঃ— স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার ২৯৩।

মিঃ স্পীকার ঃ— কোয়েশ্চান নাম্বার, ২৯৩।

শ্রীদশরথ দেব ঃ— স্টার্ট কোয়েশ্চান নাম্বার, ২৯৩।

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরা রাজ্যে সর্বমোট কয়টি ট্রাইবেল রেষ্ট হাউস রয়েছে (মহকুমা-ভিত্তিক হিসাব)

২। উক্ত রেষ্ট হাউসগুলির মধ্যে কতটি সচল এবং কতটি অচল অবস্থায় রয়েছে (অচল ও সচলের আলাদা হিসাব) এবং

৩। রাজ্যের উপজাতি জনগণের স্বার্থে আগরতলা শহরে আরও একটি ট্রাইবেল রেষ্ট হাউস নির্মান করার পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা?

উত্তর

১। ত্রিপুরা রাজ্যে বর্তমানে মোট ২২টি ট্রাইবেল রেষ্ট হাউস রয়েছে। মহকুমা ভিত্তিক ট্রাইবেল রেষ্ট হাউসের সংখ্যা নিম্নরূপ :—

১। সদর	৩টি

১।	সোনামুড়া	১টি
৩।	খোয়াই	১টি
৪।	উদয়পুর	২টি
৫।	অমরপুর	৩টি
৬।	বিলোনীয়া	৩টি
৭।	সাব্রুম	১টি
৮।	কমলপুর	২টি
৯।	কৈলাসহর	৩টি
১০	ধর্মনগর	

মোট ২২টি

ইতিমধ্যে ধর্মনগর মহকুমায় আনন্দবাজারে একটি উপজাতি বিশ্রামাগারের নির্মান কার্য্য প্রায় শেষ হয়েছে। এই বিশ্রামাগার সহসাই চালু করা হবে।

২। ২২টি রেষ্ট হাউসের মধ্যে ২০টি চালু অবস্থায় আছে। বাকী ২টি রেষ্ট হাউস চালু অবস্থায় নেই।

৩। আগরতলা শহরে ২নং এম, এল, এ, হোষ্টেলের সন্নিকটে ৩০ শয্যা বিশিষ্ট একটি দ্বিতল পাকা বাড়ী এই উদ্দেশ্যে নির্মানের কাজ দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছে।

শ্রীদিবা চন্দ্র রাংখল :-- মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানিয়েছেন, ২২ টির মধ্যে ২টি অচল আছে। অচল রেষ্ট হাউস দুইটি কোন মহকুমার কোন গ্রামে অবস্থিত তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ? এবং কি কারণে অচল অবস্থায় আছে তা জানাবেন কি ?

শ্রীদশরথ দেব :— বিলোনীয়া মহকুমার কালমার রেষ্ট হাউসটি অচল অবস্থায় আছে। আর আগরতলা শহরের বড়দোয়ালীর রেষ্ট হাউসটির মধ্যে কেহ যায় না বলে সেটায় ডিপার্টমেন্টের স্কুল হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। তবে এর পরিবর্তে ২নং এম. এল, এ. হোষ্টেলের কাছে রেষ্ট হাউসটি তৈরী করা হচ্ছে।

শ্রীদিবা চন্দ্র রাংখল :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার- উত্তর ত্রিপুরার ধর্মনগর, কৈলাশহর ও কমলপুর ট্রাইবেল রেষ্ট হাউসে গেলে দেখতে পাই রেষ্ট হাউসের বিছানা পত্র এবং মশারী গুলি নোংরা আছে, এগুলিকে ধোলাই করা হয় না এটা মাননীয় মন্ত্রী

মহোদয়ের জানা আছে কি ?

শ্রীদশরথ দেব :— স্যার এটা আমার জানা নেই।

শ্রীসুবোধ চন্দ্র দাস :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, পানিসাগর ব্লক এলাকায় বেশীর ভাগ উপজাতি বাস করেন। ট্রাইবেলরা ব্লকে আসলে যদি রাত্রি যাপনের প্রয়োজন হয় তাহলে রাত্রিতে থাকার ব্যবস্থা নেই এবং আশে পাশে কোন ট্রাইবেল বাড়ীও নেই যে রাত্রিতে থাকতে পারেন। সুতরাং বাধ্য হয়ে তাদের সরকারী অফিসের বারান্দায় থাকতে হয়। দীর্ঘদিন যাবত তাদের এই দুর্ভোগ চলছে। অতএব তাদের এই দুর্ভোগ দূরীকরনের জন্য পানিসাগর ব্লক হেডকোয়ার্টারে একটা ট্রাইবেল রেষ্ট হাউস করা হবে কিনা এবং ধর্ম্মনগর ও কাঞ্চনপুর ট্রাইবেল রেষ্ট হাউসগুলিতে অনেক অব্যবস্থা চলছে বিছানা পত্র ময়লা, মশারী নেই, এই অসুবিধাগুলি দূর করা হবে কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীদশরথ দেব :— স্যার, প্রতিটি ব্লক এরিয়াতে যেখানে ট্রাইবেল রেষ্ট হাউস নেই, সেখানে ব্লক, অফিসের কাছে রেষ্ট হাউস করার স্কীম আছে। আমি গতকালও সোনামুড়ায় গিয়ে সেখানে ট্রাইবেল রেষ্ট হাউসের জন্য জায়গা সিলেকশান করে এসেছি এবং মেলাঘরেও করা হবে। আর বিছানা পত্র পরিস্কার সম্পর্কে আমাদের কন্টিজেন্সী বাজেট খুব বেশী নেই। সুতরাং বিছানাপত্র ব্যবহার করতে হলে কিছু ওয়াশিং চার্জের প্রয়োজন হয়। সেই ওয়াশিং চার্জে আমরা ইনট্রোডিউস করব কিনা বিবেচনা করে দেখছি।

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্ত্তী :— সাপ্লিমেনটারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এখানে তথ্য দিয়েছেন যে প্রতিটি ব্লকেই একটি করে ট্রাইবেল রেষ্ট হাউস করা হবে। খোয়াইর ব্লকে কল্যানপুরে এবং তেলিয়ামুড়া ব্লকে ট্রাইবেলরা বহু দূর থেকে রোগী নিয়ে হাসপাতালে আসে, কিন্তু তাদের থাকার জায়গা না থাকায় তাদের অনেক অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। সুতরাং কল্যাণপুরে একটা রেষ্ট হাউস করার পরিকল্পনা সরকার গ্রহন করবেন কিনা, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীদশরথ দেব : - স্যার, আমি আগেই বলেছি যে প্রতিটি ব্লক হেডকোয়ার্টারে ট্রাইবেল রেষ্ট হাউস করার পরিকল্পনা সরকারের আছে। কল্যাণপুরে একটা বড় হাসপাতাল আছে, যেখানে যেখানে বড় হাসপাতাল আছে সেখানে টাকার সংস্থান হলে ট্রাইবেলদের জন্য রেষ্ট হাউস করার কাজে আমরা অগ্রসর হবো।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীমনোরঞ্জন মজুমদার।

শ্রীমনোরঞ্জন মজুমদার :— কোয়েশ্চান নং ২২৯ স্যার।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :— কোয়েশ্চান নং ২২৯ স্যার।

প্রশ্ন

১) বিলোনীয়া শহর সংলগ্ন মুহুরী নদীতে পাকা বাঁধ তৈরী করার জন্য কত টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে,

২) এই কাজের অগ্রগতি কতদূর, এবং

৩) কবে নাগাদ এই কাজ শেষ হইবে বলিয়া আশা করা যায় ?

উত্তর

১) বিলোনীয়া শহর সংলগ্ন মুহুরী নদীতে পাকা বাঁধ ও বর্ত্তমান বাঁধকে শক্ত করার জন্য দুই পর্যায়ে মোট ৮৬'৮০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

২) ও ৩) প্রথম পর্যায়ে ৬২০ মিটার রিভেটমেন্টের কাজ শেষ হইয়াছে এবং বর্ত্তমানে বাঁধকে শক্তিশালী করানোর কাজ প্রায় ৮০ শতাংশ শেষ হইয়াছে। এই কাজ আগামী বর্ষার পূর্বেই শেষ হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজের মধ্যে ২৫০ মিটার রিভেটমেন্টের কাজ শেষ হইয়াছে বাকী কাজের জন্য প্রস্তুতি নেওয়া হইতেছে। অবস্থা অনুকূল থাকিলে আগামী বর্ষার পূর্বেই রিভেটমেনটের কাজ শেষ হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

শ্রীমনোরঞ্জন মজুমদার :— সাপ্লিমেনটারী স্যার, এই যে পাকা বাঁধটি তৈরী করা হচ্ছে, তার দৈর্ঘ্য কত এবং তার মধ্যে কতখানি করা হয়েছে ? বাকী কাজটি, আমি যতটুকু জানি কাজটি বন্ধ হয়ে আছে, বন্ধ থাকার কারণ কি এবং বর্ষার আগে কাজ শেষ করা যাবে কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :— স্যার, আমাদের ৮৫০ মিটার পর্যান্ত রিভেটমেনটের এষ্টিমেট আছে আর নূতন পরিকল্পনা আছে ১১৮০ মিটার মাটির বাঁধ। এই কাজের আনুমানিক ব্যয় হবে ৪৬'৮০ লক্ষ টাকা এবং কেন্দ্রীয় সরকার পুরো টাকাই বহন করবেন। আর দ্বিতীয় পর্যায়ে ২৫০ মিটার রিভেটমেনটের কাজ শেষ হয়েছে আর বাকী কাজ করার জন্য আমরা প্রস্তুতি নিচ্ছি।

শ্রীমনোরঞ্জন মজুমদার :— সাপ্লিমেনটারী স্যার, এই যে ইট ফেলা হচ্ছে সেগুলি নেটের মধ্যে ফেলা হচ্ছে না, বিক্ষিপ্ত ভাবে ইট ফেলা হচ্ছে। যার ফলে বর্ষাকালে এই ইটগুলি ভেসে যাবে এবং পরিকল্পনাটি বিঘ্নিত হবে। এটা মাননীয় মন্ত্রী

মহোদয় খতিয়ে দেখবেন কিনা ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :—স্যার, মাননীয় সদস্য বিলোনীয়া থেকে নির্বাচিত হয়েছেন এবং তিনি জানেন ও এই মুহুরী চর নিয়ে আমাদের অনেক দিনের সমস্যা। আমরা যে পরিকল্পনাটি নিয়েছি তাতে ভারত সরকার ও আমাদের সমর্থন করেছেন এবং টাকাও দিয়েছেন। তবে টাকাটা এমন এক সময়েই পেলাম যখন ৭।৮ লক্ষ ইট সংগ্রহ করা একটা সমস্যা, কারণ ইট পাওয়া যায় না। তবে কাজটি তাড়াতাড়ি করার জন্য আমাদের চেষ্টার কোন ত্রুটি নেই।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস।

শ্রীরুদ্রেশ্বর দাশ :— কোয়েশ্চান নং ২০৬ স্যার।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :— কোয়েশ্চান নং ২০৬ স্যার।

প্রশ্ন

১) কমলপুর মহকুমায় কয়টি ডিপ টিউবওয়েল, লিফট ইরিগেশান এবং ডাইভারশান স্কীম স্থাপন করার সিদ্ধান্ত সরকারের আছে (আলাদা হিসাব),

২) ইহা কি সত্য যে উক্ত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী স্কীম এর কাজ সঠিক ভাবে এগুচ্ছে না, এবং

৩) যদি সত্য হয় তবে ইহার কারণ কি?

উত্তর

১) ১৯৮৫-৮৬ সাল পর্যন্ত প্রস্তাবিত নূতন প্রকল্পের সংখ্যা নিম্নে দেওয়া হয় :—

ক) ডিপ টিউবওয়েল —৯টি

খ) লিফট্ ইরিগেশান্ —৭টি

গ) ডাইভারশন্ —২টি

২) কারিগরি ও অন্যান্য অসুবিধার জন্যে কিছু কিছু প্রকল্পের কাজ বিঘ্নিত হইতেছে।

৩) ঐ

মিঃ স্পীকার :— প্রশ্নোত্তরের সময় শেষ। যে সমস্ত তারকা চিহ্নিত প্রশ্নের মৌখিক উত্তর দেওয়া সম্ভব হয়নি সেইগুলির উত্তর এবং তারকা চিহ্ন বিহীন প্রশ্নগুলোর উত্তরপত্র সভার টেবিলে রাখার জন্য আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়দের অনুরোধ করছি। (ANNEXURES "A" ও "B")

REFERENCE PERIOD.

মিঃ স্পীকারঃ — এখন রেফারেন্স পিরিয়ড। আজ একটি রেফারেন্স পিরিয়ডের নোটিশ মাননীয় সদস্য শ্রী হরিচরন সরকার মহাশয়ের নিকট থেকে পেয়েছি। মাননীয় সদস্যকে দাঁড়িয়ে তার বিষয়টি উল্লেখ করার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রী হরিচরন সরকারঃ— মিঃ স্পীকার স্যার, আমার রেফারেন্সর বিষয়বস্তু হলো গত ১০ই মার্চ রাত্রি আনুমানিক ৮-৩০ মিঃ ছেছুরিয়া বাজারের বৃহদাংশ এক বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে ভষ্মীভূত হয়ে যাওয়া সম্পর্কে'

মিঃ স্পীকার ঃ— আমি শ্রীহরিচরন সরকার মহাশয় কর্তৃক আনীত নোটিশটি উত্থাপনের সম্মতি দিয়েছি। মাননীয় ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়কে এই বিষয়টির উপর বক্তব্য রাখার জনা অনুরোধ করছি। যদি তিনি এখন বিবৃতি দিতে না পারেন তাহলে কবে বিবৃতি দিতে পারবেন সেটা যেন জানান।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— স্যার, এই সম্পর্কে ২৭শে মার্চ আমি এই হাউসের সামনে বিবৃতি দিতে পারবো।

মিঃ স্পীকার :— আজ আর একটি রেফারেন্স পিরিয়ডের নোটিশ পেয়েছি মাননীয় সদস্য শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া মহাশয়ের নিকট থেকে। মাননীয় সদস্যকে দাড়িয়ে তার বিষয়টি উললেখ করার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমার রেফারেন্সের বিষয়বস্তু হলো-আগরতলার খোসবাগান নিবাসী জনৈক সুভাষ পোদ্দারকে আসাম রাইফেল এলাকায় স্বশাসিত জেলা পরিষদের সদর দপ্তর নির্মানের জন্য একজিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ার, আগরতলা ডিভিসন নং ৩ কর্তৃক টেণ্ডার মঞ্জুরী (No.—25—59/EE—III) সম্পর্ক''

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া মহোদয় কর্তৃক আনীত বিষয়টি উত্থাপনের সম্মতি আমি দিয়েছি। মাননীয় ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়কে এই বিষয়টির উপর বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করছি। যদি তিনি এখন বিবৃতি দিতে না পারেন তাহলে কবে বিবৃতি দিতে পারবেন সেটা যেন জানান।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— স্যার, এই সম্পর্কে ৩১শে মার্চ হাউসের সামনে বিবৃতি দিতে পারবো।

মিঃ স্পীকার :— আজ আর একটি রেফারেন্স পিরিয়ডের নোটিশ পেয়েছি মাননীয় সদস্য শ্রীগোপালচন্দ্র দাস মহাশয়ের নিকট থেকে। মাননীয় সদস্যকে

দাঁড়িয়ে তাঁর বিষয়টি উল্লেখ করার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস :— স্যার, আমার রেফারেন্সের বিষয়বস্তু হলো—

"গত ১লা ফেব্রুয়ারী ১৯৮৫ ইং তারিখে উদয়পুর গার্লস স্কুলের নবম শ্রেণীর ছাত্রী সুপ্রিয়া মজুমদারকে বিদ্যালয়ে যাবার পথে উদয়পুর নটিফায়েড এরিয়া অথরিটি অফিসের সম্মুখে একটি ট্রাকগাড়ীর চেসিজ দ্বারা চাপা দেওয়া সম্পর্কে"

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস মহাশয় কর্তৃক আনীত বিষয়টি উত্থাপনের সম্মতি আমি দিয়েছি। মাননীয় ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি এই বিষয়টির উপর বক্তব্য রাখার জন্য। যদি তিনি এখন বিবৃতি দিতে না পারেন তাহলে কবে দিতে পারবেন সেটা যেন জানান।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— স্যার, ২৯শে মার্চ্চ এই সম্পর্কে হাউসে বিবৃতি দিতে পারবো।

মিঃ স্পীকার :— গত ২০-৩-৮৬ ইং তারিখে মাননীয় সদস্য শ্রীভানুলাল সাহা মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত নিম্নে উল্লেখিত বিষয়বস্তুর উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন।

এখন আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি নিম্নোক্ত বিষয়বস্তুর উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য। বিষয়বস্তু হলো :—

"১৮-৩-৮৬ ইং দামছড়া থেকে ধর্মনগরগামী টি, আর, এল ৯৫১নং গাড়ীর উপর দুষ্কৃতকারীদের গুলি চালনা, লুটপাট এবং ড্রাইভার সজল দেবের গুলিবিদ্ধ হয়ে আহত হওয়া সম্পর্কে"।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— গত ১৮-৩-৮৬ ইং বিকালের দিকে টি, আর, এ-৯৫১ নং (টি, আর, এল নহে) জীপ গাড়ীটি দামছড়া বাজার হতে যাত্রী ও ব্যবসায়ীদের নিয়ে ধর্মনগর ফিরছিল। গাড়ীটি যখন বিকাল অনুমান ৫ ঘটিকার সময় ধর্মনগরের পথে বংসোল পৌঁছে তখন ৬/৭ জন অপরিচিত দুষ্কৃতকারী দেশী বন্দুক সহকারে গাড়ীটিকে আক্রমন করে এবং গাড়ী লক্ষ্য করে গুলি ছুড়ে। ফলে গাড়ীর ড্রাইভার শ্রীসজল দত্ত (দেব নহে), পিতা গোপাল দত্ত, সাং-ধর্মনগর অফিস টিলা এবং গাড়ীর অপর দুই যাত্রী দামছড়া থানাধীন পেকুছড়ার শ্রীকিশোর কুমার দাস ও ধর্মনগরের শ্রীসতীস দেবের ছেলে শ্রীপরিমল দেব গুলিবিদ্ধ হয়ে আহত হন। তৎপর দুষ্কৃতকারীরা যাত্রী ও ব্যবসায়ীদের নিকট থেকে নগদ ৭০০০ টাকা এবং কাপড় চোপড়, হাতঘড়ি ইত্যাদি যার আনুমানিক মুল্য প্রায় ১০০০ টাকা লুট করে নিয়ে যায়।

উক্ত ঘটনাটি ধর্মনগর থানাধীন জলেবাসা গ্রামের শ্রীঅক্ষয় নাথের ছেলে শ্রীবারীন্দ্র নাথের অভিযোগ মূলে দামছড়া থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৯৫ | ৩৯৭ ধারা ও অস্ত্র আইনের ২৫(১) (ক) ধারায় মোকদ্দমা নথিভুক্ত করে পুলিশ তদন্ত শুরু করে।

গুলিতে আহত শ্রীসজল দত্ত (ড্রাইভার) এবং অপর ২ জন যাত্রী শ্রীকিশোর কুমার দাস এবং শ্রীপরিমল দেবকে পানীসাগর ও ধর্মনগর হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য প্রেরণ করা হয়। শ্রীকিশোর দাসের আঘাত গুরুতর বিধায় তাকে গত ১৯-৩-৮৬ ইং তারিখ আগরতলা জি. বি, হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য প্রেরণ করা হয়। বর্ত্তমানে সে সেখানে চিকিৎসাধীন আছে। আহত শ্রীসজল দত্ত ধর্মনগর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছে। শ্রীপরিমল দেবকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ধর্মনগর হাসপাতাল হতে গত ১৮-৩-৮৬ ইং তারিখ ছেড়ে দেয়া হয়।

উত্তর ত্রিপুরা জেলার পুলিশ সুপার ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। তদন্তে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে দুষ্কৃতকারীরা লুটপাট করার উদ্দেশ্যেই গাড়ীটি আক্রমন করেছিল।

আগরতলা জি. বি. হাসপাতালে চিকিৎসাধীনে আহত শ্রীকিশোর দাসকে চিকিৎসার জন্য টাকা-পয়সা দেওয়া হচ্ছে।

ঘটনাটির তদন্ত চলছে।

শ্রীভানুলাল সাহা :— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশ্যান স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় এটা জানেন কিনা যে, দামছড়া থেকে চোড়াইবাড়ী অঞ্চলটি নকশালদের একটা গ্রুপ ডাকাতি করে বেড়াচ্ছে এবং তারা আসাম আগরতলা আন্তরাজ্যের সহিত যুক্ত বলেই এই সমস্ত ঘটনা ঘটছে।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— স্যার, এই এলাকায় নকশালদের একটা গ্রুপ সক্রিয় এবং তারা ভয়-ভীতি প্রদর্শন করছে, লুটপাট করছে এটা ঠিক তবে এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত কিনা এই তথ্য আমার কাছে নেই।

শ্রীভানুলাল সাহা :— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফেকেশ্যান স্যার, শুধু এই ঘটনা নয়, এফ. সি, আই এর গোডাউন থেকে তারা লুটপাট করে নিয়ে যায় এবং এফ-সি, আইয়ের কিছু কর্মচারীও এর সঙ্গে জড়িত রয়েছেন এটা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানেন কিনা ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— স্যার, আমি বলেছি যে এই এলাকায় কিছু সমাজ-বিরোধী আছে যারা এই ধরনের লুটপাট করছে। কাছাড়ের কিছু সমাজ-বিরোধীর

সংগে ওরা যুক্ত এবং এর আগে আসাম-আগরতলা ঐ এলাকাতেও গাড়ী আক্রান্ত হয়েছে, লুটপাট হয়েছে, কাজেই এটা পুলিশ দেখছে কোন আন্তঃরাজ্যের সংগে যুক্ত কিনা।

সৈয়দ বসিত আলি :— পয়েন্ট অব্ ক্ল্যারিফিকেশ্যান স্যার, মাননীয় সদস্য এখানে বলেছেন যে দামছড়া থেকে ধর্মনগর গামী টি, আর, এল ৯৫১ নং গাড়ীর উপর দুষ্কৃতকারীদের গুলি চালনা, লুটপাট এবং সজল দেবের গুলিবিদ্ধ হয়ে আহত হওয়া সম্পর্কে। এখানে যে বিষয়টি এনেছেন সে সম্পর্কে আমাকে বলতে হয় যে, উগ্র-পন্থীদের বিরুদ্ধে সরকার যে সব ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন, জনসাধারণের নিরাপত্তার স্বার্থে সেই পর্য্যায়ে সরকার বিবেচনা করে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে কিনা, এটা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— স্যার, এই ধরনের ঘটনা সম্পর্কে নিশ্চয়ই কঠোর ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে।

CALLING ATTENTION

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীসুনীল চৌধুরী মহাশয়ের নিকট থেকে একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পেয়েছি। নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো :—

"গত ২৭শে ফেব্রুয়ারী ১৯৮৬ ইং তারিখে "গন সংবাদ পত্রিকায়" প্রকাশিত ২৫শে ফেব্রুয়ারী ১৯৮৬ ইং ভগবান টিলায় (চন্দ্রহাসপুর) চার (৪) জন চাকমাকে বি, ডি, আর কর্তৃক অপহরন করা সম্প্যর্কে"।

মাননীয় সদস্য শ্রীসুনীল কুমার চৌধুরী।

মাননীয় সদস্য শ্রীসুনীল কুমার চৌধুরী অনুপস্থিত থাকায় তার নোটিশটি 'falls Through" হয়ে গেল।

মাননীয় সসস্য শ্রীজওহর সাহা মহাশয়ের নিকট থেকে আর একটি দৃষ্টি আকর্ষণীর নোটিশ পেয়েছি। মাননীয় সদস্য শ্রীজওহর সাহা উপস্থিত আছেন তার নোটিশটি উত্থাপনের সম্মতি দিয়েছি। নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো :—

"গত ১৬-৩-৮৬ ইং তারিখে রাত্রি আনুমানিক ১টায় অমরপুর শহর সংলগ্ন গোবিন্দ টিলায় শ্রীমতি হোসনেহারা বিবি এবং তাঁর তিন ছেলেকে আহত করা এবং তার বাড়ীতে ডাকাতি সম্পর্কে"।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— স্যার, এই সম্পর্কে ২৮শে মার্চ্চ হাউসের সামনে বিবৃতি দিতে পারবো।

মিঃ স্পীকার :— আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। আমি এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী মহোদয় কর্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন। নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো :— "গত ১৬-২-৮৬ ইং।

গভীর রাতে টি, এন, ভি উগ্রপন্থী ও উপজাতি যুব সমিতির দুষ্কৃতকারীদের দ্বারা খোয়াই মহকুমার ব্রহ্মছড়ার কান্তি কলই ও কুঞ্জমুড়ার কবিতা জমাতিয়ার অপহৃত হওয়ার ঘটনা সম্পর্কে।"

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— স্যার, গত ১৭,২,৮৬ ইং তারিখ রাত অনুমান ১-৩০ মিঃ এর সময় জলপাই রংয়ের পোষাক পরিহিত ২০/২৫ জনের একটি উগ্রপন্থী দল আগ্নেয়াস্ত্র সহ তেলিয়ামুড়া থানাধীন উত্তর ব্রহ্মছড়া গ্রামে শ্রীইন্দু কলই-এর ঘরে প্রবেশ করে এবং তার পর শ্রীকান্তি কলইকে (বয়স ২২ বৎসর) অপহরন করে নিয়ে যায়।

ঘটনাটি ঐ দিন রাত প্রায় ২,৪৫ মিঃ-এর সময় শ্রীইন্দ্র কুমার কলই এর আর এক পুত্র শ্রীধনঞ্জয় কলই-এর অভিযোগমূলে তেলিয়ামুড়া থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৬৪ ধারায় এবং অস্ত্র আইনের ২৭ ধারায় মোকদ্দমা নং ৫ (২) ৮৬ নথিভুক্ত করা হয় এবং পুলিশ সংগে সংগে তদন্ত শুরু করে।

তদন্তকালে আরও প্রকাশ পায় যে, ঐ দিনই রাত অনুমান ৩-৩০ মিঃ হইতে ৪টার মধ্যে উগ্রপন্থীদল তেলিয়ামুড়া থানাধীন কুঞ্জমুড়া গ্রামের শ্রীদুর্গালাল জমাতিয়ার পুত্র শ্রীকবিতা ওরফে এ রয় ওরফে কাচুক জমাতিয়াকে (বয়স ২৬ বৎসর) তার বাড়ী হতে অপহরণ করে নিয়ে যায়। ঘটনার সংবাদ পাওয়া মাত্রই পুলিশ সুপার ও ডি, আই, জি (রেঞ্জ) ঘটনাস্থল সমূহে ছুটে যান। পুলিশ সুপার ঘটনাস্থল থেকে পুলিশ ও সি, আর, পি সহযোগে উগ্রপন্থীদের গ্রেপ্তার ও নিখোঁজ ব্যক্তিদ্বয়কে খুঁজে বের করার প্রচেষ্টা চালায়। কিন্তু অদ্যাবধি শ্রীকান্তি কলই এবং শ্রীকবিতা জমাতিয়াকে উদ্ধার করা এবং উগ্রপন্থী দলটিকে গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয়নি।

এখানে উল্লেখ থাকে যে, অপহৃত শ্রীকান্তি কলই সি, পি, আই (এম) দলের প্রাক্তন গ্রাম প্রধানের ছেলে এবং শ্রীকবিতা জমাতিয়া আত্মসমর্পনকারী একজন এ, টি, পি, এল ও উগ্রপন্থী।

অপহৃত ব্যক্তি দ্বয়কে খুঁজে বের করার জন্য এবং উগ্রপন্থী দলটিকে গ্রেপ্তার করার জন্য এখনও তল্লাসী ও তদন্ত চলছে।

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্ত্তী :— স্যার, ঐ উগ্রপন্থী দলের এরা এই দিন দুপুরের সময় শ্রীদামপুর পাড়ার আদিবাসী জমাতিয়া বাড়ীতে আসেন এবং সেখানে খাওয়া দাওয়া করেন, তারপর সন্ধ্যার সময় তারা এসে এদেরকে ধরে নিয়ে যায়, এইটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— স্যার, এই তথ্য আমার কাছে এখন নাই।

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী :— পয়েন্ট অফ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, এই এলাকার আর এক মাস আগে উপজাতি যুব সমিতি ও উগ্রপন্থীরা যুগ্মভাবে হরিমোহন দেববর্মার বাড়ীতে আসে তাকে খুন করার উদ্দেশ্যে এবং এসে ৫ জন লোককে খুন করে যায়। আবার তার এক মাস পরেই এই ঘটনাটি ঘটে। আমরা লক্ষ্য করেছি যে সেখানে একটি পুলিশ ক্যাম্প থাকা সত্বেও খবর দেওয়ার অনেক পরে পুলিশ হরিমোহন দেববর্ম্মার বাড়ীতে যায়, আবার এখানে লক্ষ্য করছি যে অনেক দেরীতে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়েছে। যদি ঠিক সময় মত যেত মানে খবর দেওয়ার সংগে সংগে যেত তাহলে তাদেরকে রক্ষা করতে পারত, এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— স্যার, এই দুইটা পরিবারের সামনে আমরা গিয়েছিলাম ঘটনার কয়েক দিন পরেই এবং সেখানকার লোকেরা এবং বিশেষ করে ইন্দ্র কলইর ছেলে বলেছে যে পুলিশ সম্ভবত আরও আগে এখানে আসতে পারত। আমি বলেছি, পুলিশ সঙ্গে সঙ্গে কেন এলনা, আর যদি এসে থাকে তাহলেও তার তদন্ত করে দেখা হবে। এইটা নিশ্চয়ই গুরুত্বপূর্ণ অভিযোগ যে পুলিশ সময়মত ঘটনাস্থলে আসেনা, এইটা তদন্ত করে দেখা হবে।

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলছেন যে এই দুই জনের সন্ধানে পুলিশ তদন্ত চালিয়েছে, তা তারা কি জীবিত আছে, না কি নিহত হয়েছে, এই রকম কোন তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আছে কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— স্যার, পুলিশ তাদের খুঁজে বের করার জন্য চেষ্টা করছে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— স্যার, আমার প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তার জবাবে সবটাই উগ্রপন্থীদের কাজ বলেছেন আর নোটিশে আছে উপজাতি যুব সমিতির দুষ্কৃতকারীদের তা এইটা এইভাবে লেখা যায় কি না এবং এই উগ্রপন্থীরা রেগুলার দুলাল রাংখল যিনি সি পি আই (এম) এর প্রধান তার বাড়ীতে গিয়ে অপা-

রেশান চালান, তার বাড়ীতে যান এবং বের হন এইটা আমরা দেখেছি। কাজেই এই এলাকায় টি. এন ভির এইভাবে যে ঘাটি গেড়ে বসে আছে এর বিরুদ্ধে পুলিশী অভিযান চালাবেন কি না, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— মাননীয় সদস্য এখানে দুইটা আপত্তি এনেছেন, প্রথমটা হচ্ছে দৃষ্টি আকর্ষনী নোটিশের মধ্যে উপজাতি যুব সমিতি লিখতে পারবে কিনা। স্যার, আমি অসংখ্য দৃষ্টি আকর্ষনী নোটিশ দেখাতে পারব যেখানে সি পি আই (এম) দের দুষ্কৃতকারী লেখা আছে, কংগ্রেসদের দুষ্কৃতকারী লেখা আছে। কাজেই উপজাতি যুব সমিতিকে দুষ্কৃতকারী না লেখার কোন কারণ নাই। জবাবের সময় কি তথ্য উপস্থিত করা হয়েছে সেটা আলাদা ব্যাপার। তারপর তিনি একজনের নাম এখানে উল্লেখ করেছেন যিনি আত্মসমর্পন করেছেন উগ্রপন্থী থেকে। এইটা খুবই দুর্ভাগ্যজনক যে, আত্মসমর্পনকারী উগ্রপন্থীরা তাদের আক্রমনের লক্ষ্যস্থল। মাননীয় সদস্য দেখেছেন আর একজন মানে কবিত্য জমাতিয়াকে ইতিমধ্যেই উগ্রপন্থীরা অপহৃত করেছে. তার পরেও তারা চায় এইভাবে টি. এন. ভি, আরও আত্মসমর্পনকারীদের নিয়ে যাক বা হত্যা করুক। এইটা দুর্ভাগ্যজনক যে যাদের আমরা স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা করছি, দুলাল রাঙ্খল হচ্ছেন তাদের মধ্যে একজন। তিনি স্বাভাবিক জীবনে ফিরে এসেছেন এবং সেখানে একটা স্কুল চালাচ্ছে ও পঞ্চায়েতের গঠনমূলক কাজ করছে, তাদের উগ্রপন্থীদের আক্রমনের স্বীকার করার জন্য এখানে তার নাম উল্লেখ করেছেন। এইটা খুবই দুর্ভাগ্যজনক।

মাননীয় সদস্যকে আমি অনুরোধ করছি, আপনি এইটা করবেন না, অনেক ক্ষতি আপনার করেছে এদের আর ক্ষতি করবেন না। যারা আত্মসমর্পন করেছেন তাদেরকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসতে দিন, তাদেরকে গঠনমূলক কাজ করতে দিন. যে মন্তব্য মাননীয় সদস্য এখানে সেটা করেছেন খুবই দুর্ভাগ্যজনক।

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্ত্তী : — স্যার, এখানে বর্তমানে এই উপজাতি যুব সমিতির দুষ্কৃতকারী ও টি. এন. ভিরা, যুক্তভাবে এই এলাকায় জনগনকে ভয় ভীতি দেখাচ্ছেন এবং সেখানকার সি. পি. এম. গণমুক্তি পরিষদের হরিমোহন দেববর্ম্মা তিনি ভয়ে বাড়ীতে ঢুকতে পারছেন না. তা ছাড়াও রবীন্দ্র দেববর্মা ও মানিক দেববর্ম্মা যে আছেন তারাও বাড়ীতে ঢুকতে পারছেন না, তাদেরকে বলা হচ্ছে যে খুন করা হবে। বিশেষ করে এই যে হেমন্ত জমাতিয়া ও খগেন্দ্র জমাতিয়া যারা ত্রিপুরায় এত বড় শিল্পী ও লড়াই করছে জনগণের সঙ্গে, তাদেরকেও অপহৃত করে নিয়ে যাওয়ার জন্য চেষ্টা করছে, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এইটা জানেন কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— মিঃ স্পীকার স্যার, এটা ঠিক যে অনেকে তারা বাড়ী-ঘরে থাকতে পারছেন না। শ্রীহরিমোহন দেববর্মা, এ, ডি, সি, মেম্বার তাঁর বাড়ীর কাছে পুলিশ ক্যাম্প বসাতে হয়েছে, তা না হলে সম্ভবতঃ তাঁর পুরো পরিবারকে নিশ্চিহ্ন করে দিত। সকলের বাড়ীর সামনে পুলিশ ক্যাম্প দেওয়া সম্ভব না। তাই অন্যান্য পরিবারগুলি তাদের বাড়ীর কাছে যেখানে পুলিশ ক্যাম্প আছে সেখানে চলে আসতে বাধ্য হচ্ছে। অনেকে শহরে চলে আসতেও বাধ্য হচ্ছে। এই আগরতলা শহরেও ইতিমধ্যে অনেকে চলে এসেছেন। কারণ তাদের উপর যে সমস্ত অত্যাচার চলছে, উস্কানি চলছে, জোর-জুলুম চলছে তার থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য শহরে এবং অন্যান্য অঞ্চলে যে সমস্ত জায়গায় পুলিশের ব্যবস্থা আছে সেখানে আশ্রয় নিয়েছেন।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীসুবোধ চন্দ্র দাস মহোদয় কর্ত্তৃক আনীত আরেকটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। নোটিশটির বিষয়-বস্তু হল—" সম্প্রতি মিজোরাম থেকে একদল রিয়াং ত্রিপুরার দামছড়া অঞ্চলে আশ্রয় গ্রহন সম্পর্কে"। এখন আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি নোটিশটির উপর একটি বিবৃতি দিতে।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— মিঃ স্পীকার স্যার, ৩৮৬ সদস্য বিশিষ্ট ৬৫টি রিয়াং পরিবার সম্প্রতি মিজোরামের রেংডিল, মুনছড়া ও সিথিয়াং থেকে ত্রিপুরায় এসে উত্তর ত্রিপুরার খেদাছড়া ও দামছড়া আর. এফ. গাঁও সভার মনাছড়া, জারামপাড়া ও উইসুকছড়ায় আশ্রয় নিয়েছে। এই ৬৫টি পরিবারের মধ্যে খেদাছড়া গাঁওসভার মনাছড়ায় ২৮টি পরিবার ও উজারামপাড়ায় ২টি পরিবার এবং দামছড়া গাঁওসভার উইসুকছড়ায় ৩৫টি পরিবার বাস করছে। এই পরিবারগুলি এই সব জায়গায় কতগুলি ছোট ছোট কাচা ঘর তৈরী করে বাস করছে এবং ফরেষ্টের বাঁশ, ছন ইত্যাদি বিক্রয় ও দীন মজুরী করে জীবিকা অর্জন করছে। তারা কেন মিজোরাম থেকে চলে আসলেন সেটা জিজ্ঞাসা করার পর বলেছেন যে, সেখানকার গ্রাম পরিষদের নিয়মানুসারে তারা কোন জায়গায় অস্থায়ীভাবে জুম চাষ করতে পারেন, কিন্তু স্থায়ীভাবে করতে পারেন না এবং পুনর্বাসনও পেতে পারেন না। কাজেই তারা এই এলাকায় চলে এসেছেন। সেখানে পুনর্বাসনের সম্ভাবনা নাই, জুম ফেইল করেছে এবং স্থায়ীভাবে জুম করার কোন সুযোগ সুবিধা এ. ডি, সির নিয়মানুসারে তারা পাননা। এখন আমরা তাদের অস্থায়ী রেশন কার্ড দিয়েছি এবং তাদের আর্থিক

সমস্যা সমাধানের জন্য নগদ ১০০ টাকা করে প্রত্যেক পরিবারকে দিয়েছি। আমরা ইতিমধ্যে সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে, এই পরিবারগুলিকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য যে সমস্ত কর্মসূচী নেওয়া দরকার সে সমস্ত কর্মসূচী আমরা নেব এবং সে অনুসারে কর্ম্মসূচী নেওয়ার জন্য সেখানকার বি, ডি, ও, কে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

শ্রীসুবোধচন্দ্র দাস :— পয়েন্ট অব্ ক্লেরিফিকেশান স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, এই যে রিয়াং পরিবারগুলি খেদাছড়া, দামছড়া প্রভৃতি বিভিন্ন গ্রামে আশ্রয় নিয়েছেন তাদের উপর মিজোরামের বিভিন্ন এলাকায় প্রচণ্ড দমন-পীড়ন চালান হচ্ছে এবং তাদেরকে জুম কাটতে দেওয়া হচ্ছে না ও অমানুষিক নির্যাতন চালান হচ্ছে এবং বিভিন্ন জায়গাতে তাদেরকে দিয়ে কাজ করিয়ে পয়সা-কড়ি দেওয়া হচ্ছেনা বলে এসব কারণে তারা ত্রিপুরার বিভিন্ন গ্রামে এসে আশ্রয় নিতে বাধ্য হচ্ছে, এই কথা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কিনা?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— মিঃ স্পীকার স্যার, এই জায়গাটাতে আমাদের কিছু উদ্‌বেগের কারণ রয়েছে যে মিজোরামে চাকমারা এবং রিয়াংরা সেখানকার জনসংখ্যার একটা বড় অংশ, কিন্তু সেখানকার এম, এন, এফ নেতা শ্রীলালডেঙ্গা তার চুক্তির একটা শর্ত হচ্ছে এই চাকমা ডিষ্ট্রিক্ট ভেঙ্গে দিতে হবে। চাকমারা সেখানে বঞ্চিত। যে সমস্ত চাকমারা বাংলাদেশ থেকে এসেছে তাদেরকে বাংলাদেশে ফেরৎ পাঠান হয়েছে এবং আমাদের এখানেও যারা বাংলাদেশ থেকে এসেছে তাদেরকে বাংলাদেশে ফেরৎ পাঠান হয়েছে। কিন্তু আর যে সমস্ত চাকমারা সেখানে রয়েছে তারা যদি বিদেশী বলে চিহ্নিত হয় এবং পার্শ্ববর্তী রাজ্যে চলে আসে তাহলে আমাদের একটা বিরাট সমস্যার সৃষ্টি হবে। আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করব যে, যে সমস্ত পরিবারগুলি এখানে এসেছে তাদের আমরা আশ্রয় দেব, দরকার হলে পুনর্বাসন দেব কিন্তু সমগ্র বোঝাটা আমরা নিতে পারবনা কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্য ছাড়া। এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার কারণ আসার যে ঝোঁক সেটা কি কি কারণে সেটা মাননীয় সদস্য বলেছেন। সেখানে শোষণ চলছে, ট্রাইবেলদের মধ্যে রিয়াংরা সেখানে দুর্বলতম, তাই তাদের উপর ক্রীতদাসের মত অন্য ট্রাইবেলদের বাড়ী-ঘরে কাজ করতে হচ্ছে। সেজন্য আমাদের তাদের প্রতি সহানুভূতি আছে। রিয়াং যারা এখানে চলে এসেছে তাদের প্রতি সহানুভূতি রয়েছে এবং থাকবে।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা :— পয়েন্ট অব্ ক্লেরিফিকেশান স্যার, মিজোরামে রিয়াংরা ২য় সংখ্যা গরিষ্ঠ সম্প্রদায় তথাপি সেখানে তারা বণ্ডেড লেবার। ভারতবর্ষে আর

কোথাও না থাকলেও মিজোরামে রয়েছে। তাই এই ব্যাপারে ভারত সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হবে কিনা এবং মিজোরাম সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করা হবে কিনা, যাতে সেখানে এই অত্যাচার বন্ধ হয় এবং সেজন্য ত্রিপুরা সরকার মিজোরাম সরকারের নিকট চিঠি-পত্র লিখবেন কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— মিঃ স্পীকার স্যার, মিজোরাম সরকারকে চিঠি-পত্র লেখার কোন প্রশ্ন আসে না। আমি আগেই বলেছি যে, ভারত সরকারকে নিশ্চয়ই অবহিত রাখব।

শ্রীসুবোধ চন্দ্র দাস :— পয়েন্ট অব্ ক্লেরিফিকেশান স্যার, মিজোরামে রিয়াংরা ২য় বৃহত্তম সংখ্যা গরিষ্ঠ অধিবাসী তথাপি ত্রিপুরায় যেভাবে তারা এসে আশ্রয় নিচ্ছেন তাতে তারা মিজোরামে সংখ্যা লঘু হয়ে যাবেন, তাই মিজোরাম সরকার এবং ভারত সরকারের প্রতি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর তরফ থেকে দৃষ্টি আকর্ষন করা হবে কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— মিঃ স্পীকার স্যার, এই প্রশ্নের জবাব আমি আগেই দিয়েছি যে, জানানো হবে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— পয়েন্ট অব্ ক্লেরিফিকেশান স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে ৬৫ পরিবারকে এখানে পুনর্বাসন দেওয়া হবে ভবিষ্যতে এবং তাদের জীবিকার ব্যবস্থা করা হবে। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা যে, তাহলে মিজোরাম থেকে আসার একটা ঝোক আরও হয়ত বেড়ে যাবে তাদের পুনর্বাশনের দায়-দায়িত্ব মিজোরাম সরকারের। তাহলে যে পরিবারগুলি এখানে এসেছি তাদের সাময়িকভাবে খাইয়ে বাঁচিয়ে রাখার ব্যবস্থা করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ করা হবে কিনা, যাতে এই ঝোঁকটা বন্ধ হয়।

এবং এই যে ৬৫টা পরিবার এসেছে তাদের মিজোরাম সরকার যাতে নিরাপত্তা এবং জীবন জীবিকার ব্যবস্থা করেন, সেই বিষয় নিয়ে বলা হবে কিনা ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— স্যার, আমি মাননীয় সদস্যকে স্মরন করিয়ে দিতে চাই এখানে আমাদের এমন একটা সরকার রয়েছে ভারতবর্ষের সংবিধানকে মানে। সংবিধান বিরোধী কোন কাজ যদি করতে বলা হয় মাননীয় সদস্য নগেন্দ্র জমাতিয়া যেটা বলেছেন সেটা ভারতবর্ষের যে কোন রাজ্য থেকে যে কোন এলাকা থেকে, যে কোন রাজ্যের মানুষ এসে বসবাস করতে পারে, ব্যবসা বাণিজ্য করতে পারে। এটা মনে রাখতে হবে এরা বাংলাদেশী না যে বিদেশী বলে চিহ্নিত করে মিজো-রামে পাঠিয়ে দেব। এই রকম সরকার এইখানে নাই। সুতরাং এই প্রশ্ন এখানে

উঠেনা।

শ্রী সুবোধ চন্দ্র দাস :— পয়েন্ট অফ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এইখানে যে তথ্য দিয়েছেন ৬৫ পরিবারের আশ্রয় নিয়েছে, আমি জানি, দামছড়া, খেদাছড়া এইসব বিভিন্ন এলাকাতে ১৫০ পরিবার আশ্রয় নিয়েছে। এই তথ্য সঠিক কিনা এবং সংগ্রহ করা হবে কিনা এবং তারা যদি আশ্রয় নিয়ে থাকেন অন্যান্যদের যে সাহায্য দেওয়া হয়েছে তাদেরকে সেই সাহায্য এবং অন্যান্য সুযোগ সুবিধা দিয়ে বাচিয়ে রাখা হবে কিনা ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— স্যার, বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মাননীয় সদস্য এখানে যা বললেন তা নিশ্চয়ই তদন্ত করে দেখা হবে। ৬৫টি পরিবার হোক আর ১৫০ পরিবার হোক এই দায়িত্ব কেন্দ্রকে নিতে হবে। তাদের পুনর্বাসনের দায়িত্ব কেন্দ্রকে নিতে হবে। তাদের বাঁচিয়ে রাখার দায়িত্ব নিয়ে অগ্রসর হচ্ছি। তাদের তাড়িয়ে দেওয়ার কোন প্রশ্ন নাই। এইগুলি করার জন্য আর্থিক সংগতি রাজ্য সরকারের নেই। সেই সংগতির জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে যেতে হবে, সেই সংগতি নিয়ে আসতে হবে। যারা এসেছে তাদের কাউকে না খেয়ে দেবনা এই প্রতিশ্রুতি দিতে পারি। তবে মাননীয় সদস্য যেটা বললেন সেটা নিশ্চয়ই তদন্ত করে দেখা হবে কত রিয়াং মিজোরাম থেকে এসেছেন। সঠিক তথ্য যাতে বের করা যায় সেটা আমরা দেখব।

মিঃ স্পীকার: — মাননীয় সদস্য শ্রীসুনীল কুমার চৌধুরী মহোদয় আনীত আজ আর একটি দৃষ্টি আকর্ষনী নোটিশের উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী স্বীকৃত হয়েছিলেন। নোটিশটির বিষয়বস্তু হল ১২ই মার্চ ১৯৮৬ অম্পিতে রমেশ কলই-এর চোখে অ্যাসিড নিক্ষেপ করে চোখ নষ্ট করা সম্পর্কে'
আমি এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ করছি এই নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী:— স্যার, গত ১২/৩/৮৬ইং রাত অনুমান ৯-১৫ মিনিটের সময় তিনজন উপজাতি দুস্কৃতিকারী হালুবা গ্রামের শ্রীরমেশ কলইকে তার বাড়ী হতে ডেকে ঐ গ্রামেরই শ্রীরবীন্দ্র কলইর বাড়ীতে নিয়ে যায় এবং পরে তার হাত দড়ি দিয়ে পিছ মোড়া করে বেঁধে তাকে পিস্তল দেখিয়ে তার নিকট ২, ৫০০ টাকা দেবার জন্য দাবী করে শ্রীরমেশ কলই টাকা দিতে রাজী হননি। টাকা দিতে রাজী না হওয়ায় দুস্কৃতকারীরা প্রথমে বাঁশের হুক্কা দিয়ে মারধর করে ও পরে কিছু বিষাক্ত পাউডারের গুঁড়ো গরম জলে মিশিয়ে তার চোখে মুখে ছুরে মারে। ফলে শ্রীরমেশ

কলই তার চোখে মুখে ও গলাতে গুরুতরভাবে আঘাত প্রাপ্ত হন।

উক্ত ঘটনাটি হালুয়া গ্রামের শ্রীধীরেন্দ্র কলইর অভিযোগমূলে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৪২।৩২৪ এবং অস্ত্র আইনের ২৫ (১) (ক) ধারায় অম্পি থানায় ৩ (৩) ৮৬ নং মোকদ্দমা নথিভুক্ত করে পুলিশ তদন্ত শুরু করে।

তদন্তকালে পুলিশ অম্পি থানাধীন হালুয়া গ্রামের শ্রীপ্রদেশমনি কলইর পুত্র শ্রীশশাংক কলই, ওরফে পিপুকে (২৬) গত ১৩।৩।৮৬ ইং তারিখে গ্রেপ্তার করে ১৪।৩।৮৬ ইং তারিখে কোর্টে চালান দেন। বর্তমানে সে জেল হাজতে আছে।

শ্রীরমেশ কলইর আঘাত গুরুতর বিধায় গত ১২-৩-৮৬ ইং তারিখ প্রথমে তাকে অম্পি হাসপাতালে ভর্তি করা হয় এবং পরে গত ১৩-৩-৮৬ ইং তারিখে অম্পি হাসপাতাল হতে আগরতলা জি, বি, হাসপাতালে প্রেরন করা হয়। বর্তমানে তিনি জি.বি. হাসপাতালে বিপদমুক্ত অবস্থায় চিকিৎসাধীন আছেন।

এই ঘটনার সাথে যুক্ত অপর আসামীদের নাম হলো: (১) শ্রীকাইশ্যপমনি দেববর্মা, সাং-সাধুপাড়া, থানা-অম্পি। (২) শ্রীসুবল দেববর্মা—সাং রঙ্গমালা,থানা টাকারজলা (৩) শ্রীরবীন্দ্র কলই, সাং—বৈশ্যমনি খামার বাড়ী, থানা-অম্পি।

তারা সবাই টি, ইউ, জে, এসের সমর্থক। তাদের ধরার জন্য সর্বপ্রকার চেষ্টা চালানো হচ্ছে। আসামীরা পলাতক আছে।

তদন্তে জানা যায় যে চাঁদা না দেবার জন্যই এই ঘটনা ঘটেছে।

তদন্তে আরো জানা যায় যে আহত শ্রীরমেশ কলই ত্রিপুরা হিলস পিপলস্ পার্টির সমর্থক এবং ধৃত আসামী শ্রীশশাংক কলই উপজাতি যুব সমিতির সমর্থক।

ঘটনাটির তদন্ত চলছে।

শ্রীসুনীল কুমার চৌধুরী:- পয়েন্ট অফ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, কিছুদিন পূর্বে অম্পি এলাকায় টি, এন, ভি, নেতা দিলীপ কলই টি, ইউ, জে, এস, নেতার বাড়ীতে নিমন্ত্রন খেতে গিয়েছিল এবং তখন পুলিশের সম্মুখীন হয়ে পড়েছিল এবং তিনি অল্পের জন্য পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিল। এই খবরটা পুলিশের কাছে রমেশ কলই দিয়েছে বলে সন্দেহ করে তার উপর এই আক্রমন চালানো হয়েছিল এই খবরটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আছে কিনা।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী:— স্যার, প্রথম যে ঘোষণার কথা বললেন এইটা ঠিক। একটা বাড়ীতে সেখানে তাকে পুলিশ প্রায় পাকড়াও করে ফেলেছিল। দিলীপ কলইকে তার জামা কাপড় ছেড়ে পালিয়ে যেতে হয়। দুর্ভাগ্যজনক তাকে পুলিশ গুলি করেনি, গুলি করার সুযোগ পায়নি নতুবা দিলীপ কলইকে মোকাবিলা করা যেত। এইটা

অসম্ভব না, আমি জানিনা যে রমেশ কলই কোন খবর দিয়েছিল কিনা পুলিশে। উপজাতি যুব সমিতির সন্দেহ হয়েছে নিশ্চয়ই এখান থেকে খবর গিয়েছে এবং তারই একটা প্রতিক্রিয়া এইটা হওয়া অসম্ভব না। যেহেতু পুলিশকে খবর দিচ্ছে, গভর্ণমেন্টকে খবর দিচ্ছে তাকে শেষ করে দিতে হবে। রমেশ কলইর সঙ্গে আমি দেখা করেছি হাসপাতালে। উনি বলেছেন, তার স্ত্রী যদি রক্ষা করতে জীবন ভিক্ষা না করত তাহলে তার জীবন সেদিনই শেষ হয়ে যেত। যেভাবে তারা মারমুখী হয়েছিল যেভাবে সমস্ত গায়ের উপর দিয়ে বিভিন্ন রকমের অত্যাচার করেছেন চোখগুলি নষ্ট করার চেষ্টা করেছিল। এইটা একটা প্রতিহিংসামূলক আক্রমন, যাতে কেউ গভর্ণমেন্টকে সাহায্য না করে, টি এন, ভি-কে ধরাবার জন্য গভর্ণমেন্টের সাহায্য না চায়, জনগন যাতে সাহায্য করতে না যায়, সেইজন্য এই আক্রমন হয়েছে।

শ্রীসুনীল কুমার চৌধুরী : পয়েন্ট অফ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, মাননীয় মন্ত্রীর কাছে এই তথ্য আছে কিনা উপজাতি যুব সমিতির নেতাদের, তারাও এই সন্দেহ করেছিল যে রমেশ কলই পুলিশের কাছে খবর দিয়েছে, এই তথ্য আছে কিনা ?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :— স্যার, এইটার জবাব আমি দিয়েছি।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া :— পয়েন্ট অফ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, ২ই মার্চ তৈদুতে শ্রীরঞ্জন দেবের বাড়ীতে যখন হামলা হয় তখনই টি, ইউ জে, এসের লোকেরা এই সুবল দেববর্ম্মা, এবং কাশাপমুনি বাড়ী সাধুপাড়া, তাদের নাম পুলিশের কাছে দিয়েছিল এবং পুলিশ যাতে তাদেরকে গ্রেপ্তার করে তার জন্য আমি নিজেও পুলিশকে প্রেসার দিয়েছিলাম। রমেশ কলই, টি, এইচ, পি-র লোক, ত্রিপুরা রাজ্যে টি এইচ, পি-র কোন অস্তিত্ব নেই, কোন অফিস ঘর নেই, তার সমর্থক এইটা প্রশ্নই উঠেনা। মাননীয় মন্ত্রী জানাবেন কিনা যে, পুলিশ এখনও আসল আসামী যারা, ঐ সুবল দেববর্ম্মাকে কেন গ্রেপ্তার করছে না ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— স্যার, আসামীদের গ্রেপ্তার করার জন্য পুলিশ চেষ্টা করছে এবং মাননীয় সদস্য যদি এই সম্পর্কে তথ্য জানতে চান, তাহলে যিনি আক্রান্ত হয়েছেন তার সংগে দেখা করলে সঠিক তথ্য জানতে পারবেন।

GENERAL DISCUSSION ON THE BUDGET ESTIMATES FOR 1986—87

মিঃ স্পীকার :— সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো :— "১৯৮৬-৮৭ ইং আর্থিক সালের ব্যয় বরাদ্দের (জেনারেল ডিসকাশান অন দি বাজেট এষ্টিমেট, ফর দি ইয়ার, ১৯৮৬—৮৭ এর উপর সাধারণ আলোচনা।" আমি মাননীয় সদস্যদের অনুরোধ করব আলোচনা চলা কালে তাঁরা যেন তাঁদের বক্তৃতা ব্যয়-বরাদ্দের উপর সীমাবদ্ধ রাখেন।

আলোচনা শুরুর আগে আমি মাননীয় সদস্যদের সময় সম্পর্কে জানাতে চাই যে, বিরোধী দলের জন্য যে সময় দেওয়া হয়েছিল তাঁরা সেই সময় শেষ করে ফেলেছেন। তবে তাঁদেরকে অল্প সময় দেওয়া যেতে পারে।

আমি এখন মাননীয় সদস্য শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার মহাশয়কে আলোচনা শুরু করবার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার :— মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় অর্থমন্ত্রী তথা মুখ্য-মন্ত্রী এই সভায় ১৯৮৬-৮৭ ইং আর্থিক বছরের যে বাজেট এনেছেন সেই বাজেটের বিরোধীতা করে আমি আমার বক্তব্য রাখছি।

মিঃ স্পীকার স্যার, ট্রেজারী বেঞ্চের সদস্যরা এই সভায় এর আগে কেন্দ্র জিনিসপত্রের দাম বাড়িয়ে দিয়েছে বলে তাঁদের বক্তব্য রেখেছেন। মিঃ স্পীকার স্যার, জিনিসপত্রের দাম বাড়ানো কেন্দ্রীয় সরকারের কাম্য নয়। জিনিসপত্রের দাম বাড়লে জনসাধারণের কষ্ট হবে এবং প্রত্যেক সরকার বিশেষ করে যারা প্রগ্রেসিভ তাদের লক্ষ্য থাকে জনসাধারণের যেন কোন প্রকারে কষ্ট বা কোন অসুবিধা না হয়।

পেট্রোল, ডিজেলের এবং আরো অন্যান্য আইটেমের দাম কেন বাড়ানো হয়েছে এই বিষয়ে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী যুক্তি দেখিয়েছেন। তিনি যুক্তি দেখিয়েছেন যে, কেন্দ্রীয় অর্থ দপ্তরের সামনে দুটি জিনিস এসে উপস্থিত হয়েছে—হয় দেশ ধ্বংস হয়ে যাওয়া, আর না হয় দেশকে গড়ে তোলা। নিঃশ্চয়ই কোন সরকার যারা দেশের বা জাতির কল্যান চান তারা দেশকে গড়ে তুলতে চান, তারা অবশ্যই সেই পথই মেনে নেবেন যে পথে দেশের অর্থনীতিকে বাঁচাতে হলে এই পথই ধরতে হবে।

মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি কথাটা বলছি এই কারনে যে, আজকে কেন্দ্রীয় সরকারের সামনে এমন কতগুলি সমস্যা, অর্থ-নৈতিক সমস্যা রয়েছে—যেখানে ত্রিপুরার মত কয়েকটি রাজ্য রয়েছে যেখানে তার খরচের শতকরা ৯৯ ভাগই কেন্দ্রীয় সরকার দেন। মাননীয় সদস্যরা বলেছেন যে বামফ্রন্ট সরকার নাকি গণতান্ত্রিক চিন্তা ধারা নিয়ে সরকার পরিচালনা করেছেন।

এই ত্রিপুরা রাজ্য গরীব, এই রাজ্যের সমস্ত প্রকার উন্নয়ন কেন্দ্রেয় সাহায্যের উপর নির্ভরশীল। কাজেই এই রাজ্যের সাধারন মানুষকে বাচিয়ে রাখার জন্য যে সঠিক পথ সেই পথে যদি কেন্দ্রীয় সরকার যান তাহলে সেই রাস্তায় যাওয়াকেও বিরোধীতা করা যায় যদি উনারা চান যে ত্রিপুরায় অর্থের অভাব হোক ত্রিপুরার কোন উন্ন-য়ন না হোক। এটা যদি তারা চান তবে আমরা তাদের বক্তব্যকে সঠিক বলে

মনে করব। কিন্তু আমরা তাদের মত সে ধরনের কথা বলব না। কারন আমরা চাই ত্রিপুরার উন্নয়নের জন্য অর্থের যেন অভাব না হয় ত্রিপুরা উন্নত হোক। ত্রিপুরার মানুষ যেন কষ্ট ভোগ না করেন।

মিঃ স্পীকার স্যার :— মাননীয় ট্রেজারী বেঞ্চের সদস্যরা দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি সম্পর্কে এখানে বলেছেন, কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার থেকে ত্রিপুরার নিত্য পয়োজনীয় দ্রব্য যেমন কেরোসিন, লবন, চিনি, সিমেন্ট ইত্যাদি দ্রব্য আসছে কিন্তু এখানে এসে সেই সমস্ত জিনিসগুলি কালোবাজারে চলে যাচ্ছে। কালোবাজারীরা ইচ্ছেমত জিনিস-পত্রের দাম বাড়িয়ে চলেছেন। বামফ্রন্ট সরকার তার বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নিচ্ছেন না। কারন এতে করে বামফ্রন্টের মন্ত্রীদের, এম, এল, এ, দের প্রধানদের ক্যাডার-দের পকেট ভারী হচ্ছে তাই তারা প্রকাশ্যেই কালোবাজারীদের মদত দিয়ে চল-ছেন। কাজেই তাদের নিজেদের পকেট ভারী করবার জন্য নিজেদের স্বার্থে তারা আজকে জিনিসপত্রের দাম বাড়িয়ে ত্রিপুরার গরীব জনসাধারনকে দুঃখ কষ্টের মধ্যে ফেলেছেন। এটা তো তারা করবেনই কারন তারা তো আর ত্রিপুরার গরীব মানু-ষের জন্য দুঃখ বোধ করেন না, তারা গরীব জনসাধারনের জন্য দরদী নয়। কাজেই এই রাজ্যের যে বামফ্রন্ট সরকার সে সরকার ত্রিপুরার ২১ লক্ষ মানুষের স্বার্থে কাজ করছেন এটা আমি মানতে পারি না।

মাননীয় স্পীকার স্যার, বাজেটকে আমরা মনে করিতে পারি একটা টারবাইন। যে টারবাইনের মাধ্যমে দেশের নতুন নতুন সম্পদ সৃষ্টি হবে। যে অর্থনীতির ফলে দেশের সাধারন মানুষের দুঃখ কষ্টকে দূর করা সম্ভব হবে। কিন্তু এই চিন্তা ধারার উপর রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকারের চিন্তা ধারা প্রতিষ্ঠিত সেটা আমি বলতে পারি না। কারন আমরা দেখি বিগত আট বছরে বামফ্রন্ট সরকার যে সকল বাজেট পেশ করেছেন সে সকল বাজেট এই চিন্তা ধারা থেকে সম্পূর্ন উল্টা। কারন এই বাজেটের ফলে এই রাজ্যে কোন নতুন সম্পদ সৃষ্টি হয়নি। টাকা তারা খরচ করছেন ঠিকই কিন্তু রাজ্যের কোন উন্নতি হচ্ছেনা কোন নতুন সম্পদ সৃষ্টি হচ্ছেনা।

তবে এখানে আমি মাননীয় অর্থমন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী বা তার সরকারকে আমি একটা ব্যাপারে ধন্যবাদ দিতে পারি যে এই সরকার একটা পয়সাও বাঁচান না। কারণ আমরা পাবলিক একাউন্টস কমিটিতে যখন সরকারী খরচের হিসাব পরীক্ষা করি তখন আমরা দেখতে পাই যে সর্বদা একসেস এক্সপেণ্ডিচার হচ্ছে। এবং কেন্দ্র থেকে যখন কোন সমীক্ষক দল আসেন তখন তাদের ভাল করে খাইয়ে দাইয়ে তাদের

নিকট থেকে একটি সার্টিফিকেট আদায় করেন—যে, না ত্রিপুরা রাজ্যে এই বামফ্রন্ট সরকার খুব সাফল্যের সঙ্গে কাজ করছেন। এই সার্টিফিকেট দিতে তারা অস্বীকার করেন না।

(নেপথ্যে শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা : এই অফিসাররা কোন সরকারের কর্মচারী ?)

মিঃ স্পীকার স্যার, আসলে আমাদের লক্ষ্য করতে হবে যে, এই বাজেট কি সৃষ্টি করছে ? এই বাজেটের মাধ্যমে যে এত টাকা খরচ হলো সেটা কিভাবে খরচ করা হলো ? কিন্তু এই যে এত টাকা খরচ করা হলো সে অর্থের দ্বারা কোন সম্পদ সৃষ্টি হলো না কেন ? এই প্রশ্ন জাগে।

মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি আইন শৃংখলা সম্পর্কে আমি দু একটি কথা বলতে চাই। এখানে আমি বলতে চাই যে, এই রাজ্যে যে পুলিশ বাহিনী রয়েছে সেই পুলিশ বাহিনী আজকে এই সরকারের উপর অসন্তোষ্ট রয়েছেন। কারণ এই সরকার তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল নন। বিশেষ করে এই পুলিশ বাহিনীর মধ্যে যারা কনেষ্টবল রয়েছেন এবং বলতে গেলে এই কনেষ্টবলরাই তো পুলিশ বাহিনীর মূল শক্তি—তাদের এই সরকার তৃতীয় শ্রেণীর কর্ম্মচারী বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন, কিন্তু তাদের বেতন ভাতা এখনো কুক, যারা রান্না করেন বা বাগানের যারা মালী তাদের বেতনের সমান তাদের বেতন ভাতা দেওয়া হচ্ছে। তাছাড়া এই পুলিশ দপ্তরে বামফ্রন্ট সরকার চালিয়েছেন দলবাজি, কারচুপি, তারপর এই পুলিশ বাহিনীর মধ্যে ভাঙ্গন ধরাবার জন্য চলেছে ষড়যন্ত্র।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য, আপনার সময় শেষ হয়ে গেছে।

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার :— স্যার, আমাকে আরো পাঁচ মিনিট সময় দিন।

সেই সমস্ত পুলিশদের মধ্যে একদিকে তাদের এসোসিয়েশন দিয়ে দলবাজী করা হচ্ছে এবং এসোসিয়েশান যেহেতু তাদের দলের লোক দিয়ে হয়নি, সমন্বয় কমিটি করে না, একটা নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে এসোসিয়েশন পরিচালনা করে সেজন্য সেটাকে ভেঙে দেওয়ার জন্য একটা প্রচেষ্টা চলছে। সেজন্য পুলিশের মধ্যে একটা অসন্তোষ এবং সেই অসন্তোষই আইন শৃঙ্খলা ভঙ্গের আর একটা কারণ।

আর উগ্রপন্থী সম্পর্কে আমরা বলব যে, এটাকে পুষে রাখা হচ্ছে। উনি এটা করবেন না। উনার কর্মকুশলতার উপর আমার সন্দেহ নেই। কিন্তু এটা করবেন না রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়েই। সেটা আমরা বহুবার বলেছি আমাদের বক্তব্যের মধ্যে।

মাননীয় স্পীকার স্যার, এখানে আমরা দেখছি যে অপরাধ বাড়ছে। তার একমাত্র কারণ অপরাধীদের ওদের দলে নিয়ে যায় এবং কোন শাস্তি দেওয়া হয় না। অন্য-

দিকে হবু চন্দ্র রাজার গবু চন্দ্র মন্ত্রীর একটা গল্প আছে। খুনীকে ধরা হবে, আসামীকে ধরে আনা হয়। তারপর দেখা যায় যে আসল খুনীকে ধরা হয় নাই। ধরা হয়েছে বিরোধী দলের কর্মীদের যারা তাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করেন এবং তাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা সাজানো হচ্ছে।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষানীতির কথা বলা হচ্ছে এবং সটা নিয়ে একটা বিভ্রান্তি সৃষ্টির চেষ্টা হচ্ছে। যে কোন দেশেই শিক্ষা ব্যবস্থার দুটি দিক থাকবে। একটা কোয়ানটেটিভ, আর একটা কোয়ালিটেটিভ। কোয়ানটিটির কথা উড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে না। কিন্তু কোয়ালিটি যদি উড়িয়ে দেওয়া হয় তাহলে দেশের মেরুদণ্ড ভেঙে পড়ে। উনারা চাইছেন দেশের মেরুদণ্ডটা ভেঙে পড়ুক। দেশের অর্থনীতিটা ভেঙ্গে পড়ুক। সে জন্য এই শিক্ষানীতিতে তারা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ছেন এবং কেন্দ্র যে টাকা দিচ্ছে সেটাকে আত্মসাত্ করছেন। শিক্ষা সম্প্রসারণের কথা বলছেন। আমি বলতে চাই উচ্চশিক্ষা দপ্তরে যিনি ডিরেকটার ছিলেন তিনি দীর্ঘদিন হল রিটায়ার করেছেন এবং সেই পদটা আজও কেন পূরণ করা হচ্ছে না? সেখানে কারা কাজ করছেন? দুইজন প্রফেসারকে এম, বি, বি, কলেজ থেকে আনা হয়েছে। তাদের স্পেশাল অফিসার করে রাখা হয়েছে। তাদের কাজ হল, কারা কংগ্রেস করে, কারা টি, ইউ, জে, এস, করে, তাদের শাস্তি দাও।

আমরা দেখছি হাসপাতালগুলি নরকে পরিণত হয়েছে। সেখানে ঔষধ নেই, চিকিৎসা নেই। সেখানে সমন্বয়ের দলাদলি। নূতন কোন রাস্তাঘাট গড়ে উঠছে না। পুরনো রাস্তার মেনটেনেন্স হচ্ছে না। সমবায় দপ্তরের কথা নাই বা বললাম। বহুবার বলা হয়েছে। বেকার সমস্যার কথা বলেছি। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে বয়ঃসীমা পার হয়ে গেছে এইরকম দেড় হাজার বেকার রয়েছে। যারা চাকরী পাবার যোগ্য তাদের অনেকের বাড়ীতেই হাঁড়ি চড়ছে না। অথচ তারা চাকরী পাচ্ছে না। সেলফ এমপ্লয়মেন্ট নিয়ে দলবাজী হচ্ছে। এই সমস্ত কারণে আমি এই বাজেটকে সমর্থন করতে পারছি না। সে জন্য সত্যিই আমি দুঃখিত। এটা একটা গতানুগতিক বাজেট। সমস্ত আইটেমগুলো আমরা দেখেছি। কিন্তু কোথায়ও জনকল্যানমূলক কোন উদ্যোগ নেই। সেটা থাকলে নিশ্চয়ই আমরা এই বাজেটকে সমর্থন করতাম। এই কথা বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীজওহর সাহা।

শ্রীজওহর সাহা :— মিঃ স্পীকার, স্যার, আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এই হাউসে

১৯৮৬—৮৭ ইং সনের যে বাজেট এই রাজ্যের জন্য উপস্থিত করেছেন এটাকে আমি সমর্থন করতে পারছি না। তাই এর বিরোধিতা করেই আমি আমার বক্তব্য পেশ করছি। রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়েই এই বাজেট পেশ করা হয়েছে। একটা উদ্দেশ্য হলো—দলীয় ক্যাডার, দলীয় কর্মী এবং মন্ত্রীদের একদিকে যেমন পেছনের দরজা দিয়ে আর্থিক অবস্থার উন্নয়ন, পাশাপাশি রাজ্যে যারা উশৃঙ্খল আচরণ করছে উগ্রপন্থী তৎপরতায় লিপ্ত আছে তাদের কিছু পাইয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে এই বাজেটে। আর একটা উদ্দেশ্য হলো, রাজ্যের মানুষকে সর্বস্বান্ত করা। এই উদ্দেশ্যগুলি এই বাজেটে দেখা যাচ্ছে।

মিঃ স্পীকার, স্যার, দীর্ঘ ৮ বছরের শাসনে এই সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের অনেক সমালোচনা করেছেন এই হাউসে। কিন্তু উনারা কি এই কথাটা বলতে পারছেন যে এই ৮ বছরের শাসনে কোন স্থায়ী সম্পদ তাঁরা এই রাজ্যে গড়ে তুলতে পেরেছেন? কংগ্রেস আমলে সামান্য টাকা পাওয়া যেত। কিন্তু যা কিছু স্থায়ী সম্পদ সেই কংগ্রেস আমলেই গড়ে উঠেছে। ধর্মনগর থেকে আগরতলা পর্যন্ত রাস্তাগুলি এবং তার পাশে এর নানা সাক্ষ্য রয়েছে। রাজ্যে জুটমিল বলুন, সুগারমিল বলুন, হাসপাতাল বলুন বা অন্যান্য অনেক কিছুর কথাই বলা যায়। এইগুলি কংগ্রেস আমলেই হয়েছে। তারা রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকার শুধু এতদিন দলবাজীই করে গেলেন। তারা শুধু ঠ্যাঙগাড়ে বাহিনী তৈরী করেছেন বিরোধী দলের লোকদের হেনস্থা করার জন্য।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য, আপনি আবার রিসেসের পরে বলতে পারবেন। এখন এই সভা আজকে বেলা ২টা পর্যন্ত মূলতুবী রইল।

AFTER RECESS AT 2 p.m,

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীজহর সাহা

শ্রীজহর সাহা :— মাননীয় স্পীকার স্যার, এই বাজেটটা সম্পর্কে বলতে গেলে আমাদের এই কথাই বলতে হয় যে সরকার রাজ্যের সাধারণ মানুষের স্বার্থে হাউসে বাজেট পেশ করে থাকেন। কিন্তু আমরা লক্ষ্য করছি যে, এই সরকার বছরের মাঝা মাঝি সময়ে একটা অর্ডিনান্সের মাধ্যমে বা কখনও কখনও একটা বিল এনে হাউসের মধ্যে তাদের সংখ্যা গড়িষ্ঠতার জোরে নানা রকম ট্যাক্স বসিয়ে তা পাশ করিয়ে নেন। এটাই আমরা লক্ষ্য করে আসছি। স্যার, এই সরকার সব সময় বলে থাকেন যে আমরা খেলাধুলার উন্নতির জন্য সব সময়ে সহযোগীতা করে থাকি। কিন্তু বাস্তবে আমরা দেখছি যে সাধারণ একটা খেলার সামগ্রী ' লিবল'

সেটির উপরও এই সরকার ৭ শতাংশ ট্যাক্স বসিয়েছেন। এটা অত্যন্ত দুঃখজনক। সুতরাং মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা এই বাজেটকে সমর্থন জানাতে পারছি না আমাদের অর্থ দপ্তর থেকে যে বাজেট পেশ করা হয় তার মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমার কর্ম্মচারীদের তাদের যে পাওনা ডি,এ, সেই ডি,এ, কে এই সরকার দীর্ঘদিন যাবত ঝুলিয়ে রেখেছেন। এটা করছেন, কেন না সামনে নির্বাচন আসছে, এই ডি, এ,র লোভ দেখিয়ে যাতে কর্ম্মচারীদের নিজের দলের পক্ষে কাজ করান যায় তার জন্যই এই ব্যবস্থা নিয়েছেন। অপরদিকে দেখা যাচ্ছে যে, এই কর্ম্মচারীরা যদি তাদের সেই ন্যায্য পাওনা ডি. এ. নিয়ে যদি আন্দোলনে-এ নামতে চায় তাহলে তাদের নীতি—বহির্ভূত ভাবে তাদের দুর্গম অঞ্চলে বদলী করার জন্য হুমকী দিয়ে তাদের এই ডি,এ,র জন্য আন্দোলন করা থেকে বিরত থাকতে এই সরকার বাধ্য করছেন। সেজন্য আজকে আমার কর্ম্মচারী ভাইয়েরা তাদের পাওনা ডি, এ, র জন্য কোন প্রতিবাদে মুখর হতে পারছেন না। মিঃ স্পীকার স্যার, আগে কংগ্রেস আমলে যখন পুলিশের জন্য বাজেটে বরাদ্দ ধরা হত তখন আজকে যিনি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অর্থাৎ আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী পুলিশ খাতে ব্যয় বরাদ্দের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করতেন। কিন্তু আজকে আমরা কি দেখছি তিনি সেই কংগ্রেসের আমল থেকে অনেক অনেক বেশী পরিমাণের অংকের টাকা বাজেটে বরাদ্দ করেও রাজ্যের উগ্রপন্থী তৎপরতা বন্ধ করতে পারছেন না। মাননীয় স্পীকার স্যার, পুলিশ পরে হোমগার্ড মাত্র দৈনিক ১৭ টাকা করে পায়। সেই ১৭ টাকার মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকার দিচ্ছেন ১৫ টাকা আর রাজ্য সরকার দিচ্ছেন মাত্র দুই টাকা। তার মধ্যে আমরা দেখতে পাই যে গত ২৩ তারিখ একটা সার্কুলার দিয়ে তাদের কাছ থেকে ১২০ টাকা কেটে নিয়েছেন।

এই টাকাগুলি তাদের কেনই বা দেওয়া হল আর কেনই বা তাদের মাহিনা থেকে গত ডিসেম্বর মাসে কেটে নিলেন তার কোন যুক্তি আমরা খুজে পাই না। তাছাড়া এই হোমগার্ডদের বঞ্চনার কথা যদি আমাদের বলতে হয় তাহলে আমরা আরও দেখতে পাই যে, হোম গার্ডদের জি বি হাসপাতালে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করার জন্য রাখা হয় অথচ আমরা বাস্তবে দেখতে পাচ্ছি যে, তারা দীর্ঘ দিন যাবত তাদের অনিয়মিত করে রাখা হয়েছে। আজ পর্যান্ত তাদের রেগুলার করা হচ্ছে না এবং রাজ্য সরকার যে ২ টাকা করে দিতেন আজকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে তাদের বেতন থেকে সেই টাকাগুলি কেটে নেওয়া হচ্ছে। স্যার, আমরা আরও দেখতে পাচ্ছি যে, প্রাক্তন মুখ্যসচিব রাজ্য সরকারের তরফ থেকে একটা সার্কুলার

দিয়েছিলেন যে যারা ৩ বছর একনাগারে কাজ করে যাবে তাদেরই রেগুলার করা হবে। আমি একটা নাম দিয়ে এই হাউসে বলছি—হোমগার্ড পরিমল আচার্য সে আজ ১১ বছর যাবত কন্টিনজেন্সী হিসাবে কাজ করছেন, আজ পর্য্যন্ত তাকে রেগুলার করা হচ্ছে না।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য আপনার সময় শেষ হয়ে গেছে।

শ্রীজওহর সাহা :— স্যার আমাকে আরও ৫ মিনিট সময় দিন—আমাদের নির্দল সদস্যা শ্রীমতী রত্না প্রভা দাসের সময়টি আমাকে বলার জন্য দিয়ে গেছেন। তিনি এখন হাউসে নাই, কাজেই আমাকে আরও ৫ মিনিট সময় দিন। আমরা দেখতে পাচ্ছি মন্ত্রী সভা থেকে সিদ্ধান্তগুলি বিভিন্ন সময়ে প্রেস রিলিজ হয়ে প্রকাশিত হয়। সেই রকম একটি প্রেস রিলিজে আমরা দেখতে পেলাম যে আগামী ১৭ তারিখ আমাদের মাননীয় রাজ্যপাল বিধানসভায় এসে বাজেট অধিবেশন উদ্বোধন করবেন। কিন্তু আমরা কি দেখি ? গত ১৭ তারিখে রাজ্যপাল হাউসে আসেন নি। মাননীয় স্পীকার স্যার, কিছু দিন আগে সংবাদ পত্রে প্রকাশিত হয়েছিল যে সরকার পক্ষ থেকে প্রেস রিলিজে বলা হয়েছে যে কাঞ্চনপুরকে উপদ্রুত এলাকা ঘোষণা করা হয়েছে এবং সেনা বাহিনীর সাহায্য নেওয়া হয়েছে। পরে দেখি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীমহোদয় সংবাদ পত্রের উপর দোষারূপ করছেন এই বলে যে কেন তারা এই ধরনের খবর প্রচার করল। দায়িত্বজ্ঞানহীন সংবাদ ছাপানো হল কেন। এই হল সরকারের ভূমিকা। মাননীয় স্পীকার স্যার, প্রচার দপ্তরের কাজ কি ? দেখা যায় শাসক দলের পক্ষ থেকে কোথাও বক্তৃতা করা হবে। সেখানে সিনেমা দেখানো আরম্ভ করল, গান বাজনা ইত্যাদি দিয়ে এক বিরাট অনুষ্ঠান করে যখন দেখল যে কিছু লোক হয়েছে তখন নিজেদের বক্তব্য তাদের সামনে রাখল। এই হল প্রচার দপ্তরের কাজ। উপজাতি কল্যান দপ্তর। আমাদের ত্রিপুরাতে প্রায় ছয় লক্ষ উপজাতি আছেন। তারা সব দিক থেকে পিছিয়ে আছে। আজকে এই বামফ্রন্ট সরকারের ৯ বছর রাজত্বে তারা আরও পিছিয়ে পড়েছে। তাদের দলের কিছু কেডার, নেতা, এবং এ ডি সির কিছু মেম্বার ছাড়া সাধারণ উপজাতীদের কোন উন্নতি হয় নি। এই কিছু দিন আগে অমরপুর ব্লকে ডম্বুমাতে কিছু ভূমিহীন উপজাতীদেরকে পুনর্বাসন দেওয়া হবে। সেখানে দেখা গেল বিডিও ২০ হাজার টাকার একটা ওয়ার্ক অর্ডার দিয়ে দিলেন সামান্য জঙ্গল কাটার জন্য। অথচ এই কাজটা সেখানকার উপজাতিরা পাঁচ হাজার টাকায় করতে রাজী ছিল। ট্রাইবেল সুপারভাইজারের কথা মত কাজ দেওয়া হয়েছিল। কিসের ভিত্তিতে দেওয়া হয়েছিল ? আমি বি, ডি, সির

চেয়ারম্যান: আমিও জানি না।

এই ব্যাপারে দক্ষিণ জেলার জেলা শাসক এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। স্যার, এই ভাবে বাজেটের টাকা নিয়ে নয় ছয় হচ্ছে। উপজাতিদের জন্য এদের বাস্তব সম্মত কোন পরিকল্পনা নাই। কংগ্রেস আমলে এই রাজ্যে মানুষ শতকরা ৬৭ জন ছিল দারিদ্র সীমার নীচে আর নয় বৎসর এই বামফ্রন্ট সরকারের শাসনে সেটা বেড়ে হয়েছে ৮৩ পার্সেন্ট। এবং ওরা যদি ১৯৮৭ সালের ইলেকশনের সময় পর্য্যন্ত থাকে তাহলে সেটা কোথায় উঠবে আমি জানি না। আসলে ত্রিপুরা রাজ্যে ওদের মুষ্টিমেয় কিছু নেতা, কেডার ছাড়া বাকী সাধারন মানুষের কোন উপকার হচ্ছে না। এই সরকার যদি উপজাতি জনসাধারণের উপকারের জন্য সুষ্ঠু পরিকল্পনা গ্রহণ করতো তাহলে আমরা সহানুভূতির সংগে সেটাতে সহযোগিতা করতাম। কাজেই আমি আশা করব যে, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়রা এই দিকে দৃষ্টি দেবেন। এই বলে বাজেটের বিরোধিতা করে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার:— শ্রীবুদ্ধ দেববর্মা।

শ্রীবুদ্ধ দেববর্ম্মা:— মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এখানে যে বাজেট পেশ করেছেন সেটা আমি ভাল করে দেখেছি। বিরোধীতার জন্যই এটার বিরোধীতা করব না। এখানে কতকগুলি জিনিস দেখছি যেমন, এই বাজেটে প্ল্যানের জন্য রাখা হয়েছে ১২৬ কোটি ৫০ লক্ষ ১০ হাজার টাকা। আর নন্ প্ল্যানের জন্য রাখা হয়েছে ১৭৭ কোটি ১৩ লক্ষ টাকা। নন্ প্ল্যানে কি করে প্ল্যানের চাইতে বেশী টাকা রাখা হল।

এটা আমি কিছুতেই বুঝতে পারলাম না। নন প্ল্যানে যে এই টাকাটা বেশী রাখা হয়েছে সেটা কি দলের স্বার্থে? আমি বুঝি না। এই জন্য এই বাজেটকে সমর্থন করতে পারছি না। আরেকটা নূতন বাজেট স্যার, সেটা হল ট্রাইবেল রিহেবিলিটেইসান ইন দি প্ল্যানটেশন স্কীম। সেখানে টোটেল বাজেট হল ১ কোটি ৭০ টাকা। এখানে প্ল্যানে আছে ১০ লক্ষ টাকা। মাইনর ওয়ার্কসে আছে ৬ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা। বাকী ৯০ লক্ষের উপর বাড়ী, গাড়ী ইত্যাদি কেনার জন্য। এটা দলের স্বার্থে কি না জানি না। তবে দায়ের চেয়ে দায়ের আছারের খরচ বেশী হল। এখানে বাজেট ভাষণে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যে, বর্তমানে এডহক্ ভিত্তিতে মহার্ঘভাতা দেওয়া হচ্ছে। সম্প্রতি নিযুক্ত তৃতীয় বেতন কমিশনকে এর প্রকারতা নির্ধারণের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এখানে বলা যে সর্ব ভারতীয়

দ্রব্যমূল্য সূচক সংখ্যা নির্ধারণ সাপেক্ষে বর্তমানে এডহক ভিত্তিতে মহার্ঘভাতা দেওয়া হচ্ছে। বর্তমানে কনজিউমারস প্রাইস ইনডেকস-এর কথা উনি বলেছেন—সর্ব ভারতীয় ভোগ্য পণ্যের সূচক (ভিত্তি ১৯৬০—১০০) ছিল ৫৪১ যা আমি ১৯৮৫-৮৬ সালের বাজেট পেশ করার সময় বলেছিলাম, তা ১৯৮৫ এর ডিসেম্বরে দাঁড়ায় ৫৭৪ টাকা। তাহলে এইটার ভিত্তিতে তিনি মহার্ঘভাতা দিতে পারেন। তাহলে স্বাপেক্ষ কথাটা কেন বললেন? এইভাবে কেন কর্মচারীদেরকে ঠকানো হচ্ছে? তৃতীয় বেতন কমিশন করেছেন। এটা কার্য্যকরী হবে কিনা কে জানে? আপনার দ্বিতীয় বেতন কমিশনের সুপারিশও যেখানে ঠিকমত কার্য্যকরী হয় নি।

কাজেই এই পে কমিশন দিয়ে কি হবে? কোন কাজই হতে পারে না। ২য় পে কমিশনের আমার রিভিউ কমিটি গঠন করা হয়েছিল। কিন্তু এখনও তার রিপোর্ট বার হয় নি। কর্ম্মচারীদের এ ভাবে ক্ষেপিয়ে দেওয়ার কি মানে থাকতে পারে বুঝতে পারছি না। মাননীয় স্পীকার স্যার, কাজেই আমি এই বাজেটকে সমর্থন করতে পারছি না, এই কথা বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীকাশীরাম রিয়াং।

শ্রীকাশীরাম রিয়াং :— মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী এখানে ১৯৮৬-৮৭ সালের যে বাজেট পেশ করেছেন সেটার মধ্যে এচিভমেন্টের কোন টারগেট আমরা দেখি না। দেখি না, এমপ্লয়মেন্টের কোন সুযোগ, দেখি না অর্থনৈতিক উন্নয়নের কোন স্কোপ, দেখি না, ত্রিপুরাবাসী স্ট্যানডার্ড অব লিবিং এর উন্নয়ন করার কোন সুযোগ। গতবারের বাজেটের প্রত্যেক খাত থেকে ৫ থেকে ১৯ পারসেন্ট ক্লারিক্যাল কনভারসান বাজেট বলে এই বাজেটকে আমি মনে করি। এই বাজেট অ্যাইমলেস বাজেট, এবং তা অর্থমন্ত্রীর বাজেট ভাষণেই পরিস্কার হয়ে গেছে। কি প্রডাকশন পেলাম, বাজেটের কি সাকসেসফুল হল, না ফেইলুর হল এটা বুঝবার কোন স্কোপ আমাদের নেই। কৃষি প্রডাকশনের তথ্য আমরা বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ভাবে পাই রিপোর্টের মধ্যে। আমাদের প্রশ্নের উত্তরে মাননীয় কৃষি মন্ত্রী বলেছেন ৪, ১৯, ৩৪৪ টন কৃষিজাত দ্রব্য উৎপন্ন হয়েছে। কিন্তু এই গভর্ণমেন্টেরই পাবলিশ করা বইতে দেখি, ৫ লক্ষ টন উৎপন্ন হয়েছে। আজকে আমরা দেখি, গরীব মানুষের মেহনতী মানুষের স্বার্থে এই বাজেট আসবে না। দিন দিন আমাদের ইনকাম কমে যাচ্ছে। গত কয়েক বছরের বাজেটের রিসিটের দিকে তাকালে দেখতে পাই, ১৯৮০-৮১ সালে রিসিট পেয়েছি, ৩৮ কোটি টাকা, তারপরে ১৯৮১-৮২ সালে ৩০ কোটি টাকায় এসেছে। এই ভাবে কমতে কমতে আজকে ২০ কোটি টাকায় এ

একচুয়েল রিসিটেস এসে দাঁড়িয়েছে। এটা হয়েছে অ্যাইমলেস বাজেটের ফলে এবং বামফ্রন্ট সরকারের ব্যর্থতার ফলে। কাজে কাজেই এই বাজেট গরীব মানুষের কোন উপকারেই আসবে না। একটু আগে জওহরবাবু বলেছেন, দারিদ্রের সংখ্যা এই ৮ বছরে ৬৭ পারসেন্ট থেকে বাড়তে বাড়তে ৮৩ পারসেন্টে এসে দাঁড়িয়েছে। অর্থাৎ বামফ্রন্টের শাসনে ১৬ পারসেনট রাজ্যের দারিদ্রের সংখ্যা বেড়েছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, মুখ্যমন্ত্রীর ট্যুরে খরচ হয় ৪০ লক্ষ টাকা এবং অন্যান্য মিনিষ্টারদের জন্য খরচ হচ্ছে, ১ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা। কাজেই আজকে গরীব মানুষের স্বার্থের কথা চিন্তা করে এই বাজেট করা হয়েছে বলে আমি মনে করি না। এই ষ্টেটিস-টিক্স যদি ঠিক ধরি, তাহলে দেখব, পপুলেশন ইনক্রীজ হয়েছে, এমপ্লয়মেন্ট বৃদ্ধি পেয়েছে, ইনভেষ্টমেনট বৃদ্ধি পেয়েছে, প্রত্যেকটি আইটেমে ট্যাক্স বেড়েছে ৫ থেকে ২০ পারসেনট। কাজেই ইনকাম আজকে ৩৮ কোটি টাকা থেকে কমে ২০ কোটি টাকায় কি করে আসে তা বুঝতে পারছি না। মাননীয় স্পীকার স্যার, এখানে গত সাপ্লিমেনটারী বাজেটে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন, ফিন্যান্সিয়াল দিক থেকে আমরা ভাল। আমরা ওভারড্রাফ্ট নিই না। কিন্তু আমি মনে করি, ফিন্যান্সিয়াল ইন-ডিসিপ্লিনের জন্য আয় আমাদের কমছে বলেই এই বাজেটে তার উল্লেখ করছেন না এবং নিজে যেহেতু অর্থ দপ্তরটিও রেখেছেন সে জন্য। সোস্যালের ডিষ্ট্রিক্ট ইনসপেকটর অনিল ভট্টাচার্য্যের বিরুদ্ধে ৬২'৫০ হাজার টাকার মিল দেখাতে না পারা সত্ত্বেও তার বিরুদ্ধে ডিসিপ্লিনারী কোন অ্যাকশন নেওয়া যাচ্ছে না। এটা যদি ঠিক বলে ধরে নিই, তাহলে তিনি ব্যর্থ হয়েছেন। আর যদি অসত্য হয়, তাহলে ফিনান্সিয়াল ইন-ডিসিপ্লিনেই উনি নিজেই জড়িত। কাজেই এই বাজেট মন্ত্রীসভার স্বার্থে আসবে। গলাবাজী করে হয়ত বলতে পারবেন, গরীবের বাজেট হয়েছে। আমরা দেখছি, পুলিশ বাজেট দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এটাও মুখ্যমন্ত্রীর নিজের হাতে রয়েছে। কিন্তু তার বাড়ীর সামনের খালে কয়েক দিন আগে মেরে ফেলে রাখা হয়েছে তার হদিস এখনও করতে পারেন নি। এটা কার সাহসে হয়েছে? কাজেই এই বাজেটকে আমি সমর্থন করতে পারছি না। এটা গরীব মেহনতী মানুষের বাজেট নয়। এটা তাদের কোন উপকারে আসবে না এই বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীমতিলাল সাহা :—(অনুপস্থিত) শ্রীনারায়নচন্দ্র দাস :— (অনুপস্থিত) শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা। মাননীয় সদস্য, আপনি ৫ মিনিট বলতে পারবেন।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা :— স্যার, আমাকে কিছুটা বেশী সময় দিবেন।

মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এই সভায় ১৯৮৬—৮৭ সালের যে বাজেট 'পেশ করেছেন তার বিরোধীতা করে আমার বক্তব্য রাখছি গত বৎসর বাজেট করেও উপজাতিদের জন্য দেওয়া প্রতিশ্রুতি পালন করতে তারা ব্যর্থ হয়েছেন তার জন্য আমি এই বামফ্রনট সরকারকে তীব্র ভাষায় নিন্দা জানাচ্ছি। এই বাজেট গতানুগতিক। বামফ্রন্ট সরকার আসার পর যেভাবে বাজেট প্রনয়ণ করা হত, ১৯৮৬-৮৭ ইং সালের বাজেটও সেই ভাবেই প্রনয়ণ করা হয়েছে। সুতরাং এই বাজেট গতানুগতিক ছাড়া আর কিছুই নয়। স্যার, আমি স্বাস্থ্য দপ্তর সম্পর্কে কিছু বলছি। গণ্ডাছড়া এলাকায় হাজার হাজার উপজাতি ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত। আমার এলাকায়—রনসাজয় পাড়া, ভগীরথ চৌধুরী পাড়া, গঙ্গানগর প্রভৃতি এলাকায় বিগত ৮ বৎসরের মধ্যে একবারও ডিডিটি স্প্রে করা হয় নি। গত কয়েকদিন আগে করবুক এলাকাতে ৩ জন লোক ম্যালেরিয়ায় মারা গেছেন। আমি এটা কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছিলাম, কিন্তু কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয় নি। আজকে বামফ্রন্ট সরকারের দেওয়া প্রতিশ্রুতি এবং বাস্তব কার্যকলাপের মধ্যে অনেক ফারাক। কোটি কোটি টাকা উপজাতিদের উন্নয়নের জন্য বরাদ্দ করা হয়, উপজাতিদের উন্নয়নের জন্য বিধানসভার মধ্যে বিল পাস করা হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উপজাতিদের কোন উন্নতিই করা হচ্ছে না। স্যার, মাননীয় কো-অপারেটিভ মন্ত্রী স্বীকার করেছেন যে পাট কেনার ব্যাপারে ল্যাম্পস এবং প্যাকটসগুলি দুর্নীতি করছে এবং দুইটা ল্যাম্পস সম্পর্কে অভিযোগ পাওয়া গেছে, কিন্তু কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয় নি। আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম এই হাউসের মধ্যে যে তাদের বিরুদ্ধে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হবে কিনা? কিন্তু মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এ সম্পর্কে কোন উত্তর দেন নি। উপজাতিরা যারা পাট উৎপাদন করে, তারা ল্যাম্পস, প্যাকটস-এর কাছে সরাসরি বিক্রি করতে পারে না। তাদের পাট প্রথমে মহাজনরা কিনে, পরে ল্যাম্পস এবং প্যাকটসগুলি মহাজনদের কাছ থেকে কিনে নেয়। এই ব্যাপারে কো-অপারেটিভ ডাইরেকটর লিংক থাকায়, তাদের সংগে চুক্তি থাকায় এই সমস্ত কার্য্যকলাপ চলছে। স্যার, আজকে সারা ত্রিপুরা রাজ্যে খাদ্যাভাব এবং পানীয় জলের অভাব দেখা দিয়েছে এবং এই সমস্যা নিয়ে বারবার হাউসে আলোচনা হয়েছে। আজকে বামফ্রনট সরকার চীৎকার করে বলছেন, আমাদের রাজত্বে কেউ অনাহারে মারা যায় না। আমি উনাদেরকে জানাতে চাই—শুধু খাদ্যাভাব নয়, পানীয় জলের অভাবেও আজকে মানুষ মারা যাচ্ছে। রাইমাভ্যালী এলাকায়তো জলের অভাব হওয়ার কথা নয়, যেহেতু এটা জলের ভ্যালী। কিন্তু আজকে সেখান থেকে ৫ কিঃমিঃ জল কমে গেছে। সারা ডম্বুর নগর ব্লকে যত টিউব ওয়েল আছে তার মধ্যে মাত্র টি কাজ করছে, আর বাকী

গুলি অকেজো। সুতরাং তারা জল পাবে কোথায় ? আজকে এর জন্য কোটি কোটি টাকা বাজেটে বরাদ্দ ধরা হচ্ছে, অথচ ত্রিপুরাবাসী জলের জন্য হাহাকার করছে। এই হচ্ছে প্রগতিশীল সরকারের কার্য্য কলাপের নমুনা মাননীয় উপমুখ্যমন্ত্রী উপজাতি অধ্যুষিত এলাকায় গিয়ে বলেছেন, উপজাতিদেরকে আজকে কাঁঠালের বীচি বা কোষ খেয়ে থাকতে হয় না, বনের আলু খেয়ে জীবিকা নির্বাহ করতে হয় না, আলুর জন্য ঘুরতে হয় না বনে জঙ্গলে। এখন গাছের কাঁঠাল টুপ করে মাটিতে পড়ে পচে। স্যার, আমি গতকাল গণ্ডাছড়া থেকে এসেছি, আমি গত দুই দিনে গণ্ডাছড়ার প্রতিটি গ্রামে ঘুরে বাস্তব চিত্র দেখেছি। সেখানে দেখেছি উপজাতিরা আজকে অনাহারে, অর্দ্ধাহারে দিন যাপন করছে। এবার জুমের ফসল ভাল হয় নি, পাটের দামও কমে গেছে, ন্যায্য মূল্য পাওয়া যায় না, তদুপরি সরকারী সাহায্য এস.আর.ই, পি. এন,আর,ই'পিতে কাজ বন্ধ। সব মিলিয়ে সেখানে হাহাকার অবস্থা। উপজাতিরা আজকে গ্রাম ছেড়ে শহর মুখী হচ্ছে। স্যার, কামালঘাটে প্রথম যে বাসটা ছাড়ে, সাতটার সময়, সেটাতে দেখবেন প্রতিটি বাসের মধ্যে এমন কি ছাদের উপরেও ১০০/২০০ জন করে উপজাতি প্রতিদিন শহরের দিকে আসছে। গ্রামে কাজ না থাকায়, তারা শহরে কাজের জন্য ছুটে আসে। আজকে সারা ত্রিপুরা রাজ্যে— ধর্মনগর থেকে সাব্রুম পর্যান্ত প্রতিটি উপজাতি অধ্যুষিত এলাকায় অনাহারে, অর্দ্ধাহারে এমন কি প্রতি ৭ দিনেও একদিন পেটে ভাত পড়ে না। প্রতিটি উপজাতি এলাকায় আজকে কেরোসিনের অভাব। সব মিলিয়ে প্রতিটি উপজাতি এলাকাতে হাহাকার চলছে। যার ফলে তারা রাজ্য ত্যাগ করে চলে যাচ্ছে। হয়তো বামফ্রন্ট সরকারের মন্ত্রী মহোদয়রা বলবেন যে তারা একটা জায়গায় জুম করার পর আর সেখানে থাকে না, অন্য জায়গায় চলে যায়, কিন্তু তারা তো রাজ্য ত্যাগ করে নিশ্চয়ই চলে যাবে না। আজকে গঙ্গানগর এবং রাইমাভ্যালী থেকে ১০৬টি পরিবার আসামের নালাকাটা, টাকামারা, রাফেলামুড়া এবং মিজোরামের তুকুইবাড়ীতে চলে গেছে। স্যার, গত এক বছর গণ্ডাছড়াতে রেশন সরবরাহ করা হয়নি। স্যার, গণ্ডাছড়া থেকে ২৯ কিঃ মিঃ দূরে ভগীরথ পাড়ায় গত এক বৎসর ধরে রেশন সরবরাহ করা হচ্ছে, এস, আর, ই, পি, এন, আর, ই, পি-তে কাজ দেওয়া হচ্ছে। ১ কে. জি, চাউলের জন্য ২৯ কিঃ মিঃ দূরে গিয়ে তাদের পোষাবে ? আমি এই হাউসে বার বার বলেছি তদন্ত করে দেখার জন্য। আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে একটা লিষ্ট দিয়েছিলাম। তিনি আমাকে বলেছেন যে, এই সব করবেন না, আপনারা রাজনীতি করছেন। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এখন হাউসে নেই, আমি

উনাকে চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছি। উনি বলেছেন তারা উগ্রপন্থীর ভয়ে রাজ্য থেকে চলে যাচ্ছে, আমি বলছি খাদ্যাভাবের জন্য তারা রাজ্য থেকে চলে গিয়েছে। যদি আমার বক্তব্য সত্য না হয়, তাহলে আমি পদত্যাগ করব। সর্বদলীয় কমিটি গঠন করে তদন্ত করা হোক, সাংবাদিকদের নিয়ে তদন্ত করা হোক, যদি খাদ্যাভাবের জন্য তারা চলে গিয়ে থাকে তাহলে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে পদত্যাগ করতে হবে।

মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় মন্ত্রীরা গালভরা গল্প বলছেন, তাই আমি বলছি আগামী সপ্তাহের মধ্যে যদি কোন ব্যবস্থা না নেওয়া হয় তাহলে সেখানে হাজার হাজার লোক মরবে, মৃত্যুর মিছিল চলবে তাই সরকারের কাছে অনুরোধ রাখছি সেই সমস্ত দুর্গত এলাকাগুলি পরিদর্শন করে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য। এই গুলি যদি করতে পারেন তাহলে আমরা এই বাজেটকে সমর্থন করতে পারতাম। তাই এই বাজেটের বিরোধীতা করে আমার বক্তব্য শেষ করলাম।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় উপমুখ্যমন্ত্রী।

শ্রীদশরথ দেব :— মিঃ স্পীকার স্যার, ১৯৮৬-৮৭ সালের যে বাজেট মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী উপস্থিত করেছেন এই বাজেট অত্যন্ত বাস্তবসঙ্গত এবং জন স্বার্থের প্রতি সঙ্গতি রেখেই এই বাজেট তৈরী হয়েছে। এই বাজেটকে সংক্ষিপ্ত ভাবে দেখলেই বুঝা যাবে এই বাজেটের ১৫,১২ শতাংশ শিক্ষা বাবদে ধরা হয়েছে এবং এই শতাংশ ভারতবর্ষের মধ্যে গোটা কংগ্রেস রাজত্বে কখনও খরচ হয়নি, এটা মাননীয় সদস্যরা খবর নিয়ে দেখবেন কেন্দ্রে মাত্র ০,১ সামথিং খরচ করেন শতকরা ১ টাকা। কিন্তু আমাদের বামফ্রন্ট সরকার এটা করেন না কারণ জন স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রেখে আমাদের বাজেট রচনা করা হয়। পাবলিক ওয়াকর্স বাবদে বিভিন্ন ধরনের কনষ্ট্রাকশ্যান ইত্যাদি বাবদ ১৩.১০ শতাংশ এটা জনস্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রেখেই করা হয়েছে। খাদ্য এবং সিভিল সাপ্লাই এটা জনগণের ডাইরেকট কাজে আসে ১০,৯৬ শতাংশ। আর উপজাতি সমস্যার প্রতি যে এই সরকার কত বেশী নজর দেন তার প্রমান হচ্ছে ৪,৯৬ শতাংশ শুধু ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার বাবদ খরচ করার জন্য পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। ইলেকট্রিসিটি বাবদ ৫,৬২ শতাংশ বিশেষ করে ট্রাইবেল এলাকাতে সেই বিদ্যুৎ যাতে তাড়াতাড়ি পৌছে এই ভাবে ধরা হয়েছে। কাজেই এই বাজেট জন স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রেখেই করা হয়েছে। কিন্তু আমরা দেখি যে কেন্দ্রীয় সরকারের বাজেট রাজনীতিগত ভাবে বুর্জুয়া শ্রেণীর সমর্থক, শ্রমিক শ্রেণীর বিরুদ্ধে তাদের বাজেট প্রতিটি কাজকর্ম হচ্ছে জন স্বার্থ বিরোধী এই ধরনের বাজেট বামফ্রন্ট সরকার উপস্থিত করেন না এই জন্যই বোধ হয় মাননীয় সদস্য রসিক লাল

বাবুরা চটে গেছেন। পুজিতন্ত্রের সমর্থনে মোল্লাতন্ত্রের সমর্থনে এই ধরনের বাজেট বামফ্রন্ট সরকার করেন না। সামন্ততন্ত্র এবং মোল্লাতন্ত্র রক্ষার জন্য বামফ্রন্ট সরকার আইন-কানুন করে না। ইদানিং কালে পার্লামেনটে একটা আইন রচনা করা হয়েছে। তাতেই প্রমান হচ্ছে যে কংগ্রেস(ই) মোল্লাতন্ত্রের বাজেট আত্মসমর্পণ করেছে। বাংলা ভাষায় যাকে বলে "ভাত কাপড়ের নাম নেই, কিল মারার গোসাই"। না স্বামীকে খোরাক দিতে হবে না, তার বাবা তাকে খোরাক দেবে, তার ভাই তাকে খোরাক দেবে। সাহা ভানুর ৭৫ বৎসর বয়সে বিবাহ বিচ্ছেদ হয়েছে তাঁর বাবা জীবিত থাকলে ৯০-এর উপর বয়স হতো। সে কি কবর থেকে এসে মেয়েকে খাওয়াবে। একটু আগে মাননীয় সদস্য শ্রীজওহর সাহা মহাশয় বলেছেন বামফ্রনট সরকার নাকি অর্ডিন্যান্স জারি করে বছরে কয়েক বার বাজেট পাশ করে নিয়ে থাকেন। এটা তো নূতন কথা শুনলাম। কোন কাণ্ডজ্ঞান থাকলে এই কথা তিনি বলতে পারতেন না কারন ভারতবর্ষের মধ্যে কোথাও অর্ডিনান্সের মাধ্যমে বাজেট পাশ হয় নি, এই সব বক্তব্যের জবাবও আমাদের দিতে হয়, এটা আমাদের দুর্ভাগ্য। স্যার, মাননীয় সদস্যা শ্রীমতী বিভু দেবী ভীষণ চটে গেছেন প্রিমেটিভ গ্রুপ নামটা কেন দেওয়া হলো? প্রিমেটিভ গ্রুপ নামটা ত্রিপুরা সরকারের দেওয়া নয়, এটা কেন্দ্রীয় সরকারের দেওয়া কাজেই নামাকরনে ত্রিপুরা সরকারের কোন ভূমিকা নেই। তবে তিনি বলেছেন যে রিয়াং ছাড়া তো আরও প্রিমিটিভ আছে। তা তিনি বলতে পারতেন তাঁর সংগে আমি এক মত কারণ রিয়াং বাদে হালাম সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকগুলি সম্প্রদায় আছে যাদের এখনও প্রিমিটিভ বলা যায়, এই সুযোগটা তাদের কাছে সম্প্রসারিত করতে পারলে আমি খুসী হবো। আমরা সেভাবে কেন্দ্রের কাছে সুপারিশ করবো। তবে হালাম বললে ঠিক হবে না, ইতিহাস যারা জানেন বারকে হালাম একটা শব্দ আছে। বারকে হালান জমাতিয়াকেও বারকে হালাম বলে, কলুই রূপিনীদের পি, জি, পি গ্রুপ বলা ঠিক না, কারণ তারা একটু এডভান্স তবে রিয়াংরা বারকে হালাম না হলে পি, জি, পি গ্রুপে পড়বে। এখন আমরা এই পি, জি, পি স্কীমের মধ্য দিয়ে ২টা স্কীম করেছি। বিশেষ করে বনদপ্তরের জমি পাওয়া যায়। কাজেই এই বন দপ্তরের মাধ্যমে এই রিসেটেলমেনটের প্রগ্রাম আমরা করেছি। ইতিমধ্যে ২টা প্রগ্রামে আমাদের কাজ চলছে। মন্থু করেঙ্গে রিসেটেলমেন্ট প্রজেকট আছে এবং যতন বাড়ীতে রিসেটেলমেন্ট প্রজেকট আছে। এই দুইটা প্রজেক্টে ৬৮টা সেন্টার আমরা করেছি, ১৬৮৯টি জুমিয়া পরিবারকে পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছে বা হচ্ছে, এখনও সেখানে কাজ চলছে। আর যতনবাড়ী প্রজেক্ট সেকটারে ১৯৭৩—৭৪ সাল থেকে আরম্ভ করে ১৯৮৫—৮৬ সাল

পর্য্যন্ত ৩৭টি সেক্টারে ৮৮০ পরিবারকে সেখানে পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছে, তাহলে টোটাল প্রজেকট ৭৫টা, টোটাল বেনিফিসিয়ারি ২২৬৯, একসপেনডিচার ১ কোটি ২৮ লক্ষ ৫৪ হাজার, ৬টাকা এই বাবৎ খরচ করা হয়েছে। এই হচ্ছে পি জি পির মাধ্যমে কাজটা প্রথমে এডভান্স করে নিই। কারণ বনের সেই জমিটা ব্যক্তিগত ভাবে তাদের রিসিটেল করার অসুবিধা ছিল এবং তার মধ্যে বাধা হচ্ছে ইণ্ডিয়ান ফরেষ্ট এ্যাকট অনুযায়ী ষ্টেট গভর্ণমেন্ট সেই জায়গা ব্যবহার করতে পারেন না, তার পুর্ণ অধিকার কেন্দ্রের তার জন্যই আমরা কেন্দ্রের কাছে চিঠি লিখেছি, মোটামুটি কেন্দ্র কিছুটা রাজী হয়েছেন এবং রাবার প্ল্যানটেশ্যানের মাধ্যমে আমাদের প্রস্তাব হচ্ছে যে দীর্ঘ দিনের একটা লীজ যদি দেন তাহলে ভাল হয় কারণ যে সমস্ত গাছ-গাছারি তারা সেই সমস্ত জায়গায় লাগাবেন এবং সেখানে যে সমস্ত ফসল ফলবে তার পুর্ণ অধিকার তারা পাবেন এই কথা শুনার পর জনগণের মধে ও কিছুটা আশা ফিরে এসেছে। প্রথম সন্দেহ ছিল তারা জমির মালিক হবে কিনা, যে গাছ আমি রোপন করবো ফরেষ্ট নিয়ে যাবে কিনা। এই যে রাবার প্ল্যানটেশ্যান করে যে স্কীম নেওয়া হয়েছে সেই পুনর্বাসন স্কীমের কাজ আমরা করেছি। বেনিফিসিয়ারি হচ্ছে ২৩৬৫ হেকটার এরর জমিতে ১৭৯ জন জুমিয়া পরিবারকে আমরা রাবার প্ল্যানটেশ্যান দিতে পারবো। নূতন আমরা আরও ১৯৩ জনকে দিতে পারবো। ৪৩৩৯ হেকটার জমির কাজ আরও ত্বরান্বিত করা যাবে কারণ তখন আমাদের হাতে টেকনেশিয়্যান দক্ষ কর্মী ছিল না এখন আমরা ট্রেনিং দিয়ে দক্ষ কর্মী বাড়াতে পেরেছি।

তাছাড়া ফরেষ্ট কর্পোরেশান মাধ্যমে কিছু রাবার প্ল্যানটেশ্যান জুমিয়া পুনর্বাসন দেওয়া হচ্ছে। ইতিমধ্যে ওয়ারেংবাড়ীতে ১০০ পরিবারকে অ্যালটমেণ্ট জমি দেওয়া হয়েছে, করাংগীছড়াতে ২৭টি পরিবারকে জমি দেওয়া হয়েছে, পদ্মনগরে আমরা কিছুদিনের মধ্যে ৬০ পরিবারকে অ্যালটমেন্ট জমি দিতে পারব। সেইসব দিকে আমাদের বর্তমান যে বাজেট এই পুনর্বাসন ইত্যাদির জন্য বাজেট ধরা হয়েছে। কাজেই এই বাজেট জনগনের কল্যানের জনাই ধরা হয়েছে। শিক্ষাখাতে আপনাদের একটা ষ্টেটিস টিকস দিতে চাই। যেসব বন্ধুরা শিক্ষা খাতে অগ্রগতি হয়নি বলে বক্তব্য রেখেছেন তাদের বলতে চাই বামফ্রণ্ট সরকারের আমলে কি উন্নতি হয়েছে। প্রাইমারী স্কুল ১৯৭৮ এ ১ হাজার ৫১৮ এখন আপ টু ডেইট ১ হাজার ৮৯৮, এস: বি স্কুল ২৮২ ছিল হয়েছে ৩৯২ প্রাইমারী স্কুল সিনিয়ার বেসিক হয়ে যাচ্ছে প্রতি বৎসর। হাইস্কুল ১০৫টা ছিল ৭৮ এ এখন ১৪০, হায়ার সেকেণ্ডারী ৩০টা ছিল এখন হয়েছে ৯২। ৭৮ সনে সমগ্র স্কুলের সংখ্যা ছিল ১ হাজার ৯৪৫ এখন হয়েছে

২ হাজার ৬৬২। বামফ্রন্ট সরকারের এই ক বছরে ৬৭৭টা নতুন স্কুল হয়েছে। প্রাইমারী, হাই, সিনিয়ার বেসিক, হায়ার সেকেণ্ডারী এর পারসেনটিজ দেখে বুঝা যায় শিক্ষাক্ষেত্রে কত অগ্রগতি হচ্ছে। আমি আর একটা জিনিস বলতে চাই স্কুল অ্যাডুকেশান মধ্যে এখন টোটাল এনরোলমেন্ট পজিশান ১৯৭৮ এ ১ লক্ষ ৯৮ হাজার ১০৫ এখন টোট্যাল এনরোলমেন্ট পজিশান হচ্ছে ৩ লক্ষ ৫০ হাজার ৫৮৮ কাভারেইজ ১১৯'৪১ শতাংশ। মোর দেন হানড্রেড। মিড্ল ক্লাস আগে ছিল ৪৮ হাজার ৯৫৬ এখন হয়েছে ৮১ হাজার ২৪৪ কাভারেজ হচ্ছে ৪৬'৭০ শতাংশ। ৪৬'৭০ শতাংশ বৃদ্ধি এইটা সোজা কথা নয়। হাইস্কুল ছিল ১৮ হাজার ৮১০ এখন হয়েছে ৩৬ হাজার ৫১২ অর্থাৎ ৩৩'৫৮ পারসেন্ট। হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল ৩ হাজার ৯০.১৯৭৮ সালে এখনকার যে পজিশান ফিফ্‌টি থাউজেণ্ড ১৫৭। ৪০'৬৮ পারসেন্ট কাভারেজ হয়েছে। হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল ১১-১২ ক্লাসে রূপান্তরিত হচ্ছে। যাতে বেশী অগ্রসর হয় তার জন্য এই বাজেটে টাকা ধরা হয়েছে। কারণ আমরা দেখেছি যে প্রাইমারী স্কুল এই বৎসরে আরও ১ হাজার, মিড্ল ক্লাস স্কুল ৭ হাজার হাই-স্কুল ১ হাজার ৮৪০, হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল ১৫০০ অ্যাডিশনেরল এনরোলমেন্ট তার জন্য নতুন স্কুল খুলতে হবে, খুলছি খুলব। টিচারদের যে সমস্যা তা মীমাংসা করার জন্য ইন দি পিরিয়ড ফ্রম অক্টোবর ১৯৮৫ টু জানুয়ারী ১৯৮৬ ১ বৎসরের মধ্যে ৩ হাজার ৭১৬ জন্য শিক্ষক নিযুক্ত হয়েছে।

প্রাইমারী স্কুলে ২ হাজার ৫২৫ জন, মিড্ল স্কুল ৬৯, হাইস্কুলে ৩,১৭ জন, হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুলে ১৫১। টোটাল শিক্ষকের পজিশান আজকে পর্যান্ত প্রাইমারী স্কুলে ১১ হাজার ১২৭, মিডল স্কুলে ৫ হাজার ৩৯৩, হাইস্কুলে ২ হাজার ৮৫৩, হায়ার সেকেনডারী স্কুলে ১ হাজার ৭৩৯। টোটাল হচছে ২৫ হাজার ১০১ এই হল সরকারী স্কুলের হিসাব। এ বাদেও নিযুক্ত করেছি কক্‌বরক শিক্ষক। কক্‌বরক শিক্ষক নিযুক্ত করেছি এখন পর্যান্ত যা আছে বর্তমানে আমাদের ১ হাজার ২২৬ জন, কক্‌বরক টিচার আছে। কিছু দিন আগে আরও ৩১০ অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছাড়া হয়েছে। শিক্ষকদের যাতে সর্বাঙ্গীন উন্নত করা যায় তার জন্য আমরা বাজেটের মধ্যে প্রভি-শান রেখেছি। এর মধ্যে মাননীয সদস্যদের জানাতে চাই প্রাইমারী স্কুল এ, ডি, সিতে ট্রান্সফার হয়ে যাবে, তার সংখ্যা হচ্ছে গাঁওসভা এ. ডি. সির এরিয়াতে ৩৪৮টি মৌজা ৩৬২টি গাঁওসভা। প্রাইমারী স্কুল ১ হাজার ৩৬টা এখন যাবে যা হিসাব আমার কাছে দাখিল করা হয়েছে। আমি আবার ভাল করে ক্যালকুলে-শান করতে বলেছি। টিচার ২ হাজার ৯৩৬ জন। যে যেখানে আছে সে

সেখানেই থাকবে। আরও ২৬ জনকে ট্র্যান্সফার করা হবে। তবে এইটা দেখে মনে হচ্ছে কম। এইটা যাতে আরও ভাল করা যায় দেখব। ন্যাশানালাইজড টেক্সট বুকের ক্ষেত্রে শিক্ষা দপ্তর ১৯৭৩ সনে মাত্র ৪টা টেক্সট বুক দিয়ে শুরু করেছেন। ৮৫—৮৬ সনে ২৮টা টেক্স বুক আমরা তৈরী করেছি। এখন লুসাই-দের ভাষায় ২টা বই ছাপানো হচ্ছে। যন্ত্রস্থ রয়ে গেছে। ক্লাস ওয়ান টু টুর জন্য। এই ক্ষেত্রে ককবরক আপটু ফাইভ পর্য্যন্ত আমাদের বই হয়ে গেছে। এই ব্যাখ্যা করবার জন্য প্রাইমারী ষ্টেইজে একটা অ্যাডভাইজারী কমিটি করেছি। কিন্তু টেকসট বুক কমিটি করিনি। সিলেকশান করে কিছু টেকসট বুক লিখতে দেওয়া হয়। মাষ্টারদের সহযোগিতা নিয়ে লিখবার জন্য প্রচেষ্ট নেওয়া হয়। হায়ার ষ্টেইজে লিখতে হলে নতুন কমিটির প্রয়োজন হতে পারে। যাদের উচ্চ ধরনের অভিজ্ঞতা আছে তাদের দরকার হতে পারে। আমাদের এই যে বাজেট সবই জন কল্যানমুখী। আমাদের এই বাজেটে একটা ফুল প্লেজেড ইউনির্ভাসিটি করার পরি-কল্পনা নিচ্ছি। এই ইউনির্ভাসিটি করার জন্য গ্রান্টকমিশন একটা সিগন্যাল দিয়েছে। ত্রিপুরা রাজ্যে একটা পূর্ণাঙ্গ বিশ্ব বিদ্যালয় স্থাপন করা যায় কিনা এইটা দেখব। এই বিশ্ব বিদ্যালয়ের নাম কারো নামে হবে না, ত্রিপুরা রাজ্যের নামেই হবে। ল' কলেজের জন্য নতুন প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে। ল'র ব্যাপারে যে বার কাউন্সিল আছে তাদের যে নিয়ম কানুন সেগুলি একটু শিথিল করা হবে বলে কিছুটা তার ইঙ্গিত পেয়েছি। তারা যদি সুবিধা করে দেয় তাহলে আমরা ল' কলেজ স্থাপন করতে পারি। এখন বলব সোসিয়েল অ্যাড়কেশান। ১৯৮৫-৮৬ সনে অ্যাডাল্ট অ্যাড়কেশান সেনটার ১ হাজার ৪৭৫টা সেনটার ছিল ৮৬-৮৭ সনে ২ হাজার ১৭৫টা আমাদের নতুন অ্যাডাল্ট অ্যাডুকেশান সেনটার হবে। এখন আছে ১ হাজার ৭৫০। ৭০০টা অ্যাডাল্ট অ্যাডুকেশান সেনটার খুলব। মূল বাজেটে তার প্রভিশান রাখা হয়েছে।

১৯৮৫-৮৬ সালে সেনট্রাল সেকটরে ছিল ৯০০ টাকা. এবারও তা আর বাড়ানো হয়নি, এর সংগে আর এল ই জি পি থেকে যা দেবে তাতে আরও ৭০০টাকা পর্য্যন্ত হবে। টোটেল এনরোলমেন্ট হবে এখানে ১৯৮৫-৮৬ সালে ৮৫ হাজার, আর ১৯৮৬—৮৭ এ হবে ১ লক্ষ ১ হাজার এনরোলমেনটের আমাদের টারগেট আছে, আমরা আশা করি এই টারগেট আমরা পূরন করতে পারব। তারপর সোসিয়েল ওয়েল ফেয়ার টারগেটে আমরা দেখেছি যে, ১৯৮৫-৮৬ সালে আমরা টারগেট অনু-যায়ী সেই ষ্টেইট সেক্টরের অধীনে ১১০৬টা করা হয়েছে। আরও ১১০৬টার প্রভিশান

এবারও রাখা হয়েছে। আমরা সরকারে আসার আগে ১৯৭৮ এ ছিল ৫০৬টা, আজ আমরা সেটাকে করেছি ১১০৬টা। এডাল্ট এডুকেশান সেন্টার আমরা সরকারে আসার আগে ছিল ১৫৫টা, আমরা এসে সেটাকে করেছি ১১৫০টা, এবারও আমাদের টারগেট আছে ১২৫০টা। এনরোলমেন্টে আগে ৬৬১ জন মাত্র বাচ্চারা এখানে থাকত, ১৯৮৫-৮৬ এ এইটাকে আমরা করেছি ২২৫৬ জনের উপযোগী, আগের তুলনায় অনেক বেশী বেড়েছে। এবার এখানে আমাদের টারগেট হয়েছে ২৩০৬ টা, এখানে আমরা ৭০ হাজার নিয়ে যেতে চাই। ১৯৮৫-৮৬ সালের ৬৬ হাজারের জায়গায় এবার আমরা ৭০ হাজার নিয়েছি। তারপর এই বাজেটে আমাদের শিক্ষার ক্ষেত্রে পরীক্ষা করে দেখলে দেখা যায় যে, এইটা আমরা জনগণের স্বার্থের জন্য করেছি, এই প্রসঙ্গে আমি একটা কথা বলতে চাই যে মাননীয় রসিকবাবু বলেছিলেন যে সাম সূত্রধর ১৯৭৩ তে হায়ার সেকেণ্ডারী পাশ করে চাকুরী না পেয়ে বসে আছে এস সি হওয়া সত্বেও। এখানে মাননীয় সদস্যদের বুঝা উচিৎ যে, ত্রিপুরা রাজ্যের বেকার যারা আছেন তাদের জন্য আমরা সহানুভূতিশীল, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে তাদেরকে কাজ দেওয়ার ক্ষেত্রে আমরা অসহায় এইটা আমরা স্বীকার করি। মাননীয় সদস্যের মনে রাখা উচিৎ যে ভারতবর্ষের জাতীয় নীতি হিসাবে সকলের জন্য কাজ পাওয়ার ও শিক্ষার যে অধিকার এবং ভারতের সংবিধানের যে মৌলিক অধিকার তাতে সংবিধানের মৌলিক অধিকারের চাপটারে অন্তর্ভুক্ত করা দরকার। যার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে আমরা চাঁপ দিতে বা বাধ্য করতে পারি— সমস্ত মানুষের কাজ ও শিক্ষা দেওয়ার জন্য পরিকল্পনা করতে। কাজেই আমাদের সংগে সুর মিলিয়ে কংগ্রেস বন্ধুরা যদি দাবী তোলেন যে সকলের জন্য কাজ ও শিক্ষা দেওয়ার ক্ষেত্রে মানুষের যে মৌলিক অধিকার, এইটা সংবিধানের মৌলিক অধিকারের চাপটারে অন্তর্ভুক্ত করা হোক। যার ফলে ভারতবর্ষে আর একজন বেকারও থাকবেনা, একজনও অশিক্ষিত থাকবে না, এইটা যদি কেন্দ্রীয় সরকার করেন তাহলেই আমরা এইটা করতে পারব, যদি তা না হয় তাহলে তাদের জন্য আমাদের অশ্রু বিসর্জন করা ছাড়া বাস্তবে আমাদের আর কিছুই করার থাকবে না। এইটা সত্যিই খুব দুঃখজনক ব্যাপার। তবুও আমরা বলব যে এখানে ১৯৮১-৮২ সালে এখানে যে ৪২ হাজার জব ফর্ম চাকুরীর জন্য করা হয়েছে, তার মধ্য থেকে আজ পর্য্যন্ত আমরা অনেককেই শিক্ষক হিসাবে চাকুরী দিতে পেরেছি। তা ছাড়াও এই জব ফর্ম থেকে বিভিন্ন দপ্তরেও নাম দেওয়া হয়েছে এবং তাতে অনেকেরই চাকুরী হয়েছে, তবে সেই হিসাবটা আমার কাছে নাই। শিক্ষা দপ্তর থেকে

যাদের চাকুরী দেওয়া হয়েছে তাদের হিসাবটা এস টি ২৫৬৩ জন, এস সি ৭৮৭ জন, পি এইচ ১২৫ জন, একস সারভিস ৫ জন, আদারস্ হচ্ছে ৬০৯৫ জন, এ টি ৯৫৭৮ জন, কে বি টি ১৪২৬ জন, টোটেল ১১ হাজার শিক্ষক নিযুক্ত করা হয়েছে। জব ফর্ম্ম থেকে মোটামোটি ককবরক পরীক্ষা নিয়ে এই দুইটা মিলিয়ে দেওয়া হয়েছে, সেই দিক থেকে শিক্ষকের চাহিদা পুরণ করার জন্য এই সরকার বসে থাকেন না। নিশ্চয়ই মাননীয় সদস্য ও ত্রিপুরার জনগন এইটা এপ্রিসিয়েট করবেন। এখানে আর একটা তথ্য আছে যে, স্পোর্টস অফ ইয়ুথ সারভিস। আমরা সরকারে আসার আগে এতে মাত্র তিন লক্ষ টাকা খরচ হত। আর আমরা আসার পর যুবকদের জন্য প্ল্যানের মাধ্যমে খেলা ধূলা করার জন্য ৪৮ লক্ষ ২৫ হাজার টাকার এবং নন-প্ল্যানে ধরা হয়েছে ৬৩ লক্ষ ৫৯ হাজার টাকা, টোটেল হচ্ছে ১ কোটি ১১ লক্ষ ৮৪ হাজার টাকার আমরা এই বছর বাজেট করেছি স্পোর্টস অফ ইউথ সার্ভিসের পোগ্রামকে কবার জন্য এবং এইটাকে কার্যকরী করার জন্য, যেটা কংগ্রেস আমলে ৩ লক্ষ টাকার উপরে যেত না। কাজেই এইটাই প্রমান করে যে, ত্রিপুরার বামফ্রন্ট সরকার সব দিকে দৃষ্টি রেখেই বাজেট তৈরী করেন। এ ছাড়াও আমরা পি ডবলিও ডির হাতে খেলার মাঠ তৈরী করার জন্য ও ষ্টেডিয়াম তৈরী করার জন্য ২১ লক্ষ ৭৫ হাজর টাকা দিয়ে রেখেছি। এবং এইটা শিক্ষা দপ্তরের টাকা। স্কুলগুলিতে কিছু ফার্নিসার্স দিতে হবে তার জন্য প্রাইমারীতে আমরা দিয়েছি ১৯ লক্ষ টাকা মিডেলে দিয়েছি ১৯ লক্ষ টাকা, হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল গুলিতে ৩১ লক্ষ টাকা, মোট হল ৬৯ লক্ষ টাকা আমরা দিয়ে রেখেছি শুধু মাত্র এই সব ফার্নিসার কিনার জন্য। মাননীয় সদস্যরা বলেছেন যে স্কুলে ঘর নাই, ঘর ভেঙ্গে গেছে, চেয়ার টেবিল নাই, কিন্তু আমরা এইগুলি করে দিয়ে যাচ্ছি। তবে এক সঙ্গে সব স্কুলে এই গুলি দেওয়া সম্ভব নয়, কিছু দিন সময় লাগবে. তবে আমরা এই গুলি করে দিচ্ছি এবং দেব। আমরা এলিম্যানটারী স্কুলের কনষ্ট্রাকশান বাবদ ধরেছি ১ কোটি ১৯ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা। সেকেণ্ডারী স্কুলের জন্য ধরেছি ১৬ লক্ষ টাকা, হায়ার এডুকেশানের জন্য ৫০ হাজার টাকা, কারণ হায়ার এডুকেশানের স্কুলে কাচা ঘর খুব কম আছে। টোটেল হলো ১ কোটি ৩৬ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা। তার সঙ্গে এই ফিনান্স কমিশন থেকে যে টাকা আদায় হয়েছে তা হচ্ছে ১ কোটি ৩ লক্ষ ৩৫ হাজার টাকা স্কুল ঘর মেরামত করার জন্য কাজেই টোটেল হল ২ কোটি ৩৯ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা বাজেটের অন্তর্ভূক্ত করা রয়েছে। এ ছাড়াও আমরা পি ডবলিও ডির কাছে টাকা দিয়ে রেখেছি যাতে তারা এই স্কুল ঘরগুলি করতে পারে, এষ্টিমেট

দিয়ে তাদের কাছে এলিমেন্টারী স্কুলের জন্য ৩৫ লক্ষ ২০ হাজার টাকা, সেকেণ্ডারী এডুকেশানের জন্য ১ কোটি ৩৪ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা, এডমিনিষ্ট্রেটিভের জন্য ১৫ লক্ষ টাকা, সব মিলিয়ে হল ১ কোটি ৮৭ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা পি ডবলিও ডির কাছে দেওয়া আছে এবং আমাদের নির্দেশ দেওয়া আছে কোন্ কোন্ স্কুল গুলি তৈরী করবেন। কাজেই স্কুল ঘরগুলি যাতে ভাল হয় তার দিকে দৃষ্টি রেখে বামফ্রন্ট সরকার শিক্ষা দপ্তর থেকে শতকরা ১৫'২০ পারসেন্ টাকা দিয়ে থাকে। তার পর এ ডি সি থেকেও আরও ৩৫ হাজার টাকা বিভিন্ন দপ্তর গুলিকে দিয়ে রেখেছি স্কুল ঘরগুলি মেরামত করার জন্য এই দপ্তর এর হিসাব ... মার ... সেছে ... টোটেল হবে ৪ কোটি ৬১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা স্কুল ঘরগুলি মেরামত ও তৈরী করার জন্য খরচ হচ্ছে।

কাজেই মাননীয় সদস্যগণ যখন বলছেন যে কোথায় স্কুলঘর নেই কোথাও বা ফার্নিচার নেই, কিন্তু তাই বলে আমরা যে বসে আছি তা নয়, যত তাড়াতাড়ি এই স্কুলঘরগুলি করতে পারি, স্কুলে ফার্নিচার দিতে পারি যতটুকু সম্ভব আমরা প্রচেষ্টা নিচ্ছি। ১৯৮৫—৮৬ বছর চলছে। এই বৎসরে আমরা কি যে স্কুলঘর কনস্ট্রাকসনের কাজ হাতে নিয়েছি তার একটি হিসাব আপনাদের দিচ্ছি।

ওয়ার্কস্ কমপ্লিটেড	প্রাইমারী স্কুল	১৯৮টি,
	মিড্ল স্কুল	৯৮টি,
	হাই স্কুল	৪১টি,
		টোট্যাল—৩৩৭টি

এই স্কুলগুলির নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে। আরও, ওয়ার্কস অন প্রোগ্রেস রয়েছে—প্রাইমারী স্কুল—২১৭টি, মিডল স্কুল—১১৫টি, হাইস্কুল—২০টি, মোট ৩৬১টি স্কুল। তাহলে সর্বমোট হচ্ছে—প্রাইমারী স্কুল—৪১৫টি, মিড্ল স্কুল—২১২টি, হাইস্কুল ৭১টি টোটাল—৬৯৮টি স্কুল এর কাজ কিছু দিনের মধ্যে কমপ্লিট হয়ে যাবে তার সঙ্গে যোগ করুন আর, এল, ই, জি, পি, এর সাহায্যে যে সব স্কুল করা হয়েছে (এখানে আর, এল, ই, জি, পি, ৫০ পারসেন্ট এবং সরকার ৫০ পারসেন্ট খরচ বিয়ার করেন)—প্রাইমারী স্কুল—১৩টি, মিড্ল স্কুল—২১ এবং হাইস্কুল—১টি, টোট্যাল হচ্ছে প্রাইমারী স্কুল ৪২৮টি মিড্ল স্কুল ২৩৩টি, হাইস্কুল ৭২টি, এবং সর্বমোট ৭৩৩টি স্কুল এই বৎসরের মধ্যে আমরা করেছি।

কাজেই আমাদের সরকার খুবই আগ্রহ নিয়ে উদ্যোগ নিয়ে যত্ন নিয়ে এই স্কুলঘরগুলি তৈরী করবার চেষ্টা করছেন। কিন্তু এত বেশী স্কুলঘর ভেঙ্গে গেছে, এত বেশী স্কুলঘর পুড়ে গেছে যে, আমরা সবটা কোপ করতে পারছিনা এটা অস্বীকার করিনা।

তারপর এই সময়ের মধ্যে সরকার এ, ডি, সি, কে ৩৫ লক্ষ টাকা দিয়েছেন স্কুলঘর তৈরী করবার জন্যে কিন্তু আমরা তাদের নিকট থেকে এখনো হিসেব পাইনি যে তারা কতটা স্কুল ঘর তৈরী করেছেন। তারা যদি আরো ৭০টার মত করতে পারেন তাহলে আমরা এই বৎসর সবমোট হাজারেরও উপরে স্কুলঘর তৈরী করতে পেরেছি।

তারপর বিভিন্ন প্রাইভেট স্কুল রয়েছে যেগুলিকে আমরা গ্র্যান্ট দিই। অনেক অভিযোগ উঠেছে যে, আমরা নাকি এই সব প্রাইভেট স্কুলগুলিকে গ্র্যান্ট দিই না। কিন্তু তা ঠিক নয়। আমরা এই বৎসর প্লেনে প্রাইমারী এবং সেকেণ্ডারী মিলিয়ে দেওয়া হয়েছে ২৩ লক্ষ টাকা। এবং নন প্লেনে প্রাইমারী এবং সেকেণ্ডারী স্কুলকে দেওয়া হয়েছে ৩ কোটি ২৬ লক্ষ ১৫ হাজার টাকা। তারপর মকতব এবং মাদ্রাসা কে প্লেন এবং ননপ্লেন এ টাকা দেওয়া হয়েছে ১৩ লক্ষ ৩৫ হাজার টাকা। (প্লেনে ৫'৩৫ লক্ষ এবং নন পেলনে ৮'০০ লক্ষ টাকা)। আর পি, জি, সেন্টারের জন্য রাখা হয়েছে ৩৬ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা এবং সবমোট পি, জি, সেন্টার, একটি মধ্যশিক্ষা বোর্ড, এবং প্রাইভেট স্কুল সব মিলিয়ে—৫ কোটি ৯৫ লক্ষ ২০ হাজার টাকা আমরা গ্র্যান্টস্ রেখেছি।

কাজেই এই সব ফিগার থেকে এটাই বুঝা যায় যে জনগন আমাদের বামফ্রন্টের উপর যে দায়িত্ব দিয়েছেন আমরা সে দায়িত্ব পালনের জন্য চেষ্টা করছি।

আরেকটি বিষয় উত্থাপিত হয়েছে এই হাউসে সেই সম্পর্কেও আমি কয়েকটি কথা বলতে চাই। হালাম এবং কুকী লেংগুয়েজ সম্পর্কে প্রশ্ন তোলেছেন মাননীয় সদস্য শ্রীদিবাচন্দ্র রাংখল। কিন্তু আমরা বার বার তার সেই ভুল ভাঙ্গিয়ে দেওয়া সত্বেও তিনি সেটা বুঝতে চাইছেন না এবং বারবার এই প্রশ্ন তোলেছেন। কাজেই এর পেছনে নিশ্চয়ই একটি রাজনৈতিক উদ্দেশ্য রয়েছে। এই হালাম এবং কুকীদের ভাষার জন্য একটি এডভাইজরি কমিটি গঠন করা হয়েছে। এই কমিটি প্রথমে রিপোর্ট দেন যে হালাম এবং কুকী ভাষা চালু হবার আগে লুসাই ভাষাতে যেন তাদের পড়াশোনার ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু আমরা সেটা মানতে রাজী হইনি যে, লুসাই ভাষা হালাম এবং কুকীদের উপর জোর করে চাপিয়ে দেওয়া যায় না।

আমরা তাদের বলেছি যে, তারা যদি হালাম এবং কুকী ভাষায় পুস্তক লিখতে পারেন তবে আমরা সে ভাষায় শিক্ষা দেবার জন্য ব্যবস্থা নিতে পারি। কাজেই সেটা তাদেরই দায়িত্ব। কিন্তু তাই বলে অন্য কোন ভাষা তাদের উপর আমরা চাপিয়ে দিতে পারি না।

তারপর মনিপুরী মৈতৈ ভাষীদের মনীপুরী বা বিষ্ণুপ্রিয়াদের মনিপুরী বলা হবে সেটা আমরা সিদ্ধান্ত নিতে পারি না। তারাই ঠিক করবে কোনটা মনিপুরী মৈতৈ না বিষ্ণুপ্রিয়া ভাষা সে সম্পর্কে আমরা কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারি না। তবে মৈতৈ যে মনীপুরী ভাষা সেই ভাষায় শিক্ষা দেবার জন্য আমরা ৬টি স্কুল আমরা সিলেক্ট করেছি। এখন যে ৬টি স্কুল আমাদের হাতে রয়েছে যেখানে অন্ততঃ ৩০ জন মৈতৈ ভাষায় পড়াশোনা করবেন। এই মৈতৈ ভাষায় শিক্ষা দেবার জন্য আমরা মনিপুর গভার্ণমেন্টের সঙ্গে যোগাযোগ করে দুজন শিক্ষক পাঠিয়ে প্রথম এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর জন্য বই সংগ্রহ করে এনেছি সেগুলি শিক্ষা দপ্তরে রয়েছে। এই-গুলি সিলেকসন হয়ে গেছে এখন আমরা চালু করে দিতে পারি। তবে মৈতৈ বিষ্ণুপ্রিয়া কোনটি মনীপুরী ভাষা সেটা আগে সিদ্ধান্ত নিতে হবে তা না হলে এই ভাষা চালু করা যাচ্ছে না। তবে বিষ্ণুপ্রিয়াদের জন্য আমরা টি স্কুল সিলেক্ট করেছি। স্কুলগুলির নাম আমার কাছে রয়েছে দরকার পড়লে সেগুলি নিয়ে যেতে পারেন। এই আটটি স্কুলেই বিষ্ণুপ্রিয়া ভাষায় শিক্ষা চালু করা যায়। কিন্তু সবচেয়ে অসুবিধা হলো পাঠ্য পুস্তকের। আমরা এই জন্য আসামে লোক পাঠিয়েছিলাম—সেখানে এখনো কোন বই হয়নি। তবে পার্ট-ওয়ান এবং পার্ট-টু বই-গুলি এখনো সেখানকার সরকারের কনসিডারেশনে রয়েছে, সেগুলি এখনো ছাপা হয়নি। কাজেই বিষ্ণুপ্রিয়া ভাষাভাষী যারা রয়েছেন তাদের বই না হলে তো আর শিক্ষা চালু করা যায় না। তবে আমরা আট সদস্যের একটি কমিটি গঠন করেছি। এই কমিটি ঠিক করবেন কিভাবে বিষ্ণুপ্রিয়া ভাষায় বই লিখা যায়। তারা যদি বই লিখে বের করতে পারেন তবে আমরা সে ভাষায় শিক্ষা চালু করতে পারব। ঠিক সেইভাবে চাকমা ভাষায়ও একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। এই এডভাইজরি কমিটি ঠিক করবে কি ভাবে চাকমা ভাষায় বই লিখা যায়। এবং সে দায়িত্ব তাদের।

কংগ্রেসের মাননীয় সুধীর মজুমদার মহাশয় বলেছেন যে বামফ্রন্ট সরকারের আমলে শিক্ষার কোয়ালিটি একেবারে কমে গেছে কিন্তু কংগ্রেস আমলে শিক্ষার কোয়ালিটি ছিল এবং সেটা নাকি একেবারে শেষ হয়ে গেছে। আরও একজন মাননীয় সদস্য বলেছেন যে বামফ্রন্টের আমলে শিক্ষা শেষ হয়ে গেছে। বামফ্রন্টের

আমলে যে শিক্ষা শেষ হয় নাই আমরা তার প্রমাণ দিয়েছি। বরং বামফ্রন্টের আমলে শিক্ষার অনেক বেশী প্রসার হয়েছে। কংগ্রেস আমলে কি পশ্চিমবঙ্গে, কি ত্রিপুরায় কি কোয়ালিটি ছিল। তখন কোয়ালিটি ছিল পরীক্ষা হলে অবাধে নকলের সুবিধা। তখন পরীক্ষা হলে না বসে, পরীক্ষা না দিয়ে পাশ সার্টিফিকেট নেওয়া হত। তখন অনেক কংগ্রেস নেতা এল এল, বি, সার্টিফিকেট নিয়েছেন পরীক্ষা না দিয়ে। এরকম খবর আছে। ঠিকই এরকম কোয়ালিটি বামফ্রন্টের আমলে নাই। বামফ্রন্টের আমলে ঠিকভাবে পরীক্ষা দিয়ে তবে সার্টিফিকেট নিতে হয়। পরীক্ষা না দিয়ে ৫০ পার্সেন্ট নম্বর কংগ্রেস আমলে পাওয়া সম্ভব কিন্তু এখন আর সম্ভব না। আমাদের আমলে আমাদের রাজ্যে সেটা হবে না। অন্ততঃ আমি জোর দিয়ে বলতে পারি সে দিন আর আসবেনা। আমি জানতাম শ্যামাচরণবাবু একটু বুঝে-শুনে কথা বলেন কিন্তু এখানে দেখলাম যে তিনি স্ব-বিরোধী কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন বামফ্রন্ট সরকার কক্‌বরকের জন্য ৫টা বই লিখিয়ে নিয়েছেন আবার তিনিই বলেছেন যে কংগ্রেস আমলে সুখময়বাবুর আমলে যে ২টা বই ছিল কক্‌বরকের জন্য সে ২টাই এখনও রয়েছে। আমার কাছে ওনার বক্তব্যের নোট যেটা আছে সেখানে আমি দেখিছি কিন্তু যদি তিনি এভাবে স্ব-বিরোধী বক্তব্য না বলেন তাহলে ঠিক আছে। কারণ ওনার বক্তব্যের সময় আমি ছিলাম না। স্যার এই হচ্ছে আমার মোটামুটি বক্তব্য। কাজেই আমি পরিসংহারে বলব যে বামফ্রন্ট সরকারের পক্ষ থেকে যে বাজেট এখানে উত্থাপিত করা হয়েছে সেটা জনগণের দিকে লক্ষ্য রেখেই করা হয়েছে। অতএব বিরোধীরা যেসব বক্তব্য এখানে রেখেছেন তার বিরোধিতা করছি। আমি তাদের প্রতিটি শব্দের সঙ্গে ফিগার দিয়ে প্রমাণ করে দিয়েছি যে এসব হচ্ছে তাদের মনগড়া বক্তব্য। বাস্তবের সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক আছে বলে আমি মনে করতে পারি না। অতএব এই হাউজে যে বাজেট পেশ করা হয়েছে সে বাজেটকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ,

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় পঞ্চায়েত মন্ত্রী।

শ্রীদীনেশ দেববর্ম্মা :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এই বিধানসভার সামনে ১৯৮৬—৮৭ সালের যে বাজেট মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী উপস্থাপিত করেছেন সেটাকে আমি সম্পূর্ণভাবে সমর্থন করি। কারণ গতকাল এবং আজকে মিলে এই ২ দিন বাজেট বিতর্কে বিরোধী দলের টি, ইউ, জে, এস, নির্দল সদস্যরা এই বাজেটের মধ্যে কোন সার বস্তু দেখছেন না বলে এই হাউজের সামনে একটা বিভ্রান্তিকর বক্তব্য রেখেছেন। বাজেট সম্পর্কে ওনাদের কি ধারণা আমি জানিনা।

বাজেটত এমনিতে করা হয়না, সেটা এ রাজ্যের যারা সেক্রেটারী আছেন, যারা কমিশনার আছেন তারা দিল্লীতে বসে সেখানকার প্ল্যানিং কমিশনের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করেন এবং প্ল্যানিং কমিশন এক্সেপ্ট করার পর সেন্ট্রাল ফিন্যান্স কমিশনের কাছে পাঠান হয়, তারা এক্সেপ্ট করলে পরে রাজ্যে সেটা আসে। তবুও তারা বলছেন, এটা জন স্বার্থ বিরোধী বাজেট। হ্যাঁ, কিছু অংশের মানুষের বিরোধী বৈকি। যারা লক্ষপতি, যারা কোটিপতি যারা ভারতবর্ষের ৭২ কোটি মানুষকে শোষণ করে রাতারাতি কলা গাছ হয়ে যান তাদের বিরোধী ঠিকই। কারণ এই ভারতবর্ষে পাশাপাশি ২টা সমাজ ব্যবস্থা আছে। একটা হচ্ছে ধনী-পুঁজিপতিদের সমাজ আর আরেকটা হচ্ছে শ্রমিক-কৃষকদের ও খেটে খাওয়া মানুষদের। এই বাজেটে ত্রিপুরা রাজ্যের অগ্রগতির জন্য. উন্নতির জন্য যে পরিমাণ টাকার দরকার ছিল সে পরিমাণ টাকা বরাদ্দ করা যায়নি। কারণ কেন্দ্র বার বার তাদের প্রতিশ্রুতি খেলাপ করেছেন। ১৯৮০ সনে দীনেশ সিং কমিটি নামে একটা কমিটি কেন্দ্রীয় সরকার ত্রিপুরায় পাঠিয়েছিলেন এবং সেই দীনেশ সিং কমিটি তার সুপারিশে বলেছেন যে, ত্রিপুরা রাজ্যে শিল্প সম্প্রসারণ করা দরকার, রেল লাইন সম্প্রসারণ করা দরকার, মাঝারি ধরণের কুটির শিল্প ব্যাপকভাবে করা দরকার ত্রিপুরা রাজ্যের অর্থনৈতিক অনগ্রসরতা দূর করার জন্য। তারপরে এখানে সারকারিয়া কমিশন এসেছে। মাননীয় সদস্যরা জানেন যে, সে কমিশন ত্রিপুরা সরকার করেননি. কেন্দ্রীয় সরকারই পাঠিয়েছেন কেন্দ্র রাজ্য সম্পর্ক খতিয়ে দেখার জন্য। কারণ ১৬টা রাজনৈতিক দল কেন্দ্র রাজ্য সম্পর্কের বৈষম্যতার জন্য কনক্লেইভে আলাপ-আলোচনা করেছেন এবং দাবি করেছেন কেন্দ্র রাজ্য সম্পর্ক আরও ঘনিষ্ঠ করার জন্য। সে অনুসারে সারকারিয়া কমিশন ত্রিপু-রায় এসে উত্তর পূর্বাঞ্চল সম্পর্কে বিশেষ করে ত্রিপুরা সম্পর্কে বলেছেন যে, ত্রিপু-রায় এমন কোন শিল্প নাই যে বেকারদের কাজে নিয়োগ করা যেতে পারে। এখানে রেল নাই. এখানে ২য় চট কল হতে পারে, এখানে কাগজ কল হতে পারে কিন্তু কেন্দ্রের মর্জির জন্য হচ্ছে না। আপনারা জানেন যে ধর্মনগর থেকে সাব্রুম পর্যন্ত রেল লাইনের জন্য ত্রিপুরার মানুষ অনবরত দাবি করে আসছে। কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ করার জন্য যা করা উচিত সেটা করা হচ্ছে না। কেন্দ্র কিভাবে আমাদের উপর বৈষম্যমূলক আচরণ করছেন তা আমি বলছি। সেটা হল ত্রিপুরায় বিভিন্ন শিল্প হতে পারে কিন্তু কেন্দ্র দিচ্ছেননা। ত্রিপুরায় রেল লাইন অত্যান্ত দরকার কিন্তু তাও হচ্ছে না। ত্রিপুরার শতকরা ৮২ ভাগ লেবারকে আমরা কাজ দিতে পারছি না। আমরা বুঝাতে পারবনা যে, কিভাবে আমাদেরকে বঞ্চনা করছে।

কাজেই এই অসম বন্টন এক একটা রাজ্যে, কোন রাজ্যে বেশী পাচ্ছে, কোন রাজ্যে কম পাচ্ছে। ত্রিপুরা রাজ্য থেকে পপুলেশান কম, অথচ তারা ত্রিপুরা রাজ্য থেকে বেশী পাচ্ছে। ত্রিপুরা রাজ্যে একটা বামফ্রন্ট সরকার রয়েছে। তারা আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন রাজনৈতিক সংকট সত্বেও অর্থ নৈতিক বিকাশের জন্য। আমি জানি না, যেভাবে তারা এই বাজেটকে আখ্যায়িত করেছেন আমি তার সম্পূর্ণ বিরোধিতা করি। তাদের পক্ষে এটা শোভা পায়, কারণ যারা লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি টাকার মালিক, তারা তাদের প্রতিনিধি হিসাবে এখানে এসেছেন। তারা কেন্দ্রের বাজেটের সমর্থন করবেন. কিন্তু ত্রিপুরা রাজ্যের যে গরীবের জন্য বাজেট তার বিরোধিতা করেন। শতকরা ৮২ ভাগ লোক যে রাজ্যে দারিদ্রসীমার নীচে রয়েছে তাদের জন্য এই বাজেট রয়েছে। আমরা মন্ত্রী সভায় সিদ্ধান্ত নিয়েছি, এই রাজ্যে ৭টা ব্লকে ডিস্‌ট্রেস্‌ড এরিয়া হিসাবে ঘোষণা করে জরুরী ভিত্তিতে বিভিন্ন দপ্তর থেকে কাজ দেওয়ার জন্য এন. আর. ই, পি, এবং এন, আর, ই. পি, - এর কাজ দেওয়ার জন্য। সেজন্য আমাদের হাতে যে টাকা ছিল তা দিয়ে দিয়েছি। কাজেই বুঝতে হবে যে বামফ্রন্ট সরকার গরীব অংশের মানুষের জন্য সত্যি সত্যিই কাজ করতে চায় কিনা? আমি কিছু তথ্য দিয়ে এখানে সেটা বুঝাবার চেষ্টা করব।

এই যে তারা কমিউনিটি ডেভেলাপমেন্ট সম্পর্কে. পঞ্চায়েত সম্পর্কে বলেছেন. আণ্ডার গ্রাউণ্ড সার্ভে যারা করে তাদের সংগে আলাপ আলোচনা করে বুঝতে পেরেছি যে. অনবরত ৬।৭ মাস খরার ফলে জলের লেয়ার অনেক নীচে নেমে গেছে, যার ফলে রিংওয়েল. টিউবওয়েলগুলি শুকিয়ে যাচ্ছে। আমরা যদিও স্পেসিফিকেশান দিই নি. কিন্তু কাঁচা কুয়ো খননের জন্য যে টাকা আমরা দিয়ে দিয়েছি তার ফলে প্রচুর জল পাওয়া গিয়েছিল। সেটাও এখন শুকিয়ে গিয়েছে। টিউবওয়েলে যত গ্যালন জল দেবার কথা ছিল, সেটাও এখন নিম্নচাপে চলে গেছে। সেজন্য আমরা তাড়াতাড়ি মার্ক টু টিউবওয়েল সিনক করে জল সরবরাহ বাঁচিয়ে রাখছি। আরও বেশী কাঁচা কুয়ো করে অন্তত পক্ষে অস্থায়ীভাবে হলেও জল সরবরাহের চেষ্টা করছি। আঠার মুড়ার উপর তিনটা জলের উৎস তৈরী করেছি। সেখানে পাক্কা রিজার্ভার করে জল সরবরাহ ব্যবস্থা করেছি। কাঞ্চনপুর জম্পুই পাহাড় যেখানে টিউবওয়েল. রিং ওয়েল করা যায় না সেখানে বৃষ্টির জল ধরে আমরা সেই জল খাওয়াবার ব্যবস্থা করেছি। না হলে এই লোকগুলি বাঁচলো কি করে এতদিন? সুতরাং তাঁরা এই হাউসকে যেভাবে বিভ্রান্ত করছেন সেটা ঠিক হয় নি।

আমি বলতে পারি যে, বিভিন্ন ব্লক থেকে যে তথ্য আমরা এনেছি তাতে অবশ্য দেখা যায় যে অনেক জায়গায় জল শুকিয়ে গেছে। তার জন্য কাঁচা কুয়োর ব্যবস্থা আমরা করেছি। সেজন্য ডীপ টিউবওয়েল আণ্ডার গ্রাউণ্ড ওয়াটার দিয়ে জল সরবরাহের জন্য আমরা অপারেটরকে বলেছি যে, সব সময় তারা যেন সেখানে উপস্থিত থাকে। কেন না, অনেক সময় ইলেকট্রিসিটি থাকে না। তাদের এক্সট্রা টাকা মঞ্জুর করে জল সরবরাহের ব্যবস্থা অক্ষুন্ন রাখার জন্য বলেছি।

রুরাল ডেভেলাপমেনটে ৩'২০ পারসেনট টাকা রাখা হয়েছে। পঞ্চায়েতে ০'৭০ পারসেনট মোট বাজেটের বরাদ্দ রাখা হয়েছে। এছাড়া পঞ্চায়েতের মাধ্যমে গরীব অংশের মানুষকে কাজ যাতে দেওয়া যায় সেজন্য উদয়পুর ব্লকে ৮৭৯টা লেবার কার্ড, কমলপুরে ৫০টা, গাঁওসভায় ৯৮৮৭টি লেবার কার্ড, কাঞ্চনপুরে ২২টা পঞ্চায়েতের ১১১৮৬টি, ডম্বুরনগর ব্লকে ১১টি পঞ্চায়েতে ৪,৫২৬টি লেবার কার্ড দিয়েছি। রাজনগর ব্লক ২৮টি পঞ্চায়েতে ৮,৬৮২টি, মেলাঘরে ৫১টি পঞ্চায়েতে ১০ হাজারের উপর, তেলিয়ামুড়া ব্লকে ১৬,৯৯৬টি, অমরপুর ব্লকে ৫১টি পঞ্চায়েতে ১৪,০২৮টি, বিশালগড ব্লকে ৫৫ পঞ্চায়েতে ১৫,২২২টি, বগাফা ব্লকে ২৬টি পঞ্চায়েতে ৭,৬৮১টি মোহনপুর ব্লকে ৫৩টি পঞ্চায়েতে ১১,৭২৩টি, টাকারজলা ব্লকে ৩,৪৫৬টি, পানিসাগর ব্লকে ৪৩টি পাচায়েতে ১১,১১৫টি, সাব্রুমে ৫১টি পনচায়েতে ৮,৮৮০টি, খোয়াই ব্লকে ৭২টি পনচায়েতে ১০,০৮০টি, জিরানিয়া ব্লকে ৪১টি পনচায়েতে ৯,১৭০টি, কুমারঘাটে ৫২টা পনচায়েতে ১২ হাজার, ছামনু ব্লকে ৩২টি পনচায়েতে ৯ হাজার কার্ড বিলি করা হয়েছে।

কাজেই তাতেই বুঝা যায় যে গরীব অংশের মানুষকে কাজ দেওয়ার জন্য পনচায়েত দপ্তর কিভাবে কাজ করছে। এছাড়া যাতে পনচায়েত বিভিন্ন ব্যাংকের কাছে লগ্নী করে পনচায়েতের উন্নয়নমূলক কাজ সৃষ্টি করতে পারে তার জন্য পনচায়েত আইনে বিধান রাখা হয়েছে। এছাড়া যে কাপড় বিলি করা হয়েছে গত পূজোর সময়ে, এই ফিগারটা আমি এখন দিতে পারছিনা, সেটা পরবর্তী সময়ে দিতে পারব। কার কাছে কাপড় বিলি হয়েছে? যে সমস্ত লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি টাকার যারা ব্যবসায়ী তাদের কাছে বিলি করা হয়নি। তার জন্য যদি বিরোধী সদস্যরা মনে আঘাত পান তাহলে আমাদের কিছু করবার নাই। কিন্তু ত্রিপুরা রাজ্যের ২২ লক্ষ মানুষের শতকরা ৮২ ভাগ দারিদ্র্য সীমার নীচে যারা বাস করে তাদের জন্যই এই বাজেট। কাজেই বামফ্রন্ট সরকারের পক্ষ থেকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে বাজেট উপস্থিত করেছেন তাকে সমর্থন করেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীরাম কুমার নাথ :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, গত ১৭ই মার্চ্চ তারিখে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় এই হাউসের সামনে ১৯৮৬—৮৭ সালের জন্য যে বাজেট বরাদ্দ পেশ করেছেন, তাতে আমি মনে করি ত্রিপুরা রাজ্যের শতকরা ৯০ জন মানুষ তাকে সমর্থন জানাবেন। কারণ এই বাজেটের দ্বারা ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের যে আশা আকাঙ্খা, তা পূরণ করতে আমাদের বামফ্রন্ট সরকার যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন, এই বিশ্বাস আমার আছে। তাই আমি বলতে চাই যে ১৯৭৮ সালে এই বামফ্রন্ট ক্ষমতায় আসার আগে, ত্রিপুরা রাজ্যে দীর্ঘ ৩০ বছর ধরে কংগ্রেস রাজত্ব করেছিল এবং কংগ্রেসের রাজত্বকালে ত্রিপুরা রাজ্যের কত মানুষ না খেয়ে মারা গেছে তার হিসাব বোধ হয় কেউ দিতে পারবেন না, সেই সময়ে মানুষ কাঁঠালের বীচি খেয়েও বাঁচতে চেয়েছিল, কিন্তু তারা বাঁচতে পারে নাই। সেই আমলে অভাবের দিনে, বিশেষ করে চৈত্র বা আষাঢ় মাসে টেষ্ট রিলিফের নামে গরীব মানুষগুলিকে মাত্র ২ টাকা করে দেওয়া হত, এখন সেটা ক্রমশঃ বাড়তে বাড়তে ১০—৫০ টাকা করা হয়েছে। এই সেই যুগে ধর্ম্মনগর, উদয়পুর এবং খোয়াইতে তিনটি কলেজ করার জন্য ত্রিপুরার মানুষ ঐ কংগ্রেস সরকারের কাছে কত আবেদন নিবেদন করেছেন, কিন্তু ফল কিছুই হয়নি, আর আমাদের বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর ধর্ম্মনগর, উদয়পুর এবং খোয়াইতে তিনটি কলেজ হয়ে গেছে। কাজেই শিক্ষা ক্ষেত্রে এই সরকারের যে কি দৃষ্টিভঙ্গি, তা ত্রিপুরার জনসাধারণ জেনে গেছেন। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, ধর্ম্মনগরের যুবরাজনগর যেটা আমার কনষ্টিটিউন্সী, সেখানে ঐ কংগ্রেস আমলে একটি স্কুলও ছিল না এখন সেখানে ৫টা স্কুল হয়ে গেছে। কাজেই এটাই প্রমান করে যে ত্রিপুরার বামফ্রন্ট সরকার ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের জন্য কাজ করে চলেছে, ভবিষ্যতে আরও করবে যাতে ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ শিক্ষা-দীক্ষায়, সব দিক দিয়ে এগিয়ে যেতে পারে। কিন্তু আমরা আজকে লক্ষ্য করছি যে কেন্দ্রীয় সরকার এই শিক্ষার মত একটা প্রয়োজনীয় বিষয়কে ক্রমশঃ সংকুচিত করে চলেছে, এবারের কেন্দ্রীয় বাজেটে যে টাকা ধরা হয়েছে, তা ভারতবর্ষের মত বিরাট একটা দেশের যে জনসংখ্যা, তার চাহিদার তুলনায় খুবই সামান্য, কিন্তু ত্রিপুরা রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকার এই শিক্ষা খাতে শতকরা ১৫'১২ ভাগ টাকা বরাদ্দ করেছেন। এই যে দৃষ্টিভঙ্গি, এটা ত্রিপুরা রাজ্যের শতকরা ৯০ ভাগ মানুষ সমর্থন করবেন, এই বিশ্বাস আমার আছে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, বিরোধীপক্ষের সদস্যরা এখানে বলেছেন যে, বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার আগে নাকি ত্রিপুরাতে কেউ অনাহারে মরেনি, এটা তাদের অসত্য কথা। আমি বলব, বর্ত্তমান

সরকারের আমলে ত্রিপুরাতে যে পরিমাণ খাদ্য স্টক থাকে, তা ঐ কংগ্রেস আমলে কোন দিন ছিল না। এই মুহূর্তে আমাদের হাতে ১০ হাজার মেট্রিক টন চাউল মজুত আছে। আমি তাদের জিজ্ঞাসা করি যে, ১৯৭৮ সালের আগে যখন বামফ্রন্ট সরকারে আসে নি, তখন ত্রিপুরাতে কয়টা রেশন সপ ছিল? স্যার, মাত্র ৫৬৯টি রেশন সপ ছিল। কিন্তু এই বামফ্রন্টের আমলে সেটা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৯৮৪তে। তাই আমি দাবী করব যে, অনাহারে কেউ মরেছেন, এই রকম একটি ঘটনাও তারা দেখাতে পারবেন না। কাজেই বিরোধীপক্ষ বিরোধীতা করে এখানে যে সব বক্তব্য রেখেছেন তার মধ্যে কোন সত্যতা নাই, তাই আমি যে বাজেট এখানে পেশ করা হয়েছে, তাকে পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, গত ১৭ই মার্চ তারিখে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী মহোদয় এই হাউসের সামনে ১৯৮৬—৮৭ সালের জন্য যে ব্যয় বরাদ্দ পেশ করেছেন, আমি মনে করি, তা এই রাজ্যের ক্ষেত্রে অত্যন্ত উপযোগী এবং ত্রিপুরা রাজ্যের ২২ লক্ষ মানুষের যে আশা আকাঙ্খা, সেটা পুরা-পুরি না হলেও কিছুটা মিটানো সম্ভব হবে। আমাদের ত্রিপুরা সরকারের যে দাবী ছিল, কেন্দ্রীয় সরকার বা যোজনা কমিশন যদি তা মেনে নিতেন, তাহলে নিশ্চয় তার মাধ্যমে ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের যে আশা আকাঙ্খা তার প্রতিফলন এই বাজেটের মাধ্যমে ঘটত। কেন্দ্রীয় সরকারের বিমাতৃসুলভ মনোভাবের ফলে ত্রিপুরা রাজ্যের বেকারদের সামনে; ত্রিপুরা রাজ্যের গরীব মানুষের সামনেও তাদের ভবিষ্যতকে আরও উজ্জ্বল করে তোলার যে সম্ভাবনা তা এই সীমিত বাজেটের মধ্য দিয়ে করা সম্ভব নয়।

বিরোধী পক্ষের মাননীয় সদস্যদের বক্তব্য শুনে মনে হয় তারা বাজেটের মধ্যে এই রকম কিছু আশা করেছিলেন। কিন্তু এটাতো হওয়ার নয়, কারণ কেন্দ্রে যে সরকার রয়েছে তারা সমস্যাবহুল ত্রিপুরার কথা দিল্লীতে বসে চিন্তা করতে পারছেন না। উরা যদি এক সংগে আমাদের সংগে কণ্ঠ মিলিয়ে বলতেন তাহলে আমরা ত্রিপুরার হত দরিদ্র মানুষের মুখে হাসি ফুটিয়ে তুলতে পারতাম। কাজেই মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, উনারা বলছেন যে গত বছরে আমরা কোন স্থায়ী সম্পদ গড়ে তুলতে পারি নাই। এই আঠার বছর আগে ঐ ৬৭ সালে যখন প্রথম এই বিধানসভায় আসি তখন শচীন বাবু -তিনি ছিলেন ত্রিপুরার সম্রাট, তিনি মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন না, তিনি ছিলেন ত্রিপুরার সম্রাট। তখন আমরা দেখেছি, বিধানসভায় কোন প্রশ্ন করার অধিকার ছিল না। সেদিন ত্রিপুরাতে কত কিলোমিটার রাস্তা ছিল সেটা

আমাদের জানার অধিকার ছিল না। আমি বিরোধী দলের মাননীয় সদস্যদের জিজ্ঞাস করতে চাই যে,'৭২ সালে ছিলেন আমাদের সুখময় বাবু, আজকে যিনি লিডার অব দি অপজিশান তিনিও সেদিন ছিলেন, তাঁকে আমি জিজ্ঞাস করছি সেদিন ত্রিপুরাতে কত কিলোমিটার রাস্তা ছিল? আর আজকে '৮৬ সালে আপনারা একটু হিসাব করে দেখুন কতগুণ বেশী রাস্তা হয়েছে। অন্যেরাতো শচীন বাবু আর সুখময় বাবুর সময়ের কথা আর জানেন না। কাজেই মাননীয় উপধ্যক্ষ মহোদয়, সেদিনের যে চিত্র সেই চিত্র আর আজকের চিত্র—আমি মাননীয় সদস্য রতিবাবুকে জিজ্ঞাস করি, তিনি সকালে জম্পুইজলা দিয়ে উদয়পুর দিয়ে আবার উনার বাড়ী হয়ে আগরতলায এসে মাছ ভাজা দিয়ে ভাত খেতে পারবেন। এই জিনিষটা কি কংগ্রেস আমলে চিন্তা করতে পারতেন? এইগুলি কি স্থায়ী সম্পদ নয়? আর এখানে ব্রীজের কথা বলা হচ্ছে, মনু নদীর উপর ত্রিপুরার দীর্ঘতম ব্রীজ ঐ ছামনুর ব্রীজ, ঐ মংপুই পাহাড়ের কথা চিন্তা করুন সেখানে আজ বিজলীর বাতি জ্বলছে, পীচের রাস্তা হয়েছে। এটা কি স্থায়ী সম্পদ নয়? এইগুলি স্বীকার করার চেষ্টা করুন। কোপারেটিভ সম্পর্কে বলতে গিয়ে ক্ষোভের সংগে শুধু বলেছেন, দুর্নীতি দুর্নীতি দুর্নীতি—এটা যেন উনাদের একটা চক্ষুশূল। আজকে স্বাভাবিক কারণেই উনাদের আজকে আতংকের কারণ হয়ে দাড়িয়েছে। আজকে জম্পুই পাহাড় থেকে সাব্রুমের বৈষ্ণবপুর পর্যন্ত কংগ্রেস আমলে কোথাও ছিল হিমঘর? আলুর চাষীদের আলু উৎপাদন করে ফরিয়াদের খপ্পরেই তাদের পরতে হত? ত্রিপুরার মানুষ শুনেছে এর আগে হিমঘরের নাম? হিমঘর বলতে কি বুঝায় কেউ কংগ্রেস আমলে জানত? ত্রিপুরাতে প্রথম আমরাই হিমঘর করেছি এটা স্থায়ী সম্পদ কি না, এটা কি স্থায়ী সম্পদ নয়? মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আরও আমরা করেছি কৃষকেরা বর্ডার এলাকায় গরু রাখতে পারেন না, তাদের গরু বাংলাদেশে পাচার হয়ে যায়, এর ফলে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তারা চাষ করতে পারে না, তাদের জমি খিল পরে থাকে। সেখানে আমরা সমবায়ের মাধ্যমে তাদের পাওয়ার টিলার সরবরাহ করছি যাতে তারা তাদের জমিগুলি চাষ করতে পারে। এই ভাবে ৪২টি পাওয়ার টিলার দিয়েছি। এবং আমরা সমবায় সমিতির মাধ্যমে আরও ২৬টি পাওয়ার টিলার বর্ডার এলাকার চাষীদের সরবরাহ করছি। আর আমরা স্প্রেয়ার মেসিন (ইন্টারাপশান) তারা শুধু দুর্নীতির গন্ধই পাচ্ছেন। কাজেই যারা সব সময় দুর্নীতি করেন মানুষের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলেন, তাদের মুখেই এই দুর্নীতির কথা বেশী শোনা যায় স্যার তাদের কথা শুনে মনে হয় যেন উনারা সবাই যেন

সুনীতির একজন বান্দা। আমাদের মাননীয় সদস্য রবীন্দ্র বাবুতো একজন মহাজনের ছেলে, উনি কি ভাবে গরীব মানুষের দুঃখ বুঝবেন ? উনি আজকে গণ্ডাছড়ার মানুষ অনাহারে মারা যাচ্ছে বলে চিৎকার করছেন সেখানে খাদ্য পাচ্ছে না পানীয় জল পাচ্ছে না। হ্যাঁ, পানীয় জলের অভাবের কথা আমরা অস্বীকার করছি না। এবং সেই প্রসংগে আমি হাউসকে এই কথাটা জানাচ্ছি যে আমাদের এখানে গত অক্টোবর মাসে বৃষ্টি হয়েছে, তারপর আজকে মার্চ্চ মাস তার মধ্যে বৃষ্টি নাই। এই ভাবে আজকে ৬/৭ মাস এক ফোঁটা বৃষ্টি হয় নাই। কাজেই এই অস্বাভাবিক খরার মধ্যে জলের অভাব হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু বামফ্রন্ট সরকার সে বিষয়ে সচেতন। যেখানে টিউবওয়েল দরকার সেখানে আমরা টিউবওয়েল দিচ্ছি যেখানে টিউবওয়েল অচল সেখানে আমরা মার্কটু দিচ্ছি। যেখানে মার্কটু অচল সেখানে আমরা কাঁচা কুয়া দিচ্ছি। যেখানে কাঁচা কুয়া অচল সেখানে আমরা পাকা কুয়া দিচ্ছি। এই ভাবে আমরা এই খরা মোকাবিলার জন্য চেষ্টা করছি। তথাপি আমরা পেরে উঠছি না। আমাদের সীমাবদ্ধ ক্ষমতার মধ্যে আমাদের চেষ্টার অভাব নাই। আর আমাদের মাননীয় সদস্য ব্যঙ্গ করে বলছেন যে, গাছের কাঁঠালগুলি গাছ থেকে টুপ টুপ করে পরে যাচ্ছে। কিন্তু উনাদের লজ্জা করে না এই কথা বলতে ? কংগ্রেস আমলে ঐ বড়মুড়ায় ১৮ মুড়ায় ত্রিপুরার উপজাতি মানুষেরা সেদিন খাদ্যের অভাবে পাহাড়ে জঙ্গলে বনের আলু খোঁজার যে সব গর্ত করেছিলেন সেই কতগুলি আজও বুজে যায়নি। সেগুলি আজকে কংগ্রেস রাজত্বের কলংকের চিহ্ন হিসাবে বিরাজ করছে। কাজেই মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে বিরোধী দলের মাননীয় সদস্যরা উপজাতীদের সেই দিনটাকে ফিরিয়ে আনতে চান। যে দিনে উপজাতী অনাহারে, অর্দ্ধাহারে দিন কাটাতো, তাদের বাঁচার অধিকার থেকে বঞ্চিত হত। সেই দিনটাকে উপজাতী যুব সমিতির মাননীয় সদস্যরা ফিরিয়ে আনতে চান। এটা হচ্ছে তাদের মূল উদ্দেশ্য। বামফ্রন্ট সরকার উপজাতীদের কল্যাণের জন্য যে কর্ম্মসূচি গ্রহণ করেছেন সেটাকে বানচাল করার জন্য ষড়যন্ত্র চলছে। যাতে রাজ্যে স্বাভাবিক অবস্থা বিরাজ না করতে পারে সেই জন্য ল অ্যাণ্ড অর্ডারকে ডিটেরিরিয়েট করে দিচ্ছে যাতে উন্নয়নমূলক কাজ ব্যাহত হয়। যাতে আমার কর্ম্মচারীরা সেখানে না যেতে পারে, ডাক্তাররা না যেতে পারে এই জন্য এই ষড়যন্ত্র চালাচ্ছে। কিন্তু ষড়যন্ত্র উন্নয়নের গতিকে রোধ করতে পারবে না। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই হচ্ছে অবস্থা। বামফ্রন্ট সরকার ত্রিপুরার ২২ লক্ষ মানুষের স্বার্থে কর্ম্মসূচি করেছেন এবং এই বাজেট তৈরী করেছেন। এই বাজেটে যে ত্রিপুরার প্রতিটি মানুষের পুরোপুরি মংগল হবে সেটা বলছি না। তবে এই বাজেটের টাকার সুফল এই ত্রিপুরা রাজ্যের প্রতিটি মানুষের ঘরে পৌঁছবে; তাদের সমস্যার সমাধান হবে, এই আশা রেখে এই বাজেটকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীপূর্ণমোহন ত্রিপুরা।

শ্রীপূর্ণমোহন ত্রিপুরা :—মাননীয় স্পীকার স্যার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থ মন্ত্রী যে বাজেট এখানে গত ১৭ই মার্চ পেশ করেছেন আমি সেটাকে সমর্থন করি। এই বাজেটের মধ্যে গরীব শ্রমজীবী মানুষের প্রতি যে বামফ্রন্ট সরকার সহানুভূতিশীল সেই দৃষ্টিভঙ্গীই এখানে প্রতিফলিত হয়েছে এই বাজেটের উপর আলোচনা করতে গিয়ে বিরোধী দলের সদস্যরা বিশেষ করে টি,ইউ জে, এর সব সদস্যরা বলছেন যে, মানুষ না খেয়ে মরছে। গত ৩০ বছরে মানুষ যেটা আশা করতে পারেনি এবং কংগ্রেস যেটা করতে পারে নি বামফ্রন্ট সরকার সেটা করেছে। সেটা হল গোবিন্দ বাড়ীতে, সেখানকার মানুষ কোনদিন গাড়ী দেখে নি কিন্তু এখন সেখানে গাড়ী চলছে। এটা তো কংগ্রেস করতে পারে নি। গরীব গ্রামীন লোকদের রাস্তাঘাট, শিল্প ইত্যাদির সুযোগ সুবিধা দেওয়ার জন্যই তো এই বাজেট বামফ্রন্টের আমলে দুর্নীতি চলছে এই কথাটা ওদের মুখে শোনা যায়। কিন্তু আপনারা জানেন না। বামফ্রন্টের আমলে কোন দুর্নীতি হয় নি। দুর্নীতি হয়েছে কংগ্রেসের আমলে। আপনারা যদি ১৯৭২ সালের এম,এল এ, হতেন তাহলে বুঝতে পারতেন। তখনকার কংগ্রেসের ভাবমূর্তি কি ছিল? আজকে মার্চ মাসে এখানে বৃষ্টি হয় না। কিন্তু কংগ্রেস আমলে তিন মাস বৃষ্টি না হলে শত শত মানুষ মরা যেত জলের অভাবে। তখন সুখময় সেনগুপ্তের মন্ত্রী সভা। তখন টিউব ওয়েলগুলি বসানো হত কংগ্রেসীদের বাড়ীতে। যার হয়তো দুই কানি তিন কানি জমি ছিল। এখন তো এই জিনিষটা হয় না। এখন তো পাহাড়ে সমতলে একইভাবে কাজ চলছে। আজকে কংগ্রেস এবং টি, ইউ, জে, এদের মধ্যে যে হতাশার সৃষ্টি হয়েছে তার মূল কারণ হচ্ছে যে বামফ্রন্ট সরকার যেভাবে গরীব মানুষের জন্য কাজ করছেন এটা তারা সহ্য করতে পারছেন না। আজকে এই সরকার এস আর ই পি; এ, আর, ই, পি, ইত্যাদি চালু করে গরীব জনসাধারণের জন্য কাজ করছেন। ১৯৭১ সালে আমরা দেখছি টেট রিলিফের কাজে ব্যয় করা হয়েছিল ৩০ লক্ষ টাকা। কাজ কতটুকু হয়েছিল? মাত্র দুই কিলোমিটার রাস্তা এটাই হচ্ছে কংগ্রেস। আমাদের এই বামফ্রন্ট সরকার মনুতে ১০৭ টা এবং রতন বাড়ীতে ৩৭টা প্রোজেক্ট চালু করেছেন। কাজেই গরীব মানুষের জন্য কাজ করার হাতিয়ার হল এই বামফ্রন্ট সরকার। মাননীয় সদস্য নগেন বাবু দাতারাম বাড়ুর কথা বলেছেন। কংগ্রেস আমলে সেখানে কিভাবে বাগান করা হয়েছিল? সেই ফরেষ্ট এলাকায় সমস্ত উপজাতীদেরকে উচ্ছেদ করেছে। কিন্তু বামফ্রন্ট সরকার তাদের জন্য প্রোজেক্ট করেছে। উপজাতীদের উন্নতি হোক এটা তারাও চায়। কাজেই এই জিনিষটা তাদের দেখা উচিত কাজেই শুধু বিরোধীতা করলে হবে না।

এই যে বিরোধীতা এটা কিসের ভিত্তিতে করা হচ্ছে ? আমরাও ত বিরোধীতা করেছি কংগ্রেস আমলে। আমরা বিরোধীতা করেছি, টাকার জন্যে। আগে ৮/৯ কোটি টাকা থেকে ৪/৫ কোটি টাকা ফেরৎ চলে যেত। আমরা তার বিরুদ্ধে বিরোধীতা করেছি। বলেছিলাম, দরকার হলে সেন্ট্রালের বিরুদ্ধে টাকার জন্য লড়াই করলে আমাদের সঙ্গে পাবেন। যারা আমার দেশের ক্ষতি করবে, আমাদের দেশের গরীব অংশের মানুষের বাঁচার জন্য টাকা দেবে না তাদের বিরুদ্ধে আজকে লড়াই কোথায় ? আপনারা যাবেন না এটা তো হতে পারে না। এই যে বিরোধীতা এটা বিরোধীতা নয়। কোথায় কাজ হচ্ছে না এটা আপনারা দেখান। তাহলে সেখানে কাজ করা হবে, এটা আমরা বলতে পারি। কাজেই মাননীয় স্পীকার স্যার, এই বলে আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :— মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্যরা এই বাজেটের উপর যে আলোচনা করেছেন সে আলোচনায় আইন-শৃঙ্খলা এবং উগ্রপন্থী সমস্যা একটা বড় অংশ অধিকার করেছে। সেটা স্বাভাবিক। স্বাভাবিক শুধু ত্রিপুরার জন্য নয়, সারা ভারতবর্ষের জন্য। সারা ভারতবর্ষের দিকে তাকালে যেকোন মানুষ উদ্বিগ্ন হবে, এই প্রশ্ন আমাদের সামনে একটা চ্যালেঞ্জ হিসাবে এসেছে। কিন্তু আমি আশ্চর্য্য হলাম, বিরোধী দলের নেতা শ্রী অশোক কুমার ভট্টাচার্য্য একবারও তার আলোচনার মধ্যে কোথাও সাম্রাজ্যবাদ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদকে দেখতে পেলেন না। ৭ম নৌবহর পাকিস্তান দরিয়ায় এসে দাঁড়াল যা দেখে সারা পৃথিবীর মানুষ, সারা বিশ্বের মানুষ, বিশেষ করে সারা এশিয়ার মানুষ, বিশেষ করে আমাদের উপ মহাদেশের মানুষ বিক্ষুব্ধ, তারা উদ্বিগ্ন কারণ তারা দেখেছেন, ইরানকে ঘাঁটিয়ে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ পাকিস্তানে যুদ্ধ ঘাটি বানিয়েছেন। যারা মনে করেছিলেন, আফগানিস্তানের উপর হামলার জন্য এটা করা হয়েছে তারা আজকে বুঝতে পারছেন, তার জন্য নয়, ভারতবর্ষের এবং এই উপ-মহাদেশের স্বাধীনতা কেড়ে নেওয়ার জন্য এটা একটা চক্রান্ত। মাননীয় স্পীকার স্যার, প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী আজ উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন এটা লক্ষ্য করে যে, আমেরিকাতে উগ্রপন্থীদের ট্রেনিং দেওয়া হচ্ছে, উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন, উগ্রপন্থীরা বিলাতে

আশ্রয় পাচ্ছে বলে, উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন, জিয়ারদেশে ট্রেনিং দিয়ে উগ্রপন্থীরা পাঞ্জাবে আনছে বলে। আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যেও সঙ্কট সৃষ্টি করছে। একটা প্রচণ্ড সন্ত্রাস সৃষ্টি করছে খুন খারাপির মধ্য দিয়ে। আমি বুঝতে পারছি না, টি, ইউ, জে, এস-এর ট্রেনিং স্কুলে ভর্তি হয়ে গেছেন কিনা অশোক বাবুরা।

শ্রী অশোক কুমার ভট্টাচার্য :— স্যার, এটার সাবজেক্ট অব মেটার ছিল বাজেটের উপর। এটা ত্রিপুরার বাজেট। ওরাই স্যার, ট্রেনিং স্কুল খুলে উগ্রপন্থীদের ট্রেনিং দিচ্ছেন। তারা তো উগ্রপন্থীর ঠাকুরদাদা।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী :— স্যার, আমি মাননীয় বিরোধী দলনেতা অশোক বাবুর সঙ্গে একমত হতে পারলাম না এই জন্যে, যখন মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের গোয়েন্দা বাহিনীর হাতে ট্রেনিং নিয়ে সেই গোয়েন্দা বাহিনী পাঞ্জাবে আসে এবং তারা ত্রিপুরায় আসে না এটা ধরে নিতে পারি না। গোয়েন্দাদের হাতে ম্যাডাম খুন হয়ে গেলেন। অবশ্য অশোক বাবু সব সময় বলে থাকেন, তিনি ম্যাডামের প্রিয়তম কর্মী ছিলেন। তিনি কি করে ভুলে গেলেন, সি আই এ'র এজেন্ট শুধু দিল্লীর মধ্যে নয়। সি আই এর এজেন্ট এই ত্রিপুরায়ও, যার চার পাশে বাংলাদেশ দ্বারা বেষ্টিত, সেখানে তারা অস্থিরতার সৃষ্টি করবে না, সেখানে যুদ্ধ ঘাটি করবে না তা তো নয়। যুদ্ধ ঘাটি শুধু মাত্র পাকিস্তানে নয়, তারা শ্রীলংকায়ও একটা অস্থিরতার সৃষ্টি করছে বাংলাদেশেও যারা গণতন্ত্রকে হত্যা করছে তাদের মদৎ দিয়ে অস্থিরতার সৃষ্টি করতে চাইছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি এই বিষয়ে আলোচনা এইখানে সীমাবদ্ধ রাখলাম। মাননীয় বিরোধী দলের নেতা বলেছেন, "আমাদের সময় কি ছিল কত টাকার বাজেট ছিল আর এখন কত টাকার বাজেট হচ্ছে, ৫ গুন ৬ গুন বেড়ে গেল। আগের বিরোধী দল কি ছিল? তখন বিরোধীদের জেলের মধ্যে রেখে শান্তিতে বসবাস করতেন। তখনতো টি, এন, ভি, ছিল না, তখন তো লামা কাঙাল ছিল না, তখনতো খুনী ছিল না, তখনতো তারা বিশালগড়ের মত মুক্ত অঞ্চল গঠন করেন নি। বিরোধী নেতা কি সমস্ত কিছু ভুলে গেলেন? আমরা যখন জেল থেকে মন্ত্রী সভায় এলাম, আমরা একথা জানতাম, যারা আমাদের জেলখানায় রেখেছিল এই কায়েমী স্বার্থ রক্ষার জন্য, মহাজনের রাজত্বে ট্রাইবেলদের রাখার জন্য, ট্রাইবেলদের জমি থেকে উচ্ছেদ করার জন্য, তারা কি আমাদের ছেড়ে

দেবে? যাদের সবকিছু ক্ষমতা আমাদের হাতে এসেছে তারা কি ছেড়ে দেবে? পুলিশের যন্ত্রটা তারা ব্যবহার করেছিল মানুষকে মারার জন্য, ধানের লেভি সংগ্রহ করার জন্য। ৩০ বছর ধরে যারা এসব করেছে তারা কি আমাদের ছেড়ে দেবে? তাদের মন্ত্রীসভা দখল করে আমরা ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে রাজত্ব করব এটা আমরা কখনো বিশ্বাস করিনি। আমরা জানতাম, কি ধরনের আক্রমণ আমাদের উপর হবে। মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকের খবরের কাগজে দেখলাম, এদের সভাপতির বাড়ীতে বোমা ফেলেছে। এটা কি সি পি এম ফেলেছে? "গণদূত" এর একটা রিপোর্ট আমাদের কাছে আছে। আমি একলাইন পড়ে দিচ্ছি : 'গতকাল যুব কংগ্রেসের সম্মেলন উপলক্ষ্যে সর্বভারতীয় সভাপতি আনন্দ শর্মার হাতে ডেপুটেশন দিতে গিয়ে উকিল নামধারী জনৈক গোপাল রায়কে যুব কংগ্রেসীরা বেদম প্রহার করে তার পরিধেয় কাপড় চোপড় পর্যন্ত খুলে রেখে দেয়' সেকি বিরোধী দলের লোক? সেতো ওদের দলের লোক ওদের নেতা যখন এয়ার পোর্টে নামেন তখন আমাদের বুক কেঁপে উঠে আশঙ্কা দপ্তর বলেন, জানি না কি হবে, এয়ার পোর্ট থেকেই তো লড়াই শুরু হয়ে যায় কোন রকমে পুলিশ প্রহরা দিয়ে সার্কিট হাউসে আনা হয়। সার্কিট হাউস থেকে ময়দানে আসার সময় আমাদের সিকিউরিটিরাও রক্ষা করতে পারেন না। এটা কারা করছে? ১, ২, ৩টি খুন করার পরও কিছু করা যাবে না। একজন এম এল এ-এর বিরুদ্ধে ৫টি খুনের চেষ্টার মামলা ঝুলে আছে। চার্জ শীট দাখিল করা হয়েছে। এরা কারা? আইন শৃঙ্খলা অবনতির জন্য সবচেয়ে বেশী দায়ী হচ্ছে, শাসক গোষ্ঠী যারা দিল্লীতে বসে আছেন।

স্যার ক্রাইমস-এর কথা বলা হয়েছে, ক্রাইমস তো ওদের কালচার, ধনতন্ত্রের কালচার। ৩১শে ডিসেম্বর ওরা বম্বে গিয়েছিলেন কংগ্রেসের শতবার্ষিকী উৎসব পালন করতে। সেখানে স্টেটসম্যান পত্রিকায় একটা রিপোর্ট বেরিয়েছে সেটি আমি পড়ে শুনাচ্ছি। "বেশ্যালয়ে কতগুলি গান্ধীটুপি পরিহিত কংগ্রেস নেতাদের কি ভীড়। তাদের মধ্যে কেউ কেউ তেরঙ্গা ঝাণ্ডা নিয়েও বেশ্যালয়ে ঢুকে পড়বার জন্য ঠেলাঠেলি করছেন। গত ৫ দিনে প্রতি বারবনিতার কাছে ১০০ জন কংগ্রেস ভক্ত গিয়েছিলেন বলে রিপোর্ট"। স্যার, যাদের কাছে নারী হচ্ছে বেচা বিক্রির জিনিষ, আরব কান্ট্রিতে যারা নারীদের ব্যবসা করবার জন্য নিয়ে যায়, তাদের কাছে রেপিং হবে না? যাদের এম পি পর্যন্ত বেশ্যালয়ে যায় তাদের কাছে নারীর মর্যাদা আশা করা যায়। আজকে এই সমস্ত কার্য্য-

কলাপ চলছে। এটা মনে রাখতে হবে ওদের ভি,ডি,ও, আকাশবাণী, সিনেমা হলগুলি শুধু ভায়লেন্স আর স্কেন ট্রেনিং দিচ্ছে। স্যার, আমি একটা ঘটনার কথা বলছি,— এইসব দেখে আমাদের এখানকার একজন কর্মচারীর ১০/১২ বছরের একমাত্র ছেলে কিভাবে আত্মহত্যা করতে হয় সেটা দেখে নিজের উপর প্রয়োগ করতে গিয়ে আত্ম-হত্যা করতে হয় সেটা দেখে নিজের উপর প্রয়োগ করতে গিয়ে আত্মহত্যা করেছে। আমি সেই চিঠিখানি পাঠিয়ে দিয়েছি মাননীয় মন্ত্রী বাহাদুরের কাছে যিনি দিল্লীতে বসে আছেন, এইসব দেখাশুনা করছেন, যে আপনাদের এইসব প্রচার যন্ত্রের মাধ্যমে এইসব কালচার দেখে আমাদের এখানকার একটি মূল্যবান জীবন নষ্ট হয়ে গেছে। ক্রিমিন্যাল মাইণ্ড নিয়ে কেউ জন্মায় না, এটা সৃষ্টি করা হয়। মেলা থেকে কেন বই কেনা হল, কেন পঞ্চায়েতগুলিকে বই দেওয়া হল তার উপর সমালোচনা করেছেন ওদের বন্ধু টি, ইউ, জে, এস এর সদস্যরা। আমি বুঝতে পারছি না। একমাত্র লোক যিনি বই আতঙ্কগ্রস্ত ছিলেন, সেই হিটলার। তিনি বইকে সহ্য করতে পারতেন না, বই পুড়িয়ে দিতেন। বই মানুষের জীবনের মান উন্নত করে। আজকে হিটলার মারা গেছেন কিন্তু সেই হিটলারের হিটলারিজম শিষ্যরা অশোকবাবুর সহকর্মী হিসাবে এখানে উপস্থিত। স্যার একটা বিষয় ওরা বেমালুম চেপে গেছেন। সেটা হচ্ছে—কেন্দ্র কিভাবে আমাদের বঞ্চনা করছে। এটা চেপে গেলেন কেন? ত্রিপুরা রাজ্য কি শুধু বামফ্রন্টদের? এখানে রেল আসলে কি শুধু আমরাই চড়ব? এখানে গ্যাস ভিত্তিক কাগজ কল হলে কি আমাদের লোকরাই চাকুরী পাবে? আমি বুঝতে পারছি না। কেন্দ্রের বঞ্চনার বিরুদ্ধে একটি কথাও ওদের বেঞ্চ থেকে বিশেষ করে টি, ইউ, জে, এস, বেঞ্চ থেকে বেরুবে না এটা আমি আশা করতে পারি নি।

আমরা যখন মুখ্য মন্ত্রীদের সম্মেলনে যাই তখন দেখি অন্যান্য রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীরা কেন্দ্রের বঞ্চনার বিরুদ্ধে ২।১ টি কথা বলেন কিন্তু আমাদের বিরোধী দলের সদস্যদের নিকট থেকে এ সম্পর্কে একটি কথাও শুনলাম না। এন, ই, সি, আমাদের ৩/৪ মাসের বেশী টাকা দেয় না, আমরা প্ল্যানিং কমিশনের কাছে যা চাই তার অর্দ্ধেক টাকাও আমরা পাই নি। অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় আমাদের রাজ্যে মাথাপিছু প্ল্যানিং বরাদ্দ সবচেয়ে কম। ৮ম অর্থ কমিশন আমাদের রাজ্যের জন্য যে টাকা বরাদ্দ করছিলেন তা থেকেও কেন্দ্র আমাদের বঞ্চিত করেছে। আমরা দেখেছি এই টাকায় আমরা বহু রকমের কোন কাজ করতে পারি না এবং মাননীয় সদস্য নিশ্চয়ই জানেন যে, এই অসুবিধার জন্য অনেক কাজ যেগুলি আমরা ৮ বছরে ভালভাবে করতে পারতাম,

সেগুলি করতে পারছি না। আমি জানিনা, পত্রিকায় দেখেছি-আমাদের প্রধানমন্ত্রী বম্বে গেলেন, ১০০ কোটি টাকা দিয়ে দিলেন। সৌরাষ্ট্রে গেলেন, আমি সৌভাগ্য বশতঃ গতকাল টেলিভিশানের সামনে দাঁড়িয়েছিলাম, প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী তখন সৌরাষ্ট্র ভ্রমন করছেন, হাজার হাজার লোক সেখানে না খেয়ে মরছে। একজন কৃষক প্রধানমন্ত্রীকে বলছেন "আপনি এসেছেন বলে আমরা ২।১ জন অফিসার দেখছি, আপনি চলে গেলে একটা অফিসারও দেখব না। প্রধানমন্ত্রী তাদের জিজ্ঞেস করলেন-আপনারা যে এখানে কাজ করছেন কত করে মুজুরী পাচ্ছেন? ওরা বলছে ৫/৬ টাকা। প্রধানমন্ত্রী আশ্চর্য্য হয়ে গেলেন যে, তাঁর রাজত্বে একটা সরকার চলছে সেখানে ৫/৬ টাকা করে মুজুরী দিচ্ছে, বুড়ো বুড়ো মানুষগুলিকে এনে কাজ করাচ্ছে, আর সেখানে প্রধানমন্ত্রী গেলেই একমাত্র অফিসাররা গ্রামে যান। অন্যথায় অফিসারদের কেউ গ্রামে দেখতে যাননা। তিনি তাদের ৫০ কোটি টাকা সাহায্য দিয়ে দিলেন আমি অশোক বাবুকে বলছি, আপনারা যদি প্রধানমন্ত্রীকে নিমন্ত্রণ করে এখানে আনেন তাহলে ওরা দেখিয়ে আমরা দেড়-দুই কোটি টাকা পেতে পারি। কারণ, মন্ত্রীরা না এলেও তো টাকা পাওয়া যায় না। রাজ্যগুলিকে তার ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত করে ভিক্ষুক বানিয়ে রেখেছে, ভিক্ষা করে রাজ্যগুলি তাদের ন্যায্য পাওনা আনতে যায়। কিন্তু অন্ততঃ ত্রিপুরার মানুষ ভিক্ষুকের ভূমিকা নেবে না, ভিক্ষা করে এই রাজ্যের মানুষ কোনদিন কেন্দ্রের নিকট থেকে টাকা আনবে না স্যার মাননীয় সদস্য সুধীর বাবু আজকে হাউসে উপস্থিত নেই। তিনি একটা চমৎকার বিকল্প দিয়েছেন— আইদার—অর। হয়, মানুষকে ট্যাক্স দিতে হবে, না নয় সমস্ত পরিকল্পনা জলাঞ্জলি দিতে হবে। এটা কি বিকল্প হল? আমি মাননীয় সদস্যকে জিজ্ঞেস করতে চাই, জমিদার প্রথাটা উচ্ছেদ হল না কেন, এতে তো পয়সা লাগে না। আজকে ইম্পোর্ট লিবারেল ইজেশান— বিদেশ থেকে যে সমস্ত প্রসাধনী জিনিষ আমদানী করা হচ্ছে ভি. ডি. ও ইত্যাদি আনা হচ্ছে এগুলি তো আমাদের না হলেও চলে, আজকে এ্যাকসপোর্ট বাড়াবার জন্য প্রচুর টাকা ভর্তুকি দেওয়া হচ্ছে। আজকে এই যে নীতি, এর নীতিতে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ এবং অন্যান্য বহু জাতিক সংস্থার কাছ থেকে ভারতবর্ষ ঋণে পেতে পারে, সে নীতি যদি গ্রহণ করা হয় তাহলে জিনিষ-পত্রের দাম বাড়িয়েও কিছু করা যাবে না।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, দুর্নীতির কথা বলা হচ্ছে, এটা কম বললেই ভাল হতো, কারন আমি এখন হিসাব রাখতে পারছি না যে কতজন

মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগে তাদের চাকুরী হারিয়েছেন। কোথায় কি কি রকম দুর্নীতি হচ্ছে সেই জায়গায় আমি যাচ্ছি না। এই যে আজকে দুর্নীতি হচ্ছে বলে চিৎকার করছেন এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নিজে বলেছেন যে, আমার সরকার ভ্রষ্টাচারের বিরুদ্ধে ভয়ঙ্কর লড়াই করছে। আমি জিজ্ঞাসা করছি, কে কে ভ্রষ্টাচারের মধ্য দিয়ে তাদের কত সম্পত্তি করেছেন সেটা বার করা বড় কঠিন নাকি? এতবড় যার গোয়েন্দা দপ্তর আছে সেখানে অসুবিধা হবার কথা নয়, বরং আমরাও সাহায্য করতে পারি আমাদের যদি বলেন যে ত্রিপুরার মধ্যে যার একটা ট্রাক ছিল না, এখন ১২ খানা ট্রাক কি করে করলেন? সামান্য একজন ঠিকেদার ছিলেন সে কেমন করে এক কোটি টাকা দিয়ে শহরের উপরে একটা বাড়ী করেছেন কংগ্রেস (আই) এর সময়ে? এই সম্পত্তি কি করে হলো? এইগুলি খোঁজ খবর নিয়ে বাজেয়াপ্ত করলে তো প্রচুর টাকা চলে আসে। এইসব রাস্তায় যাবেন না, বড়লোকের খাজনা ট্যাক্স কমাবেন তারপর টাকাটা আসবে কোথা থেকে? জিনিষপত্রের দাম বাড়িয়ে সেই টাকা নিয়ে তারপর বলবেন যে পরিকল্পনা করবেন। পরিকল্পনার সমস্ত বোঝা হচ্ছে গরীবের উপরে আর পরিকল্পনার সমস্ত লাভ হচ্ছে বড় লোকদের উপরে। পরিকল্পনার টাকা আসবে গরীবদের থেকে আর পরিকল্পনার মুনাফার ফায়দা লুটবে টাকা রাখবার জায়গা যাদের নেই বড় বড় হোটেলে অপচয় সেগুলি আমরা রোজ দেখছি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে এখানে টি, ইউ, জি, এস, টি, এন, ভি, একযোগে কাজ করার যে সমস্ত তথ্য পরিবেশিত হয়েছে আমি খুসী হয়েছি যে টি, ইউ, জি, এস, এটা এখন বক্তব্যের মধ্যে সরাসরি অস্বীকার করেন নি যে, তাদের মধ্যে যোগসাজস নেই। আমি দৃষ্টান্ত শুধু এখানে দিচ্ছি লক্ষন রিয়াং, লক্ষ্মীপুর আমি আশা করি মাননীয় সদস্য শ্রী রবীন্দ্র দেববর্মা তাকে চেনেন। ১৯৮২ সাল থেকে তিনি পুলিশের কাছে ধরা পরার পর যেসব বিবৃতি দিয়েছেন তাতে দেখি ১৯৮২ সাল থেকে তিনি রবীন্দ্র দেববর্মার সহকর্মী, তার সঙ্গে সব জায়গায় যান, সব জায়গায় ঘুরেন তিনি বলেছেন আমাকে রবীন্দ্র দেববর্মা বলেছেন টি, এন, ভিকে সাহায্য করে চাঁদা সংগ্রহ করতে। তার জন্য কনট্রাক্টর থেকে আরম্ভ করে গরীব জুমিয়া পর্য্যন্ত সবার কাছ থেকে চাঁদা আদায় করেছে এবং তার দলের সহকর্মীর নামও দিয়েছে। (১) ক্ষুদাহা রিয়াং (২) অধিচরন রিয়াং (৩) মৃত্যুঞ্জয় রিয়াং, - তিনি রামনগরের প্রধান প্রতাপজয় চৌধুরীর বাড়ীতে সম্মেলনও হয় সেখানে রবীন্দ্র দেববর্মাও উপস্থিত ছিলেন। লক্ষন রিয়াং বলেন, এই সব জায়গাতে এই সমস্ত

তারা করেছেন এবং টি, এন, ভির কাজেও এই সমস্ত টাকা পয়সা সংগ্রহ করতে তাদের সাহায্য করার জন্য করেছেন। আজকে যখন তিনি ধরা পড়েছেন তখন স্বীকৃতি দিয়েছেন এটা বুঝতে হবে যে যত বেশী চিৎকার করুন তাতে কোন আপত্তি নেই, কিন্তু চিৎকারের পিছনে একটা কারন আছে এটা বুঝতে হবে। আর একজন মাননীয় সদস্য অমরপুর থেকে নির্বাচিত হয়ে এসেছেন, তিনি চিৎকার করেন কিভাবে? কোন অফিসার তার জন্য কাজ করতে পারেন না, যে কোন অফিসার সেখানে গেলে নীচের তলা থেকে ঘেরাও এবং তার বিরুদ্ধে জঘন্য অসত্য সমস্ত প্রচার হয়। কিছুদিন আগে তার প্রমান হয়েছে এর আগে নাকি অসত্য প্রচার করেছিলেন আমরা তদন্ত করে দেখেছি যে এটা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। এই সমস্ত তথ্য দিয়ে বিভিন্ন জায়গায় মিছিল করানো, ঘেরাও করা পোষ্টার লাগানো, উদ্দেশ্যটা কি? অমরপুর মাননীয় সদস্যরা জানেন, অত্যন্ত সেনসেটিভ এরিয়া যেখানে একটা পীট রেখে দিয়েছেন বাংলাদেশের কাছে সমগ্র বাংলাদেশ বর্ডার সেখানে দিয়ে অনবরত যাতায়াত করছে, কংগ্রেস (আই) এর এজেন্টরা অমরপুরে সবচেয়ে বেশী সক্রিয়। যদি সেখানে সমস্ত অফিসারদের ডিমরালাইজড্ করা যায় তাহলে সবচেয়ে বেশী খুসী হবেন সেই সমস্ত অশুভ শক্তিগুলি যারা সেখানে বিভিন্ন রকমের খুন-খারাপি করছে যারা সেখানে আত্মসমর্পনকারী তাদের আবার খুন করার জন্য উস্কানি দিচ্ছেন। এটা দুঃখজনক যে লামাকৌতালদের গ্রেপ্তার করার পর যখন জামিনে ছাড়া পেয়েছে তাদের আবার সংগঠিত করার জন্য চেষ্টা করছেন টি, ইউ, জে, এদের তাঁরা বিভিন্ন জায়গায় মিটিং করছেন, দক্ষিন মহারাণী থেকে আমার কাছে রিপোর্ট এসেছে, অমরপুর থেকে আমার কাছে রিপোর্ট এসেছে এই সমস্ত খুনী যারা নাকি এই সমস্ত লামাকৌতলদের সঙ্গে জড়িত তারা আবার চেষ্টা করছেন তাদের বিদ্রোহ করার জন্য মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্যদের আমি অনুরোধ করছি, এটা করবেন না। আর একটা লক্ষ্যনীয় ব্যাপার অমরপুরের মধ্যে শতকরা দু'জন মুসলমানও নেই কিন্তু সেই মুসলমান বাড়ীর উপর হামলা করা হচ্ছে, ইচ্ছাকৃতভাবে তাদের মধ্যে আতংক সৃষ্টি করা হচ্ছে। তাই মাননীয় সদস্যদের অনুরোধ করবো, এইসব করবেন না, এইসব করলে মারাত্মক ক্ষতি হবে। মাত্র ৭ জন হচ্ছে মুসলিম মাইনরিটি, আমরা তাদের জন্য অনেক কিছু করেছি অনেক কিছু করতে যদি প্রয়োজনের তুলনায় হয়তো কম। এখানে যেমন মুসলিম এবং হিন্দুর মধ্যে সম্প্রীতি আছে। ভারতবর্ষের কোথাও খুঁজে পাবেন না যেখানে হিন্দু মুসলমানের

মধ্যে সম্প্রীতি রয়েছে। ত্রিপুরার মতো একটা রাজ্যে শান্তি পূর্ণ পরিবেশ রয়েছে সেখানে বিস্মিত করবেন না। ১৯৮০ সালে একবার চেষ্টা হয়েছিল "আমরা বাঙালি" এবং অন্যান্য শক্তি থেকে যে এখানে হিন্দু, মুসলমান এবং ট্রাইবেলরা একত্রিত হয়ে গেছে আজকে আবার অমরপুরের মধ্যে এই রকম চেষ্টা করছে, বিভিন্নরকম আক্রমণ করার চেষ্টা করছে। আমি আশা করবো, শুধু অমরপুর নয়, ত্রিপুরার কোন জায়গায় যাতে সংখ্যালঘু মুসলিম তাদের যে কাজকর্ম সেই কাজকর্মগুলি যাতে করতে পারেন, তাদের নিজস্ব ধর্ম, নিজস্ব সংস্কৃতি নিজস্ব অন্যান্য আচার ব্যবহার, রীতি-নীতি সেইগুলি ঠিক মতো করতে পারেন সরকার এই ব্যাপারে যতখানি পারবেন সাহায্য করবেন। ওয়াকফ বোর্ডের কোন অস্তিত্বই ছিল না এই রাজ্যের মধ্যে, আমরা এটাকে আবার বসিয়েছি, তার মধ্যে আমরা কিছু টাকা পয়সা দিয়েছি, তাদের সম্পত্তিগুলি উদ্ধার করার জন্য নোটিফিকেশান দিয়েছি যাতে তারা তদের সামাজিক দায়িত্ব পালন করতে পারেন এবং তার জন্য আমরা চেষ্টা করছি। দুর্ভাগ্যজনক যে কেন্দ্রীয় ওয়াকফ বোর্ড থেকে আমরা এক পয়সাও সাহায্য পাই নি, কিন্তু আমরা চেষ্টা করছি, বিভিন্ন বড় বড় শহরগুলিতে তাদের জন্য রেষ্ট হাউস তৈরী করার জন্য, ছাত্রদের জন্য ছাত্রাবাস তৈরী করার চেষ্টা করছি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এটাও দুর্ভাগ্যজনক যে বিরোধী দলের নেতারা এই যে ভারতবর্ষের মধ্যে ডিভাইড প্রসেস্, এই যে পাঞ্জাব আজকে এত বড় বিপদের মধ্যে ঠেলে দিচ্ছে, এই যে জাত নিয়ে একটা বিরাট সমস্যা বিভিন্ন জায়গায় সৃষ্টি হচ্ছে এর উপর কোন বক্তব্য রাখতে পারে না। ভারতবর্ষকে টুকরো টুকরো করার চেষ্টা করা হচ্ছে। ভারতবর্ষে আমাদের সবচেয়ে বড় অহংকারের জিনিষ হচ্ছে যে, এত বড় দেশ, এত বিরাট দেশ ইংরেজের বিরুদ্ধে লড়াই করার সময় আমরা একটা ঐক্য গড়ে তুলতে পেরেছি এবং এই ঐক্য আমাদের যে কোন মূল্যে রক্ষা করতে হবে। কিন্তু আমরা দেখছি এখন পাঞ্জাবে, আসামে ইত্যাদি জায়গায় আমাদের যে সমস্ত গণতান্ত্রিক শক্তিগুলি আছে সেখানে তাদের উপর আক্রমণ চলছে, গণতান্ত্রিক কাজকর্ম করার পক্ষে তারা সেখানে বাধার সৃষ্টি করছে। সেখানে যে স্বশাসিত জেলা পরিষদ গঠন করা হয়েছিল ট্রাইবেলদের জন্য তাকে ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছে, জানি না সেটাকে আবার পুনর্গঠন করার সুযোগ তারা পাবেন কিনা এবং এই ভাবে সেখানে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক তৈরী করা হয়েছে যেটা অত্যন্ত বিপদজনক। আমরা দেখেছি বর্ডার সম্পর্কে যে সিকিউরিটি কেন্দ্রীয় সরকার দিয়েছেন, না আসামে, না ত্রিপুরায়, না মেঘালয়ে

কোন জায়গায় আজ পর্য্যন্ত তাঁরা সেটা রক্ষা করলেন না। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদের তো রেল আসে না এমন কি আসাম-আগরতলা রাস্তা বর্ষার সময় যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় অনেক সময়, কারণ সেখানে বর্ডার রোড অরগানাইজেশ্যানকে যে দায়িত্ব দিয়েছিলেন সে দায়িত্ব তারা সম্পূর্ণভাবে পালন করতে পারেন নি। এইসব কারণে আজকে ত্রিপুরায় মাননীয় সদস্যরা ভুলে যান যে, ত্রিপুরা এমন একটা রাজ্য যে রাজ্যের চার পাশে বর্ডার, বিদেশী বর্ডার, আর সেই বর্ডার থেকে বি, ডি, আর, ডাকাতিতে পর্য্যন্ত সাহায্য করছে।

মাননীয় স্পীকার স্যার, অনেকে বলছেন যে ডাকাতি বেড়েছে। কতগুলি এলাকাতে, সব এলাকা না হলেও। ডাকাতিতে শুধু আমাদের লোক আছে? বাংলাদেশের লোক আছে, বি, ডি, আর এর লোক আছে তারাই এই সমস্ত ঘটনা সংগঠিত করছে। এইটাই হচ্ছে পুলিশের রিপোর্ট। এই পুলিশের রিপোর্ট কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট দিচ্ছি। আজকে যে সমস্ত ক্রাইম হচ্ছে তার পেছনে বি, ডি, আর এর মদত আছে। বিশেষ করে টি, এন, ভির যে সমস্ত ঘাটি আছে সেই সমস্ত ঘাটিতে একদিকে বি, ডি, আর, অপর দিকে এম, এন, এফ, তারা এইসব কাজের সহযোগিতা করছে। এইসব তথ্য যারা সেই সব ঘাটি থেকে আত্মসমর্পন করেছেন তাদের বিবৃতি থেকে পাওয়া যায়। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি বিস্তৃত অন্য কোন বিষয়ে আলোচনা করব না। শুধু ২-১ টা পয়েন্টের উপর আলোচনা করে আমার বক্তব্য শেষ করব। এইখানে বলা হয়েছে মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যরা বলেছেন যে, এইখানে দারিদ্র সীমার নীচে লোকের সংখ্যা বেড়েছে। এইটা ঠিক নয়। দারিদ্র সীমার নীচে লোক অনেক কমেছে। তবে কেন্দ্রীয় সরকারের মত বলছিনা যে, একেবারে কমেছে। ন্যাশন্যাল স্যাম্পল সারভে ওয়েকে ভিত্তি করে আমাদের বলা হয়েছে ৩৮ রাউণ্ডে রুর‍্যাল এরিয়াতে ৬৬.৬৯ পারসেন্ট এবং আরবান এরিয়াতে ৩৬.৯ পারসেন্ট। টোট্যাল দারিদ্র সীমার নীচে হ্রাস করে ৬০.৭০ পারসেন্ট। এইটাও সারা ভারতবর্ষে যে দারিদ্র সীমার নীচে জনসংখ্যা আছে তার তুলনায় অনেকখানি নীচে। এইটা ঠিক নয় যে শতকরা ৮০ জন দারিদ্র সীমার নীচে বাস করে। সেখান থেকে আমরা নামিয়ে এনেছি। এক জায়গায় থেমে নেই। এখনও দারিদ্র সীমার নীচে যেসমস্ত রাজ্যগুলি রয়েছে। তার মধ্যে ত্রিপুরা অন্যতম। এবং এখনও ৬০.৭০ পারসেন্ট দারিদ্র সীমার নীচে রয়েছে তার পর বলা হয়েছে। এসেট, তারা এসেট বলতে কি নিন

করেন বুঝিনা। গতকাল ডেপুটি চীফ মিনিষ্টার এইখানে একটা বর্ণনা দিয়েছেন। মানুষ তৈরী করা, মানুষ তৈরী করার জন্য কয়েকটি স্কুল তৈরী করে কি থেমে গেছে একটা রাজ্যের মধ্যে একটা ফাংশান হলে, যেখানে কালচারেল ফাংশান হলে সেখানে ১৭০০ শিশু কালচারেল ওয়ার্কার এসে জমায়েত হয়। আছে ভারতবর্ষের আর কোন রাজ্য? ভারতবর্ষের আর কোন রাজ্য দেখাতে পারবেন যেখানে পঞ্চায়েত ভিত্তিক কালচারেল ফাংশান হয়? শনি পূজার নামে গর্ভামেন্ট টাকা দেয়না। যেখানে মদ এবং অন্যান্য অসামাজিক কাজকর্মের জন্য এইসমস্ত করা হয়। শুধু কি তাই? খালিস্থানী স্বর্ণ মন্দির খালিস্তানী ব্যবহার করছেন, স্বর্ণ মন্দিরটি কংগ্রেস (আই)-এর মত অশুভ শক্তিগুলি স্বর্ণ মন্দির ব্যবহার করছে। ধর্মের নামে টাকা তুলছে কালী পূজার নামে টাকা তুলছে, অসামাজিক কাজকর্মের জন্য জোর জুলুম করে টাকা তুলছে। একটা পূজা আসলে মানুষের মনে আতংকের সৃষ্টি হয়ে যায়। আজকে সেই জায়গায় কালচারেল ফাংশান হচ্ছে। এই সরকার মনে করে যে, মানুষকে শিশু অবস্থা থেকে গড়ে তুলতে হবে। এত শিল্পী আছে, ছবি একে এত পুরস্কার আনছে ভারতবর্ষের শিশুরা তাদেরকে আরও সুন্দর ভাবে যাতে উন্নত করে তোলা যায় তার জন্য শিশু একাডেমী করার প্রস্তাব আছে। আজকে আমরা টাউন হল করেছি। টাউন হলে সমস্ত কালচারেল ফাংশান হচ্ছে বিদেশ থেকে, অন্যান্য রাজ্য থেকে যারা আসছেন তারা দেখে মুগ্ধ হয়ে গেছেন একটা কমিউনিটি সংঘ যেখানে নাকি ৪ হাজার ছেলে মেয়ে একসংগে কমিউনিটি সংঘ করছে। দেশাত্মবোধক গান। আমাদের দেশকে ঐক্যবদ্ধ করা, উন্নত করার জন্য, মানুষের মনকে শক্ত করা জন্য, মানুষের মনকে একটা আদর্শবোধে জাগ্রত করবার জন্য আজকে কালচারেল ফাংশান হচ্ছে। এইটা কোন এসেট না? শিশু অবস্থা থেকে আমরা তাদের যত্ন নিচ্ছি এবং আমাদের যদি ক্ষমতা থাকত তাহলে একজন লোককেও নিরক্ষর রাখতামনা। সেই ক্ষমতা নেই। মানুষের উপর ট্যাক্স বসাতে পারছিনা, মানুষের কাছ থেকে টাকা তুলতে পারছিনা। ওদের সরকার কংগ্রেস সরকার বড়লোকদের পকেট মারেন না, পকেট মারেন গরীবদের। এইখানে এইরকম কোন সরকার নেই এইভাবে টাকা তোলার। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের এখানকার জমি ভারতবর্ষের মধ্যে রেকর্ড। এইখানে আমাদের রাজস্বমন্ত্রী বলেছেন, যেমসস্ত জমি যেখানে একটি ঘাসও জন্মাতনা সেই সমস্ত জমি আমরা আবাদ করছি মাইলের পর মাইল, রাবার বাগান করা হয়েছে। যারা নাকি ভূমিহীন কৃষক তারা জমি পাচ্ছে। ৩০ বৎসরেও ত জমি ছিল, সেখানে একটা

বাসও জন্মাতনা। এখন সেখানে রাবার বাগান এবং অন্যান্য বাগানও হচ্ছে ১৬ কোটি টাকার প্রজেক্ট দিয়েছি কেন্দ্রীয় সরকারকে এখানে কাজু বাদাম করা, ফ্যাক্টরী করা। আনারসের ফ্যাক্টরী করা শুরু করেছি, এক বৎসরের মধ্যে হয়ত শুরু হবে। ৩ কোটি টাকার ফ্যাক্টরী। এখানে যারা ফ্যাক্টরী তৈরী করছেন তারা বলছেন আপনারা ত আর আনারস সাপ্লাই দিতে পারবেন না, কারন এখানে বহু আনারসের দরকার হবে। এখানে আনারসের ফ্যাক্টরী হবে, কমলালেবুর প্রসেসিং সেন্টার খোলা হবে, কলার প্রসেসিং সেন্টার হবে, আরও নানা ধরনের ফলের প্রসেসিং সেন্টার হবে। আমাদের এখানে কাগজ কল তৈরী করার জন্য যে কয়লার দরকার সেই কয়লার দরকার হবে না, কারন এখানে গ্যাস পাওয়া যাচ্ছে গ্যাস ভিত্তিক অর্থাৎ সেটা দিয়ে কাগজ কল হতে পারে। কাগজ কল তৈরী হলে সমস্ত ট্রাইবেল অঞ্চলে কাগজকলের জন্য বাঁশ সরবরাহ করার জন্য যথেষ্ট পরিমানে চাষ বাস করতে হবে। একটা বিরাট অংশের ট্রাইবেল জনসাধারণ তার মধ্য দিয়ে করতে পারবে। এইসমস্ত আমরা করতে চাইছি। এইগুলি এসেট না? এইগুলিকে ওরা দেখছেন না। ওরা কেবল দেখছেন সব টাকা আমাদের ক্যাডারদের পকেটে চলে যাচ্ছে। আমাদের ক্যাডার হচ্ছে গ্রামের গরীব অংশের মানুষ ওদের ক্যাডররা ত শহরে তিনতলা, চারতালার মধ্যে বাস করে। ওরা ত দিনের বেলায় দেখতে পায়না। রাত্রি বেলায় দেখতে পায়। আমাদের ক্যাডার হচ্ছে গ্রামের যারা ক্ষেতমজুর, দিনমজুর, যারা বাগানের লেবার এই ধরনের লোক যারা শ্রমিক আছেন, দরিদ্র লোক আছেন সবাই আমাদের ক্যাডার। আমরা ত তাদের জন্যই পরিকল্পনা করি। আমাদের ক্যাডাররা গরীব মানুষ এতদিন তারা বিভ্রান্ত ছিল। অন্যান্য রাজ্যে এখনও বিভ্রান্তি আছে। মধ্যপ্রদেশের কথা মাননীয় টি, ইউ, জে, এসের সদস্যরা হয়ত জানেনা সেখানকার লোকেরা এখানে এসে কাজ করছে, রাঁচীর লেবাররা এখানে এসে কাজ করছে, রাঁচীর লেবারদের ইজ্জত লুণ্ঠিত হয়েছে। বামফ্রন্ট সরকার থাকাতে তাদের ইজ্জত বাঁচানোর চেষ্টা করছে, দুস্কৃতকারীদের ধরে তাদের জেলে পুরানোর চেষ্টা করছে। তারা এখানে আসছে কেন? রাঁচীতে কি জমি নেই? কাজ নেই? মাটির নীচে সম্পদ নেই, যে সম্পদ কাজে লাগিয়ে সেখানকার কংগ্রেস সরকার কি কিছু দিতে পারতনা? ইজ্জত রক্ষা করতে পারতনা? তারাই ঐ লোকগুলিকে বিভ্রান্ত করেছে। যারা ধনতন্ত্রকে কায়েম করতে চায়, সমাজতন্ত্রকে মানতে চায়না, যারা ধনতন্ত্রের লেজুর ধরে চলে তারাই এই সব করছে। এর জন্য কংগ্রেস সরকার দায়ী।

এর জন্য দায়ী হচ্ছে বিশেষ করে এদের যারা লেজুর বৃত্তি করে চলেছে, যারা ধনতন্ত্রের পথে চলছে তাদের ধরে রাখতে। সুতরাং যারা লেজুর বৃত্তি করছে তাদের চোখে এই সব ধরা পড়ার কথা না।

সারা ভারতবর্ষে কোন ট্রাইবেল পলিসি নাই। কেন্দ্রীয় সরকার কোন জায়গায় ট্রাইবেল পলিসি করেছে কি না, শুধু উত্তর-পূর্বাঞ্চলেই কি ট্রাইবেল আছে? কাজেই আমাদের এখানে যে সব প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা হয় তার বিষয়বস্তু হল, মানুষের চেতনার মান উন্নত হওয়া উচিৎ। আমরা যখন বাজেটের আলোচনা করি আমরা তার মধ্যে শুধু কতগুলি কর্মসূচী এখানে দিচ্ছি তা নয়, এইটার মধ্যে রক্ত মাংস দিয়ে এইটাকে আমাদের গ্রামের মানুষের কাছে নিয়ে যেতে হবে। কি উদ্দেশ্য নিয়ে এই বাজেট আমরা তৈরী করেছি এবং কার জন্য আমরা এই বাজেট তৈরী করেছি? গ্রামের যারা ছোট ছোট কন্ট্রাক্ট পাচ্ছে কোন দিন তারা তা পেয়েছে? কাজেই আজকে আমরা গ্রাম থেকে সংকট শহরে নিয়ে আসছি না, শহরের টাকা গ্রামে পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করছি সেখান থেকে আমরা যত জনদের রাজস্ব তুলে দিচ্ছি ফরিয়াদের হাতে তুলে দিচ্ছি কন্ট্রাক্টারদের রাজস্ব তুলে দিচ্ছি অসাধু আমলা ও অসাধু পুলিশ যারা ... হাতির পিঠে করে যাওয়ার সময় লুট করে নিয়ে আসত তাদের রাজস্ব তুলে দিচ্ছে. সেখানে আজকে যারা এই রাজস্বটাকে ধ্বংস করার জন্য এই বাজেটকে বাধা দিতে যাবেন তারা মনে রাখবেন যে বাজেটের ডাইরেকশানটা কোথায়, কোন দিকে নিয়ে যেতে চাইছে আমাদের অনেক দূরে যেতে হবে. শুধু কয়েকজন লোককে সেখানে রিলিফ দিলেই তো চলবে না, আরও অনেক দূরে আমাদের যেতে হবে, এমন জায়গায় যেতে হবে যেখানে শোষক কেন্দ্রগুলি রক্ষা করছে, যারা আজকে শোষক শ্রেণীকে পাহাড়া দিচ্ছে, সেই পাহাড়ার কিছু খোঁজ খবর করতে হবে দিল্লীতে এবং সেখানে আমাদের যেতে হবে. এই বাজেট সেই রাস্তার একটা নূতন সংযোজন মাত্র এবং মানুষকে সাহায্য করছে মাত্র, এইটা মনে রাখতে হবে। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি আমার শেষ দিকে একটু বলছি যে, যারা এখানে আমাদের সমালোচনা করছেন তাদের এই কথা মনে করার কোন কারণ নাই যে, সমালোচনাকে আমরা শ্রদ্ধা করি না। যেখানে সত্যনিষ্ঠ সমালোচনা আছে এবং আমাদের দুর্বলতাকে যারা তুলে ধরতে চান তাদের কাজ আমরা সব সময় অভিনন্দন জানাই।

করলে তার কিছু ত্রুটি থাকবে এবং সেই সব ত্রুটির আমরা সংশোধন করার চেষ্টা করব যেগুলি এখানে তোলা হয়েছে। শুধু তাই নয় এই রাজ্যে অনেক গুলি পত্রিকা আছে, আমরা তো এই পত্রিকার খবরগুলিকে অগ্রাহ্য করি না। আমার মনে হয় না যে, এত পত্রিকা আর কোন রাজ্য আছে। আমরা বরাবর বলেছি যে পত্রিকায় যে খবর বের হয় তাকে আমরা খোঁজ করে দেখব এবং তদন্ত করে তা দেখা হবে এবং আমরা তার তদন্ত করি। অনেক সময় আমি বলি যে পত্রিকায় যে খবর বের হয় তার টেন পারসেন্ট সত্য ও ফিফটি পারসেন্ট মিথ্যা, আর বাকীটা অতিরঞ্জিত কথা থাকে। কাজেই পত্রিকায় যদি টেন পারসেন্ট সত্য কথা থাকে তাহলেও তাকে খোঁজ করে দেখতে হবে এবং পত্রিকার রিপোর্টকে গুরুত্ব দিতে হবে সেই ভাবেই আমরা চলেছি। আমরা সমালোচনা চাই এবং তার মধ্য দিয়ে আমরা কাজের উন্নতি করতে চাই। নীচের তলা থেকে উপরের তলা পর্যন্ত এইটা আমরা করতে চাই। আপনারা জানেন যে দরজা জানালা বন্ধ করে কেউ কাজ করে না। কাজেই দরজা জানালা যদি খোলা থাকে তাহলে ধুলা কিছু ঢুকবেই এবং সেই ধুলা ঝাড়ু দিয়ে বের করার জন্য ঝাড়ুদার দরকার হয়। কাজেই আমাদের সরকারের মধ্যে যদি ধুলা থাকে বা যারা ধুলা এই সরকারের মধ্যে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে সে নীচের তলার লোক আর উপরের তলার লোক সে সমস্ত চরিত্র গুলিকে উন্মোচিত করলে খুশী হব এবং ঝাড়ু দিয়ে সেগুলিকে সরকারের ভিতর থেকে বের করে একটা পরিচ্ছন্ন সরকার এখানে গড়ে তোলার চেষ্টা করব। এইটা একটা নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম. যা যারা ভ্রষ্টাচার দূর করব বলে বড় বড় কথা বলেন তারা তা করতে পারবেন না আর যারা যদি সত্যিই জনসাধারণের সহযোগীতা চান ভ্রষ্টাচারকে দূর করার জন্য, আমরা জানি লক্ষ লক্ষ চিঠি আমাদের কাছে আসে, শুধু কংগ্রেসের লোকরা মনে করেন যে, তাদের লোকেরা তাদের কাছেই শুধু চিঠি লেখে, তারা আমাদের কাছেও লেখেন এবং কংগ্রেসের লোক বলে মানে কংগ্রেস (ই)র একজন লোক আমাদের কাছে যদি চিঠি লেখে তাহলে তা ডাস্টবিনে ফেলে দেওয়া হয় না, তাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়। যদি গ্রামের একজন সাধারণ লোক হয় তাহলে তাকেও গুরুত্ব দেওয়া হয়। এই পর্যন্ত আনুমানিক ৫'৬ লক্ষ চিঠির জবাব আমরা দিয়েছি। কাজেই এই রকম একটা সরকার যাতে এখানে যে মানুষকে কাজ দিতে চায় তার জন্য প্ল্যানিং সেখানে তৈরী হয় এবং সেই প্ল্যানকে কার্য্যকরী করার জন্য তাকে অধিকার দেওয়া

হয়েছে পঞ্চায়েতের মাধ্যমে, বি, ডি, সির মাধ্যমে এবং বিভিন্ন গণতান্ত্রিক সংগঠনের মাধ্যমে। এমন কি কৃষক যারা গণসংগঠন তৈরী করেছেন, কৃষক সংগঠন ও ক্ষেত মজুর সংগঠন, এবং ট্রেড ইউনিয়ন, যে কোন দলের হোক না কেন, তারপর কর্মচারী সমিতি ইত্যাদি, তাদের সঙ্গে পরামর্শ করে একটা সরকার কাজ করে এই রকম সরকার ভারতবর্ষের মধ্যে নাই। এখানে কেউ একজন বলেছেন সম্ভবত শ্রী মজুমদার বলেছেন, এসোসিয়েশানের মধ্যে রাজনীতি করা হচ্ছে। মজুমদারকে আমি অনুরোধ করব, একটা রাজনৈতিক সংগঠন দেখানতো ভারতবর্ষের মধ্যে যেখানে একটি এসোসিয়েশন আছে। এখানে এত বড় গণতান্ত্রিক অধিকার দেওয়া হয়েছে, তখন এইটা বুঝতে হবে যে, যেখানে ভারতবর্ষের মধ্যে মানুষের অধিকারকে খর্ব করা হবে সেখানে এখানে এমন একটা সরকার আছে যেখানে অফুরন্ত সুযোগ দিয়েছে মানুষকে সংগ্রাম করার জন্য ও সংগঠন করার জন্য। যেমন ক্ষেত মজুর, হোম গার্ড, পুলিশ ও জেলপুলিশ পর্যন্ত সমস্ত শ্রেণীর মানুষকে সংগঠিত হতে এখানে যে অধিকার দেওয়া হয়েছে এবং যেখানে কোন দমন-মূলক আইন প্রয়োগ করা হয় না, যেখানে কোন দলকে বে-আইনী ধরা হয় না ও সমস্ত মানুষের অধিকার রক্ষা ও সম্প্রসারিত করে, সেই রকম একটা সরকার এই বাজেটকে জনগণের হাতে তুলে দিয়েছে এবং জনসাধারনের কল্যাণে তারা নিজেদের উদ্যোগে এই বাজেটকে কার্যাকরী করবেন। আর দুর্বলতা যদি থাকে সেগুলির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবেন এবং গনতান্ত্রিক ঐতিহ্যকে রক্ষা করবেন এই আশা রেখে আমি আশা করব। বাজেটকে সবাই পূর্ণ সমর্থন জানাবেন। ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার :— বাজেটের উপর আলোচনা শেষ হলো। এই সভা আগামী ২৫শে মার্চ, মঙ্গল বার ১৯৮৬ ইং বেলা ১১ ঘটিকা পর্যন্ত মূলতবী রইল।

ANNEXURE—"A"

ADMITTED STARRED QUESTION NO: 167

N.me of the Member :— Syed Basit Ali, MLA.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Home Department be pleased to state—

১। বর্তমানে ত্রিপুরা সরকারের অধীনে কতজন চৌকিদার ও হোমগার্ড নিযুক্ত আছেন? এবং

২। চৌকিদার ও হোমগার্ডদের বেতন বৃদ্ধি করার কোন প্রস্তাব সরকারের বিবেচনাধীন আছে কি?

৩। থাকলে কতদিনের মধ্যে তা কার্য্যকরী করা হবে বলে আশা করা যায়;

৪ না থাকিলে তার কারণ—

Name of Minister :— Shri Nripen Chakraborty, Chief Minister.

১। বর্তমানে ত্রিপুরা সরকারের অধীনে ২০০ জন চৌকিদার ও ১৪২৮ জন হোমগার্ড কর্মরত আছেন।

২। চৌকিদারদের বেতন বৃদ্ধির কোন প্রস্তাব সরকারের বিবেচনাধীন নাই। হোমগার্ডদের ভাতা দৈনিক দু টাকা বাড়ানো হয়েছে।

৩। প্রশ্ন উঠে না।

৪। প্রশ্ন উঠে না।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 178.

Name of Member :— Shri Bidhu Bhushan Malakar, MLA.

Will the the Hon'ble Minister-In Charge of the Home Department be pleased to State—

১। ত্রিপুরা ষ্টেট রাইফেলে মোট কতজন জোয়ানকে ট্রেনিং এর জন্য কয়টি গ্রুপে বিভক্ত করা হয়েছে;

২। এরমধ্যে বর্ত্তমানে কয়টি গ্রুপের ট্রেনিং শেষ হয়েছে; এবং

৩। বর্ত্তমানে কয়টি গ্রুপে মোট কতজন ট্রেনিং নিচ্ছেন;

৪ উক্ত ত্রিপুরায় ষ্টেট রাইফেল আরো জোয়ানের সংখ্যা আরো বাড়ানোর পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?

ANSWER

Name of Minister :— Shri Nripen Chakraborty,
Chief Minister, Tripura.

১নং, ২নং ও ৩নং প্রশ্নের উত্তর :— মোট ৫৪৯ জন জোয়ানকে এবং ৭৯ জন ফলোয়ার্সকে দুইটি গ্রুপে বিভক্ত করে ট্রেনিং দেয়া হচ্ছে।

৪। হ্যাঁ, মহাশয়।

Admirred Starred Question No :— 183.

Name of Member :— Shri Subodh Das,

প্রশ্ন

১। ধর্মনগরের বিলথৈ ছড়ার একটি এল, আই, স্কীম চালু করার কোন পরিকল্পনা সরকার হাতে নিয়েছেন কিনা—

২। না নিয়ে থাকলে তার কারণ এবং

৩। উক্ত বিলথৈ পঞ্চায়েত এলাকার মধ্যে আর কোন সেচ প্রকল্প চালু আছে কিনা?

উত্তর

১। বিলথৈ ছড়া হইতে কোন এল, আই, স্কীম এর পরিকল্পনা নাই, তবে ঐ এলাকায় এল, আই স্কীম এর একটি প্রস্তাব হাতে আছে।

২। প্রথম প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রশ্ন আসে না।

৩। আপাততঃ নাই।

Admitted Starred Question No : 188.
Name of Member :— Sri Jawhar Saha.

প্রশ্ন

১। ১৯৮৬-৮৭ ইং সনের আর্থিক বৎসরের মধ্যে অমরপুরের মৈলাক গ্রামে এবং দক্ষিণ চেলাগাং এর মালমকুয়া ও বনছড়ি গ্রামে এবং উত্তর চেলাগাং এর সমতল পাড়ায় লিফট্ ইরিগেশন সেন্টার স্থাপন করার কোন পরিকল্পনা আছে কি না?

উত্তর

১। ১৯৮৬-৮৭ সনে চেলাগাং ছড়া হইতে একটি এল, আই, স্কীম করার পরিকল্পনা সরকারের হাতে আছে। ইহা ছাড়া ঐ এলাকায় আর কোন পরিকল্পনা আপাততঃ নাই।

Admitted Starred Question No :—196.
Name of Member :— Shri Samir Deb Sarkar.

প্রশ্ন

১। খোয়াই মহকুমার অন্তর্গত সোনাতোলা গ্রামের বাসুদেব বাড়ী হইতে অমরগড়টীলা তারা জামিরম ঠ এলাকায় খোয়াই নদীর পাশে বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য বাঁধ নির্মাণ করার কোন পরিকল্পনা আছে কি না;

২। পরিকল্পনা থাকিলে করে নাগাদ উহা কার্য্যকরী করা হবে বলে আশা করা যায় এবং

৩। পরিকল্পনা না থাকিলে তাহার কারণ ?

উত্তর

১। হাঁ। খোয়াই মহকুমার অন্তর্গত সোনাতোলা গ্রামের বাসুদেব বাড়ী হইতে অজগরটীলা ছায়া জামিরমাঠ এলাকায় খোয়াই নদীর ডানদিকে একটি বন্যা নিরোধ বাঁধ এর জন্য অনুসন্ধানের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে।

২। বিস্তারিত পরীক্ষা, নিরীক্ষা ও এষ্টিমেট তৈরীর পর ব্যয় ও উপকারের ভিত্তিতে পরিকল্পনা গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হলে যথাসময়ে রূপায়নের কাজ হাতে নেওয়া হইবে।

৩। এক নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রশ্ন আসে না।

Admitted Starred Question No :—198.

Name of Member :— Sri Samir Deb Sarkar.

প্রশ্ন

১। খোয়াই নদীর ভাঙ্গন থেকে পদ্মমুড়া পঞ্চায়েতের বাল্লারবেড় গ্রামকে রক্ষা করার জন্য ঐ স্থানে মোট কতটি হানা বর্তমান ১৯৮৫-৮৬ ইং আর্থিক বৎসরে দেয়ার পরিকল্পনা ছিল,

২। এখন পর্য্যন্ত কতটা হানা নির্ম্মিত হয়েছে,

৩। ইহা কি সত্য যে উক্ত নদীতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক হানা না দেবার ফলে ঐ গ্রামের ৫০-৬০ পরিবার ও ২০০ কানি জমিকে বন্যার হাত থেকে রক্ষা করা সম্ভব হচ্ছে না,

৪। সত্য হলে বর্ষার পূর্ব্বে এ কাজ সম্পূর্ণ করা সম্ভব হবে কি ?

উত্তর

১। খোয়াই নদীর ভাঙ্গন থেকে প্রহৃতমুড়া পঞ্চায়েতর বাল্লার বেড় গ্রামকে রক্ষা করার জন্য ঐ স্থানে মোট ৪১ (একচল্লিশ) হানা।

বর্তমান ১৯৮৫-৮৬ এর আর্থিক বৎসরে করার পরিকল্পনা ছিল।

২। এখন পর্য্যন্ত ২০০ মিটার প্যালাসাইডিং এবং ৬টি হানার কাজ শেষ হইয়াছে।

৩। গ্রামের পরিবারগুলির ঘরবাড়ী রক্ষা করার জন্যই উপরোক্ত পরিকল্পনা হাতে নেওয়া হয়েছে।

৪। আশা করা হইতেছে যে বর্ষার পূর্বেই উপরোক্ত কাজ সম্পূর্ণ হইবে।

Admitted Starred Question No. 208

Name of Memeber :— Shri Rabindra Debbarma.

Will the Minister-in-Charge of the Tribal Welfare Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে ডম্বুরনগর ব্লক এলাকার ও গঙ্গানগর এলাকার উপজাতি জুমিয়ারা খাদ্যাভাবে রাজ্য ত্যাগ করে আসাম ও মিজোরামে চলে যাচ্ছে,

২। সত্য হলে কোন কোন গাঁও সভা হইতে কত পরিবার রাজ্য ত্যাগ করেছে, এবং

৩। তার প্রতিরোধের জন্য রাজ্য সরকার কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন?

উত্তর

১। খাদ্যাভাবে ডম্বুরনগর ব্লক এলাকার ও গঙ্গানগর এলাকার কোন উপজাতি পরিবার রাজ্য ত্যাগ করে আসাম ও মিজুরামে চলে যায় নি।

২। প্রশ্ন উঠে না।

৩। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No. 210

Name of Member :— Shri Diba Chandra Hrangkhawl,

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Home Department be pleased to state :—

১। ইহা কি সত্য যে উক্ত ত্রিপুরার অন্তর্গত আমবাসায় একটি ফায়ার সার্ভিস কেন্দ্র স্থাপন করার জন্য সার্ভে করা হয়েছে ?

২। যদি সত্য হয় তাহা হইলে আমবাসা এলাকায় কোথায় উক্ত কেন্দ্রটি স্থাপন করার জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে ?

৩। যদি উক্ত ফায়ার সার্ভিস কেন্দ্রটি স্থাপন করার জন্য সার্ভে এবং সিদ্ধান্ত হয়ে থাকে তাহা হইলে চলতি ১৯৮৬—১৯৮৭ ইং আর্থিক বৎসরের মধ্যে তাহা কার্য্যকরী করা হবে কিনা ? এবং

৪। না করা হইলে তার কারন ?

ANSWER

Name of Minister :— Shri Nripen Chakraborty,
Chief Minister, Tripura.

১নং; ২নং এবং ৩নং প্রশ্নের উত্তর :— আমবাসা বাজার সংলগ্ন ফায়ার ষ্টেশনের উপযোগী প্রয়োজনীয় সরকারী জমির বন্দোবস্ত করতে উত্তর ত্রিপুরার জেলা শাসক ও কমলপুর মহকুমার মহকুমা শাসককে বলা হয়েছে।

খুব শীঘ্রই আমবাসা ফায়ার ষ্টেশন চালু করার উদ্দেশ্যে সরকার ভাড়া বাড়ীর সন্ধান করছেন এবং আশা করা যায় ১৯৮৬—৮৭ইং আর্থিক বৎসরের প্রথম ভাগেই তা খোলা সম্ভব হবে।

৪। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No :—220.

Name of Member :— Sri Rabindra Deb Barma.

প্রশ্ন

১। অমরপুর মহকুমার অন্তর্গত পূর্ব মানিক্য দেওয়ান গাঁও পঞ্চায়েতের অমরেশ পাড়ায় ও পশ্চিমছড়ি গাঁও পঞ্চায়েতে ক্ষুদ্র জল সেচ প্রকল্প স্থাপন করার কোন পরিকল্পনা রাজ্য সরকারের আছে কিনা।

২। না থাকিলে তার কারণ ?

উত্তর

১। আপাততঃ নাই।

২। সীমিত আর্থিক সঙ্গতি হেতু একই সঙ্গে ত্রিপুরার বিভিন্ন স্থানে পরিকল্পনা হাতে নেওয়া সম্ভব নয়।

Admitted Starred Question No :—230.

Name of the Member :— Shri Monoranjan Majumder,

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Home Department be pleased to State—

ক] বিলোনীয়া বিভাগের গঙ্গারায় গ্রামে গত ১৫/১/৮৬ইং রাত্রে উগ্রপন্থী হামলায় ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের সংখ্যা কত ?

খ] উক্ত ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারবর্গকে কোন প্রকার আর্থিক সাহায্য দেওয়া হইয়াছে কি না, এবং

গ] দেওয়া হইলে নিহত ও আহত ব্যক্তির পরিবারবর্গকে কি প্রকার সাহায্য দেওয়া হইয়াছে ?

ANSWER

Name of the Minister :- Shri Nripen Chakraborty,
Chief Minister, Tripura.

ক] ১২ টি পরিবার।

খ] হ্যাঁ ক্ষতিগ্রস্ত ১২টি পরিবারের—১৪ জনকে আর্থিক সাহায্য দেয়া হয়েছে।

গ] মৃত ব্যক্তিদের পরিবার পিছু ৫০০০ টাকা করে এবং আহত ব্যক্তিদের পরিবার পিছু ২৫০০ টাকা করে অর্থ সাহায্য প্রদান করা হয়েছে। তাছাড়া মৃত রতন দেবনাথের ছোট ভাই শ্রী লিটন দেবনাথকে একটি সরকারী চাকুরী দেয়া হয়েছে।

Admitted Starred Question No :— 234.

Name of Member :— Shri Diba Chandra Hrangkhawl,

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে উত্তর ত্রিপুরার ধর্মনগর মহকুমা অন্তর্গত পেচারথলের ১নং ও ৩নং কমলাপুরে লিফট ইরিগেশন এর জন্যে প্রায় ৩ [তিন] বৎসর আগেই কনষ্ট্রাকশন-এর কাজ শেষ হয়ে গেছে কিন্তু এখন পর্য্যন্ত চালু করা হচ্ছে না,

২। যদি সত্যি হয়ে থাকে তাহা হইলে উক্ত লিফট ইরিগেশন সেন্টারটি কি কারনে চালু করা হচ্ছে না তাহা তদন্ত করে দেখা হবে কিনা ?

উত্তর

১। না

২। এক নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এপ্রশ্ন আসে না।

Admitted Starred Question No : - 244.

Name of Member :— Shri Narayan Das.

প্রশ্ন

১। সোনামুড়া মহকুমার বড়দোয়াল গাঁওসভার অন্তর্গত কাচি নদীর উত্তর পার্শ্বে লিফট ইরিগেশন-এর মাধ্যমে উক্ত জল সেচের ব্যবস্থা গ্রহণ করার পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না ?

২। এবং যদি থাকে কবে নাগাদ উক্ত জল সেচের কাজ আরম্ভ করা হবে বলে আশা করা যায়,

উত্তর

১। আপাতত: নাই।

তবে নিম্নলিখিত সেচ প্রকল্পগুলি চালু আছে :—

প্রকল্প	সৃষ্ট কার্য কার্যকারিতা (হেক্টর)	ব্যবহৃত কার্যকারিতা (হেক্টর)
(ক) বড়দোয়াল (কাচি নদী)	১২০	৪৫
(খ) গরুর বাঁধ ১নং গোমতী নদী	১২	১২
(গ) গরুর বাঁধ ২নং গোমতী নদী	২০	১২
মোট :—	১৫২	৬৯

ইহা ছাড়া কপি জলায় কাচি নদীতে একটি লিফট ইরিগেশন প্রকল্পের কাজ চলিতেছে। আশা করা যায় শীঘ্রই এই প্রকল্প চালু করা সম্ভব হইবে। এই প্রকল্প চালু হইলে ৭৪.৪০ হেক্টর জমিতে জলসেচ করা সম্ভব হইবে।

২। প্রথম প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রশ্ন আসে না।

Admitted Starred Question No :—251.

Name of Member :— Sri Nrkul Das.

প্রশ্ন

১। ১৯৮৫ইং পর্যন্ত চন্দ্রনগর ব্লকে কৃষি জমিতে জল সেচের জন্য কয়টি গভীর নলকূপ, কয়টি শ্যালো টিউবওয়েল বসানো হয়েছে এবং কয়টি লিফট ইরিগেশান স্কীম চালু করা হয়েছে,

২। ১৯৮৬-৮৭ আর্থিক বৎসরে উক্ত ব্লকে আরও কয়টি নূতন গভীর নলকূপ শ্যালো টিউব ওয়েল বসানো হবে এবং লিফট ইরিগেশান চালু করা হবে বলে লক্ষ্যমাত্রা ধার্য্য করা হয়েছে,

৩। উক্ত ব্লকে হরিপুর গ্রামের নিকট উন্টাছড়া ডাইভারশন স্কীম চালু করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ?

উত্তর

১। একটিও না।

২। ১৯৮৬-৮৭ আর্থিক বৎসরে চন্দ্রনগর ব্লকে তিনটি লিফট ইরিগেশন স্কীম চালু করা হবে বলে আশা করা যায়।

৩। আপাততঃ এইরূপ কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় নাই।

Admitted Starred Question No : 269.
Name of Member :— Sri Matilal Saha.

প্রশ্ন

১। বিশালগড় ব্লকের অন্তর্গত লক্ষীবিল গাঁও সভার সেটস পাড়া গ্রামের একটি আট ঘোড়া শক্তিযুক্ত পাম্প সেট বসানোর পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ?

২। থাকিলে কবে নাগাদ উক্ত পরিকল্পনা কার্যকরী করা হবে আশা করা যায় ?

৩। যদি না থাকে তবে তাহার কারণ ?

৪। উক্ত পাম্প সেটটি বসানো হলে কি পরিমাণ জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা করা সম্ভব হবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

১। আপাতত: এমন কোন পরিকল্পনা নাই।
২। প্রথম প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রশ্ন আসে না।
৩। ঐ
৪। ঐ

Admittered Starrd Question No :—270.
Name of Member :— Shri Matilal Saha.

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে চড়িলাম বিধানসভা এলাকায় আমতলী গাঁও সভায় টাট ভাটার নিকট যে ৩০ [ত্রিশ] ঘোড়া শক্তিযুক্ত পাম্প সেটটি আছে, তাহা প্রায় সময়ই বিকল হয়ে থাকে,

২। যদি সত্য হয় তবে তাহা মেরামতের ব্যবস্থা করা হবে কিনা ?

উত্তর

১। প্রয়োজনীয় যন্ত্রাংশের অভাবে গত ডিসেম্বর ও জানুয়ারী মাসে এই প্রকল্পটি কিছু-দিন চালু ছিল না।

২। ইতিমধ্যেই এই পাম্প মেরামত করা হইয়াছে এবং জল সরবরাহ করিতেছে।

Admitted Starred Question No :—321.

Name of M. L. A- :— Syed Basit Ali.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Appointment and Services Department be pleased to state :—

১। ক) দশ বছরের অধিককাল ত্রিপুরা সরকারের অধীনে কাজ করা সত্বেও পার্মানেন্ট (Permanent) বা কোয়াসি পার্মানেন্ট হয় নাই এমন সরকারী কর্মচারী সংখ্যা কত?

ANSWER

Name of the Minister :— Shri Nripen Chakraborty,
Chief Minister, Tripura.

Minister-in-Charge of the Appointment & Services Department.

১। ক) দশ বছরের অধিককাল কাজ করেছেন কিন্তু এখনও চাকুরীতে স্থায়ী (Permanent) হন নি ত্রিপুরা সরকারের এরকম কর্মচারীর সংখ্যা ৭,৬৫৬। যেহেতু এরা

সবাই তিন বছরের অধিককাল কাজ করছেন, সুতরাং এদের সবাইকে Quasi-Permanent গণ্য করা হয়।

Admitted Starred Question No : – 323.

Name of the Member :— Shri Kalikumar Deb Barma,

Will the Minister-in-charge of the Taibal Welfare Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। রাজ্যে সর্বমোট কতজন উপজাতি কর্মচারী আছেন, (শ্রেণী ভিত্তিক হিসাব)

২। রাজ্যের উপজাতি কর্মচারীদের বর্তমান অবস্থা তাদের চাকুরী কোটার সঙ্গে সমতা-পূর্ণ কি না,

৩। যদি না হয় সরকার উপরিউক্ত কোটা পূরনে কি কি উদ্যোগ নিয়েছেন ?

উত্তর

তথ্য সংগ্রহাধীন আছে।

Admitted Starred Question No :— 330.

Name of Member :— Shri Jadab Majumder.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Tridal Welfare Department be pleased to state : –

প্রশ্ন

১। উপজাতি স্বশাসিত জেলা পরিষদের অধীনে এপর্যন্ত মোট কয়টি উপ নগরী

প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং আরো কয়টি প্রতিষ্ঠিত করার জন্য সরকার কর্তৃক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে,

২। ঐ সব উপনগরীতে সরকারের কোন্ কোন্ দপ্তর তার অফিস খুলেছেন এবং কোন্ কোন দপ্তর এখনও খোলেন নি,

৩। ঐ সব উপনগরী এলাকার উন্নয়নের জন্য সরকার বা জেলা পরিষদ এখন পর্যন্ত কি কি উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন ?

উত্তর

১। স্বশাসিত জেলা পরিষদ নিম্নলিখিত তিনটি উপ-নগরী স্থাপনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিয়েছেন,

ক) কমলপুর মহকুমায় "শিকারী বাড়ী"

খ) কৈলাশহর মহকুমায় "মানিকপুর"

গ) বিলোনীয়া মহকুমায় "কোয়াইফাং"

২। শিকারীবাড়ী উপনগরীতে রাজ্য সরকারের শিক্ষা, কৃষি, মৎস্য, পশু পালন, সমবায় ও পঞ্চায়েত দপ্তর তাদের অফিস স্থাপনের জন্য গৃহ নির্মাণ শুরু করেছেন। তাছাড়া শিল্প দপ্তর শিকারীবাড়ীতে একটি তাঁত প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের জন্য পূর্তদপ্তরকে প্রয়োজনীয় অর্থ মঞ্জুরী দিয়েছেন এবং এই প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের নির্মাণ কাজ সন্তোষজনক ভাবে এগিয়ে চলেছে। স্বাস্থ্য দপ্তর ও শিকারী বাড়ীতে একটি উপ স্বাস্থ্য কেন্দ্র স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ মঞ্জুরী দিয়েছেন। উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্রের নির্মাণ কাজ আরম্ভ হয়েছে।

অন্যান্য দপ্তর তাদের অফিস খোলার কাজ এখনও হাতে নেন নি উদ্যোগ নেওয়ার অনুরোধ করা হয়েছে।

৩। শিকারিবাড়ী উপনগরীতে রাস্তাঘাট নির্মান, বিদ্যুৎ সরবরাহ, গভীর নলকূপ খনন এবং ক্ষুদ্র জলাশয় নির্মান প্রভৃতির জন্য জেলা পরিষদ বিভিন্ন দপ্তরকে ১৬,৪৬,৫৫৬.০০ টাকা ষোল লক্ষ ছেচল্লিশ হাজার পাঁচ শ ছাপান্ন টাকা অনুদান দিয়েছেন। তছাড়া মানিকপুর ও কোয়াইফাং উপনগরীতে জঙ্গল পরিস্কার করার জন্য যথাক্রমে ৫০০০.০০ টাকা ও ১৩০০০.০০ টাকা মঞ্জুর করেছেন। মানিকপুর উপনগরীতে রাস্তাঘাট নির্মান, গভীর নলকূপ খনন ও বিদ্যুৎ সরবরাহ করার জন্য পূর্তদপ্তর, জন স্বাস্থ্য দপ্তর ও বিদ্যুৎ দপ্তরকে দক্ষিণ জেলা পরিষদ অনুরোধ করেছে।

Admitted Starred Question No.—347

Name of Member :— Shri Syed Basit Ali,

Will the Hon'ble Minister-In-Charge of the Political Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। (ক) ২৮.২.৮৬ ইং পর্যন্ত কোন্ মহকুমায় কতটি Citizenship এর আবেদন পত্র বিবেচনাধীন আছে (মহকুমা ভিত্তিক হিসাবে) এবং

(খ) Citizenship Certificate মঞ্জুর করার কাজ ত্বরান্বিত করার ব্যাপারে সরকার কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন ?

Minister In-Charge of the Political Department—
Chief Minister, Tripura.

উত্তর

১। (ক) নাগরিকত্ব আইনের ৫(১)(এ) ধারা মতে সার্টিফিকেট প্রদানের ক্ষমতা জেলা সমাহর্তার উপর ন্যস্ত আছে। কোন্ জেলায় এইরকম কয়টি আবেদন পত্র

বিবেচনাধীন আছে তাহা নীচে দেওয়া হল :—

পশ্চিম ত্রিপুরা —	৭৯৩
দক্ষিণ ত্রিপুরা	৫২২
উত্তর ত্রিপুরা	১,৭১৪
মোট —	২,৪০৯

জন্মসূত্রে নাগরিকত্বের সরকারী পরিচয়পত্র প্রদানের ক্ষমতা সংশ্লিষ্ট মহকুমা শাসকের উপর ন্যস্ত আছে। কোন মহকুমায় এইরকম কতগুলি আবেদন পত্র বিবেচনাধীন আছে তাহা নীচে দেওয়া হল :-

সদর—	৩,৬৫২
সোনামুড়া —	৫৬১
খোয়াই —	৬৪৭
কৈলাসহর—	১,৬৫৯
কমলপুর—	১,৬২০
ধর্মনগর—	২,১৮২
উদয়পুর—	১৬৯
অমরপুর—	১২৯
বিলোনীয়া —	১১১
সাব্রুম —	২৭০
মোট—	১১,০৬০

১। (খ) নাগরিকত্বের সার্টিফিকেট ও সরকারী পরিচয়পত্র অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দলিল। উপযুক্ত প্রমাণ এবং তদন্ত ব্যাতিরেকে এগুলো মঞ্জুর করা সমীচীন নয়। যারা উপযুক্ত প্রমাণ দিতে পারে তাদের ক্ষেত্রে সার্টিফিকেট বা পরিচয়পত্র প্রদানে বিলম্ব হয় না।

Admitted Starred Question No :– 352.

Name of Member :— Sri Shyama Charan Tripura,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Tribal Rehabilitation on Plantation & P. G. P. Department be please to state : -

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য যে ধর্মনগর মহকুমার কাঞ্চনপুর থানা এলাকার ছোটকাংক্রাই বড় কাংক্রাই, সেতুহুয়ার, ভাণ্ডারীমা, তৈছু প্রভৃতি এলাকার আদিবাসীরা ব্যক্তিগত প্রয়াসে গ্রুপিং এর পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন এবং কিছু কিছু কার্যকরীও হয়েছে ?

২) সত্য হলে গ্রুপিং গ্রামগুলিতে পি. জি পি, প্লেনটেশন এণ্ড রিহেবিলিটেশন স্কীমে পুনর্বাসন দেওয়ার সরকারী পরিকল্পনা আছে কি না ?

উত্তর

তথ্য সংগ্রহাধীন আছে

Admitted Starred Question No :— 355.

Name of Member :— 1] Shri Matilal Saha.
2] Shri Rudreswar Das.

প্রশ্ন

১। ১৯৮৪-৮৫ এবং —৮৬ইং আর্থিক বছরের ৩১শে জানুয়ারী পর্যন্ত সারা রাজ্যে কতগুলি ডিপ টিউবওয়েলের অনুমোদন করা হয়েছে, এবং

উত্তর

১। ১৯৮৪-৮৫ ইং আর্থিক বছরের নিম্নলিখিত ডিপ টিউবওয়েলগুলো বসানোর অনুমোদন করা হয়েছিল –

ক] সেচের জন্য ১৪টি।

খ] পানীয় জলের জন্য ৪৯টি

মোট ৬৩টি।

১৯৮৫-৮৬ইং আর্থিক বছরের নিম্নলিখিত ডিপ টিউবওয়েলগুলো বসানোর অনুমোদন হয়েছিল।

গ] সেচের জন্য ১০+৭= ২৭ টি

ঘ] পানীয় জলের জন্য ৫৬+২৭=৮৩

মোট— ১১০ টি

প্রশ্ন

২। উক্ত ডিপ টিউব ওয়েলের মধ্যে কতটি কোথায় কোথায় বসানো হয়েছে ?

উত্তর

১) ১৯৮৪-৮৫ ইং আর্থিক বছরে নিম্নলিখিত ডিপ টিউবওয়েলগুলো বসানো হয়েছে :—

ক] সেচের জন্য [৭টি]

পশ্চিম জেলায়— ১] মধুবন ২] চন্দ্রনাথ ঠাকুর পাড়া ৩] চামু বস্তি। ৪] কৃষ্ণ সূতারমুড়া।

উত্তর জেলায় ১] পূর্ব চন্দ্রপুর ২] রাঘনা — ১

দক্ষিণ জেলায় — ১] ধুচি খোলা মোট— সেচের জনা ৭টি।

খ) পানীয় জলের জন্য [২২টি]

পশ্চিম জেলায় :— ১] বড় কাঁঠাল। ২] শোভাপুর। ৩] সিঙ্গিছড়া ৪] কৃষ্ণ-কিশোরনগর ৫] ভুইসিগরাই ৬] বোধজংনগর ৭] কেন্দ্রালিয়া ৮] ভেলুয়ার চর। ৯] নলছড় ১০] বড়জলা ১১) জম্পুইজলা।

উত্তর জেলায় :— ১] পশ্চিম চন্দ্রপুর ২] রাঘনা — ২

দক্ষিণ জেলায় :— ১] রাজার বাগ ২] রান ৩] পালাটানা ৪] গঙ্গাছড়া ৫] মৈলাক ৬] বীরগঞ্জ ৭] রামপুর ৮] রাজনগর ৯] কলসী।

মোট পানীয় জলের জন্য — ২২টি

১৯৮৫-৮৬ইং ৩১শে জানুয়ারী পর্যন্ত নিম্নলিখিত ডিপ টিউব ওয়েলগুলো বসানো হয়েছে।

ক] সেচের জন্য [১০টি]

পশ্চিম জেলায় :— ১] ধনপুর ২] তারানগর ৩] বালুর গাঁও ৪] কৃষ্ণ কোবরা ৫] আজেন্দ্রনগর ৬] পশ্চিম মোয়াবাদী ৭] নাগিছড়া ৮] মেকলুংগা।

উত্তর জেলায় :— ১] পশ্চিম নালিছড়া

দক্ষিণ জেলায় :— ১] গোয়াল গাঁও। মোট সেচের জন্য— ১০টি

খ) পানীয় জলের জন্য — (৩৯ টি)

১] বঙ্কনগর ২] দক্ষিণ চাম্পামুড়া ৩] গাবর্দি ৪] চাম্পাময়ুড়া ৫] দুর্গানগর। ৬] ঈশানপুর ৭) মনতলা ৮] ভাট ফটিকছড়া ৯] নরসিংগড় ১০) শ্যাচন্দ্রনগর ১১ রাধাকিশোরনগর ১২) পাটনী ১৩] মোহরছড়া ১৪) কমলনগর ১৫] লক্ষী-পুর ১৬) লক্ষীপুর [ওঃ ময়মুড়া ১৭) নাগিছড়া।

উত্তর জেলায় : ১। ভাটির বাজার ২। রাঙ্গুটিয়া ৩। বিদ্যানগর ৪। ৮২ মাইল ৫। পাবিয়াছড়া ৬। আশ্রমপল্লী ৭ গকুলনগর ৮। গঙ্গানগর ৯। পশ্চিমরাতা-ছড়া ১০। হাতাছড়া নুতনবাজার।

দক্ষিণ জেলায় : ১ বিজয়নগর ২। ছোটখিল ৩। হরিনা ৪। ডলুবাড়ী ৫। রূপাতলী ৬। চন্দ্রপুর ৭ দক্ষিণ কালাপানিয়া ৮। মুহুরীপুর ৯। বীরচন্দ্র মনু ১০। ধ্বজনগর ১১ শামুকছড়া ১২। পাতিছড়ি মোট পানীয় জলের জন্য ৩৯ টি।

Admitted Starred Question No :— 356.

Name of the Member :— Shri Rudreswar Das,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be pleased to state :—

১। ইহা কি সত্য যে, বর্তমান আর্থিক বছরে একাধিকবার অগ্নিকাণ্ডে উত্তর ত্রিপুরা আমবাসা বাজারে ভস্মীভূত হয়।

২। সত্য হলে ইহাতে ক্ষতির পরিমান কত ; এবং

৩। উক্ত বাজারে একাধিকবার অগ্নিকাণ্ডের কারণ ?

ANSWER

Name of the Minister :— Shri Nripen Chakraborty,
Chief Minister, Tripura.

১। হ্যাঁ।

২। মোট ক্ষতির পরিমান ৫,৬৮৭৫০ টাকা।

৩। ইহা অনুমতি হয়েছে যে প্রথমবার বিড়ি বা সিগারেটের পুড়ে যাওয়া অংশ থেকে, দ্বিতীয়বার বিস্কুট বেকারীর চুল্লী থেকে এবং তৃতীয়বার জ্বলন্ত চুল্লী থেকে আগুনের সূত্রপাত হয়।

Admitted Starred Question No :—360.

Name of the Member :— Sri Jawhar Shaha,

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Home Department be pleased to state :—

১। ১৯৮৬ সালের ১লা জানুয়ারী হইতে ২৮শে ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত সময়ে আগরতলা শহর ও শহরতলীতে কয়টি চুরি ও ছিনতাইয়ের ঘটনা সংঘটিত হয়েছে তার হিসাব,

২। ঐ সকল ঘটনায় জড়িত কতজন অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয়েছে ?

ANSWER

Name of the Minister :— Shri Nripen Chakraborti,
Chief Minister

১। ১৯৮৬ সালের ১লা জানুয়ারী হইতে ২৮শে ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত আগরতলা শহর ও শহরতলীতে ৫২টি চুরির ঘটনা হয়েছে। এই সময়ের মধ্যে কোন ছিনতাইয়ের ঘটনার রিপোর্ট পাওয়া যায় নি।

২। মোট ৩২ জনকে চুরির ঘটনায় গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

Admitted Starrd Question No :—382.

Name of Member :— Shrimati Ratna Prava Das

Will the Minister-in Charge of the Tribal Welfare Department be pleased to State—

প্রশ্ন	উত্তর
১। ত্রিপুরা উপজাতি স্ব-শাসিত	১। ত্রিপুরা উপজাতি এলাকা

প্রশ্ন	উত্তর
জেলা পরিষদের কোন মানচিত্র সরকারের তরফ থেকে প্রকাশ করা হয়েছে কি না।	স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ এর আলাদা কোন মানচিত্র সরকার প্রকাশ করেন নি।
২। করা হয়ে থাকলে জন-সাধারনের মধ্যে উক্ত মানচিত্র বিতরনের জন্যে কোন ব্যবস্থা সরকার গ্রহন করেছেন কি না,	২। প্রশ্ন উঠে না
৩। না করে থাকলে তার কারন ?	৩। যেহেতু এ, ডি, সি. এলাকার কোন মানচিত্র প্রকাশ করা হয় নি

Admitted Starred Question No : 386.

Name of Member :— Sri Bidya Chandra Deb barma.

Will the Minister-in-Charge of the Tribal Welfare Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। রাজ্যের ৬ষ্ঠ তপশীল এলাকার জন্য বর্তমান আর্থিক বছরে রাজ্য সরকার কত টাকা বরাদ্দ করেছিলেন এবং কেন্দ্রীয় সরকার কত টাকা অনুদান দিয়েছেন,

২। ঐ টাকা জেলা পরিষদ এলাকার চাহিদার শতকরা কত অংশ পূরণ করতে সক্ষম, এবং

৩। বাকি টাকা পূরণের জন্য জেলা পরিষদ কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন কি না,

৪। করে থাকলে তাহা কিরূপ ?

উত্তর

১। বর্তমান আর্থিক বছরে রাজ্যের ৬ষ্ঠ তপশীল সাব-প্ল্যান এলাকার জন্য আট'শ কোটি তিপ্পান্ন লক্ষ উনষাট হাজার টাকা ধার্য্য করা আছে। বিশেষ কেন্দ্রীয় অনুদান হিসাবে ঐ এলাকার জন্য দুই কোটি এগার লক্ষ সাঁইত্রিশ হাজার টাকা কেন্দ্রীয় সরকার বরাদ্দ করেছেন।

২। এধরনের কোন সমীক্ষা করা হয় নি।

৩। প্রশ্ন উঠে না।

৪। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No.— 400

Name of Member :— Shrimati Ratna Prava Das.

প্রশ্ন

১। বর্তমান আর্থিক বৎসরে রাজ্যে কত হেক্টর
জমি জল সেচের আওতায় আনার পরিকল্পনা
ছিল, এবং

২। তার মধ্যে কত হেক্টর জমি জলসেচের আওতায় আনা সম্ভব হয়েছে, এবং

৩। রাজ্যের অবশিষ্ট চাষযোগ্য জমি সপ্তম যোজনায় জলসেচের আওতায় আনার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ?

উত্তর

১। বর্তমান আর্থিক বছরে রাজ্যে
১৬৫০ হেক্টর জমি জল সেচের
আওতায় আনার পরিকল্পনা আছে।

২। তার মধ্যে বর্তমান আর্থিক বছরে ২৮শে ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত গভীর নলকূপ, লিফট ইরিগেশন, ডাইভারশন স্কীম ও অন্যান্যর মাধ্যমে ৮৫৮ হেক্টর জমি জলসেচের আওতায় আনা সম্ভব হয়েছে।
স্থানীয় কিছু অসুবিধা ও বিদ্যুৎ সংযোগের অসুবিধার জন্য ১৬৫০ হে: জমি জলসেচের আওতায় আনা সম্ভব নাও হইতে পারে।

৩। না।

Admitted Starred Question No :—402.

Name of the Member :— Sri Dhirendra Debnath,

প্রশ্ন

১। মোহনপুর ব্লকের অন্তর্গত তারানগর গাঁও সভার সোনাই নদীতে আমলিয়া ছড়া মাঠে ডাইভারশন স্কীম করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না,

২ যদি থাকে তবে উক্ত স্কীমটির কাজ কবে নাগাদ আরম্ভ হবে বলে আশা করা যায়,

। না থাকিলে তার কারণ,

উত্তর

১।* আপাততঃ নাই

২। প্রথম প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন আসে না।

৩। সীমিত আর্থিক সঙ্গতি হেতু ত্রিপুরার সব স্থানে একই সঙ্গে সব স্কীম করা সম্ভব হয় না। বি, ডি, সি, এ, ডি, সি ইত্যাদির প্রস্তাবিত স্কীমগুলি প্রাথমিক অনুসন্ধানে গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হইলে বিস্তারিত জরিপের পর আয় ও ব্যয়ের ভিত্তিতে উপযুক্ত বিবেচিত হইলে পর্যায়ক্রমে স্কীম গ্রহণ করা হয়।

Admitted Starrd Question No :—403.

Name of the Member :— Shri Dhirendra Debnath.

Will the Hon'ble Minister-In Charge of the Home Department be pleased to State—

১] গত ১৭-৪-৬৫ ইং তারিখে সিধাই থানার অন্তর্গত কাশাহড়া গাঁও সভার কলাগাছিয়া গ্রামের ক্ষীরমোহন সরকারের বাড়ীতে ডাকাতির দরুন ক্ষয়ক্ষতির পরিমান কত;

২] উক্ত তারিখে গৃহস্বামী ক্ষীরমোহন সরকার ডাকাতের দ্বারা নিহত হওয়ার পর তাহার পরিবারকে সরকারী সাহায্য বাবত কত টাকা দেওয়া হয়েছে;

৩] উক্ত ব্যক্তির মৃত্যুর পর তার পরিবারের কোন ব্যক্তিকে সরকারী চাকুরীতে নিয়োগ করা সম্ভব হয়েছে কিনা;

৪] না হয়ে থাকলে তার কারণ ?

ANSWER

Name of the Minister :— Shri Nripen Chakraborti,
Chief Minister

১] গত ১৭-৪-৮৫ ইং তারিখে সিধাই থানার অন্তর্গত কলাগাছিয়া গ্রামের শ্রী ক্ষীর-মোহন সরকারের বাড়ীতে কোন ডাকাতির ঘটনা সংগঠিত হয়েছে বলে সরকারের জানা নাই।

২] প্রশ্ন উঠে না।

৩] প্রশ্ন উঠে না।

৪] প্রশ্ন উঠে না।

ANNEXURE—"B

Admitted Unstarred Question No :— 27.

Name of the Member :— Shri Fyzur Rahaman

প্রশ্ন

১। ১৯৮৫-৮৬ইং আর্থিক বৎসরে রাজ্যের কোন্ কোন্ ব্লকে কতটা গভীর নলকূপ বসানো হয়েছে এবং কতটা ইরিগেশন স্কীম চালু করা হয়েছে, এবং

২। উক্ত গভীর নলকূপ ও ইরিগেশন স্কীমগুলির মধ্যে বর্তমানে কয়টি চলু আছে এবং কয়টি অকেজো অবস্থায় পরে আছে ?

৩। ১৯৮৬-৮৭ ইং সনের আর্থিক বৎসরে আরো কয়টি গভীর নলকূপ বসানো হবে এবং কয়টি ইরিগেশন স্কীম চালু করা হবে ?

উত্তর

১। ১৯৮৫-৮৬ আর্থিক বছরের ২৮শে ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত বিশালগড়ে ৩টি, মোহনপুরে ৩টি, জিরানীয়াতে ৩টি, সালেমাতে ১টি এবং মাতারবাড়ী ব্লকে ১টি মোট ১১টি গভীর নলকূপ বসানো হয়েছে।

কুমারঘাটে ১টি, খোয়াইতে ১টি, বিশালগড়ে ২টি, মাতারবাড়ীতে ১টি ও মোহনপুর ব্লকে ১টি, মোট ৬টি নলকূপ চালু করা হয়েছে পানিসাগরে ১টি, কাঞ্চনপুরে ২টি, ছামনুতে ১টি, সালেমাতে ২টি, মোহনপুরে ২টি এবং রাজনগর ব্লকে ১টি মোট ৯ (নয়) টী লিফট ইরিগেশন প্রকল্প চালু করা হয়েছে।

২। উক্ত সেচ প্রকল্পের চালু করা সবগুলিই চালু অবস্থায় আছে।

৩ ১৯৮৬-৮৭ সালে ১০টী গভীর নলকূপ, ৩০টী লিফট ইরিগেশন এবং ২টী ডাইভারশন স্কীম চালু হবে বলে আশা করা যায়।

Admitted Unstarred Question No.— 33

Name of Member :— Shri Rabindra Deb Barma.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Tribal Rahabilitation on plantation & P.G.P. Deptt be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ১৯৭৮ ইং থেকে ১৯৮৫ ইং পর্যন্ত অম্পুরনগর ব্লক এলাকায় মোট কত জুমিয়া পরিবারকে জুমিয়া পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছে ? (গাঁও পঞ্চায়েত ও বছর ভিত্তিক হিসাব)

উত্তর

১। প্রিমিটিভ্ গ্রোপ প্রোগ্রামে কোন ও পুনর্বাসন সেন্টার জম্পুইনগর ব্লক এলাকায় খোলা হয় নাই। কাজেই কোন জুমিয়া পরিবারকে এ পর্যন্ত পুনর্বাসন দেওয়া সম্ভব হয় নাই।

Admitted Unstarred Question No :—34.

Name of Member :— **Sri Rabindra Deb Barma,**

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be please to state :—

১। ১৯৭৮ ইং সালের ১লা জানুয়ারী হইতে ১৯৮৬ ইং সালের ১২ই ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত রাজ্যে কোন্ কোন্ রাজনৈতিক দল কয়বার ত্রিপুরা বন্ধের ডাক দিয়েছে (বছর ভিত্তিক ও দলগত হিসাব)।

ANSWER

Name of the Minister :— Shri Nripen Chakraborty,
Chief Minister, Tripura.

১৯৭৮ ইং সালের ১লা জানুয়ারী হইতে ১৯৮৬ ইং সালের ১২ই ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত যে সকল রাজনৈতিক দল ত্রিপুরা বন্ধের ডাক দিয়েছিল তার বছর ভিত্তিক ও দলগত হিসাব নিম্নে প্রদত্ত হল।

বন্ধ ডাকার তারিখ	রাজনৈতিক দলের নাম
১৯৭৮ সন	
১) ২৫—২—১৯৭৮ ইং	সি, এফ, ডি,
২) ২১—১২ ১৯৭৮ ইং	কংগ্রেস [আই]
৩) ২২—১২—১৯৭৮ ইং	কংগ্রেস [আই]
১৯৭৯ ইং	
১) ১৬—৭—১৯৭৯ ইং	আমরা বাঙ্গালী।
১৯৮০ ইং	
১) ১২—৫—৮০ ইং	কংগ্রেস [আই]
২) ৩১—৭—৮০ ইং	আমরা বাঙ্গালী।
১৯৮১ ইং	
১) ১৪—৯—৮১ ইং	বামগণতান্ত্রিক ফ্রন্ট।
১৯৮২ ইং	
১) ২—১—৮২ ইং	আমরা বাঙ্গালী
২) ২—৮—৮২ ইং	কংগ্রেস [আই]
৩) ৬—৯—৮২ ইং	কংগ্রেস [আই]
১৯৮৩ ইং	
১) ৩০—৪—৮৩ ইং	আমরা বাঙ্গালী।
১) ৮—৪—৮৩ ইং	কংগ্রেস [আই]
৩) ৯—১২—৮৩ ইং	বামগণতান্ত্রিক ফ্রন্ট।
১৯৮৪ ইং	
১) ৭—৮—৮৪ ইং	কংগ্রেস [আই]

২) ২১—৮—৮৪ ইং	আমরা বাঙ্গালী।
৩) ৪—৯—৮৪ ইং	বামগণতান্ত্রিক ফ্রন্ট
৪) ২৭—১০—৮৪ ইং	কংগ্রেস আই।

১৯৮৫ ইং

১) ১৩—৪—৮৫ ইং	বামগণতান্ত্রিক ফ্রন্ট ও কংগ্রেস আই।
২) ৭—৬—৮৫ ইং	বামগণতান্ত্রিক ফ্রন্ট।
৩) ১১—৬—৮৫ ইং	যুব কংগ্রেস আই।
৪) ১৩—৯—৮৫ ইং	আমরা বাঙ্গালী
৫) ১২—১১—৮৫ ইং	বামগণতান্ত্রিক ফ্রন্ট।

১৯৮৬ ইং

১] ৯—২—৮৬ ইং	কংগ্রেস আই।
২] ১১—২—৮৬ ইং	বামগণতান্ত্রিক ফ্রন্ট।

Admitted Unstarred Question No :—35.

Name of Member :— Shri Kashiram Reang.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Home Department be pleased to state :—

১। ১৯৮৫ সালের ১লা জানুয়ারী হইতে ১৯৮৫ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত রাজ্যে কতগুলি খুন, ডাকাতি ও অন্যান্য অপরাধমূলক ঘটনা সংগঠিত হয়েছে.
(বিভাগ ভিত্তিক পৃথক হিসাব)

২। উক্ত সময়ে ঘটনায় কতজন আহত, নিহত ও নিখোঁজ হয়েছে ?

ANSWER

Name of the Hon'ble Minister :— Shri Nripen Chakraborty,
Chief Minister, Tripura.

১। ১৯৮৫ সালের ১লা জানুয়ারী হতে ১৯৮৫ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যান্ত রাজ্যে খুন ডাকাতি ও অন্যান্য অপরাধমূলক ঘটনার মহকুমা ভিত্তিক পৃথক হিসাব নিম্নে দেওয়া হল :—

মহকুমা	খুন	ডাকাতি	অন্যান্য অপরাধমূলক ঘটনা
সদর	৪৯	৫৬	২১১৭
খোয়াই	৭	২১	৪১০
সোনামুড়া	১১	৩১	২৬১
কৈলাশহর	১০	৯	৬২৫
কমলপুর	১৯	৮	২৪৫
ধর্মনগর	১৬	১৫	৫৯০
উদয়পুর	১৯	১৬	২৫২
বিলোনীয়া	৮	১৬	২৯২
সাব্রুম	১১	১৮	১৯৬
অমরপুর	১০	২২	২৩৯

২। উক্ত ঘটনায় আহত, নিহত ও নিখোঁজের মহকুমা ভিত্তিক পৃথক হিসাব নিম্নে দেয়া হল :-

	মহকুমা	আহত	নিহত	নিখোঁজ
খুন	সদর	৭	৪৯	—
	খোয়াই	১	৭	—
	সোনামুড়া	৩	১১	—
	কৈলাশহর	—	১০	—

	কমলপুর	২৮	৩৬	১
	ধর্মনগর	—	১৬	—
	উদয়পুর	—	১৩	—
	বিলোনীয়া	৩	৮	—
	সাব্রুম	—	১১	—
	অমরপুর	—	১০	—
ডাকাতি	সদর	২৭	৮	—
	খোয়াই	১৭	৫	—
	সোনামুড়া	৪৭	২	—
	কৈলাশহর	—	১	—
	কমলপুর	—	—	—
	ধর্মনগর	—	—	—
	উদয়পুর	১৩	১	—
	বিলোনীয়া	১০	২	—
	সাব্রুম	২৫	—	—
	অমরপুর	—	—	—
অন্যান্য-অপরাধ-মূলক ঘটনা	সদর	৩২৬	২৯	—
	খোয়াই	১৩৯	৭	—
	সোনামুড়া	৬৬	১	—
	কৈলাশহর	—	—	—
	কমলপুর	৫	—	—
	ধর্মনগর	১২৭	২৩	—
	উদয়পুর	৬০	—	—
	বিলোনীয়া	৬৭	২	—
	সাব্রুম	৩১	২	—
	অমরপুর	২৭	২	২

Admitted Unstarred Question No :—53.

Name of the Member :— Sri Len Prasad Malsai,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Tribal Welfare Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ধর্মনগর এ, ডি, সির এলাকার মধ্যে কৃষ্ণ টিলাতে উপনগরী স্থাপনের জন্য যে সিদ্ধান্ত সম্পর্কে সেই কৃষ্ণ টিলাতে কত উপজাতি পরিবার আছে। এবং সেই এলাকা জনসাধারণের সহযোগিতায় করেছেন কি ?

২। বিগত ১৯৮০ ইং সনে দশদা আনন্দবাজারে উপনগরী স্থাপনের জন্য এ. ডি, সি, চেয়ারম্যান শ্রী যুক্ত নারায়ণ রূপনী তিনি নিজে সংজ মিনে তদন্ত ক্রমে আনন্দবাজার [বাজার নিকটবর্তী] উপনগরী স্থাপনের জন্য সেই এলাকায় জনসাধারণের সাথে সহযোগিতা করিয়া ছিলেন উক্ত সিদ্ধান্ত কবে নাগাদ বাতিল করা হইয়াছে ;

— এবং কি কারণে বাতিল করা হইয়াছে ?

৩। উক্ত আনন্দবাজার এলাকা [১] নং ভাণ্ডারীমা গাঁও পঞ্চায়েতের ৭৫০ টি পরিবার আদিম রিয়াং উপজাতি বাস করে, [২] নং কাঞ্চাপানী গাঁও পঞ্চায়েত [৩] নং আনন্দ সাগর গাঁও পঞ্চায়েত [৪] নং গছিরাম পাড়া গাঁও পঞ্চায়েত [৫] নং তৈহামা গাঁও পঞ্চায়েত [৬] নং দক্ষিণ দশদা গাঁও পঞ্চায়েত [৭] নংদশমনী গাঁও পঞ্চায়েত [৮] নং মছু ছৈলেন গাঁও পঞ্চায়েত [৯] নং পূর্ব সাভনালা গাঁও পঞ্চায়েত [১০] নং সাবুয়াল [১১] নং থালছো [১২] নং ভাংমুন, এই বারটি গাঁও পঞ্চায়েতের মধ্যে কম পক্ষে ৬০০০ [ছয় হাজার] উপজাতি পরিবার বাস করেন এর মধ্যে আদিম উপজাতি উল্লেখিত ১২টি গাঁও পঞ্চায়েতের মধ্যে ৫০০০ [পাঁচ হাজার] পরিবার বাস করেন। এইসব এলাকা আনন্দবাজার বা গছিরাম পাড়ার মধ্যেই মধ্যে সেন্টার পরে উল্লেখিত ১২টি গাঁও পঞ্চায়েতের মধ্যে উপনগরী স্থাপনের জন্য সরকারী কোন পরিকল্পনা নেবেন কিনা,

৪। যদি পরিকল্পনা থাকে তবে কবে পর্য্যন্ত কাজ আরম্ভ করিতে পারিব বলিয়া আশা করা যায়,

৫। যদি পরিকল্পনা না নিয়া থাকিলে তার কারন ?

উত্তর

১ ধর্মনগর মহকুমার 'কৃষ্ণ টীলাতে' উপনগরী স্থাপনের কোন সিদ্ধান্ত জেলা পরিষদে এখনও নেওয়া হয় নাই।

২। ধর্মনগর মহকুমার দশদা আনন্দবাজার এলাকায় উপনগরী স্থাপনের কোন সিদ্ধান্ত জেলা পরিষদ কর্তৃক গৃহীত হয় নাই। সুতরাং সিদ্ধান্ত বাতিলের কোন প্রশ্ন উঠে না।

৩। উক্ত এলাকায় উপনগরী স্থাপনের এবং লক্ষে উপযুক্ত প্রয়োজনীয় জায়গা
৪। বা এলাকা আছে কিনা তাহা নির্ণয়ের জন্যে জেলা পরিষদ ১৯৮৬-৮৭ অর্থ বর্ষে স্থানীয়ভাবে জরীপের কাজ হাতে নিতে পারেন।
৫। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Unstarrd Question No :—59.

Name of the Member :— Shri Matilal Saha.

Will the Hon'ble Minister-in Charge of the Political Department be pleased to State—

QUESTION

১। ইহা কি সত্য যে বাংলাদেশের বহু নাগরিক ত্রিপুরা বাংলাদেশ সীমান্তে রাজ্যের অভ্যন্তরে বিনা অনুমতিতে বেআইনীভাবে প্রবেশ করছে ?

২। যদি সত্য হয় তবে ১৯৮১ ইং হইতে ১৯৮৬ইং সনের জানুয়ারী পর্য্যন্ত সরকারী রেকর্ড অনুযায়ী কোন কোন মহকুমার সীমান্ত পথ দিয়ে কতজন বাংলাদেশী নাগরিক বিনা অনুমতিতে বে আইনী ভাবে ত্রিপুরায় প্রবেশ করেছে ?

Name of the Minister-in-Charge of the political Department
Shri Nripen Chakraborti, Chief Minister

ANSWER

১। বাংলাদেশ নাগরিকদের ব্যাপকহারে ত্রিপুরায় অনুপ্রবেশের ঘটনা ঘটেনি। তবে মাঝে মাঝে অল্প সংখ্যক নাগরিক ত্রিপুরা বাংলাদেশ সীমান্ত অতিক্রম করে বিভিন্ন মহকুমার সীমান্ত পথ দিয়ে অনুপ্রবেশ করে। সীমান্ত অতিক্রম কালে সীমান্ত নিরাপত্তা বাহিনীর দৃষ্টিগোচর হলে বাংলাদেশীদের তৎক্ষণাৎ ফেরৎ পাঠিয়ে দেয়া হয়। যাহারা সীমান্ত নিরাপত্তা রক্ষী বাহিনীর দৃষ্টি এড়িয়ে ভিতরে অনুপ্রবেশ করে তাহাদের মোবাইল ট্যাক্স ফোর্স ও পুলিশ অনুসন্ধান করে বের করার কাজে সদা সতর্ক আছে এবং এইরকম বেআইনী অনুপ্রবেশকারীদের চিহ্নিত করে বাংলাদেশে ফেরৎ পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

২। ১৯৮১ইং সন হইতে ১৯৮৬ইং সনের জানুয়ারী মাস পর্য্যন্ত মোবাইল ট্যাস্ক ফোর্স এবং পুলিশ মোট ৫২০৮ জন অনুপ্রবেশকারীকে অনুসন্ধান করিয়া বাংলাদেশে ফেরৎ পাঠিয়ে দিয়েছে। ঐ সময়ে সীমান্ত নিরাপত্তা রক্ষী বাহিনী মোট ২০২ জন অনুপ্রবেশকারীকে সীমান্ত অতিক্রমকালে ধরে বাংলাদেশে ফেরৎ পাঠিয়ে দিয়েছে। মহকুমা ভিত্তিক বহিস্কৃত অনুপ্রবেশকারীদের হিসাব নিম্নে দেওয়া হইল।

মোবাইল ট্যাস্ক ফোর্স এবং পুলিশ কর্ত্তৃক ধৃত এবং বাংলাদেশে বিতাড়িত অনুপ্রবেশকারীদের মহকুমা ভিত্তিক হিসাব।

মহকুমার নাম	১লা জানুয়ারী ১৯৮৫ ইং হইতে ৩১—১২—৮৫ ইং পর্য্যন্ত অনু-প্রবেশকারী এবং বিতাড়িতদের সংখ্যা	১লা জানুয়ারী ১৯৮৬ ইং হইতে ৩১শে জানুয়ারী ১৯৮৬ ইং পর্য্যন্ত অনু-প্রবেশকারীর এবং বিতা-ড়িতদের সংখ্যা
সদর	২১৬১ জন	১৬০ জন
ধর্মনগর	৪০০ জন	১২৭ জন
খোয়াই	৭৮ জন	১০ জন
কমলপুর	৩৬ জন	৩ জন
সোনামুড়া	৬৭ জন	—
কৈলাশহর	৩০ জন	১ জন
সাব্রুম	২ জন	—
	মোট :—২৯০৭ জন	৩০১ জন

সর্বমোট— ৩২০৮ জন।

নিরাপত্তা রক্ষা বাহিনী কর্তৃক ধৃত এবং বাংলাদেশে বিতাড়িত অনুপ্রবেশকারীদের মহকুমা ভিত্তিক হিসাব :-

মহকুমার নাম	১লা জানুয়ারী ১৯৮৫ইং হইতে ৩১-১২-১৯৮৫ইং পর্য্যন্ত অনুপ্রবেশকারীর এবং বিতাড়ণ কারীর সংখ্যা	১৯৮৬ইং সনের জানুয়ারী মাসে অনুপ্রবেশকারীর এবং বিতাড়ণকারীর সংখ্যা
সদর —	১১৬ জন	১০ জন
সোনামুড়া --	৫০ জন	—
বিলোনীয়া --	৫ জন	—

ধর্মনগর —	৬ জন	৪ জন
কৈলাশহর —	৫ জন	
খোয়াই —	৬ জন	
মোট —	১৮৮ জন	১৪ জন
সর্বমোট—	২০১ জন	

Admitted Un-starred Question No.— 60.

Name of Member :— Shri Mono Ranjan Majumder.

প্রশ্ন

ক) ১৯৮০ ইং হইতে ১৯৮৫ ইং পর্যান্ত রাজ্যে বিভিন্ন ব্লকে সর্বমোট কয়টি (ক্ষুদ্র ও বৃহৎ) পানীয় জল সরবরাহ প্রকল্পের কাজ (কনষ্ট্রাকসন্) সম্পূর্ণ হইয়াছে, (ব্লক ভিত্তিক হিসাব), এবং

উত্তর

ক) ব্লক ভিত্তিক হিসাব নিম্নে দেওয়া হইল :—

১।	বিশালগড় ব্লক	—	২০টি
২।	জিরানীয়া ,,	—	৫টি
৩।	মেলাঘর ,,	—	২টি
৪।	মোহনপুর ,,	—	১৫টি
৫।	তেলিয়ামুড়া ,,	—	৫টি
৬।	অমরপুর ,,	—	৭টি
৭।	খোয়াই ,,	—	২টি

৮।	কুমারঘাট ,,	—	৪টি
৯।	ছামনু ,,	—	২টি
১০।	কাঞ্চনপুর ,,	—	৩টি
১১।	পানিসাগর ,,	—	২টি
১২।	সালেমা ,,	—	৪টি
১৩।	ডম্বুরনগর ,,	—	১টি
১৪।	মাতারবাড়ী ,,	—	১৪টি
১৫।	বগাফা ,,	—	৫টি
১৬।	সাতচাঁদ ,,	—	২টি
১৭।	রাজনগর ,,	—	৬টি
	মোট—		৯৭টি

তাছাড়া, আর, ডাব্লিউ, এস, অব্ আর, ডি, ডিপার্টমেন্ট পশ্চিম জেলায় ১টি ও উত্তর জেলায় ৩টি মোট ৪টি ক্ষুদ্র জল সরবরাহ প্রকল্প তৈরী করিয়াছেন।

প্রশ্ন

খ) উক্ত সময়ে এই প্রকল্পে সর্বমোট কত টাকা খরচ হইয়াছে ?

গ) ২৮ | ২ | ১৯৮৬ ইং তারিখ পর্য্যন্ত এই প্রকল্পের কতটি চালু হইয়াছে ?

উত্তর

খ) মোট ৫ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছে। আর, ডব্লিউ, এস্ এর মোট ব্যয় ১০ লক্ষ টাকা।

গ) মোট ১০১টি প্রকল্পই চালু হইয়াছে।

PROCEEDING OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISION OF THE CONSTITUTION OF INDIA

The Assembly met in the Assembly House, Agartala on 25th March, 1986, Tuesday at 11-00 A, M.

PRESENT

Shri Amarendra Sharma, Speaker in the Chair, the Chief Minister, the Deputy Chief Minister, 9 (Nine) Ministers, the Deputy Speaker and 41 Members,

QUESTIONS AND ANSWERS

Mr. Speaker :— আজকের কার্যসূচীতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্তর প্রদানের জন্য প্রশ্নগুলি সদস্যগণের নামের পার্শ্বে উল্লেখ করা হয়েছে। আমি পর্য্যায়ক্রমে সদস্যগণের নাম করলে তিনি তাঁর নামের পার্শ্বে উল্লেখিত যে কোন নাম্বার জানাবেন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগের মন্ত্রী মহোদয় উত্তর দেবেন। শ্রী জওহর সাহা।

শ্রী জওহর সাহা :— মি· স্পীকার স্যার·· এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার—৩৬১।

মি: স্পীকার :— এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার—৩৬১।

শ্রী দশরথ দেব : - মি: স্পীকার স্যার' এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার—৩৬১।

প্রশ্ন

১। অমরপুরে নূতন বাজার ও চেলাগাং হাই স্কুলে বর্তমানে ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষক শিক্ষিকার সংখ্যা কত ?

২। উক্ত স্কুলগুলিতে বিষয় শিক্ষক সহ আরও প্রয়োজনীয় শিক্ষক ও শিক্ষিকা নিযুক্ত করা হবে কিনা ?

৩। ইহা কি সত্য যে উক্ত স্কুলগুলিতে ছাত্রছাত্রীর প্রয়োজন অনুসারে স্থান সংকুলানের জন্য নূতন গৃহ নির্মানের জন্য স্থান নির্বাচন করা হয়েছে ?

৪। সত্য হইলে উক্ত দুটি স্কুলের জন্য কোথায় কোথায় স্থান নির্বাচন করা হয়েছে ?

উত্তর

১। নূতন বাজার হাই স্কুল নয়, ইহা দ্বাদশমান বিদ্যালয়। এই বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা মোট ৪৪২ জন (ছাত্র—৩২২ এবং ছাত্রীর সংখ্যা ১৩০ জন) শিক্ষক শিক্ষিকার সংখ্যা ১৯ জন (শিক্ষক ১৮ এবং শিক্ষিকা ১ জন) চেলাগাং হাই স্কুলের ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ২১৯ জন ছাত্র ১৫৭ জন ছাত্রী ৬২ জন) শিক্ষক সংখ্যা ৭ জন, শিক্ষিকা নাই।

২। হ্যাঁ, নিযুক্ত করা হবে এবং কিছুদিন আগে যে অফার এণ্ড এপয়েন্টমেন্ট যাদের দেওয়া হয়েছিল তাদের মধ্য থেকে কয়েকজনকে সেখানে পোষ্টিং দেওয়া হয়েছে কিন্তু তারা এখনও জয়েন্ট করেন নাই।

৩। নূতন বাজার স্কুলের নূতন গৃহ নির্মানের স্থান নির্বাচন করা হয়েছে। চেলাগাং স্কুলের স্থান এখনও নির্বাচিত হয় নাই। একটু ডিস্পুট আছে।

৪। নূতন বাজার স্কুলের স্থান নির্বাচিত হয়েছে অরবিন্দ পল্লীতে, চেলাগাং স্কুলের স্থান এখনও নির্বাচিত হয় নাই।

শ্রী জওহর সাহা :— সাপ্লিমেন্টারি স্যার, নূতন বাজার দ্বাদশ বিদ্যালয় যেটা সেখানে দীর্ঘদিন যাবৎ হেড মাষ্টার নাই, ফলে সেখানে ছাত্রদের মধ্যে এবং শিক্ষকদের মধ্যে একটা প্রচণ্ড অসুবিধা দেখা দিয়েছে। দ্বিতীয়তঃ সেখানে বিষয় শিক্ষকের অভাব। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যেটা বললেন যে সম্প্রতি কয়েকজন মাষ্টার দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তারা এখনও জয়েন্ট করেননি। ফলে সেখানে দেখা যায় যে বিগত দিনেও ছাত্ররা ভাল বা আশানুরূপ ফল করতে পারেনি চেলাগাং স্কুল যেটা সেখানে মাধ্যমিক পর্য্যন্ত আছে কিন্তু সেখানে মাত্র একজন ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক যিনি প্রধান শিক্ষকের কাজ চালাচ্ছেন আবার ক্লাসও নিচ্ছেন এবং অন্যান্য কাজও চালাচ্ছেন। আবার সেখানে বিষয় শিক্ষক অভাব রয়েছে। তাই ইংরেজীর জন্য এবং জীব বিজ্ঞানের জন্য অনতিবিলম্বে শিক্ষকের দেওয়া হবে কিনা নূতন বাজার ও চেলাগাংয়ের জন্য এবং দেওয়া হলে কবে নাগাদ দেওয়া হবে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রী দশরথ দেব :— মিঃ স্পীকার স্যার মাননীয় প্রশ্ন কর্তা যে কি জানতে চেয়েছেন সেটা বুঝা কঠিন হয়েছে। নূতন বাজার দ্বাদশ বিদ্যালয় যেটা সেখানে আমি বলেছি যে ১৯ জন শিক্ষক আছেন। কাজেই সেখানে শিক্ষকের অভাব আছে বলে মনে হয় না। তবে বিষয় শিক্ষক কয় জন আছেন সেটা আমি এখন বলতে পারবনা, কারণ কোয়েশ্চনের মধ্যে তা নাই। প্রধান শিক্ষক নাই তবে সহপ্রধান শিক্ষক আছেন। অনেক স্কুলে এখনও আমরা প্রধান শিক্ষক দিতে পারিনি। কিন্তু সহ-প্রধান শিক্ষক যেহেতু গেজেটেড সেহেতু কোন অসুবিধা থাকার কথা নয়। যাই হোক আমরা প্রধান শিক্ষক দেওয়ার চেষ্টা করছি। আর চেলাগাংয়ের কথা যেটা বলা হয়েছে সে ব্যাপারে বলছি যে, ইতিমধ্যে বায়ো-সাইন্স, বা জীব বিজ্ঞানের শিক্ষক প্লেইস করা হয়েছে। পিউর সাইন্স ও সংস্কৃতের জন্য শিক্ষক দেওয়া হতে পারে কিন্তু কোন হাইস্কুলে ইংরেজীর জন্য আলাদা শিক্ষক দেওয়া হয় না।

শ্রী জওহর সাহা :— সাপ্লিমেন্টারি স্যার; চেলাগাং স্কুলে ইংরেজী, সংস্কৃত, লাইফ সাইন্স

প্রভৃতির জন্য কবে নাগাদ প্রয়োজনীয় শিক্ষক দেওয়া হবে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রী দশরথ দেব :— মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য বোধহয় আমার উত্তর শুনেন নাই, তবু বলছি যে ইতিমধ্যে দেওয়া হয়েছে।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী দিবাচন্দ্র রাংখল।

শ্রী দিবাচন্দ্র রাংখল :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নং—৭০।

মিঃ স্পীকার :— এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার—৭০।

শ্রী দশরথ দেব :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার—৭০।

১। প্রঃ— উত্তর ত্রিপুরায় শিকারী বাড়ী উপ-নগরীতে রেসিডেনসিয়েল স্কুলে বর্তমানে শিক্ষক—শিক্ষিকা ও ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা কত (ছাত্রছাত্রীর পৃথক পৃথক হিসাব)।
উত্তর :— শিক্ষকের সংখ্যা ৯ জন, শিক্ষিকা নাই। এই স্কুলে এখন এই শিক্ষকেই হবে। শিক্ষিকা এখন দেওয়া যাবেনা। কারণ উপ-নগরী এখনও পুরোপুরি চালু হয়নি। ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ১৬৭ জন (ছাত্র ১৪০ জন এবং ছাত্রী ২৭ জন)।
২। প্রঃ— ইহাও কি সত্য যে উক্ত রেসিডেনশিয়েল স্কুলে বহু ছাত্রছাত্রী ভর্ত্তি হওয়ার জন্য দরখাস্ত করা সত্বেও তাদেরকে ভর্ত্তি করা হচ্ছে না ?
উত্তর :— রেসিডেনশিয়েল স্কুল হিসাবে আমরা সেটা চালু করেছিলাম। কিন্তু কাছাকাছির ছাত্রছাত্রী পড়তে চাইবে বলে আমরা এক্সপেক্ট করছি, কিন্তু তার সংখ্যা সীমাবদ্ধ থাকবে। আর দরখাস্ত করে ছাত্র ভর্ত্তি হতে পারেনি এটা ঠিক না। বোর্ডিংয়ে ছাত্র রাখার একটা কেপাসিটি থাকবে, এর বাহিরে যদি কেউ দরখাস্ত করে তাহলে তাদের দেওয়া যাবেনা কারণ এটা স্কুল না, এটা হচ্ছে রেসিডেনশিয়েল স্কুল।
৩। প্রশ্ন :— যদি সত্য হয় তাহার কারণ ?
উত্তর :— ২নং প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রশ্ন আর উঠেনা।

শ্রী দিবাচন্দ্র রাংখল :— সাপ্লিমেণ্টারি স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে, এখানে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ১৪০ ও ২৭ জন। কিন্তু সে যাহাই হোক না কেন এই রেসিডেনশিয়েল স্কুলে ছাত্রছাত্রীর খাওয়া দাওয়া, থাকার ও পানীয় জলের ব্যবস্থা আছে কিনা এবং কত ক্লাস পর্য্যন্ত হয়েছে ও রীতিমত পড়াশুনা হচ্ছে কিনা, এ সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রী দশরথ দেব :— মি. স্পীকার স্যার, প্রথমতঃ সেখানে জলের কোন অসুবিধা নাই, কারণ সেখানকার ডিপ টিউব ওয়েল খুব ভাল জল সাপ্লাই করছে এবং ঘরের কোন অসুবিধা নাই, কারণ ১০০টি ছাত্রের জন্য পাকা বিল্ডিং আছে আর মেয়েদের ১০০ জন থাকার মত

বিল্ডিং কম্‌প্লিট, ২রা এপ্রিল আমরা মেয়েদের হোষ্টেল খুলে দেব। কেপাসিটি পুরোপুরি দেওয়া হবেনা কারণ সেখানে ১, ২, ৪ ও ৫ ক্লাস করে ধীরে ধীরে উঠবে। তবে এখন আমরা ১০০ জন ছাত্রকে নিতে পারছিনা। কারন এই স্কুলটিকে মাধ্যমিক পর্য্যন্ত করার স্কীম আমাদের রয়েছে। কাজেই এই খানে যারা পড়ছে তারা এই স্কুলেই মাধ্যমিক পর্য্যন্ত পড়বে। আর এখনই আমরা ১০০ জন ছাত্র নিচ্ছিনা, কারণ এখন যারা ক্লাস সেভেন এবং এইটে আছে তারা পাশ করলে পরে এরা থাকবে কোথায় ? তবে আমরা ঠিক করেচি যে, এখন আমরা ৫০ জন ছাত্র এবং ৫০ জন ছাত্রী নিয়ে ক্লাস শুরু করব। বর্তমানে আমাদের ৩০ জন ছাত্র আছে এটাকে বাড়িয়ে ৫০ জন অর্থাৎ আরো অতিরিক্ত ২০ জন নেবার জন্য নির্দ্দেশ দিয়েছি। আর ছাত্রীদের সাধারণতঃ পাওয়া যাচ্ছেনা। এখন আমরা ২৫ জন ছাত্রী নিয়ে ক্লাশ শুরু করেছি। আর যদি ছাত্রী পাওয়া যায় তবে নেওয়া হবে। আর স্কুল বিল্ডিং কম্‌প্লিট হয়ে গেলে আমরা ফুল কেপাসিটি, নিতে পারব। এখন বোর্ডিং-এর একটা পোরসন ক্লাশ চলছে।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী শ্যামাচরণ ত্রিপুরা।

শ্রী শ্যামাচরণ ত্রিপুরা ঃ — মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোশ্চান নাম্বার—১৬৩।

শ্রী দশরথ দেব ঃ – মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোশ্চান নাম্বার —১৬৩।

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে রাজ্য সরকার কর্তৃক ছাওমনু টি ডি. ব্লক অন্তর্গত ময়নামা গ্রামে ভরত দেববর্মা পাড়া জুনিয়র বেসিক স্কুল নামে একটি স্কুল কয়েক বছর আগে মঞ্জুর করে তাতে কিছু সংখ্যক শিক্ষক ও নিয়োগ করা হয়েছিল।

২। সত্য হইলে স্কুলটি বর্তমানে কি অবস্থায় আছে ?

উত্তর

১। কয়েক বৎসর পূর্বে, সত্য নহে। গত বৎসর অর্থাৎ ১৯৮৫তে এই স্কুলটি মঞ্জুর করা হয় এবং ১৯৮৬তে একজন শিক্ষক নিযুক্ত করা হয়।

২। প্রশ্ন উঠে না, তবে বর্তমানে স্কুলটি কমিটির সাময়িকভাবে দেওয়া একটি ঘরে ক্লাশ চলিতেছে স্কুল ঘর নির্মানের জন্য ব্লক অফিস হইতে মঞ্জুরী প্রদান করা হইয়াছে এবং নুতন ঘর নির্মানের কাজ চলিতেছে। সেই স্কুলে ২৫ জন ছাত্র নিয়ে একজন শিক্ষক ক্লাশ করছেন।

শ্রী শ্যামাচরণ ত্রিপুরা :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, আমি কিছুদিন আগেও দেখেছি যে, এইখানে মোটেই স্কুল চলছে না। তাছাড়া ভরত দেববর্মা পাড়া স্কুল ময়নামা হাই স্কুল থেকে মাত্র আধ কিলোমিটারের মধ্যে রয়েছে। এছাড়া এই ময়নামাতে আরো ৭টি স্কুল রয়েছে।

কাজেই এই আধ কিলোমিটারের মধ্যে স্কুলটি না করে কোন দূরবর্তী স্থানে হলে ভাল হত। অখিল দেববর্মা পাড়া যেখানে ২ কিলোমিটারের মধ্যে কোন স্কুল নেই সেখানে কেন স্কুল দেওয়া হয় না? তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রী দশরথ দেব :— মিঃ স্পীকার স্যার, এটা স্থানীয় লোকদের চয়েজ অনুসারে স্কুল দেওয়া হয়, তাতে যদি ঘনও হয় তাতে কোন আপত্তি নেই। আর কোন দূরবর্ত্তী স্থানে যদি স্কুল এর দরকার হয় তবে আমরা সেখানে স্কুল খুলব।

শ্রী শ্যামাচরণ ত্রিপুরা :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, এই মধনামাতে একটি সিনিয়র বেসিক স্কুল একটি হাই স্কুল রয়েছে মাত্র আধ কিলোমিটারের মধ্যে, কাজেই সে স্কুলে ছাত্রদের সংখ্যা খুবই নগন্য কাজেই আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করব যে এই স্কুলটিকে যদি অন্যত্র রিপ্লেস করা যায় যেখানে ছাত্রদের পড়াশুনার ক্ষেত্রে অসুবিধা রয়েছে, তা হলে ভাল হয়, এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা?

শ্রী দশরথ দেব :— মিঃ স্পীকার স্যার, এই স্কুলটিকে ভেঙ্গে দেবার কোন প্রশ্নই উঠেনা। তবে দূরবর্তী স্থানে যদি স্কুলের দরকার হয় তবে সে স্থানে নূতন স্কুল খোলা যাবে।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী লেনপ্রসাদ মালসাই।

শ্রী লেনপ্রসাদ মালসাই :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোশ্চান নাম্বার—২৫৯।

শ্রী দশরথ দেব :— মিঃ স্পীকার স্যার এডমিটেড কোশ্চান নাম্বার—২৫৯।

প্রশ্ন

১। বর্তমানে ত্রিপুরায় কয়টি অনাথ আশ্রম আছে এবং উক্ত আশ্রমগুলিতে কতজন ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষক-শিক্ষিকা আছেন, [ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষক-শিক্ষিকার পৃথক পৃথক হিসাব]।

২। উক্ত আশ্রমের ছাত্র-ছাত্রীদের মাসিক কত টাকা স্টাইপেণ্ড দেওয়া হয় এবং কি কি সুযোগ সুবিধা সহ সাহায্য করা হয়?

৩। আগামী ১৯৮৬-৮৭ আর্থিক বৎসরে আরও নূতন কোন অনাথ আশ্রম খোলার পরিকল্পনা আছে কিনা?

৪। যদি পরিকল্পনা থাকে তবে কবে এবং কোন কোন স্থানে নূতন অনাথ আশ্রম খোলার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে?

উত্তর

১। বর্তমানে ত্রিপুরায় মোট ২০টি অনাথ আশ্রম আছে। তার মধ্যে সরকারী পরিচালনাধীন আশ্রমের সংখ্যা ৬টি এবং বে-সরকারী পরিচালনাধীন আশ্রমের সংখ্যা ১৪টি। বর্তমানে এই আশ্রমগুলিতে মোট ৮৭৭ জন ছাত্রছাত্রী আছে। সরকার পরিচালিত

আশ্রমগুলির ৬টির মধ্যে ৫টিতে ২জন করিয়া টিউটর নিযুক্ত আছেন, অন্যটিতে একজন সহ-শিক্ষক আছেন। বে-সরকারী আশ্রমগুলি একটি কেন্দ্রীয় প্রকল্পের অধীনে স্থাপিত। এই কেন্দ্রীয় প্রকল্পে আশ্রমের জন্য কোন শিক্ষক-শিক্ষিকা নিয়োগের ব্যবস্থা নাই। বে-সরকারী আশ্রমগুলি একটি কেন্দ্রীয় প্রকল্পের অধীনে স্থাপিত। এই কেন্দ্রীয় প্রকল্পে আশ্রমের জন্য কোন শিক্ষক-শিক্ষিকা নিয়োগের ব্যবস্থা নাই। বে-সরকারী আশ্রমের আবাসিক বালক বালিকাগণের জন্য আশ্রমে নিকটবর্ত্তী বিদ্যালয়ে অধ্যয়নের ব্যবস্থা করা হয়।

২। আশ্রমের ছাত্র-ছাত্রীদের পৃথক কোন ষ্টাইপেণ্ড দেওয়া হয়না। তাদের খাওয়া দাওয়া পোযাক পরিচ্ছদ এবং পড়াশুনার জন্য বই পত্র, খাতা কালি, কলম, ইত্যাদি সব রকম সরঞ্জাম আশ্রম কর্তৃপক্ষ বহন করে থাকেন। বর্তমানে জনপ্রতি দৈনিক ৬ টাকা হারে খাবার দাবার ও পোষাক পরিচ্ছদের ব্যবস্থা রয়েছে।

৩। আগামী ১৯৮৬-৮৭ আর্থিক বৎসর আরও নূতন অনাথ আশ্রম খোলার পরিকল্পনা আছে।

৪। আর্থিক বৎসরে সরকারী পরিচালনাধীনে খোয়াই-এর আমপুরায় উপজাতি অনাথ বালক বা লিকাদের জন্য একটি আশ্রম খোলার সরকারী পরিকল্পনা আছে।

শ্রী লেন প্রসাদ মালসাই :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, এখানে যে ৬টি অনাথ আশ্রম সরকারী পরিচালনা এবং ১৪টি বে-সরকারী পরিচালনাধীনে আছে বলে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন, সেগুলি কোন্ কোন্ এলাকায় এবং কোন্ সাব-ডিবিসনে রয়েছে তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রী দশরথ দেব : - স্যার এই নামগুলি আমার কাছে নেই তবে পরবর্ত্তী সময়ে সেগুলি দিতে পারব।

শ্রী সৈয়দ বসিত আলী :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে কৈলাশহরে একটি অনাথ আশ্রম রয়েছে সে অনাথ আশ্রমটি সরকারী পরিচালনাধীন কি না? যদি হয় তবে এই আশ্রমে ছাত্রছাত্রীদের সংখ্যা কত এবং জনসংখ্যার দিক দিয়ে এই আশ্রমটি যথেষ্ট কিনা? তৃতীয়তঃ এখানে অ-উপজাতি শিশুদের সংখ্যা কত, তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রী দশরথ দেব : - স্যার, আমি এখন বলতে পারছি না এটি সরকারী না বে-সরকারী তবে সেটা যদি নোটিফায়েড এরিয়ার মধ্যে হয় তাহলে সেটা বে-সরকারী হতে পারে।

শ্রী জওহর সাহা : - সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি এই যে,

QUESTIONS AND ANSWERS

বে-সরকারী অনাথ আশ্রম নোটিফায়েড এরিয়ার মধ্যে রয়েছে সে সকল আশ্রম দেখা যায় ছুটির সময়েও সেখানে ছাত্রছাত্রীরা থাকে না, কিন্তু তাদের সেখানে প্রেজেন্ট দেখিয়ে সেই টাকাগুলি আত্মসাৎ করে নেয় এই সম্পর্কে [illegible] এই সব তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের নিকট আছে কি না ?

শ্রী দশরথ দেব :— মিঃ স্পীকার স্যার, এই সব তথ্য আমার কাছে নেই।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী রুদ্রেশ্বর দাস :

শ্রী রুদ্রেশ্বর দাস :— মিঃ স্পীকার স্যার এডমিটেড কোশ্চান নম্বর —১৩০।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী :— মিঃ স্পীকার স্যার এডমিটেড কোশ্চান নাম্বার—১৩০।

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরা রাজ্যে কত জন সরকারী শিক্ষক ও কর্মচারী গ্রুপ্ ইনসুরেন্স স্কীম-এর আওতায় এসেছেন ?

২। ত্রিপুরা রাজ্যের বে-সরকারী বিদ্যালয় (নন্-গভার্ণমেন্ট স্কুল) গুলোর শিক্ষক ও কর্মচারীগণকে উক্ত স্কীমের আওতায় আনার কোন পরিকল্পনা সরকার গ্রহণ করেছেন কি না ?

৩। করে থাকলে উক্ত ব্যাপারে সরকার কি কি উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন ?

উত্তর

১। জিলা ট্রেজারী প্রাপ্ত রিপোর্ট অনুযায়ী আগষ্ট ১৯৮৫ইং পর্য্যন্ত মোট ৫৫,৪৭৩ জন শিক্ষক ও কর্মচারী গ্রুপ্ ইনসুরেন্স স্কীমের আওতায় এসেছেন।

২। ত্রিপুরা রাজ্য সরকারী কর্মচারী গ্রোপ ইনসুরেন্স স্কীম ১৯৮৩ইংতে কোন বে-সরকারী সংস্থার শিক্ষক ও কর্মচারীদের যোগদানের সুযোগ নেই।

৩। প্রশ্ন উঠেনা।

শ্রী রুদ্রেশ্বর দাস :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা বে-সরকারী বা যাতে গ্রুপ ইসস্যুরেন্সের আওতায় আসতে পারে তার জন্য নিয়মটা পরিবর্তন করা হবে কি না ?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী :— এটা শুধু বে-সরকারী কর্মচারীদের বা শিক্ষকদের প্রশ্নই নয়, যেসমস্ত আধা সরকারী সংগঠন রয়েছে, যেমন মিউনিসিপ্যালিটি ইত্যাদি তাদের কর্মচারীদের এই সমস্যা রয়েছে। এটা শুধু রাজ্য সরকারের উপর নির্ভর করে না. ইনসুরেন্স যে প্রতিষ্ঠান আছে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ যদি সম্ভব হয় তা হলে চেষ্টা করে দেখা যাবে।

শ্রী জওহর সাহা :— যে সকল শিক্ষক কর্মচারীকে গ্রুপ ইনস্যুরেন্সের আওতায় আনা হয়েছে

তার যে সংখ্যাটা দিয়েছেন, সেই সংখ্যাটা কি সাব-ডিভিশন ভিত্তিক দিতে পারেন মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় ?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী : - এটা আমার কাছে নাই।

সৈয়দ বসিদ আলী :— যে সকল বে-সরকারী স্কুল রয়েছে জনস্বার্থে সেগুলি সরকার কর্তৃক আধ গ্রহণ করে এইসব শিক্ষকদের যন্ত্রনার হাত থেকে রক্ষা করে তাদের এই গ্রুপ ইনসুরেন্সের আওতায় আনার কোন পরিকল্পনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের আছে কি না ?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী :— স্যার, বে-সরকারী স্কুল সরকারী কর্তৃত্বাধীনে নিয়ে আসার আইন পাশ হয়েছে। যেগুলিকে সরকার মনে করবে সেগুলিকে নেবেন এবং তারা সব সুযোগ সুবিধা পাবেন।

মি: স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী মনোরঞ্জন মজুমদার।

শ্রী দশরথ দেব : — মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় অডমিটেড কোশ্চান নাম্বার—২৮৯।

প্রশ্ন

ক) ১৯৮২-৮৩, ১৯৮৩-৮৪ ও ১৯৮৪-৮৫ইং আর্থিক বৎসরে বুক ব্যাংকের মাধ্যমে বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের দেওয়ার জন্য মোট কত টাকার বই কেনা হয়েছে [আথিক বৎসর ভিত্তিক হিসাব)

খ) ইহা কি সত্য যে, বুক ব্যাংক হইতে বহু পুরানো বই ছাত্রছাত্রীদের দেওয়া হইয়াছে যাহা পাঠের অযোগ্য।

উত্তর

ক) ৯,৮৯, ৫৮৮'০০ টাকা :

১৯৮২-৮৩ = ১,৬২,৫৬৯ টাকা
১৯৮৩-৮৪ = ৩.০০,১১৯ টাকা
১৯৮৪-৮৫ — ৫,২৬,৯০০ টাকা
মোট···৯,৮৯,৫৮৮ টাকা।

খ) সত্য নহে, পাঠের অযোগ্য বই সাধারণ ছাত্রদের দেওয়া হয় না।

শ্রী মনোরঞ্জন মজুমদার : বুক ব্যাংকে যে সব বই কেনা হয়েছে, তার মধ্যে পাঠ্য নয়, এমন সব বইও কেনা হয়েছে এটা সত্য কিনা ?

শ্রী দশরথ দেব :— টাকাগুলি দেওয়া হয় পাঠ্য বই কেনার জন্য। এর বাইরে কেনা হয় কিনা আমার জানা নেই।

শ্রী মনোরঞ্জন মজুমদার :— পাঠ্য বহির্ভূক্ত বইও কেনা হয়েছে, এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়

QUESTIONS AND ANSWERS

তদন্ত করে দেখবেন কিনা ? তাছাড়া ২/৩ বৎসরের পুরানো বইও আছে যেগুলির ভিতরে পাতা নেই, এমন সব বই দেওয়া হয় ছেলে মেয়েদের, এটাও তদন্ত করে দেখবেন কিনা ?

শ্রী দশরথ দেব :— স্পেসিফিক কোশ্চান না হলে তদন্ত হয় না। কয়েক হাজার স্কুলের মধ্যে কোন্ স্কুলে পাঠ্য পুস্তক ছাড়া অন্য বই কেনা হয়েছে সেটা তদন্ত করা সম্ভব নয়। তাছাড়া পুরনো বই নিশ্চয়ই আমরা দেব যদি পাঠ্য থাকে। দুই একটা পাতা না থাকলে সেগুলি চেক আপ করে দেওয়া হবে।

শ্রী তরণী মোহন সিনহা :— গত ২/৩ মাস-এর মধ্যে অনেক স্কুল পুড়ে গেছে। যেমন বেলছড়া হাই স্কুল, রাতা ছাড়া হাই স্কুল পুড়ে গেছে। সেজন্য এই আর্থিক বৎসরে ছাত্রছাত্রীদের বুক ব্যাংক থেকে বই দেওয়া যাচ্ছে না। এই স্কুলগুলিতে নূতন করে বই দেবার পরিকল্পনা আছে কিনা ?

শ্রী দশরথ দেব :— প্রত্যেক বছর বই কেনার জন্য একটা টাকা ধরা থাকে। তবে পুরনো বই যদি পুড়ে যায়, সেটার চাহিদা পূরণ করা কি সম্ভব ? এটা সম্ভব নয়।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী বিদ্যা চন্দ্র দেববর্মা।

শ্রী বিদ্যা চন্দ্র দেববর্মা :— এডমিটেড কোশ্চান নাম্বার—১৬৬।

শ্রী দশরথ দেব :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কেশ্চোন নাম্বার—১৬৬।

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরায় বর্তমানে রাজ্য সরকারের গ্রান্ট-ইন এণ্ড প্রাপ্ত মিউজিক কলেজের সংখ্যা কত ? এবং

২। ত্রিপুরায় যে সমস্ত বে সরকারী কলেজ আছে সেই সমস্ত মিউজিক কলেজগুলিকে রাজ্য সরকার কর্তৃক গ্র্যান্ট ইন-এণ্ড দেওয়ার কোন পরিকল্পনা অছে কিনা ?

৩। ১৯৮৫—৮৬ইং আর্থিক বৎসরে খোয়াই মহকুমার খোয়াই সংগীত মহাবিদ্যালয়ের জন্য সরকার হইতে কোন সাহায্য দেওয়া হয়েছে কি ?

৪। হইলে কি কি সাহায্য দেওরা হয়েছে ?

উত্তর

১। ৫টি।

২। হ্যাঁ, আছে।

৩। হ্যাঁ।

৪। সংগীতের যন্ত্রপাতি ও আসবাব পত্র কেনার জন্য আর্থিক সাহায্য দেওয়া হয়েছে।

শ্রী বিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে এই গ্র্যাণ্ড ইন এণ্ড প্রাপ্ত মিউজিক কলেজগুলি কোথায় কোথায় আছে এবং ঐ সমস্ত মিউজিক কলেজ থেকে যারা

পাশ করে বেরিয়াছে তাদের মাধ্যমিক স্কুল এবং হাইয়ার সেকেণ্ডারী স্কুলগুলিতে নিয়োগ করার কোন সরকারী পরিকল্পনা আছে কিনা ?

শ্রী দশরথ দেব :-- ত্রিপুরা রবীন্দ্র পরিষদ, আঁকা বুকি, তপোবন সংগীত বিদ্যালয়, কৈলাশহর সংগীত মহাবিদ্যালয়, খোয়াই সংগীত মহাবিদ্যালয়। এই ৫টি সংগীত মহা বিদ্যালয় আর্থিক অনুদান পেয়ে থাকে। গত বৎসর দুই হাজার টাকা করে দেওয়া হয়েছে। পাশ করার পর চাকুরী দেওয়ার ব্যাপারে কোন পরিকল্পনা সরকার করতে পারেন না। এখানে বহু মিউজিক কলেজ আছে। পাশ করলেই চাকরী দেওয়া হবে, এটা তো হতে পারে না, তবে যদি সরকারী সংগীত শিক্ষকের দরকার হয় তবে নিশ্চয়ই সেটা বিবেচনা করা হবে।

শ্রী সমীর দেব সরকার :- বে-সরকারী সংগীত মহাবিদ্যালয়গুলিকে প্রধাণতঃ রেকারিং এবং নন-রেকারিং, এই দুই খানে অনুদান দেওয়া হয়। তা হলে গত বৎসর কোন্ মহা বিদ্যালয়ে কোন্ খানে কত টাকা দেওয়া হয়েছে ?

শ্রী দশরথ দেব :— এই তথ্য আমার কাছে নেই। তবে গ্র্যান্টস-ইন-রুলস্ অনুযায়ী এই পাঁচটা কলেজের প্রত্যেকটিই টাকা পায়।

শ্রী সুবোধ চন্দ্র দাস :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানিয়েছেন যে- রাজ্যের ৫টি বে-সরকারী মিউজিক কলেজকে গত আর্থিক বছরে সরকারী অনুদান দেওয়া হয়েছে। আবার ধর্মনগরেও এই সকল কয়েকটি বে-সরকারী মিউজিক কলেজ রয়েছে এবং তারা দীর্ঘদিন ধরে সরকারী গ্রেন্ট-ইন এণ্ড পাওয়ার জন্য সরকারের কাছে আবেদন নিবেদন করে আসছে। কাজেই আগামী আর্থিক বছরে যেসব বে-সরকারী মিউজিক কলেজগুলি আছে, সেগুলিকে গ্রেন্ট-ইন-এণ্ডের আওতায় আনা হবে কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রী দশরথ দেব :- কোন প্রতিষ্ঠানকে গ্রেন্ট-ইন-এণ্ড স্কুলের আওতায় আনতে গেলে, তার যে রুলস্ আছে, সেগুলি ঐ সব প্রতিষ্ঠানগুলি ফলাফল করছে কিনা, সেটা আগে আমাদের দেখতে হবে, তাদের বিবেচনা করা হবে যে সেগুলি গ্রেন্ট-ইন-এণ্ড-এর আওতায় আনা হবে কিনা।

শ্রী সমীর দেব সরকার :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বর্তমানে জানাবেন এখানে যে গ্রেন্ট-ইন-এণ্ড স্কুলটা চালু আছে, তা মনে হয়, কিছুটা ডিফেক্টিভ যার ফলে সমস্ত বে-সরকারী মিউজিক কলেজগুলি সরকারী অনুদান পাচ্ছে না। কাজেই বে-সরকারী মিউজিক কলেজ গুলি যাতে সরকারী অনুদান পেতে পারে, তার জন্য রুলসটার প্রয়োজনীয় সংশোধন করার কথা বিবেচনা করবেন কিনা; জানাবেন কি ?

শ্রী দশরথ দেব :- স্যার, সেই রকম কিছু যদি থেকে থাকে, তাহলে সেটা পরীক্ষা করে

দেখা হবে।

মি: স্পীকার : - শ্রী শ্যামাচরণ ত্রিপুরা ও শ্রী কালী কুমার দেববর্মা।

শ্রী কালী কুমার দেববর্মা : স্টার্ড কোশ্চান নাম্বার—১৮৯।

শ্রী দশরথ দেব ঃ - স্যার, স্টার্ড কোশ্চান নাম্বার —১৮৯।

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে, স্ব শাসিত জেলা পরিষদ এলাকার সমস্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পরিচালনার ভার জেলা পরিষদের হাতে হস্তান্তরিত করা হয়েছে ?

২। যদি সত্য হয়, তাহলে উক্ত এলাকা কতগুলি বিদ্যালয়কে কবে নাগাদ হস্তান্তরিত করা হবে বলে আশা করা যায় ?

৩। উক্ত স্কুলগুলিতে কর্মরত শিক্ষকদের জেলা পরিষদ পরিচালনাধীনে কাজ করার অভিমত (অপশন) যাচাই করার জন্য ব্যবস্থা রাখা হয়েছে কিনা ?

৪। যদি থাকে, জেলা পরিষদের বাইরে কর্মরত প্রাথমিক শিক্ষকদের কাছ থেকেও দরখাস্ত আহ্বান করা হবে কিনা ?

৫। ভবিষ্যতে জেলা পরিষদের এলাকায় উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় গুলিকেও হস্তা-ন্তরের কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ?

উত্তর

১। হ্যাঁ।

২। বিদ্যালয়গুলি ১লা এপ্রিল থেকে হস্তান্তরিত করা হবে।

৩। সরকারের বিবেচনাধীন আছে।

৪। না।

৫। বর্তমানে নাই। বিদ্যালয়ের সংখ্যা ১০০৭টি, শিক্ষক ও শিক্ষিকার সংখ্যা ২৯৩৬ জন এবং নন-টিচিং স্টাফ ২৬ জন। এরা ১লা এপ্রিল থেকে জেলা পরিষদের আওতারে ট্রেন্সফার হবে।

শ্রী শ্যামাচরণ ত্রিপুরা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যে সব শিক্ষক ও শিক্ষিকাদের বাড়ী ঘর জেলা পরিষদের এলাকায় অথচ তারা চাকুরীর কারণে জেলা পরিষদের বাইরে আছে, তাদের জেলা পরিষদ এলাকায় কাজ করার সুযোগ দেওয়ার জন্য কোন অপশন দেওয়ার ব্যবস্থা, অথাৎ যেটা ভারত বেশী এফেকৃটিভ হতে পারে, তা মন্ত্রী মহোদয় বিবেচনা করে দেখবেন কি ?

শ্রী দশরথ দেব ঃ— স্যার, আমি তো আগেই বলেছি যে বিষয়টি বিবেচনাধীন আছে তবে এতে কিছু আইনগত ব্যাপারও আছে, সেটা আমাদের আগে পরীক্ষা করে দেখতে হবে।

শ্রী শ্যামা চরণ ত্রিপুরা ঃ— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন, যারা এখন এ, ডি, সি, এলাকায় চাকুরী করছেন, তাদের সেগুলি আণ্ডার কনসিডারেশন। আমি জানতে চাইছি তাদের বেলাও ঐ একই অপশনের সুযোগ রাখা হবে কিনা, মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রী দশরথ দেব :— উই উইল অলসো ওয়েল-কাম, হট।

শ্রী কালি কুমার দেববর্মা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানালেন যে কিছু দিনের মধ্যেই জেলা পরিষদ এলাকার স্কুলগুলি জেলাপরিষদের হাতে তুলে দেওয়া হবে। কিন্তু আমি আই, এস, অফিস থেকে খোজ নিয়ে দেখেছি যে কিছু কিছু স্কুল বিশেষ করে তেলিয়ামুড়া ব্লক এলাকায়, জেলা পরিষদ এলাকার বাইরে রয়েছে যদিও সেগুলি জেলা পরিষদের ভিতরেই আছে এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় তদন্ত করে দেখবেন কি ?

শ্রী দশরথ দেব ঃ— স্যার, অনেক তদন্ত করে তারপর লিষ্ট তৈরী করা হয়েছে, তবে আরও তদন্ত করে যদি দেখা যায় যে সেগুলি জেলা পরিষদের বাইরে রয়ে গেছে, তাহলে সেগুলিকে জেলা পরিষদের ভিতরে নিয়ে আসা যাবে।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যে সমস্ত শিক্ষকদের এ, ডি সিতে দেওয়া হচ্ছে, তাদের জন্য প্রয়োজনীয় সার্ভিস কণ্ডাক্ট রুলস তৈরী হয়েছে কিনা এবং যদি কোন কর্মচারী কোন রকম বে-আইনী কাজ বা অন্য কোন অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত হয়, তাহলে সেই ক্ষেত্রে তাদের বিষয়ে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় ক্ষমতা এ, ডি, সিকে দেওয়া হবে কিনা জানতে পারি কি ?

শ্রী দশরথ দেব ঃ— স্যার, সেখানে সব রকম আইনগত ব্যবস্থা থাকবে।

মিঃ স্পীকার :— শ্রী সুনীল কুমার চৌধুরী।

শ্রী সুনীল কুমার চৌধুরী :— স্টার্ড কেশ্চোন নাম্বার—১৯০।

শ্রী দশরথ দেব :— স্যার, স্টার্ড কোশ্চান নাম্বার—১৯০।

প্রশ্ন

১] ত্রিপুরায় বামফ্রন্টের শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর হতে ১৯৮৫ইং পর্য্যন্ত রাজ্যের কোন কোন মহকুমায় মোট কতটি বালোয়ারী সেণ্টার খোলা হয়েছে ?

২] ১৯৮৬ইং সনের জানুয়ারী পর্য্যন্ত বালোয়ারী সেণ্টারগুলিতে মোট কতজন শিক্ষক ও শিক্ষিকা নিযুক্ত আছে ?

৩] রাজ্যে বালোয়ারী কেন্দ্রের সংখ্যার তুলনায় শিক্ষক ও শিক্ষিকার সংখ্যা, সমানুপাতিক আছে কিনা ?

৪] না থাকিলে তার কারণ ?

QUESTIONS AND ANSWERS

উত্তর

১) ত্রিপুরার বামফ্রন্ট শাসন ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর হইতে ১৯৮৫ইং পর্য্যন্ত রাজ্যের কোন কোন মহকুমায় মোট কতটি বালোয়ারী সেন্টার খোলা হয়েছে, তা নিম্নরূপ :-

সদর— ১৯১, খোয়াই— ৪৪, সোনামুড়া— ২৯, কমলপুর ৪৯, কৈলাশহর— ৫৭, ধর্মনগর— ৬৯; উদয়পুর— ৪২, বিলোনিয়া– ৪১, অমরপুর – ৫০ এবং সাব্রুম— ৫০।

২] ১৯৮৬ইং সনের জানুয়ারী পর্য্যন্ত বালোয়ারী সেন্টারগুলিতে মোট ১৫৩০ জন শিক্ষক ও শিক্ষিকা নিযুক্ত আছেন।

৩] রাজ্যে বালোয়ারী কেন্দ্রের সংখ্যার তুলনায় শিক্ষক শিক্ষিকাদের সংখ্যা সমানুপাতিক হারে আছে।

৪] এই প্রশ্ন উঠে না।

শ্রী সুনীল কুমার চৌধুরী : – মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এখানে যে তথ্য দিয়েছেন যে, সাব্রুম মহকুমায় মোট ৫০টি বালোয়ারী সেন্টার খোলা হয়েছে, আমি জানতে চাই যে ঐ ৫০টি বালোয়ারী সেন্টার সবগুলি এখন চালু আছে কি ?

শ্রী দশরথ দেব : স্যার, এই তথ্য এখন আমার কাছে নাই, তাই আমরা ধরে নেব যে সবগুলি সেন্টারই চালু আছে।

শ্রী মাখন লাল চক্রবর্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে, খোয়াই মহকুমায় ৪০টি বালোয়ারী সেন্টার খোলা হয়েছে। কিন্তু জন সংখ্যার তুলনায় সদর মহকুমা প্রথম এবং খোয়াই হচ্ছে তৃতীয়, অথচ সেখানে মাত্র ৪৪টি খোলা হল. কাজেই খোয়াই মহকুমায় বালোয়ারী সেন্টারের সংখ্যা আরও বাড়ানো হবে কিনা, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রী দশরথ দেব : স্যার, আগে খোয়াই এবং বিলোনিয়াতে খুব কম সংখ্যক বালোয়ারী কেন্দ্র খোলা হয়েছিল, আমাদের বামফ্রন্ট সরকারে আসার পর আমরা সেগুলিতে অতিরিক্ত কিছু বালোয়ারী কেন্দ্রের সংখ্যা বাড়িয়েছি। ইতিমধ্যে আই, সি, ডি এস, অর্থাৎ অঙ্গনাদী স্কীম যেটা কেন্দ্রীয় সরকার নূতন করে চালু করেছেন, তাতে তারা নূতন করে বালোয়ারী কেন্দ্র খোলায় আগ্রহী নয় এবং খুললেও তার জন্য প্রয়োজনীয় টাকা দিতে কেন্দ্রীয় সরকার চাইছেন না। তাই আমার যেখানে যেখানে বালোয়ারী কেন্দ্র নাই সেখানে অঙ্গনাদী কেন্দ্র খুলে কভার করার চেষ্টা করছি। কাজেই অঙ্গনাদীর কেন্দ্রের সংখ্যা ধরলে এই সংখ্যাটিও কম হবে না।

শ্রী সমীর দেব সরকার : মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এই যে বালোয়ারী কেন্দ্রগুলি আছে,

তাতে এখন শিক্ষক ও শিক্ষিকা আছে যারা ৮/১০ বছর আগেই কেউ বি, এ, কেউ এম, এ, পাশ করে শিক্ষকতার কাজ করছেন। কাজেই তাদের যাতে সুওপারভাইজরী কোন পদে প্রমোশন দেওয়া যায় কিনা, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বিবেচনা করে দেখবেন কি ?

শ্রীদশরথ দেব :— স্যার, পাশ বা কোয়ালিফিকেশানের ভিত্তিতে কোন প্রমোশন হয় না, ভারতবর্ষের কোথাও এটা চালু নেই। প্রমোশনটা হবে সিনিয়রিটির ভিত্তিতে, কোয়ালিফিকেশানের ভিত্তিতে নয়। যেমন একজন ক্লার্ক প্রথমে প্রমোশন পাবে, ইউ, ডিতে; তারপর পাবে হেড এ্যাসিস্‌টেন্ট ইত্যাদি পদে। তবুও আমরা সেখানে একটা পাসে ন্টেজ করেছি যেমন এস, ই, ডবলিউ, অঙ্গনাদীর মধ্যে যারা তাদের যাতে সুপারভাইজরী কোন পদে প্রমোশন দেওয়া যায় অর্থাৎ তাদের জন্য আমরা ডাইরেক্‌ট রিক্রুয়েটমেণ্টের যে নাম্বার, সেটা কমিয়ে দিয়েছি। কাজেই তাদেরটা যে বিবেচনা করছিনা, তা নয়। এই ভাবে আমরা করি। কিন্তু কোয়ালিফিকেশনের ভিত্তিতে এটা হয় না।

মি: স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্য শ্রী মতিলাল সরকার

শ্রী মতিলাল সরকার :— কোয়েশ্চান নং ৪৩১

শ্রী দশরথ দেব ঃ — কোয়েশ্চান নং ৪৩১.

প্রশ্ন	উত্তর
১. ত্রিপুরা রাজ্যের বে-সরকারী বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও কর্মচারীদের হাউসিং লোন দেওয়ার ব্যাপারে সরকার কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন কি না ?	ত্রিপুরা রাজ্যের বে সরকারী বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও কর্মচারীদের হাউসিং লোন দেওয়ার ব্যাপারে প্রয়োজনীয় আইন প্রনয়নের বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।
২. করে থাকলে কবে নাগাদ এই সিদ্ধান্ত কার্যকরী করা হবে বলে আশা করা যায় ?	আইন প্রণয়নের বিষয়টি চূড়ান্ত হলেই এই বিষয়ে পরবর্ত্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভবপর হইবে।

শ্রী মতিলাল সরকার ঃ— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় হাউসিং লোন দেওয়ার ব্যাপারে আইন প্রণয়নের বিষয়টির কথা জানিয়েছেন এবং সেই আইন এখনও তৈরী হয়নি। কিন্তু বে-সরকারী বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও অন্যান্য কর্মচারীরা দীর্ঘ দিন যাবত এই হাউসিং লোন পাওয়ার জন্য অপেক্ষা করে আছেন। এর মধ্যে অনেকেই রিটায়ার করেছেন। এই সব কথা চিন্তা করে সরকার এই আইন প্রণয়নের বিষয়টি তরান্বিত করবেন কিনা ?

শ্রী দশরথ দেব : – স্যার, বে-সরকারী বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও অন্যান্য কর্মচারীরাতো

QUESTIONS AND ANSWERS

হাউসিং লোন পেতনা. কাজেই তাদের এই লোন পাওয়ার জন্য অপেক্ষা করার প্রশ্নই আসেনা। তবে আমরা শিক্ষা দপ্তর থেকে তারা যাতে এই লোন পেতে পারে তার জন্যই আমরা একটা খসড়া আইন প্রনয়নের উদ্যোগ নিয়েছি এবং সেটি আইন দপ্তরের অনুমোদন পাওয়ার জন্য গত ১০-৫-৮৪ইং তারিখ পাঠান হয়েছে। এখন সেটি আইন দপ্তর পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখছেন, সেটি চুড়ান্ত হলেই শিক্ষা দপ্তর থেকে ব্যবস্থা নেওয়া হবে ।

শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস ঃ··· মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানিয়েছেন যে গত ১০-৫ ৮৪ইং তারিখ সেটি আইন দপ্তরে পাঠিয়েছেন । এখন '৮ ইং এই দুই বছরের মধ্যে আইন দপ্তরকে কোন তাগিত দেওয়া হয়েছে কিনা ?

শ্রী দশরথ দেব :— মিঃ স্পীকার স্যার আমরা সব সময় তাগিদ দিয়ে থাকি ।

মি: স্পীকার :-- মাননীয় সদস্য শ্রী বুদ্ধ দেববর্মা ।

শ্রী বুদ্ধ দেববর্মা :— কোশ্চান নাম্বার—২১২ ।

শ্রী দশরথ দেব :— কোশ্চান নং —২১২ ।

	প্রশ্ন	উত্তর
১।	ইহা কি সত্য যে বিশালগড় ব্লকাধীন বিশ্রামগঞ্জ দ্বাদশ শ্রেণীর বিদ্যালয়টির উপজাতি ছাত্রাবাসের নিকট ২৪টি আসন বিশিষ্ট একটি নূতন ঘর নির্মিত হয়েছে ?	হ্যাঁ
২।	যদি সত্য হয় তাহলে উক্ত বিদ্যালয়ে একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীতে পাঠরত উপজাতি ছাত্রদের থাকার সুযোগ দেয়া হবে কি না ?	এখনো চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়নি গত ২০-৮ ৮৫ইং তারিখে নব-নির্মিত ছাত্রাবাসে বিশ্রামগঞ্জ দ্বাদশ বিদ্যালয়ের একাদশ শ্রেণীর ১৬জন উপজাতি ছাত্র বলপূর্বক প্রবেশ করে। তাদের কাজ গর্হিত কারণ ছাত্রাবাসটি ৬ষ্ঠ থেকে ১০ম শ্রেণীর ছাত্রদের জন্য নির্মিত হয়েছিল । এখনো সেই ১৬জন ছাত্র জোর করে দখল করে রয়েছে । উল্লেখ্য যে একাদশ

ও দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্রদের জন্য ২৫ আসন বিশিষ্ট একটি ছাত্রাবাস নির্মানের পরিকল্পনা সরকারের আছে। সেই বাবত ২,১৬০০০ (দুই লক্ষ ষোল হাজার) টাকার বরাদ্দ ধরা হয়েছে।

শ্রী বুদ্ধ দেববর্মা ঃ — মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় ১১শ ও ১২শ শ্রেণীর ছাত্ররা থাকার জন্য সেই এলাকায় কোন ঘর পাচ্ছেনা সেজন্যই তারা এই ভাবে দখল করে নিয়েছে কিন্তু তাদের পুলিশ দিয়ে বের করে দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে বলে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানেন কিনা। ?

শ্রী দশরথ দেব :— মিঃ স্পীকার স্যার, ঘর ভাড়া পাওয়া যায়না বল্লেই আমি অন্যের বাড়ী জোর করে দখল করে নেব এটা সমুচিত যুক্তি হতে পারে না। আমি মাননীয় সদস্য শ্রী বুদ্ধ দেববর্মা মহোদয়কে অনুরোধ জানাচ্ছি যে, তিনি যেন এই ধরনের কাজের জন্য উস্কানী ছাত্রদের উস্কানী না দেন। উনার কথা মত কোন লোক যদি উমাকান্ত একাডেমীর ঘরগুলি ঘর ভাড়া পাওয়া যায় না বলে দখল করে নেয়, এটা আমরা সমর্থন করতে পারবনা। তবে তাদের পুলিশ দিয়ে বের করে দেওয়ার কোন চেষ্টা সরকার থেকে করা হচ্ছে না।

শ্রী বুদ্ধ দেববর্মা ঃ - মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর উপজাতি ছাত্রদের জন্য বোর্ডিং হাউস সম্প্রসারিত করার জন্য কোন পরিকল্পনা আছে কিনা ?

শ্রী দশরথ দেব :—স্যার. এটা মূল প্রশ্নের সংগে সম্পর্কযুক্ত নয়। তবে আমি বলছি যে, এই বিষয়টি সরকারের আর্থিক সংগতির প্রশ্নের সঙ্গে জড়িত। এখন আমরা ৫০টি আসন বিশিষ্ট একটি ছাত্রাবাস করে দিতে পারি কিন্তু সেই ছাত্রাবাসটি উপযুক্ত রক্ষনাবেক্ষনের জন্য আর্থিক বরাদ্দের প্রয়োজন রয়েছে, কাজেই. সেই জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ পেলে আমরা নিশ্চয় করব।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী রবীন্দ্র দেববর্মা।

শ্রী রবীন্দ্র দেববর্ম্মা ঃ - কোশ্চান নং –২১৮

শ্রী দশরথ দেব :—কোশ্চান নং ২১৮।

প্রশ্ন

১, রাজ্যে কয়টি দ্বাদশমান বিদ্যালয়ে একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীতে পাঠরত তপঃ জাতি ও উপজাতি ছাত্র-ছাত্রীদের বোর্ডিং আছে ?

QUESTIONS AND ANSWERS

২। উক্ত ছাত্রাবাসে মোট কতজন ছাত্র-ছাত্রী রয়েছে ? (ছাত্র-ছাত্রীর পৃথক পৃথক হিসাব)।

উত্তর

১; দ্বাদশমান বিদ্যালয়ে একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীতে পাঠরত তপ: জাতি ও উপ-জাতি ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য কোন বোর্ডিং নাই।

২। প্রশ্ন উঠে না।

শ্রী রবীন্দ্র দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় তপশীল ও তপশীল উপজাতির ছাত্র ছাত্রীরা মাধ্যমিক পাশ করার পর ঘর ভাড়া পায় না; সেজন্য পরবর্ত্তী স্তরে উচ্চ শিক্ষার সুযোগ তাদের অনেকেরই হয়ে উঠে না। এই কথাগুলি বিবেচনা করে তাদের ছাত্রাবাসের সুযোগ পাওয়ার জন্য অবিলম্বে সরকার থেকে ব্যবস্থা নেওয়া হবে কিনা ?

শ্রী দশরথ দেব : — মিঃ স্পীকার স্যার, তাদের সেই সব অসুবিধার কথা চিন্তা করেই আমরা তাদের স্টাইপেণ্ড দিয়ে থাকি। আমরা তাদের জন্যও ছাত্রাবাস করার কথা চিন্তা করছি। অবিলম্বে আমরা সেটা করতে পারব না, আমরা আস্তে আস্তে করব।

শ্রী রবীন্দ্র দেববর্ম্মা ঃ— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, তপশীল জাতি ও তপশীল উপজাতির একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র ছাত্রীদের যে পরিমান স্টাইপেণ্ড দেওয়া হয় সেই টাকা দিয়ে পড়াশুনা চালিয়ে পাওয়ার লক্ষ্যে যথেষ্ট কিনা ?

শ্রী দশরথ দেব :— স্যার, যে স্টাইপেণ্ড দেওয়া হয় তার চেয়ে বেশী টাকা দেওয়া এখনই সম্ভব নয়।

শ্রী রুদ্রেশ্বর দাস ঃ— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় ১১শ, ১২শ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য যে স্টাইপেণ্ডের কথা জানালেন —আজ পর্য্যন্ত তাদের কত টাকা স্টাইপেণ্ড দেওয়া হয়েছে সেটা জানাবেন কি ?

শ্রী দশরথ দেব ঃ— স্যার, এই তথ্য এখন আমার কাছে নাই।

মিঃ স্পীকার :— শ্রী সুবোধ চন্দ্র দাস।

শ্রী সুবোধ চন্দ্র দাস ঃ মাননীয় স্পীকার স্যার অ্যাডমিটেড কোশ্চান নং —৩৯৪, এডুকেশন ডিপার্টমেণ্ট।

শ্রী দশরথ দেব : — মাননীয় স্পীকার স্যার, কোশ্চান নং—৩৯৪,

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরায় মোট কতটি জে, বি, এস, বি এবং হাইস্কুলে এখনও প্রধান শিক্ষকের পদ পূরণ করা সম্ভব হয় নি ?

২। উক্ত বিদ্যালয়গুলিতে এ পদ পূরণে বিলম্ব হওয়ার কারণ এবং

৩। কবে নাগাদ উক্ত বিদ্যালয়গুলিতে প্রধান শিক্ষকের পদগুলি পূরণ করা হবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

১। ৮১০টি জে. বি. স্কুল। ২১২টি এস, বি, স্কুল। ১৬২টি হাই স্কুল।

২। হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষকের জন্য পদগুলি অধিকাংশই এস. টি, এবং এস, সিদের জন্য সংরক্ষিত। যোগ্যতা সম্পন্ন প্রার্থী না হওয়ার দরুণ এই সমস্ত শূন্য পদগুলি পূরণ করা সম্ভব হইতেছেনা প্রয়োজনানুযায়ী পদ না থাকা এবং যোগ্যতানুযায়ী প্রার্থী ও সিনিয়রিটি লিষ্ট সম্পূর্ণ না হওয়ার দরুণ এস, বি, এবং জে, বি, স্কুলের প্রধান শিক্ষকের শূন্য পদগুলি পূরণ করা সম্ভব হইতেছেনা।

৩। যথা সম্ভব তাড়াতাড়ি পূরণ করার চেষ্টা চলছে।

শ্রী সুবোধ চন্দ্র দাস :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই সব বিদ্যালয়গুলিতে যেখানে প্রধান শিক্ষক নাই সেই স্কুল গুলিতে শিক্ষার ক্ষেত্রে দারুণ বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় এবং প্রধান শিক্ষকের নিয়োগের ক্ষেত্রে কোর্টে যে মামলা ছিল তাও শেষ হয়েছে এবং ঐ পদ পূরণে এখন কোন প্রতিবন্ধকতা নাই। কাজেই এই সব স্কুলে শিক্ষার প্রসারের স্বার্থে প্রধান শিক্ষক নিয়োগ আগামী কত দিনের মধ্যে সম্ভব হবে বলে মাননীয় মন্ত্রী জানাবেন কিনা ?

শ্রী দশরথ দেব : প্রথমত: আমাদের প্রাইমারী স্কুলগুলিতে প্রধান শিক্ষকের পদ কম ছিল। গত বার আমরা প্রায় ১৭ শতের মত পদ সৃষ্টি করে ঐ পদগুলিতে আমরা প্রাইমারী স্কুলে প্রমোশন দিবার চেষ্টা করেছি। তার মধ্যে এস. সি এবং এস, টির মধ্যে প্রধান শিক্ষকের পদ সিনিয়রিটির ভিত্তিতে পূরণ করা হয়েছে এবং তাদের আণ্ডার গ্রেজুয়েট যারা তাদের একটা ট্রেনিং এর প্রোভিশন আছে। এই রকম ট্রেণ্ড শিক্ষক না থাকার দরুন সবটা পূরণ করা সম্ভব হচ্ছেনা। এই ট্রেণ্ড টীচার না থাকার জন্য তারা প্রোমোশন অ্যাভেইল করতে পারছে না। তবে বেশীর ভাগ পোষ্ট হল এস, সি, এবং এস, টি, পদগুলি খালি আছে। জেনারেলগুলি পূরণ হয়ে যাচ্ছে। এস, সি, এবং এস, টির কোয়ালিফিকেশন তো আর রিলাক্স করা যায় না। এই পদগুলি পূরণ করতে হলে কিছু দিন অপেক্ষা করতে হবে। তবে আমরা চেষ্টা করছি এগুলি তাড়াতাড়ি পূরণ করার জন্য।

মি: স্পীকার :— শ্রী ফৈজুর রহমান :--

শ্রী ফৈজুর রহমান :— মাননীয় স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটেড কোশ্চান নং···৩৪৬. এডুকেশন ডিপার্টমেণ্ট।

QUESTIONS AND ANSWERS

শ্রী দশরথ দেব :— মাননীয় স্পীকার স্যার, কোশ্চান নং—৩৪৬ ।

প্রশ্ন

১। ১৯৮৫-৮৬ আর্থিক বৎসরে রাজ্যের আর, এল, ই, জি, পি, স্কীমে জে, বি, ও এস, বি, স্কুলগুলির নুতন গৃহ নির্মাণ ও মেরামতের জন্য রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হইতে কোন আর্থিক সাহায্য পেয়েছেন কি ?

২। যদি পেয়ে থাকেন তবে কেন্দ্রীয় সরকার উক্ত সময়ে আর, এল. ই. জি, পি, স্কীমে কার্য্যকরী করার জন্য কত টাকা বরাদ্দ করেছিলেন ?

৩। বর্তমান আর্থিক বছরে রাজ্যের মুক্তব ও মাদ্রাসা শিক্ষা কেন্দ্রগুলির গৃহ নির্মাণ ও মেরামতের জন্য কত টাকা বরাদ্দ করেছিলেন ?

উত্তর

১। হ্যাঁ।

২। ১৯৮০-৮৬ আর্থিক বছরে কেন্দ্রীয় সরকারের আর এল, ই, জি, পি, স্কীমের অধীনে ত্রিপুরা সরকারে রুরাল ডেভেলাপমেন্ট ডিপার্টমেন্ট স্কুল ঘর তৈরী করার জন্য শিক্ষা বিভাগকে ৩০ লক্ষ ২৩ হাজার একশত চুরাশি টাকা বরাদ্দ করেছি।

৩। না।

শ্রী ফৈজুর রহমান :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারকে আর, এল, ই, জি. পি, স্কীমে স্কুল ঘর করার জন্য যে টাকা দিয়েছিলেন সেই টাকা দিয়ে রাজ্যের কোন স্কুল কোন্ কোন্ ব্লকে করা হয়েছে সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা ?

শ্রী দশরথ দেব :— নিম্ন লিখিত স্কুল ইন্সপেক্টরেটগুলিতে করা হয়েছে :—

খোয়াই— ৫টি, তেলিয়ামুড়া— ৫টি, জিরানীয়া— ৩টি, মোহনপুর— ৫টি, অমরপুর— ৬টি, উদয়পুর— ৪টি, বিলোনীয়া ৪টি, সাব্রুম— ৪টি. কৈলাশহর— ২টি, ছৈলেংটা— ৩টি, ধর্মনগর— ৩টি, কাঞ্চনপুর— ৪টি, কমলপুর— ৬টি। মোট ৫৪টি।

শ্রী ফৈজুর রহমান :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় অবগত আছেন যে রাজ্যের মাদ্রাসাগুলি এডুকেশন ডিপার্টমেন্টের অধীনে আছে। সেই মাদ্রাসাগুলির ঘর ভেংগে পড়েছে ছাত্র-ছাত্রীরা ক্লাশ করতে পারছেনা। এলাকাতে চাঁদা তুলেও সেগুলি করা সম্ভব হচ্ছেন। কাজেই ১৯৮৬-৮৭ সালের আর্থিক বছরে আর, এল, ই, জি, পি, স্কীমে ঐ স্কুলগুলির জন্য মাড ওয়াল অথবা টিনের শেড নির্মাণ করা হবে কিনা ?

শ্রী দশরথ দেব :— রাজ্যের মাদ্রাসাগুলি প্রাইভেটলি রান করছে। এই স্কীমে যে

টাকাটা দেওয়া হয় সেটা একমাত্র সরকারী স্কুলের জন্য। বে-সরকারী স্কুলের জন্য আমাদের আলাদা বাজেট বরাদ্দ করা হয়ে থাকে এবং আলাদা বাজেটে নির্ধারিত টাকা আমাদের আছে এবং সেই টাকা গ্রাণ্ট-ইন এইড-এ প্রাপ্ত কোন বে-সরকারী স্কুলের জন্য খরচ করা হয়। বে-সরকারী স্কুলগুলিতে শিক্ষকদেরকে নিয়ে একটা কমিটি আমরা করে দিয়েছি, সেই কমিটি যা সুপারিশ করে সেই সুপারিশ অনুযায়ীই কাজ হয়। মাদ্রাসার জন্য আলাদা কিছু নেই; গ্রান্ট-ইন-এইড থেকেও মাদ্রাসাগুলিতে টাকা দেওয়া হয় আমাদের বাজেট অনুযায়ী।

শ্রী শ্যামাচরণ ত্রিপুরা :- সাপ্লিমেন্টারী স্যার. স্কুলের মেরামতের জন্য বরাদ্দ হয়ে থাকে বলে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন। এই সম্পর্কে আমরা দেখছি সময় মত কাজ শেষ হচ্ছে না। অনেক ক্ষেত্রেই ইনকমপ্লিট থাকে। ফলে আসল উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়। এই রকম মাছলি, ছৈলেংটা ও দামছড়াতে আর. এল, ই' জি, পি, স্কীমে হাই স্কুলগুলিতে এখনও কাজ সুরু হয় নি। বর্ষা শুরু হওয়ার আগে হবে কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা ?

শ্রী দশরথ দেব :— এবার একটু দেরীতে হয়েছে; কারণ, আর. ই, ডি, পি, স্কীমে প্রত্যেক স্কুলে ২টি করে ব্লক। ৩৬ হাজার টাকা স্যাংশান আছে। স্কুলের পার্টিকুলার নাম দিয়ে কেন্দ্রকে পাঠাতে হয়। কেন্দ্র আমাদের বলেছিলেন, মাটির দেওয়ালের মাঝখানে একটি ইটের পিলার দিতে হবে। এটি নিয়ে কেন্দ্রের সঙ্গে আমাদের চিঠি লেখালেখি হয়। আমরা বলেছি ইটের পিলারের সঙ্গে মাটি মিল খাবে না। দিল্লীতে বসে অর্ডার দিলেই তো হবে না। পরে দিল্লী আমদের স্কীম মেনে নেয়। বছরের শেষে অক্টোবরের আগে আমরা পাই নি যার ফলে কাজ করতে দেরী হয়ে গেল এ বছর ৩৫টি আর, এল, ই, জি, পি স্কীম দিয়েছি। তারমধ্যে ৩৩টির কাজ কমপ্লিট হয়ে যাবে। টিনও চলে গেছে; এই মাসের মধ্যে। কেন্দ্রের কাছে আমরা নুতন স্কীমের নাম পাঠিয়ে দেব।

মিঃ স্পীকার :— সময় শেষ। যে সমস্ত তারকা চিহ্নিত (*) প্রশ্নের মৌখিক উত্তর দেওয়া সম্ভব হয়নি সেইগুলির লিখিত উত্তর এবং তারকা চিহ্নবিহীন প্রশ্নগুলির উত্তর পত্র সভার টেবিলে রাখার জন্য আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়দের অনুরোধ করছি [ANNEXURES— "A" & "B")

REFERENCE PERIOD

মিঃ স্পীকার :— এখন রেফারেন্স পিরিয়ড। আমি আজ মাননীয় সদস্য শ্রী মানিক সরকার মহোদয় ও মাননীয় সদস্য শ্রী জহর লাল সাহা ও মাননীয় সদস্য শ্রী গোপাল

দাস মহোদয়ের নিকট হইতে একটি উল্লেখ্য বিষয়ের উপর নোটিশ পাইয়াছি। আমি মাননীয় সদস্যকে অনুরোধ করছি তিনি যেন দাঁড়িয়ে তাঁর বিষয়টি উল্লেখ করেন।

শ্রী মানিক সরকার :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমার রেফারেন্সের বিষয় বস্তু হচ্ছে, "কলকাতা হাই কোর্টের সাম্প্রতিক রায়ের পরিপ্রেক্ষিতে পিয়ারলেস ইন্সুরেন্সে শত শত কর্মীর ছাঁটাই এর সন্মুখীন হওয়া সম্পর্কে।

মিঃ স্পীকার ঃ— আমি ভার প্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে এই বিষয়ের উপর তাঁহার বক্তব্য রাখার জন্য আহ্বান করিতেছি। যদি এক্ষনি তিনি বক্তব্য রাখিতে প্রস্তুত না থাকেন তবে সময় চাইতে পারেন এবং আজ কখন অথবা পরে কবে তার বক্তব্য রাখতে পারবেন তাহা অনুগ্রহ করিয়া জানান।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :— স্যার এ সম্পর্কে ২৮শে মার্চ হাউসে বিবৃতি দিতে পারব,

মিঃ স্পীকার ঃ — মামনীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদর ২৮শে মার্চ বিবৃতি দেবেন।

আমি আজ মাননীয় সদস্য শ্রী মনোরঞ্জন মজুমদার এবং মাননীয় সদস্য শ্রী সুনীল চৌধুরী মহোদয়ের নিকট হইতে একটি উল্লেখ্য বিষয়ের উপর নোটিশ পেয়েছি। আমি মাননীয় যে কোন সদস্যকে অনুরোধ করছি, তিনি যেন দাঁড়িয়ে তাঁর বিষয়টি উল্লেখ করেন।

শ্রী মনোরঞ্জন মজুমদার :— "গত ৬ই ফেব্রুয়ারী বিলোনীয়া বিভাগের শাচীরাম বাড়ী এলাকায় সাক্রুম যাওয়ার পথে স্যোসিযাল এডুকেশানের বেতনের গাড়ী হইতে অর্থ ছিনতাই এর ঘটনা সম্পর্কে"।

মিঃ স্পীকার ঃ— আমি ভার প্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে এই বিষয়ের উপর তাঁহার বক্তব্য যাখার জন্য আহ্বান করিতেছি। যদি এক্ষনি তিনি বক্তব্য রাখিতে প্রস্তুত না থাকেন তবে সময় চাইতে পাবেন এবং আজ কখন অথবা পরে কবে তাঁর বক্তব্য রাখিতে পারিবেন তাহা অনুগ্রহ করিয়া জানান।

শ্রী নৃপেম চক্রবর্তী :— স্যাব, ৩১শে মার্চ আমি বিবৃতি দেব।

মি, স্পীকাব ঃ··· মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় ৩১শে মার্চ বিবৃতি দেবেন।

আমি আজ মাননীয় সদস্য শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া মহোদয়ের নিকট হইতে একটি উল্লেখ্য বিষয়ের উপর নোটিশ পেয়েছি। আমি এখন মাননীয় সদস্য শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া মহোদয়কে অনুরোধ করছি, তিনি যেন দাঁড়িয়ে তাঁর বিষয়টি উল্লেখ করেন।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া :·· "গত ৯ই ফেব্রুয়ারী ১৯৮৬ইং তৈদুর তৈচাকমা ও মুপাংকুয়া গ্রামে হামলা ও খুনের ঘটনা সম্পর্কে।

মিঃ স্পীকার :— আমি ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে এই বিষয়ের উপর তাঁহার বক্তব্য রাখার জন্য আহ্বান করিতেছি। যদি এক্ষুনি তিনি বক্তব্য রাখিতে প্রস্তুত না থাকেন তবে সময় চাইতে পারেন এবং আজ কখন অথবা পরে কবে তার বক্তব্য রাখিতে পারিবেন তাহা অনুগ্রহ করিয়া জানান।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী :— স্যা'র, এই সম্পর্কে ২৮শে মার্চ এই হাউসের সামনে বিবৃতি দিতে পারব।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় ২৮শে মার্চ বিবৃতি দেবেন।

CALLING ATTENTION

মিঃ স্পীকার :— আমি মাননীয় সদস্য শ্রী সুনীল কুমার চৌধুরী এবং শ্রী রবীন্দ্র দেববর্মা মহোদয়ের কাছ থেকে একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পেয়েছি। মাননীয় সদস্যরা উপস্থিত আছেন। মাননীয় সদস্য মহোদয়গণ কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবটি উত্থাপনের সম্মতি দিয়েছি। প্রস্তাবটির বিষয় বস্তু হচ্ছে,

গত ২৭শে মার্চ ''গণ সংবাদ' পত্রিকায় প্রকাশিত ভগবান টিলায় (চন্দ্রহাসপুর) বি, ডি, আর- কর্তৃক চার জন চাকমা অপহরণ সম্পর্কে।''

আমি মাননীয় ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়কে এই দৃষ্টি আকর্ষণ নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে তিনি আমায় পরবর্ত্তী একটি তারিখ জানাবেন যেদিন তিনি এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী :— স্যার, এই সম্পর্কে ২৭শে মার্চ এই হাউসের সামনে বিবৃতি দিতে পারব।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় ২৭শে মার্চ বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রী সুবোধ চন্দ্র দাস :— স্যার, এখানে বিষয়টির তারিখ ভুল আছে বলে মনে হয়। তারিখটি হয়ত ১৭শে মার্চ না হয়ে ২৭শে ফেব্রুয়ারী হবে।

মিঃ স্পীকার :— হ্যাঁ, তাহলে তারিখটি একটু পরিবর্ত্তন করে নিয়ে ২৭শে ফেব্রুয়ারী করছি।

CALLING ATTENTION

আমি আজ মাননীয় সদস্য শ্রী দিবা চন্দ্র রাংখল মহোদয়ের কাছ থেকে একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পেয়েছি। মাননীয় সদস্য এখানে উপস্থিত আছেন। আমি মাননীয় সদস্য মহোদয় কর্তৃক আনীত প্রস্তাবটি উৎথাপনে সম্মতি দিয়েছি। প্রস্তাবটির বিষয়বস্তু হচ্ছে --

"গত ১২ই মার্চ [বুধবার] রাত্রে কমলপুর থানাধীন মেছুরিয়া গ্রামে শ্রী বিশ্বেশ্বর দাসকে গুলি করে হত্যা করা সম্পর্কে"। আমি এখন মাননীয় ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়কে এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির ওপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে তিনি আমায় পরবর্ত্তী একটি তারিখ জানাবেন যেদিন তিনি এবিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী ঃ— স্যার, এই সম্পর্কেও আমি ৩১শে মার্চ বিবৃতি দেব।

মি: স্পীকার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় ৩১শে মার্চ বিবৃতি দেবেন।

আমি আজ মাননীয় সদস্য শ্রী মানিক সরকার মহোদয়ের কাছ থেকে একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর প্রস্তাব পেয়েছি। মাননীয় সদস্য উপস্থিত আছেন। আমি মাননীয় সদস্য মহোদয় কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবটি উথ্থাপনের সম্মতি দিয়েছি। প্রস্তাবটির বিষয় বস্তু হচ্ছে . –

"সম্প্রতি ওভারটাইম ও অনিয়মিত শ্রমিকদের নিয়মিত করা নিয়ে সিনেমা শ্রমিকদের সাথে সিনেমা মালিকদের বিরোধ সম্পকে।

মাননীয় শ্রমমন্ত্রী মহোদয়কে এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্যে আমি অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন, তাহলে তিনি আমায় পরবর্ত্তী একটি তারিখ জানাবেন যেদিন তিনি এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রী সমর চৌধুরী ঃ – স্যার, ২৮শে মার্চ বিবৃতি দিতে পারব।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় শ্রমমন্ত্রী ২৮শে মার্চ বিবৃতি দিতে পারবেন।

LAYING OF REPLIES TO POSTPONED QUESTIONS [ANNEXURE 'C']

মিঃ স্পীকার :— সভার পরবর্ত্তী কার্য্যসূচী হলো ঃ— "লেয়িং অব্ দি রিপ্লাইজ্ টু দি পোষ্টপণ্ড কোয়েশ্চানস্"। গত বিধান সভার অধিবেশনে মাননীয় সদস্য শ্রী তরণী

মোহন সিন্‌হা মহোদয়ের পোষ্টপণ্ড স্টার্ড কোয়েশ্চানস্ নাম্বার -৩৬১ এবং মাননীয় সদস্য শ্রী জওহর সাহা মহোদয়ের আন-স্টার্ড কোশ্চানস্ নাম্বার—৮৬ উত্তর দেওয়া সম্ভব হয়নি।

আমি এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি, আইন বিভাগের সংশ্লিষ্ট পোষ্টপণ্ড কোশ্চানস্ নাম্বার—৩৬১ এবং পোষ্টপণ্ড আন স্টার্ড কোশ্চানস্ নাম্বার—৮৬ এর উত্তর পত্রগুলি সভায় পেশ করার জন্য।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী ঃ— মি: স্পীকার স্যার, আই বেগ টু লে দি রিপ্লাইস্ অব পোষ্টপণ্ড স্টার্ট কোয়েশ্চান নং—৩৬১ অব দি টেবিজ অব দি হাউস।
মি: স্পীকার স্যার, আই বেগ টু লে দি রিপ্লাইস্ অব পোষ্টপণ্ড আন স্টার্ড কোশ্চান নং—৮৬ অন দি টেবিল অব দি হাউস।

DISCUSSION ON THE DEMANDS FOR GRANTS FOR 1986—87

মিঃ স্পীকার ঃ— সভার পরবর্ত্তী কার্য্যসূচী হলো :— ১৯৮৬ ৮৭ইং আর্থিক সালের ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলো সভার সামনে উপস্থাপন, আলোচনা এবং উহাদের উপর ভোট গ্রহন।
আজকের কার্য্যসূচীতে মোট ১৬টি (ষোল) ব্যয় বরাদ্দের দাবী আছে। এখন ডিমাণ্ড-গুলোর উপর আলোচনা আরম্ভ হবে এবং আলোচনা শেষে ভোট গ্রহণ হবে।
মাননীয় সদস্য মহোদয়গণ আজকের কার্য্যসূচীর সাথে আজকের ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলো সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয়দের নাম এবং ছাঁটাই প্রস্তাবগুলো (কাটমোশান) পেয়েছেন। আজকের কার্য্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত যে সমস্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলো আছে এবং যে সমস্ত ব্যয় বরাদ্দেদের দাবীগুলোর উপর ছাঁটাই প্রস্তাব (কাটমোশান) আছে সেগুলো একত্রে সভায় উৎথাপিত হয়েছে বলে গণ্য করা হলো। এখন ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলো এবং ছাঁটাই প্রস্তাবগুলোর (কাটমোশান) উপর আলোচনা আরম্ভ হবে। আলোচনা শেষ হওয়ার প.. আমি প্রথমে ছাঁটাই প্রস্তাবগুলো (কাটমোশান) ভোটে দেব এবং তার পর মূল ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলো একটি একটি করে ভোটে দেব।
আলোচনা শুরু হবার পূর্বে আমি প্রত্যেক দলের চীফ হুইপদের কাছে অনুরোধ রাখব.

DISCUSSION ON THE DEMANDS FOR GRANTS FOR 1986—87

আজকের এই আলোচনায় তাঁদের দলের যে সকল সদস্য অংশ গ্রহণ করবেন তাঁদের একটি নামের তালিকা আমায় দেবার জন্য।

বিজনেস এ্যাডভাইসরি কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী আজকের ব্যায় বরাদ্দের উপর অলোচনা তিন ঘন্টা সময় বরাদ্দ করা ছিল। সে অনুযায়ী কংগ্রেস (আই) ৩০ মিনিট, টি, ইউ, জে, ১৬ মিনিট, নির্দল ৮ মিনিট এবং ট্রেজারী বেঞ্চ ১·১০ মিনিট পাবেন; কিন্তু আজকে আমরা আরও অতিরিক্ত ৫০ মিনিট সময় বেশী পেয়েছি- এই সময়টা সে অনুযায়ী ভাগ করে দেওয়া হবে। আমি এখন মাননীয় সদস্য শ্রী শ্যামা চরণ ত্রিপুরাকে উনার বক্তব্য রাখার জন্য আহ্বান করছি।

শ্রী শ্যামা চরণ ত্রিপুরা :— স্যার যে সমস্ত দপ্তর ভিত্তিক ব্যায় বরাদ্দ আজকে এখানে উপস্থিত করা হয়েছে, সেগুলির উপর আমি ৫টি ছাঁটাই প্রস্তাব এনেছি। ডিমাণ্ড গুলির বিরোধীতা করে এবং ছাটাই প্রস্তাবগুলিকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শুরু করছি। ডিমাণ্ড নং ২০, মেজর হেড ২৭৭ এডুকেশানের উপর স্কলারশিপ সম্পর্কে আমার একটা ছাটাই প্রস্তাব আছে। স্যার- আমি স্কলারশিপের এগেইনস্টে না, এই খাতে টাকা আরও বরাদ্দ করা দরকার আমরা দেখছি স্কলারশিপ সময় মত দেওয়া হচ্ছে না বলে সেই টাকা ছাত্রছাত্রীদের কাজে লাগছে না। পাবলিক একাউণ্টস কমিটি, ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার কমিটি এগুলি নিযে বারবার আলোচনা করছেন যাতে এই রুলটা সরলীকরণ করা হয়, কিন্তু এ সম্পর্কে কোম ব্যবস্থা আজ পর্যন্ত নেওয়া হয় নি। আমি দেখছি ছাত্রছাত্রীদের স্কলারশিপের টাকা পেতে কোন কোন ক্ষেত্রে ১৯ মাস পর্য্যন্ত দেরী হয়। ১৯ মাস পরে যদি ছাত্রছাত্রীদের টাকা দেওয়া হয় সে টাকা তাদের কোন কাজে লাগে শুধু প্যাণ্ট শার্ট বানানো ছাড়া? স্যার, আমার পাড়ার একটা ছেলে দিল্লীতে পড়াশুনা করছে। আজকে দুই বছর হলো সে ষ্টাইপেণ্ড পাচ্ছে না এবং তার ষ্টাইপেণ্ড মঞ্জুরী হয়েছে কিনা তাও সে জানেনা। তার বিধবা মা অনেক কষ্ট করে টাকা পয়সা সংগ্রহ করে ছেলেকে পড়াচ্ছে। হয়তো দেখা যাবে একটা কলেজ থেকে যখন আরেকটা ইউনিভার্সিটিতে পড়বে তখন সে ষ্টাইপেণ্ডের টাকা পাবে। এই টাকা তো তার পড়াশুনার কোন কাজে আসলো না। বর্হিত্রিপুরাতে অনেক ছাত্রছাত্রী আছে যারা কেউ শিলং, কেউ বম্বে, কেউবা কলকাতায় পড়াশুনা করছে। সবাইর ক্ষেত্রে একই অবস্থা। নূনতম ১৩ থেকে ১৯ মাস কমে ষ্টাইপেণ্ড

পাওয়া যায় না। সুতরাং স্কলারশিপের এই ব্যবস্থাটা একটা প্রহসন ছাড়া আর কিছুই নয়। যে বাবদে এই টাকাগুলি দেওয়া হচ্ছে সেগুলি ছাত্রছাত্রীদের কোন কাজেই আসছে না। তারপর স্যার, ডিমাণ্ড নং ২৬, মেজর হেড ২৮৮ উপর আমার একটা কাটমোশান আছে। এখানে এ, ডি. সিকে ৭ কোটি টাকা দেওয়ার সংস্থান রাখা হয়েছে। এই খাতে টাকা আরও বরাদ্দ করা হোক সেটা আমরাও চাই। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে সুষ্ঠ পরিচলানা। সুষ্ঠ ভাবে পরিচালানার জন্য যে সমস্ত ষ্টেপ নেওয়া উচিৎ ছিল, সেগুলি নেওয়া হচ্ছে না। স্যার, আজকে আমি শুনে খুশী হয়েছিলাম মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রী বল্লেছেন যে স্কুল হস্তান্তরের ব্যাপারটি কমপালসরি। তেমনি আরও কতগুলি দপ্তর আছে যেগুলি কম্পালসরি এডি সির হাতে তুলে দিতে হবে-প্রাইমারী হেলথ সেণ্টার, এগ্রিকালচার, এনিম্যালহাসবেণ্ড্রি এবং পঞ্চায়েত ডিপার্টমেণ্ট; এগুলি এ ডি. সির হাতে তুলে দেবার জন্য এ. ডি.সি. থেকে রাজ্য সরকারের কাছে অনুরোধ জানানো হয়েছে, কিন্তু সরকার এ সম্পর্কে কোন উচ্চ বাচ্য করছেন না। জেলাপরিষদকে সঠিক ভাবে কাজ করার কোন সুযোগ না দিয়ে তার ক্ষমতাকে সংকুচিত করে রাখা হয়েছে। টাকা এ্যালটমেণ্টটাইতো আর বড় কথা নয়, ইমপ্লিমেণ্টশন-টাই বড়। তারপর ডিমাণ্ড নং ৯, মেজর হেড ২৫৬ গেস্ট হাউস, এটার উপর আমার একটা কাটমেশান আছে। এটা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তর, এই খাতে ১৭ লক্ষ টাকা বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে। তন্মধ্যে দিল্লীর ত্রিপুরাভবনের জন্য ৮ লক্ষ টাকা কলকাতার জন্য সাড়ে সাত লক্ষ টাকা, গৌহাটির জন্য ২ লক্ষ টাকা বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে। আমি মাননীয় মুখ্য-মন্ত্রীকে বারবার অনুরোধ করেছিলাম গৌহাটি হাইকোর্টে এবং অন্যান্য কাজে রাজ্য সরকারের অফিসারদের বেশী যাতায়াত করতে হয়. সুতরাং সেখানে ত্রিপুরার যে ভবন আছে সেটা বিরাট ইমারত' ৮।৯ টা রুম নিয়ে তৈরী সেখানে সামান্য একটু সুযোগ যদি সম্প্রসারিত করা হয় খাওয়ার ব্যবস্থা যদি করা হয় তাহ.ল সরকারী কর্মচারীদের পক্ষে যেমন সুবিধা হবে তেমনি সাধারণ পাবলিক যারা নানা কাজে গৌহাটিতে যান তাদের পক্ষেও সুবিধা হবে। আমি বুঝতে পারছি না মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এই সুযোগ টুকু সম্প্রসারিত করতে কেন দ্বিধাগ্রস্থ। দিল্লীর ত্রিপুরা ভবনটিতে প্রপার কেয়ার নেওয়া হচ্ছে না, সেখানে ভবনটি নোংরা হয়ে আছে। অথচ সবচেয়ে বেশী টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে দিল্লীর জন্য। দিল্লীতে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এবং অন্যান্য মন্ত্রীদের সব সময়েই যেতে হয়; সুতরাং টাকা বেশী লাগবেই

আমরাও মাঝে মাঝে যাই। কিন্তু ভবনটিতে যদি প্রপার ম্যান্টেনান্স না হয় তাহলে উদ্দেশ্যটাই ব্যর্থ হয়ে যাবে। স্যার, ডিমাণ্ড নং ৭. মেজর হেড ১৬৮, ভিজিলেন্স, সম্পর্কে আমার একটা কাটমোশান আছে। ভিজিলেন্স থাকা ভাল। এখানে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রায়ই বলে থাকেন যে, অমুক অমুককে নিয়ে কমিটি করা হয়েছে, সাব কমিটি করা হয়েছে কিন্তু হোয়াট ইজ দেয়ার এ্যাকটিভিটিস ? কি এ্যাকশান নেওয়া হয়েছে সেটা আমরা জানতে পারছি না। টাকার বরাদ্দটাই বড় নয়, কতটুকু কার্য হলো সেটাই বড়। কাজেই এখানে যে ব্যয় বরাদ্দগুলি উপস্থাপন করা হয়েছে সেগুলি সংশোধন করে নেবার জন্য আমি মাননীয় মহোদয়দের অনুরোধ করছি। মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যরা যে সমস্ত কাটমোশান এনেছেন সেগুলি যুক্তি সম্মত বলেই আমি সেগুলিকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— শ্রী মনোরঞ্জন মজুমদার।

শ্রী মনোরঞ্জন মজুমদার :-মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, বিরোধী দলের মাননীয় সদস্যরা যে সমস্ত ছাঁটাই প্রস্তাব এনেছেন এবং আমি নিজে যে ছাঁটাই প্রস্তাব এনেছি সেগুলিকে সমর্থন করে আমরা বক্তব্য রাখছি। ডিমাণ্ড নং ২০, মেজর হেড ২৭৭, প্রাইমারী স্কুলের ইনসপেকশান বাবদ প্ল্যানে ধরা হয়েছে ২৬.৪১ লক্ষ টাকা, নন প্ল্যানে ৩৮.৬৭ লক্ষ টাকা : টোটাল প্ল্যানে ২ কোটি ১০ লক্ষ ৮২ হাজার এবং নন-প্ল্যানে ৭ কোটি ৫১ লক্ষ ৭৭ হাজার। আশ্চর্যের বিষয় স্যার, আমরা যারা গ্রামে থাকি, প্রাইমারী স্কুলগুলির কি অব্যবস্থা পরিচালনার কি ত্রুটি সেগুলি আমরা পরিলক্ষিত করে থাকি। এই স্কুলগুলি সুপারভিশানের জন্য আমরা কোন ইন্সেসপেক্টার যেতে দেখিনি। ফলে স্কুলগুলিতে চরম অব্যবস্থা। ফলে স্কুলের পরীক্ষার রেজাল্ট যখন বেরোয় তখন আমরা দেখি পাশের পারসেণ্টিস অত্যন্ত কম।

সুতরাং এই ছাঁটাই প্রস্তাব আশা করি এখানকার যারা সদস্য আছেন, ট্রেজারী বেঞ্চের তারা প্রত্যেকেই এটাকে সমর্থন করবেন। আর একটা প্রস্তাব বয়স্ক শিক্ষার জন্য বাজেটে ধরা হয়েছে। ৬ লক্ষ, ৭৬ হাজার টাকা আর নন্ প্ল্যানে ধরা হয়েছে ২ কোটি ৪১ লক্ষ. ৫৪ হাজার টাকা এটা সত্যি কথা যে নিরক্ষরতা জাতীর জীবনে একটা অভিশাপ এবং এই নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য সারা ভারতবর্ষের মানুষরা চিন্তা করছেন এটা সত্যি কথা। কিন্তু আমাদের ত্রিপুরায় নিরক্ষরতা দূরীকরনের জন্য এমন সব লোক নিযুক্ত আছেন

দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি যে আমি ব্যক্তিগত ভাবে জানি যে উনারা নিজেরা লেখাপড়া জানেন না, কিন্তু অন্যকে অক্ষর জ্ঞান দেবেন কি করে? বেতনের দিন দেখা যায় উনারা সই করে বেতন নিতে পারেন না, এটা বাস্তব সত্য। তাদের মাইনা অত্যন্ত কম কিন্তু তা হলেও এই ধরণের লোককে তাঁরা নিযুক্ত করেছেন যারা নিজেরাই লেখাপড়া জানেন না। স্যার, এই কারনেই আমাদের ছাঁটাই প্রস্তাব আমরা এনেছি। আর একটা ছাঁটাই প্রস্তাব আছে যেটা হচ্ছে পোর্টস এবং গেইমস্ সম্পর্কে। এই পোর্টস এবং গেইমস্ শুধু আজকে ত্রিপুরায় নয় সারা ভারতবর্ষে তার উন্নয়নের জন্য চেষ্টা চলছে। সে দিক থেকে আমাদের উত্তর ত্রিপুরার যুবকরা আজকে পিছিয়ে রয়েছে। এই যে ক্রিড়া পরিকল্পনা এই পরিকল্পনার জন্য গণতান্ত্রিক ভাবে যারা নাকি সরকারের ফিজিক্যাল ইনষ্ট্রাক্টার আছেন তাঁরা এগুলি পরিচালনা করেন। কারণ এর মধ্যে গণতান্ত্রিক ভাবে কমিটি করা হয়েছে তাদের মাধ্যমে কিন্তু দেখা গেল অজ্ঞাত কারণে শাসক দল গণতান্ত্রিক ভাবে গঠিত কমিটিগুলি ভেঙ্গে দিয়ে তাদের মনগড়া লোক নিয়ে করিয়ে নেওয়া হয়েছে। তার ফলে আজকে স্কুলগুলিতে ছেলেরা খেলার কোন জিনিষপত্র পায় না এবং এই খেলাধূলার উন্নয়নের জন্য যে সক্রিয় আদান-প্রদানের প্রশ্ন আছে সেটা পূরণ করা হয় না। সেই কারনেই আমাদের ছাঁটাই প্রস্তাব এখানে উত্থাপন করেছি। আর একটা হচ্ছে সংস্কৃত বিদ্যাভবন, এটার জন্য ধরা হয়েছে ৪৫ হাজার টাকা। আমি জানি না, ত্রিপুরার মানুষ জানেন কিনা যে এটা বাবদে ৪৫ হাজার টাকা ধরা হয়েছে, নন্ প্ল্যানে ধরা হয়েছে ১ লক্ষ ১৯ হাজার টাকা। ওদিকে স্কুল কলেজে দেখা যায় এই সাবজেক্টটাকে অপশন্যাল করা হয়েছে। আর এখানে একটা সংস্কৃত বিদ্যাভবন আছে যদিও এই বিষয়ে উন্নয়নের প্রয়োজন আছে এবং সংস্কৃত এটা জানার প্রয়োজন আছে এটা অবলুপ্তি হতে দেওয়া ঠিক নয়। ভারতবর্ষের কালচার, দর্শনকে ঠিক করে জানবার জন্য দেবনগরী ভাষার উত্তরোত্তর বৃদ্ধির প্রয়োজন। আমাদের ত্রিপুরায় এই যে বিদ্যাভবনটি আছে এটার জন্য ৪৫ হাজার টাকা আর নন্ প্ল্যান ১ লক্ষ ১৯ হাজার টাকা ধরা হয়েছে। এটা প্রকৃত পক্ষে মানুষের কি কাজে আসে এটা তো আমাদের জানা নেই। তাই এই সকল প্ল্যানের উপর আমার ছাঁটাই প্রস্তাব আশা করি মাননীয় সদস্যরা সকলে এক মত হয়ে সমর্থন করবেন এই আশা রেখে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

DISCUSSION ON THE DEMANDS FOR GRANTS FOR 1986—87

ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী রতিমোহন জমাতিয়া।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া ঃ— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে আমার ২টা ছাঁটাই প্রস্তাব সহ বিরোধী দলের সদস্যরা যে সমস্ত ছাঁটাই প্রস্তাব এনেছেন সমস্ত ছাঁটাই প্রস্তাবকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য পেশ করছি। আমার ছাঁটাই প্রস্তাব ডিমাণ্ড নাম্বার—২০ মেজর হেড ২৭৭, এখানে বলা হয়েছে প্রাইমারী শিক্ষা সম্পর্কে প্রাইমারী স্কুলে যে সমস্ত বইগুলি পাঠানো হয় সেখানে আমরা লক্ষ্য করেছি এইগুলি যেখানে প্রিন্টিং করা হয় সেখান থেকে এখনও বইগুলি সাপ্লাই না দেওয়ার ফল অভিভাবক এবং শিক্ষকদের মধ্যে একটা মনোমালিন্যের সৃষ্টি হচ্ছে। তাই মাননীয় শিক্ষা দপ্তরের মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আবেদন রাখছি এই বইগুলি যেন সঠিক সময়ে স্কুলে পাঠানো হয়। তাছাড়া অনেক সময় দেখা যায় যেমন ধরুন একটা অংক বইয়ের দাম লেখা আছে ২ টাকা, দীপালিকা বই পার্ট ওয়ান, পার্ট টু গণিত পার্ট ওয়ান, পার্ট টু, এই সমস্ত বইগুলি দেওয়া হয় প্রাইমারী স্কুল থেকে কিন্তু এই বইগুলি যথোপযুক্ত দাম নেওয়া হচ্ছে না অর্থাৎ যে দাম লেখা আছে তার থেকে বেশী দামে বিক্রী করা হয়। কাজেই সেখানে ছাত্রদের অভিভাবক এবং বিশেষ করে শিক্ষকদের মধ্যে যে একটা ভুল বুঝাবুঝি হচ্ছে সেটা দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে। কাজেই স্কুলের শিক্ষাক্ষেত্রে দিনের পর দিন কেবল ভুল বোঝাবুঝি চলছে। এই বইগুলি এখনও ছাপানো হয়নি, আগামী আর্থিক বৎসরে যেখানে ৮৬-৮৭ সনে চলতি বছরে ট্যাক্সট বুক ছাপানোর জন্য আমরা দেখেছি বাজেট ধরা হয়েছে। কাজেই আমি মনে করিছি, যে টাকা ধরা হয়েছে সেই সমস্ত টাকাগুলি শুধু শুধু অপব্যয় করা হচ্ছে। প্রাইমারী ষ্টেইজে যে বই দেওয়া হয় এই বইয়ের ব্যাপারে অনেক সময় অভিভাবক এবং শিক্ষকদের ঝগড়া এমন অবস্থায় দাঁড়ায় তার উদাহরণ আমি দিতে পারি। বাগমা স্কুলে এটা নিয়ে বিরাট একটা ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি হয়েছে কারণ টেক্সট বইয়ের মধ্যে যে দাম নির্দ্ধারিত থাকে সেই দাম অনুসারে বই দেওয়া হয় না আরও বেশী পয়সা দিতে হয়। এই কারনে অনেক দিন আগে বইগুলি ছাপানো, নতুনভাবে সেখানে দেওয়া হয়না। এগুলি অনেক আগের ছাপানো সেটাকে এখনও ছাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে, নতুন করে ছাপানো হচ্ছে না। কিন্তু টাকা নেওয়া হচ্ছে এমন একটা স্কুল কেন অনেক স্কুল অভিভাবক শিক্ষকদের মধ্যে এই নিয়ে ভুল বুঝাবুঝি হচ্ছে। ঠাণ্ডাছড়া জুনিয়র বেসিক স্কুলে সেখানেও এই অবস্থা। নাজিরা জুনিয়র বেসিক স্কুল সেই ১৯৮৩ ইংরাজী থেকে সেটা চালু অথচ এখনও একটি ঘর করা হয়নি

শিক্ষক মহাশয়দের এই অবস্থায় তাদের ক্লাস করতে হচ্ছে। ছাত্র আছে। ১৯৮৩ থেকে ১৯৮৬ এর মার্চ পর্যন্ত এই ৪ বৎসর ধরে সেখানে স্কুল ঘর নেই। এমন বহু জায়গাতে স্কুল ঘর নেই। আমরা দেখেছি, কাঞ্চামোহন পুর ২নং ৩নং কলোনীতে সেখানেও মাস্টারমশাই আছে কিন্তু স্কুল ঘর নেই, টুল নেই, টেবিল নেই স্কুলের ফার্নিচার নেই। আমরা দেখেছি, দরিয়া বাগমাতে, জম্পেবাসাতে প্রাইমারী যে স্কুল আছে সেগুলি ঠিক সেইরকম অবস্থা। একটা থাকলে একটা নেই। শুধু গ্রামাঞ্চলে নয় শহরাঞ্চলেও কোন কোন স্কুলে এই অবস্থা। আমি দেখেছি রামনগর ৬নং জুনিয়ার বেসিক স্কুলে সেখানেও ঘর ঠিকমত নেই। কাজেই এই টাকাগুলি উন্নয়নের নাম করে অপচয় হচ্ছে। অপরদিকে অ্যাডুকেশান ডিপার্টমেন্টে লক্ষ্য করেছি, এক ভদ্রলোক রিটায়ার করেছেন। ২ বৎসর অ্যাক্সটেনশন করার পরেও এখনও বসে আছেন। আমরা দেখেছি এখন এই ভদ্রলোককে সরিয়ে নিয়ে রাখা হয়েছে। আমরা জানি, অ্যাডুকেশান ডিপার্টমেন্টে ৩টা পোষ্ট আছে জয়েট ডাইরেক্টরের সেখানে নিয়ম অনুসারে একটা পোষ্ট এস, টি, থাকার কথা। কিন্তু সেখানে এস, টিকে না দিয়ে জেনারেল সিট করা হচ্ছে। ২ বৎসর অ্যাক্সটেনশান পাওয়ার পরও, তার মেয়াদ শেষ হওয়া সত্বেও অ্যাডুকেশান ডিপার্টমেন্ট তাকে রেখেছেন বেআইনীভাবে। তাকে সেখানে অন্যায়ভাবে রাখা হয়েছে। কাজেই সমস্ত টাকাগুলি এইভাবে অপচয় করা হচেছ। সেইজন্য আমি মাননীয় শিক্ষমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষন করছি যাতে শুধু শুধু টাকাগুলি এইভাবে খরচ না করা হয়। এখানে বিরোধী বেন্চ থেকে যে কাটমোশানগুলি এসেছে এবং তার সঙ্গে আমার যে কাটমোশানগুলি আছে সেগুলিকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয় :— মাননীয় বিরোধী দলনেতা শ্রীঅশোক কুমার ভট্টাচার্য।

শ্রীঅশোক কুমার ভট্টাচার্য্য :— মাননীয় স্পীকার স্যার; আমার এই যে ডিমান্ড নং ৪০ মেজর হেড ৩১৪ কাটমোশান এনেছি এই সম্পর্কে আমি আমার বক্তব্য রাখব। জেনারেল ডিসকাশান হয়েছিল তখন আমি বলেছিলাম যে ত্রিপুরা রাজ্যে বেকার সমস্যা, যে শিল্পের অনগ্রসরতা, মানুষের দুঃখ দূর্দশা সেটা অর্থের অভাবে না, সেটা হয়েছে এখানে যারা ইকনমিক প্ল্যানার আছে তাদের ব্যর্থতা। যারা এখানে রাজনৈতিক নেতৃত্ব দিচেছন তাদের অদূরদর্শিতা, তাদের ব্যর্থতা, তাদের অপদার্থতা। মাননীয় স্পীকার

DISCUSSION ON THE DEMANDS FOR GRANTS FOR 1986—87

স্যার, এখানে অনেক মন্ত্রী মহাশয়রা বাজেটের উপর ভাষন রেখেছেন, মাননীয় মুখ্য· মন্ত্রী বলেছেন যে, কেন্দ্র ত্রিপুরাকে টাকা দিচেছনা, বিমাতৃসুলভ মনোভাব যার জন্য ত্রিপুরার লোক পিছিয়ে আছে, অগ্রসর হতে পারছেনা, শিল্পে ইনফ্রাসট্রাকচার গ্রো করা যাচেছনা। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি আপনার কাছে কেন্দ্রীয় সরকার কত টাকা দিচেছ ত্রিপুরাকে এবং নর্থ ইষ্টার্ন রিজিওনে কত টাকা দিচেছ সেটার একটা হিসাব আপনার কাছে দিচিছ।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী : স্যার, এইটাত জেনাবেল ডিসাকাশান না। কাটমোশানের উপর বক্তব্য।

মিঃ স্পীকার : মাননীয় সদস্য এখানে জেনারেল ডিসকাশান আসতে পারে না আপনি আপনার কাটমোশানের উপর বক্তব্য রাখুন।

শ্রীঅশোক কুমার ভট্টাচার্য্য :— স্যার, এইখানে যদি ষ্টার ওয়ার নিয়ে আলোচনা আসতে পারে বাজেট ডিসনকাশান করতে গিয়ে আমার বক্তব্য ত বাজেটর উপর।

মিঃ স্পীকার :— আপনি আপনার কাটমোশানের উপর বক্তব্য রাখুন।

শ্রীঅশোক কুমার ভট্টাচার্য্য স্যার এখানে যদি বাজেট ডিসকাশান করতে গিয়ে ষ্টার ওয়ার আসতে পারে তাহলে আমি ত বাজেটের উপর আলোচনা করছি। ইফ ইট ইজ নট রিলেটডটু দি বাজেট ডিসাকাশান তাহলে স্যার আমাকে বসিয়ে দেবেন।

মিঃ স্পীকার ঃ-- মাননীয় সদস্য আপনি আপনার আলোচনা শুরু করুন।

শ্রী অশোক কুমার ভট্টাচার্য্য : — মিঃ স্পীকার স্যার, ১৯৮০-৮১ সালে মনিপুরকে দেওয়া হয়েছে ৩৯ কোটি ৭৭ লক্ষ টাকা, মেঘালয়কে দেওয়া হয়েছে ৪০ কোটি ৭৩ লক্ষ টাকা, নাগাল্যাণ্ডকে দেওয়া হয়েছে ৩৪ কোটি ৪১ লক্ষ টাকা, সিকিমকে দেওয়া হয়েছে ২০ কোটি ২৬ লক্ষ টাকা আব ত্রিপুরাকে দেওয়া হয়েছে ৪০ কোটি ৩৩ লক্ষ টাকা। স্টেইট হিসাবে বললে বলা হয় ১৫ কোটি বোকো স্টেইট উত্তর প্রদেশকে দেওয়া হয়েছে ৯৭২ কোটি ৪৪ লক্ষ টাকা। কাজেই এই যে প্রশ্নটা ত্রিপুরাকে টাকা দেওয়া হচেছ না বলে। তার পর আমি আরও দেখছি যে, ১৯৮১-৮২তে মনিপুরকে দেওয়া হয়েছে ৪৭ কোটি ৯৭ লক্ষ টাকা, মেঘালয়কে দেওয়া হয়েছে ৪৯ কোটি ৪৭ লক্ষ টাকা, নাগাল্যাণ্ডকে দেওয়া হয়েছে ৩৮ কোটি ২ হাজার

টাকা. সিকিম কে দেওয়া হয়েছে ২৫ কোটি টাকা, আর ত্রিপুরাকে দেওয়া হয়েছে ৪৯ কোটি টাকা. ৩৭ লক্ষ টাকা।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য, আপনার যে ডিমাণ্ডগুলি আছে সেগুলির উপর বক্তব্য রাখুন।

শ্রীঅশোক কুমার ভট্টাচার্য্য :— স্যার, ডিমাণ্ডটা আসে কখন, যখন ডিমাণ্ডটা আমি মিট করতে পারছি না কেন্দ্র টাকা দিচ্ছে না বলে। কাজেই তার জন্য কেন্দ্র যে কত টাকা দিচ্ছে সেটাতো আপনাদেরকে বলতে হবে। কেন্দ্র যে টাকা দিচেছ না এইটা যে নির্জলা অসত্য কথা সেটা আমাকে বলতে হচ্ছে। স্যার, এই প্ল্যানের জন্য যেটা দেওয়া হয়েছে বিভিন্ন স্টেইটকে তা হচেছ, মনিপুরকে দেওয়া হয়েছে ৪৩০ কোটি, মেঘালয়কে দেওয়া হয়েছে ৪৪০ কোটি টাকা, নাগাল্যাণ্ডকে দেওয়া হয়েছে ৪০০ কোটি টাকা, সিকিমকে দেওয়া হয়েছে ২৩০ কোটি টাকা, আর ত্রিপুরাকে দেওয়া হয়েছে ৪৪০ কোটি টাকা। শুধু তাই নয় এর পরেও নর্থ ইষ্টান কাউনসিল কে দেওয়া হয়েছে ৬৭৫ কোটি টাকা। কাজেই আজকে ত্রিপুরাকে যেটা দেওয়া হয়েছে বিভিন্ন ডেভেলাপমেন্টের জন্য কারণ ত্রিপুরা একটা অনগ্রসর রাজ্য, আর নাগাল্যাণ্ড একটা টোটেল ট্রাইবেল ডোমিনেটেড স্টেইট মেঘালয় একটা টোটেল ট্রাইবেল ডোমিট নেটেড স্টেইট। আর ত্রিপুরাতে ২৭, ২৮ পারমেণ্ট ট্রাইবেল ডোমিমনেটেড ; এইটা এই জন্য বলছি যে. সেই যে আপনারা একদিন বলছেন যে, ট্রাইবেলদের উন্নতি চাই, আবার এখানে ট্রাইবেল ডোমিটেড ষ্টেইটে টাকা দিতে গেলে বলেছেন যে. তাদেরকে বেশী টাকা দেওয়া হচ্ছে, আমাকে কম টাকা দেওয়া হচ্ছে. আমি বুঝতে পারি না যে, এইটা কি অবস্থা—

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য, আপনার বক্তব্য শেষ করুন। আশা করি মাননীয় সদস্যগণ আর বাঁধা দেবেন না।

শ্রী অশোক কুমার ভট্টাচার্য্য :— আঁতে যখন ঘা লাগে তখন এই রকমই হয়, শুধু টাকা দিচ্ছে না টাকা নাই, এদিকে প্রতিটি সাবডিভিশানে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে পার্টি অফিস বানানো হচ্ছে এবং এই ভাবে টাকার অপচয় করা হচ্ছে। সেই ক্ষেত্রে যদি কেউ বলে যে কেন্দ্র টাকা দিচ্ছে না, আরও টাকা চাই পার্টি অফিস তৈরী করার জন্য, ২০ লক্ষ টাকা

GENERAL DISCUSSION ON THE BUDGET ESTIMATES FOR THE YEAR 1986—87

খরচ করে যে অফিস করা হয়েছে তারজন্য আরও ১০০ লক্ষ টাকা চাই, আমি অবাক হই এই দেখে যে, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী একজন প্রবীন ভদ্রলোক, আমার ধারনা ছিল যে ওনার একটা ইমপ্রেসান আছে, প্ল্যান সম্পর্কে একটা ধারনা আছে, কারণ গঠনমূলক কাজ করার জন্য ত্রিপুরাতে গত ৮ বছরে যত টাকা দেওয়া হয়েছে, এমন কি এই বছরে যত টাকা দেওয়া হয়েছে; ৩৭১ কোটিটাকার যে বাজেট দেওয়া হয়েছে. ৩০ বছরের কংগ্রেস রাজত্ব সেই টাকা পায়নি। আবার বলছে ত্রিপুরাকে আমরা উন্নতির দিকে নিয়ে যাচ্ছি এবং আরও উন্নতি করব, তা মেজরিটি যখন আছে তখন চিৎকার করতে পারেন এবং পাশ করিয়ে নিতে পারবেন। এই জন্যই আমরা বলি কান কাটা সরকার, এক কান কাটা গেলে রাস্তার পাশ দিয়ে হাটে, আর দুই কান কাটা গেলে রাস্তার মাঝখান দিয়ে হাটে, লজ্জা নাই। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী দীর্ঘদিন এই রাজনীতিতে এসেছেন, আমার বয়সের অনেক বেশী হবে তার রাজনীতির বয়স। কিন্তু আমি অবাক হচ্ছি যে, ইমপ্রেসান বলতে তিনি কিছুই বোঝেন না, মার্কসবাদ ওনার মাথাটা নষ্ট করে দিয়েছে।

(গণ্ডগোল)

স্যার, আমাকে বাধা দেওয়া হচ্ছে, আমি আর বলব না।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্যদের অনুরোধ করছি মাননীয় বিরোধী দলের নেতা বক্তব্য রাখছেন আপনারা বাধা দেবেন না। মাননীয় সদস্য আপনি বক্তব্য রাখুন।

শ্রীঅশোক কুমার ভট্টাচার্য্য :— আর দরকার নাই, স্যার।

মিঃ স্পীকার :— তাহলে আপনার বক্তব্য শেষ বলে ধরে নিচ্ছি। এখন বক্তব্য রাখবেন মাননীয় সদস্য শ্রীকাশীরাম রিয়াং।

শ্রীকাশীরাম রিয়াং :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে যে সব কাট-মোশন বিরোধী পক্ষ থেকে এসেছে সেসব কাট-মোশনকে পুরো সমর্থন জানিয়ে আমি আমার কাট-মোশনের-উপর আলোচনা করছি। আমার কাট-মোশনের ডিমাণ্ড নং হচ্ছে ৪৮। সেখানে যে টাকা ধরা হয়েছে বা ফাণ্ড এলটমেন্ট করা হয়েছে তার উপর আমার বক্তব্য

হচ্ছে টাকার প্রপার ইউটিলাইজেশন হচ্ছেনা। গত বাজেট ভাষণেও আমি বলেছিলাম যে আমাদের ইনভেষ্টমেন্ট বাড়ছে কিন্তু আয় কমছে, আয় বাড়ছে না। এই কমার একমাত্র কারণ হচ্ছে প্রপার ইউটিলাইজেশন হচ্ছেনা। যদি প্রপার ইউটিলাইজেশন হত তাহলে দেশের উন্নতি হত, আয় বাড়ত। আমার ডিমাণ্ডের উপরে আমি দেখছি যে কিভাবে ফরেষ্টে দুর্নীতি বাড়ছে। আগে যেসব রয়েলটি আসত এখন আর আসছেনা। অফিস এক্সপেন্স বাড়ছে কিন্তু দুর্নীতি কমছেনা। আজকে আমরা দেখি, রাস্তার পাশে খুব সুন্দর সুন্দর গাছ আছে ফরেষ্টের কিন্তু ভিতরে গেলে দেখা যায় কিছুই নাই। এইভাবে যদি দুর্নীতি চলে তাহলে টাকা খরচ করে কি লাভ? কিন্তু যেভাবে ফাণ্ডের টাকা খরচ করা হচ্ছে সেগুলির প্রপার ইউটিলাইজেশন হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে আমি প্রত্যেক ডিপার্টমেন্টের মন্ত্রীর কাছে অনুরোধ রাখছি এবং সেটা করা উচিত বলে আমি মনে করি। আমার আরেকটা কাট-মোশন হচ্ছে নিউক্লিয়াস বাজেটের উপর, সেখানে ৫ লক্ষ টাকা ধরা হয়েছে। তার উদ্দেশ্য হচ্ছে সাধারণ মানুষের যখন খুব ক্রাইং নিড তখন যাতে সঙ্গে সঙ্গে সাহায্য করা যায় তার জন্য। কিন্তু আমরা দেখছি যাদের দরকার, যাদের প্রয়োজন তারা পায়না। সেখানে দলবাজী করা হয়। সেজন্য সে টাকাটা সঠিকভাবে ব্যবহার হয়না যার জন্য আমাদের এত আপত্তি। ডিপার্টমেন্টের মন্ত্রীদের কাছে আমার অনুরোধ থাকবে ত্রিপুরা রাজ্য থেকে যাতে দুর্নীতি মুক্ত করা হয় এবং এই ফাণ্ড প্রপারলি ইউটিলাইজ হয়। এই ২টা ডিপার্টমেন্টের উপর আমার কাট-মোশন আছে। বাজেটে এই ২টা কাট-মোশন এবং বিরোধী দল থেকে যেসব কাট মোশন আনা হয়েছে সেসব কাট-মোশনকে সমর্থন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীরসিকলাল রায়।

শ্রীরসিকলাল রায় :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমার কাট-মোশনের ডিমাণ্ড নাম্বার হচ্ছে-২০, মেজর হেড-২৭৭, এই কাট-মোশনের উপর বক্তব্য রাখতে গিয়ে আমাকে বলতে হয় যে এই মেজর হেডে ৭২ কোটি ৪০ লক্ষ ৫৬ হাজার টাকা ধরা হয়েছে। এই ডিমাণ্ডে আরও টাকা আছে অন্য মেজর হেডে। যে টাকাগুলি বাজেটে আনা হয়েছে তার উপর এখানে মাননীয় এডুকেশন মিনিষ্টার ও মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর ভাষণে আমরা লক্ষ্য করেছি যে সমস্ত টাকাই উন্নয়নের খাতে আনা হয়েছে বলে ওনারা উল্লেখ করেছেন। মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রী শিক্ষার অনেক উন্নতির ইতিহাস রচনা

GENERAL DISCUSSION ON THE BUDGET ESTIMATES FOR THE YEAR 1986—87

করেছেন কাগজেপত্রে কিন্তু আমাদের যে বক্তব্য ছিল এই বাজেটের উপর তার সঙ্গে কোন সামঞ্জস্য নাই। আমি আগে বলেছি যে, এই বামফ্রন্ট সরকার কাগজে পত্রে নানান ধরণের উন্নতির পরিকল্পনা এই ত্রিপুরার জনসাধারণকে শুনিয়েছেন। কিন্তু প্রেকটিক্যালি যে কোন কাজ হচ্ছেনা সেটা ত্রিপুরার মানুষ জানে। তাদের ছেলেমেয়েদের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার থেকে টাকা এনে সে টাকা সম্পূর্ণভাবে কারচুপি করা হয়েছে যে, সে সম্পর্কে কোন উত্তর মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় দিচ্ছেন না। যেভাবে ত্রিপুরায় ২২ লক্ষ লোকের উন্নতির জন্য খরচ করা হচ্ছে বলে বলছেন সেভাবে হলে ত্রিপুরায় কোন অভাব থাকত না। মিঃ স্পীকার স্যার, আমাদের ট্রেজারি বেঞ্চের সদস্যরা, আমাদের মন্ত্রী মহোদয়রা যা বলে গেছেন বাজেট সম্পর্কে তাদের ভাষণ তাতে দেখা যায় তারা বহিঃরাজ্যের কথাই বেশী বলেছেন এবং তাতে বহিঃরাজ্যের অবনতি এবং ত্রিপুরা রাজ্যের উন্নতির কথাই তাঁরা তুলে ধরেছেন। ওনারা কেন্দ্রীয় সরকারের সমালোচনা করে বলেছেন যে কেন্দ্রীয় সরকার ভারতের ৭০-৭২ কোটি লোকের জন্য যে বাজেট করেন সে বাজেট নাকি বড় লোকদের জন্য এবং তাদের লাভের জন্য করা হয়। বামফ্রন্ট সরকারের মন্ত্রী মহোদয়রা এই হাউজে সমালোচনা করেছেন যে কেন্দ্রীয় সরকারের বাজেট হয় বড় লোকদের লাভের জন্য আর গরীবদের লোকসানের জন্য। হাঁা, কেন্দ্রীয় সরকারের ডিউটি হচ্ছে গরীবদের বড় লোক করা কিন্তু নীচে থেকে আরও নীচের তলায় নামানোর জন্য নয়। কিন্তু ত্রিপুরার বামফ্রন্ট সরকার যে বাজেট করেন তা ত্রিপুরার ২২ লক্ষ লোকের জন্য নয় সেটা ২ পার্সেন্ট কেডারদের জন্য। আমরা লক্ষ্য করেছি, এই মন্ত্রী সভার মন্ত্রীরা যখন বহিঃরাজ্যের আলোচনা করেন তাদের বক্তব্যে আর সেটা শুনে যখন আমাদের বিরোধী দলের নেতা বক্তব্য রাখতে চেষ্টা করেন তখন তাঁর বক্তব্যে বাধার সৃষ্টি করা হয়। ওনারা ত্রিপুরা রাজ্যের কথা না বলে আমেরিকার কথা বলেন আর সেটা শুনে যখন আমরা ত্রিপুরা রাজ্যের কথা বলি তখন ওনাদের অস্বাস্থ হয়। ত্রিপুরা রাজ্যের এডুকেশনের উপর এডুকেশন মিনিষ্টার যে ভাষণ হাউসকে পরিবেশন করেছেন তাতে তিনি কতগুলি সংখ্যাতত্ত্ব দিয়েছেন যেটা শুধু কাগজে-কলমে থাকে। একটা তরজার বেড়া করে যদি বলেন স্কুল হয়ে গেছে, ফার্নিচার করার নামে যদি নিজেদের লোকদের পয়সা পাইয়ে দেন তাহলে এডুকেশনে দুর্নীতি ছাড়া আর কি আছে?

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য, আপনার বক্তব্য আপনি আবার বিসেসের পরে রাখতে পারবেন। এই সভা আজ বেলা ২টা পর্য্যন্ত মুলতবি রইল।

AFTER RECESS AT 2-00 P. M.

মিঃ ডেপুটি স্পীকার : মাননীয় সদস্য শ্রীরসিকলাল রায় মহোদয়কে উনার অসমাপ্ত ভাষণ শেষ করবার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীরসিকলাল রায় : মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি বলতে চাইছিলাম আমাদের এডুকেশন সম্পর্কে। এখানে ডিমাণ্ড নাম্বার ২০ মেজর হেড-২৭৭, এর উপর আমার একটি কাট মোশান আছে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে ত্রিপুরার শিক্ষাক্ষেত্রে বামফ্রন্ট সরকার যে শিক্ষা নীতি নিয়েছেন তাতে এইভাবে আরো চললে ভবিষ্যতে ত্রিপুরার শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে ভেঙ্গে পড়বে। তবে এখানে চাকুরী ক্ষেত্রে যা বলা হয়েছে সরকার তরফ থেকে সেটা কিছুটা ঠিক। কারণ শিক্ষিত বেকার সবাইকে তো চাকুরী দেওয়া বামফ্রন্ট সরকারের পক্ষে সম্ভব নয়। এটা শুধু বামফ্রন্ট সরকার কেন যে কোন সরকারই থাকুক না কেন এই সমস্যার সমাধান করা খুবই কঠিন। কারণ শিক্ষিত সবাইকে চাকুরী দেওয়া অসম্ভব। আমাদের দলও যদি এই সরকারে যায় শিক্ষিত বেকার সবাইকে চাকুরী দেওয়া তার পক্ষে সম্ভব হবে না। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে বলতে হয় যে, আমাদের বক্তব্য তো এটা ছিল না যে সবাইকে চাকুরী দেওয়া হোক। আমাদের বক্তব্য হচ্ছে বামফ্রন্ট সরকার যে নিয়মনীতি নিয়েছেন সে নীতিতে ত্রিপুরা রাজ্যের বেকারদের সমস্যার সমাধান করা সম্ভব হবে না। এইখানে গতকালকে উদাহরণ স্বরূপ বলা হয়েছে যে, যারা ১৯৭০ ইং সনে পাশ করেছে বা ১৯৭৫ ইং সনে পাশ করেছে যাদের অভার এজ হয়ে যাচ্ছে তাদের আগে চাকুরী দেওয়া। কিন্তু বামফ্রন্ট সরকারের নীতিতে দেখা যাচ্ছে যে, যারা ৭০ বা ৭৫ ইং সনে পাশ করেছে তাদের কোন চাকুরী হচ্ছে না কিন্তু যারা ১৯৮২ বা ১৯৮৩ ইং সনে পাশ করেছে তাদের অনেকেরই চাকুরী হয়ে যাচ্ছে। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে আসল সমস্যা রেখে দিয়েই উনারা অগ্রসর হচ্ছেন। আসলে ব্যাপারটা হচ্ছে আমাদের বামফ্রন্ট সরকার আসল সমস্যা রেখে দিয়ে তাদের দলের যে ক্যাডার সমস্যা রয়েছে সেটা আগে সমাধান করতে চাইছেন। কাজেই এই যে দুর্নীতির মাধ্যমে এমপ্লয়মেন্ট হচ্ছে সেটাই ছিল আমাদের বক্তব্য। আজকে আমরা দেখতে পাই যারা অনাহারে আছে, যারা

DISCUSSION ON THE DEMANDS FOR GRANTS FOR 1986—87

চাকুরীর জন্য বারবার ডেপুটেশন দিচ্ছে, কিন্তু তাদের চাকুরী হচ্ছে না। আর অন্য দিকে আমরা দেখতে পাই যে, ক্যাডারদের, তাদের বৌদের, এমন কি তাদের ভবিষ্যৎ বৌদেরও সরকারী চাকুরী দেওয়া হচ্ছে।

মিঃ ডেঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য, আপনার সময় শেষ।

শ্রীরসিকলাল রায় :— স্যার আমাদের আরো দু মিনিট সময় দিন। মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, এইখানে পুলিশ খাতে যে অর্থ চাওয়া হয়েছে—ডিমাণ্ড নাম্বার-১১, মেজর হেড-২১৫, এইখানে মাননীয় সদস্য শ্রীমতিলাল সাহা একটি কাট মোশান এনেছেন। এই সম্পর্কে আমি দু একটি কথা বলতে চাই যে, আজকে ত্রিপুরা রাজ্যে সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা বলতে কিছুই নেই। আজকে দিকে দিকে চলছে খুন, ডাকাতি, রাহাজানি, হত্যা, সন্ত্রাস। গতকালকে মাননীয় সদস্য শ্রীমতিলাল সাহার এক প্রশ্নের উত্তরে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন যে, বিশালগড়ে যাদের বাড়ীতে ডাকাতি হলো, খুন হলো তাদের পরিবারের কাউকে চাকুরী দেওয়া বা অর্থ সাহায্য করার কোন প্রভিসন সরকারের নেই। অথচ দেখা যায় গত মার্চে মোহনপুর ব্লকে কলাগাছিয়া গাঁওসভার নাগবাড়িতে ডাকাতি হয়েছিল, ফলে এই পরিবারের সাহায্য স্বরূপ সেই পরিবারের একজনকে সরকারী চাকুরী দেওয়া হয়েছে। এবং এরপর গত এপ্রিল মাসে এই একই গাঁওসভার শ্রীক্ষীরমোহন সাহার বাড়িতে ডাকাতি হয় এবং শ্রীসাহাকে খুন করা হয়, কিন্তু তার পরিবারের কাউকে কোন চাকুরী দেওয়া হয়নি। তাহলে দেখা যায় বামফ্রন্ট সরকার একটা সংকীর্ণ মনোভাব নিয়ে কাজ করছেন। তাহলে এটা পরিষ্কার বুঝা যায় যে, তাদের নিজস্ব লোক হলে তাদেরকে কাজ দেওয়া হবে, আর যদি তাদের নিজেদের দলীয় না হয় তাহলে বাজেটে এ ধরণের কোন ব্যবস্থা নেই, সরকারের কোন প্রভিসান নেই এই ধরণের বক্তব্য রাখা হয়। এই জন্য এই সকল দুর্নীতি পুলিশ দপ্তরে চলার জন্য মাননীয় সদস্য শ্রীমতিলাল সাহা যে কাট মোশান এনেছেন সেটিকে আমি সমর্থন করে এবং বাজেটকে বিরোধীতা করে আমি আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

মিঃ ডেঃ স্পীকার : মাননীয় সদস্য শ্রীমাখনলাল চক্রবর্ত্তী।

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী : মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, গত ১৭.৩.৮৬ ইং তারিখে এই হাউসে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী যে বিভিন্ন ডিমাণ্ডের উপর ব্যয় বরাদ্দ পেশ করেছেন ১৯৮৬-৮৭ ইং আর্থিক বৎসরের জন্য আমি সে সমস্ত ব্যয় বরাদ্ধকে সমর্থন করি এবং এই ব্যয় বরাদ্ধের উপর বিরোধী দলের মাননীয় সদস্যরা যে কাট মোশান এনেছেন আমি সে সকল কাট মোশানের বিরোধীতা করে আমার বক্তব্য শুরু করছি।

আমার বক্তব্য হচ্ছে ডিমাণ্ড নাম্বার-২০ শিক্ষা দপ্তরের ব্যয় বরাদ্ধের উপর। এই ডিমাণ্ডের উপর বিরোধী দলের সদস্যরা ১৪টি কাট মোশান এনেছেন। এই শিক্ষা বিভাগের উপর এত আক্রমণ তারা কেন করছেন? এটা বুঝতে হলে আমাদের কেন্দ্রীয় শিক্ষানীতি এবং ত্রিপুরা রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকারের শিক্ষানীতি নিয়ে আলোচনা করতে হয়। গতকালকে এই বাজেটের উপর আলোচনা করতে গিয়ে মাননীয় উপমুখ্যমন্ত্রী তথা শিক্ষামন্ত্রী মহোদয় ১৯৮৬-৮৭ ইং সনের শিক্ষাখাতে যে বরাদ্ধ ধরা হয়েছে তার উদ্দেশ্য সম্পর্কে এখানে বলেছেন। আমি এখানে এটা বলতে পারি যে, এই যে, শিক্ষার উপর আক্রমণ সেটা কেন এসেছে? আজকে আমরা দেখতে পাই যেখানে ভারতবর্ষের ৭০ কোটি মানুষের জন্য যে বাজেট ধরা হয়েছে সেই বাজেটের শতকরা ১ এর কম শিক্ষা খাতে খরচ করা হবে। আর এখানে রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকার শতকরা ১২-এর বেশী এই শিক্ষাখাতে খরচ করছেন।

ভারতবর্ষের মানুষ ৬০। ৭০ ভাগ নিরক্ষর। তাদের স্বাক্ষর করার জন্য পাশাপাশি ব্যবস্থা চলছে। আমি এটাকে অভিনন্দন জানাই এবং কেন্দ্রীয় সরকার শিক্ষাকে ধ্বংস করার জন্য নূতন শিক্ষা নীতি পরিবর্তন করে শিক্ষার উপর যে আক্রমণ করছে তার বিরোধীতা করছি। তার পাশাপাশি ত্রিপুরা রাজ্যে যে শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে সারা ভারতবর্ষের মানুষ তাকে বিকল্প হিসাবে গ্রহণ করবে। এই শিক্ষা নিয়েই আমাদের বাঁচতে হবে এবং এইভাবে আমরা অগ্রসর হব।

স্যার, এই শিক্ষা ব্যবস্থার উপর আক্রমণ নূতন নয়। আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে চ্যালেঞ্জ দিয়ে এই নূতন শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করেছি। কেন্দ্রীয় সরকার এই শিক্ষা ব্যবস্থাকে আক্রমণ করার জন্য উদ্যোগী হয়েছেন। ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ একদিন শিক্ষার দিকে অনগ্রসর ছিল। ১৯৮৪ ইং সনে আমাদের মাননীয় উপমুখ্যমন্ত্রী তেলিয়ামুড়া ব্লকে উপজাতি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সর্দারদের একটা সম্মেলন ডেকেছিলেন।

সেখানে আমি শুনেছিলাম যে ১৯৪৬ ইং সনে উনি যখন কলিকাতা থেকে পরীক্ষা দিয়ে খোয়াই বাজ্রা ষ্টেশনে এসে পৌছলেন, সেদিন ছিল মঙ্গলবার। সেদিন বড় বড় ব্যবসায়ীরা খোয়াই বাজারে ব্যবসা করতে আসতো এবং সেখানে আসার পরে এখানকার ব্যবসায়ীরা সম্বর্ধনা জানালেন। তখন বলছে খবর কি? তখন ব্যবসায়ীরা বলছে খবর বড় খারাপ। তখন দশরথবাবু বললেন যে, কি শুনছি যে খবর খারাপ? তখন বললে যে এখন উপজাতিরা গুণতে শিখে ফেলেছে। ধানচাউল কিনলে এখন তারা গুণতে পারে। কাজেই তারা কি কোন দিন লেখাপড়া শিখবে না? সেজন্য ত্রিপুরা রাজ্যে যে আন্দোলন সংগঠিত হয়েছিল জনশিক্ষার জন্য সেই আন্দোলনকে দমন করার জন্য মিলিটারী পাঠিয়ে যে ষ্টীম রোলার চালিয়েছিলেন সেই আক্রমণ আজও থামেনি। এইভাবে শিক্ষাকে হাতিয়ার করে ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ আজ অগ্রসর হচ্ছে শুধু ত্রিপুরার মানুষ নয়, সারা পৃথিবীর মানুষ লাঙ্গল কাঁধে নিয়ে, যেমন উজবেকিস্থানের মানুষ, চীনের মানুষ সেই শিক্ষাকে অবলম্বন করে সমাজে তারা নিজেরাই এখন তাদের ভাগ্য নিয়ন্তা। ভারতবর্ষের মানুষ সেই শিক্ষাকে অবলম্বন করে তাদের নিজেদের মধ্যে এখন চেতনা আনবে। মূল শত্রু সেই ধনিক শ্রেণীর দালালরাই এই শিক্ষা নীতির উপর কাটমোশন এনেছে। মনোরঞ্জন বাবু বলেছেন যে বয়স্ক শিক্ষার উপর আক্রমণ। কিন্তু আসল কথা হলো ত্রিপুরা রাজ্যের বয়স্করা শিক্ষা পান, এটা তাঁরা চান না। সরকার যে আজকে নিজস্ব ছাপাখানার বই ছাপিয়ে জনগণকে দিচ্ছেন এটা তাদের সহ্য হচ্ছে না! কারণ মালিক ছাপাতে পারছেনা। যদি মালিক ছাপাতে পারত তাহলে মালিক কিছু লাভ পেত। কাজেই মালিক শ্রেণীর প্রতিভূ হিসাবে তারা এই কাটমোশন এনেছেন। কাজেই ত্রিপুরা রাজ্যে শিক্ষানীতিকে সামনে রেখে তাকে সমর্থন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় বনমন্ত্রী।

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, গত ১৭ই মার্চ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী যে বাজেট এখানে উপস্থিত করেছেন আমি এই বাজেটকে পূর্ণ সমর্থন করি এবং বিভিন্ন ডিমাণ্ডের উপর কতগুলি কাটমোশন এনেছেন বিরোধী দলের তরফ থেকে, আমি সেগুলির বিরোধীতা করে আমার বক্তব্য রাখছি।

বন দপ্তরের ডিমাণ্ড নম্বার ৩৭-মেজর হেড ৩০৭। সয়েল অ্যাণ্ড ওয়াটার কনজারভেশান এবং আরও অন্যান্য ডিমাণ্ডের মেজর হেডের উপর ছাঁটাই প্রস্তাব আনা হয়েছে। এই ছাঁটাই প্রস্তাবগুলির বিরোধীতা করে আমার বক্তব্য রাখছি। মেজর হেড ৩১৩—

প্লেনটেশান। আমাদের ত্রিপুরা রাজ্য একটা ছোট রাজ্য। এখানে খনিজ সম্পদের উপর ভিত্তি করে কোন শিল্প এখনও গড়ে উঠেনি।

মাননীয় স্পীকার মহোদয়, তাই আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্যের অর্থনীতি মূলতঃ কৃষির উপর নির্ভরশীল। এছাড়া দেশ বিভাগ ও তার পরবর্তী সময়ে তৎকালীন পূর্ব্ব পাকিস্তান থেকে আগত শরনার্থী জনসংখ্যার চাপে ত্রিপুরা রাজ্যের অর্থনীতি একেবারে ভেঙ্গে পড়ার মুখে, এই হেন সমস্যার প্রতি লক্ষ্য রেখে আমাদের বন দপ্তর কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্যপুষ্ট কতগুলি প্রকল্প হাতে নিয়েছেন, সেই সব প্রকল্পের মধ্যে একটি হচ্ছে রুরাল প্লেন্টেশন, এই প্রকল্প ১৯৮১-৮২ সালে হাতে নেওয়া হয়েছে, এই প্রকল্পে বনাঞ্চল ছাড়াও প্রান্তিক চাষীর ভূমিতে, পঞ্চায়েতের ভূমিতে, এলটমেণ্ট ভূমিতে, এমন কি রাস্তার পাশে ও অন্যান্য খাস জমিতে বনায়ন-এর কাজ চলছে। জ্বালানী ও গো-খাদ্য ইত্যাদি সমস্যার সমাধানে আমার বন দপ্তর একটা সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ নিয়েছে। ১৯৮৫-৮৬ সন পর্য্যন্ত বন দপ্তরের ৯,৫৫৪১৬১ হেক্টর জায়গা বনায়নের আওতায় আনা হয়েছে, আর এজন্য ১৯৮৬-৮৭ সনে লক্ষ্যমাত্রা ধার্য্য হয়েছে ৩ হাজার হেক্টর। এই প্রকল্পে ত্রিপুরার গ্রামীণ উন্নয়নের ভূমিকা গ্রহণ করেছে এবং রাজ্যের দরিদ্র সাধারণ মানুষ-এর দ্বারা উপকৃত হচ্ছেন। এর ফলে বর্ত্তমান বছরে প্রায় ৩১ লক্ষ শ্রম দিবস সৃষ্টি হবে বলে আশা করা যায়। আগামী বছরে অর্থাৎ ১৯৮৬-৮৭ সালে এর লক্ষ্যমাত্রা আরও বৃদ্ধি পাবে। মেজর হেড ৩০৭—সয়েল এ্যাণ্ড ওয়াটার কন্জার্বেশন, এই খাতে ভূমি সংরক্ষণ প্রকল্পে যেসব জায়গায় ভূমি ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে গেছে, সেই সব স্থানে বনায়ন ও জলাধার ইত্যাদি তৈরী করে ভূমি সংরক্ষণ ব্যবস্থাকে আরও জোরদার করা হবে, এই প্রকল্পে ৪০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৭০০ হেক্টর এলাকায় নার্সারীতে চারা উৎপাদন করেও বিভিন্ন স্থানে প্রয়োজনীয় জলাধার তৈরী করা হবে। এছাড়া বন দপ্তরের যেসব পুরাতন অফিস গৃহ রয়েছে, সেগুলির মেরামত করা হবে। এছাড়াও আমার বন দপ্তর ত্রিপুরা রাজ্যে বেশ কয়েকটি গৃহও তৈরী করেছে এবং আরও কিছু স্কুল গৃহ মেরামত করার কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। তারপর, ত্রিপুরা রাজ্যের প্রত্যন্ত অঞ্চলে যেখানে পাহাড়ী ও বাঙ্গালী কৃষিজীবিদের উৎপাদিত, মালামাল বাজার জাত করা বা যাতায়তের অসুবিধা আছে, সেখানে বনের মধ্য দিয়ে অনেকগুলি রাস্তা করে দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে। ফলে এ' সব দূর্গম অঞ্চলে গরীব মানুষ সে পাহাড়ী বা বাঙ্গালী যে হউক না কেন, তাদের যাতায়াতের অনেক সুবিধা হবে। এই সব কাজ আমার বন দপ্তর এখন করে চলেছে। এছাড়া আদার হেড যেটা আছে, তাতে আমার দপ্তরের ৩ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ধরা আছে। যা দিয়ে মূলতঃ কফি বাগান করা হবে। আর এই কফি বাগান করতে হলে যে চারা

লাগানো হবে, সেগুলি পলিথিন ব্যাগে লাগানো প্রয়োজন। আর যদি এই পলিথিন ব্যাগ এই কাজের জন্য পাওয়া না যায়, তবে কফির চারার জন্য অনেক বেশী পরিচর্যা করতে হবে, ফলে ব্যয়ের পরিমাণ বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। কাজেই বন দপ্তরের এই ব্যয় বরাদ্দ, তা কখনও অপব্যয় হতে পারে না। আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্যে অনেক গরীব মানুষ বিশেষ করে জুমিয়ারা প্রত্যন্ত অঞ্চলে নানা ধরণের বাগান করে চলেছে। গরীব মানুষদের কাজের সংস্থান করার জন্যই, আরও বেশী করে কফির বাগান করা প্রয়োজন, যাতে আর্থিক দিক থেকে ত্রিপুরা রাজ্যের গরীব মানুষগুলির কিছুটা সুবিধা হয়। মেজর হেড ২৯৯— স্পেশাল এ্যাণ্ড ব্যাক-ওয়ার্ড এরিয়াজ। পূর্বাঞ্চল পরিষদ-এর অধীন আমাদের বন দপ্তর যাবতীয় উন্নয়নের জন্য এই হেডে বরাদ্দ করে থাকে, ১৯৮৫-৮৬ সালে এই খাতটা পূর্বাঞ্চল পরিষদের অন্তর্ভুক্ত না থাকায়, এই কর্মসূচীর জন্য উল্লেখিত ব্যয় বরাদ্দ ধরা হয় নি। সুতরাং এখানে ব্যয় বরাদ্দের বিরোধীতা করে যে ছাঁটাই প্রস্তাব এসেছে, তার কোন ভিত্তি নাই। এখানে উল্লেখ করা যায় যে. এই রাজ্যের প্রত্যন্ত অঞ্চলে যে অশুভ শক্তি ও বিভেদকামী শক্তি অরাজগতার সৃষ্টি করছে, তাতে আমাদের বন দপ্তরের উন্নয়ন কাজ কর্ম কিছুটা ব্যহত হচ্ছে। সুতরাং মাননীয় অধ্যক্ষ মাহোদয়, বন দপ্তরের জন্য বিভিন্ন খাতে যে ব্যয় বরাদ্দ ধরা হয়েছে, তার বিরোধীতা করতে গিয়ে বিরোধী সদস্যদের পক্ষ থেকে যে সব ছাঁটাই প্রস্তাব রাখা হয়েছে সেগুলি ভিত্তিহীন। তাই ত্রিপুরা রাজ্যের গরীব মানুষের উন্নয়নের জন্য আমার বন দপ্তর যে সব কর্মসূচী নিয়েছে, সেগুলি যাতে সুন্দর ভাবে কার্যকরী হতে পারে, তার কথা চিন্তা করে বিরোধী দলের সদস্যরা এখানে বন দপ্তরের বিভিন্ন খাতে যে সব ছাঁটাই প্রস্তাব এনেছেন, সেগুলি তুলে নেওয়ার জন্য আমি তাদের কাছে আহ্বান জানাই। সেই সঙ্গে সঙ্গে এই বাজেটের বিভিন্ন দপ্তরের বিভিন্ন খাতে আরও যে সব ছাঁটাই প্রস্তাব রাখা হয়েছে, সেগুলির বিরোধীতা করে, যে বাজেট বরাদ্দ আমাদের অর্থ মন্ত্রী মহোদয় এই হাউসের সামনে পেশ করেছেন, তাকে পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রীজওহর সাহা :— মাননীয় স্পীকার, স্যার, আজকে এই হাউসে বিভিন্ন দপ্তরের বাজেট বরাদ্দের উপর বিরোধী দলের পক্ষ থেকে যে সমস্ত ছাটাই প্রস্তাব রাখা হয়েছে, সেগুলিকে সমর্থনকরে আমার বক্তব্য রাখছি। এখানে ডিমাণ্ড নাম্বার ১৩, মেজর হেড –২৯৮, যে পরিমাণ ব্যয় বরাদ্দ ধরা হয়েছে, তাতে দেখছি যে ত্রিপুরা

রাজ্যে বামফ্রন্টের ৮ বছরের রাজত্বে সমবায় আন্দোলনকে সম্প্রসারণের নামে অনেক বেশী টাকা ধরা হয়েছে।

কারণ ওরা শাসক দলের ছত্রছায়ায় আছে। স্যার, আমি হাউসে দৃষ্টান্ত দিয়ে বলছি যে বিগত দিনে ত্রিপুরার একটা বিরাট সংখ্যক কোপারেটিভ-এর টাকাগুলি আত্মসাত করা হয়। এবং পরবর্তীকালে যখন অডিটের প্রশ্ন আসতো তখন দেখা যায় যে, সেই সব কোপারেটিভগুলিতে আগুন লেগে যায় এবং আগুন লেগে সব কাগজপত্র পুড়ে নষ্ট হয়ে যায়, টাকা পয়সার হিসাবের কোন হদিশ আর পাওয়া যায় না। ঠিক এমনিভাবে শাসক দলের কিছু লোককে টাকা আত্মসাৎ করার সুযোগ করে দেওয়া হচ্ছে। সুতরাং আমি এই কথাই বলতে বাধ্য হচ্ছি যে, কোপারেটিভের শতকরা ৯০ শতাংশ উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়েছে। এখন সমবায়ের নামে যা কিছু করা হচ্ছে সেটাকে সরকারী অর্থ আত্মসাত্ত করা ছাড়া আর কিছু বলা যায় না। মিঃ স্পীকার স্যার, এখন আমি ডিমাণ্ড নং ২০ মেজর হেড ২৭৭-এর উপর কিছু বলছি। বাজেটে শিক্ষাখাতে প্রায় ১৫ শতাংশ টাকা ধরা হয়েছে। মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী মহোদয় এখন হাউসে নাই সেজন্য আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। স্যার, বাজেটের টাকাগুলি যদি সত্যি সত্যি শিক্ষার সম্প্রসারণের জন্য ব্যয় করা হত তাহলে আমরা তার বিরোধীতা করতাম না। এই টাকাগুলি শুধু মাত্র শিক্ষকদের মাইনার টাকা দেওয়ার জন্যই ব্যয় করা হচ্ছে, বাস্তবে শিক্ষার কোন উন্নতির জন্য নয়। অমরপুরে আমি একটা স্কুলের নাম করতে পারি—ডাক্তারসিং পাড়া জে. বি. স্কুল সেখানে আজ প্রায় দুই বছর যাবত কোন ছাত্র নাই স্কুল ঘর নাই, অথচ সেখানে তিন জন মাষ্টারকে বসিয়ে বসিয়ে মাইনার টাকা দেওয়া হচ্ছে। স্যার, আমরা ১১ই মার্চ অমরপুরে বি. ডি. সি-র মিটিংয়ে শিক্ষা নিয়ে আলোচনার সময়ে আমরা দেখলাম অমরপুরে ১১টি স্কুল-এর কোন ঘর নাই, সেখানে শুধু বসিয়ে বসিয়ে মাষ্টারদের বেতন দেওয়া হচ্ছে। আরও ১৭টি স্কুলে বর্ষার সময়ে কোন ক্লাস করতে পারবেন না এই হচ্ছে স্কুল ঘরগুলির অবস্থা। এই যদি স্যার, স্কুল ঘরগুলির অবস্থা হয় তাহলে কিভাবে শিক্ষার সম্প্রসারণ হবে সেটা আমরা বুঝতে পারছি না। মাননীয় স্পীকার স্যার, ডিমাণ্ড নং ২১, মেজর হেড ২৮৮—সেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, গ্রামের বৃদ্ধ গরীব অংশের মানুষদের জন্য যে পেনসনের টাকা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয় সেই ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে তাদের টাকাগুলি ডাকযোগে পাঠান হয়। কিন্তু উগ্রপন্থী তৎপরতার ফলে ডাক হরকরাদের উপর হামলা চলার ফলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে তাদের সেই টাকাগুলি আর ঠিক ঠিক ভাবে তাদের

হাতে পৌঁছাচ্ছে না। সে জন্য আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি, তিনি যেন এই টাকাগুলি আগের মতই পঞ্চায়েতের মাধ্যমে বিলি বন্টনের জন্য ব্যবস্থা নেন। মাননীয় স্পীকার স্যার, এখন আমি ডিমাণ্ড নং ২৬, মেজর হেড ২৮৮ সম্পর্কে ক'টি কথা বলছি। সেখানে আমরা অটোনোমাস ডিষ্ট্রিক কাউন্সিলের টাকাগুলি ব্যয় করার পদ্ধতি যখন আমরা আলোচনা করি তখন আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, সেখানে সরকার গণতান্ত্রিক পদ্ধতিগুলি সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে এ. ডি. সি-র টাকাগুলি আত্মস্যাত করার চেষ্টা করছেন। সেখানে এ. ডি. সি-র টাকাগুলি খরচা করার জন্য বিভিন্ন কমিটি থাকা সত্বেও এ. ডি. সি. সাব-কমিটি নামে কিছু অগণতান্ত্রিক কমিটি করে তাদের নিজেদের লোককে টাকা পাইয়ে দেবার জন্য – শাসক দলের লোকদের পকেটে টাকা পকেটস্থ করার জন্য বি. ডি সি-র সিদ্ধান্তগুলিকে উপেক্ষা করে তাদের টাকা পাইয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করছেন। স্যার, আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সেই বি. ডি. সি-গুলিতে সি. পি. এম., কংগ্রেস, টি. ইউ. জে. এস. সব দলের লোক নিয়ে কমিটিগুলি গঠিত হচ্ছে। তবু সেই বি. ডি. সি-র সিদ্ধান্তগুলি কার্য্যকরী করা হচ্ছে না এবং এর ফলে আমরা দেখতে পাচ্ছি পাহাড় অঞ্চলের উপজাতি গরীব অংশের লোকেরা তাদের বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। স্যার, আমাকে আর পাঁচ মিনিট সময় দিন—স্যার, ডিমাণ্ড নং ৩৭, মেজর হেড ২৯৯ সম্পর্কে বলতে চাই—সেখানে আমরা দেখছি যে জুমিয়া পরিবারদের পুনর্বাসন দেওয়ার ব্যাপারে বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা দেওয়ার ক্ষেত্রে আমরা লক্ষ্য করছি, সেখানেও দলবাজী চলছে। সেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি কোন কোন পরিবারকে কোন সুযোগ দেওয়া হচ্ছে না, কাউকে কাউকে আবার দুই বার করে সাহায্য দেওয়া হচ্ছে। এই তথ্য আমার কাছে আছে।

শাসক দল দুইবার করে পাবে। সুতরাং এগুলি বন্ধ করে দিয়ে প্রকৃত জুমিয়াদেরকে দেওয়া হবে কি না সেটা জানতে চাই। সেই দিকে মাননীয় মন্ত্রীদেরকে নজর রাখার জন্য অনুরোধ করছি। আরেকটা প্রশ্ন গতকালকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যে, অমরপুরে সেখানে না কি কাজ করতে দেওয়া হয় না। কিন্তু তিনি জানেন যে, সেখানে যে বি, ডি, সি, আছে এবং সেই বি, ডি, সিতে যে সমস্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় সেগুলি কার্যকরী হতে দেওয়া হয় না। একজন এক্জিকিউটিভ ম্যাজিষ্ট্রেট সেই বি, ডি, সিকে বন্ধ করে দিতে উদ্যোগ নিয়েছে। তার বিরুদ্ধে তো কোন ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না। কাজেই আমি আশা করব যে, এই বামফ্রন্ট সরকার গণতন্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধাশীল

হবে এবং গণতান্ত্রিক রীতিনীতি মেনে জনগণের কাজ করবে। আজকে বিরোধী দল কর্তৃক যে সমস্ত কাটমোশন এখানে আনা হয়েছে সেগুলিকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি। ধন্যবাদ

মিঃ স্পীকার : - শ্রীরবীন্দ্র দেববর্ম্মা।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্ম্মা :— মাননীয় স্পীকার স্যার, এই সভায় বিরোধী দল যে সমস্ত কাটমোশন এনেছেন এবং আমি যে ছয়টি কাটমোশন এনেছি সেগুলিকে সমর্থন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শুরু করছি এবং এখানে যে মূল প্রস্তাব আনা হয়েছে সেটাকে বিরোধীতা করছি। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি ৬টি কাটমোশন এনেছি— একটি হল ডিমাণ্ড নং ৩, মেজর হেড ২১৪। আমরা দেখছি ত্রিপুরা রাজ্যে প্রতিটা কাছারিতে ফাইলের পর ফাইল স্তূপাকারে জমে যাচ্ছে। আজকে আইনের ক্ষেত্রে যে, বিচার সেটা দীর্ঘদিন ধরে আটকে থাকার ফলে সরকারের কাজ বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। আজকেও মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছে যে কর্মচারীদের বদলি সংক্রান্ত কেইস থাকায় প্রায় এক হাজারের মত হেডমাষ্টারের পোষ্ট ফিল আপ করা যাচ্ছে না এবং প্রোমোশন দেওয়া যাচ্ছে না। এভাবে যদি চলতে থাকে তাহলে সুবিচার পাবে কি করে? দেশে ক্রাইমের সংখ্যা বেড়ে যাবে। সুষ্ঠ বিচার হবে না। কাজেই এই ভাবে শুধু জুডিশিয়েলের জন্য টাকা বরাদ্দ করলে মিস ইউজ হবে এবং কাজের কাজ কিছুই হবে না। এই জন্য মূল প্রস্তাবকে সমর্থন করতে পারছি না। ডিমাণ্ড নং ৩, মেজর হেড ২১৫, এখানে দেখা যায় সারা ত্রিপুরা রাজ্যে যখন লোক সভার ইলেকশন, বিধানসভার ইলেকশন, পঞ্চায়েত এবং এ, ডি, 'সর ইলেকশন হয় তখন আগে থেকে ভোটার লিষ্ট সংশোধন করা হয়। যে সব গাঁও সভা উপজাতি অধ্যুষিত, কংগ্রেস অধ্যুষিত সেই সমস্ত এলাকার কোন কোন গ্রামের নামই উঠে না। আবার অন্য দিকে দেখা যায় যে কেউ যদি সি, পি, আই (এম) সমর্থক হয় তাহলে ১৮ কেন তার বয়স ১৫ হলেও তার নাম ভোটার লিষ্টে লিপিবদ্ধ হয়। এইভাবে একটা বৈষম্য চলছে। ভোটার লিষ্টে নাম লিপিবদ্ধ করার জন্য যে তারিখ দেওয়া হয় সেই তারিখের মধ্যে ভোটার লিষ্ট গ্রামাঞ্চলে গিয়ে পৌছে না। গ্রামাঞ্চলের মানুষ ভোটার লিষ্টে নাম সংশোধন করার সুযোগ পাচ্ছে না। এইভাবে ভোটার তালিকায় কারচুপি করে এই সরকার গদিতে আছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, ডিমাণ্ড নং ১১, মেজর হেড ২৬০, ফায়ার সার্ভিস। আমরা কি দেখি? সেখানে আগরতলা শহর ফায়ার সার্ভিস কাভার

করে। কিন্তু জিরাণীয়া, মোহনপুর, টাকারজলা ব্লক অফিসে আগুন লেগে কাগজপত্র পুড়ে গেছে। সেই জন্য দাবী রাখছি জম্পুইজলা, মোহনপুর, ছামনু, মনুঘাট, বিশ্রামগঞ্জ ও কাকড়াবনে ফায়ার সার্ভিস খোলা হোক। এরপর আছে ডিমাণ্ড নং ১৩ মেজর হেড ২৯৮, কোঅপারেটিভ, সমবায়। এগুলি বামফ্রন্টের বামে আছে। কালোবাজারী, দলবাজী ছাড়া আর কিছু নেই। রেশন সপে চাউল নেই, প্যাক্সে দুর্নীতি, আজকে তার হিসাব পাওয়া যায় না। অডিট হয় না। আগুনে পুড়িয়ে দেওয়া হয়। ডম্বুর নগর ব্লকে ৮ বছর পর এই গত ফেব্রুয়ারী মাসে অডিট হয়েছে। এই অডিটের ফল বামফ্রন্টই জানেন। জনসাধারণ জানে না। একটা মেচের কাঠি দিয়ে আগুন লাগিয়ে সমস্ত হিসাবের গড়মিল করে দেওয়া হয়। আইতরমা, সেখানে ছাদ ছিদ্র করে লক্ষ লক্ষ টাকার মাল উধাও হয়ে যায়। এটা কর্মচারীদের যোগসাজস ছাড়া হচ্ছে? কাজেই এখানে যে টাকা ধরা হয়েছে সেটা দলবাজী, কালোবাজারীদেরকে উৎসাহ দেওয়ার জন্যই ধরা হয়েছে। আজকে বৃদ্ধ ভাতা নিয়ে রাজনীতি চলছে। বিরোধী দলের হলে ১০০ বছরের হলেও বৃদ্ধ ভাতা পায় না কিন্তু শাসক দলের হলে ৫০ বছরেও বৃদ্ধ ভাতা পায়। আসল বৃদ্ধদের কাছে গিয়ে পৌঁছে না। মন্ত্রীদের মধ্যে অবশ্য অনেকেই বৃদ্ধ হয়েছেন। তারাও বৃদ্ধ ভাতা দাবী করবেন। কাজেই এখানে যে সমস্ত কাট মোশন বিরোধী দল কর্তৃক আনা হয়েছে আমি সেগুলিকে সমর্থন করি এবং আশা করছি শাসক দলও এই কাটমোশনগুলিকে সমথন জানিয়ে বাজেটকে সংশোধন করে হাউসের বিবেচনার জন্য পেশ করবেন। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মি: স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীঅঙ্গু মগ।

শ্রীঅঙ্গু মগ :— মাননীয় স্পীকার স্যার, এখানে ডিমাণ্ড নাম্বার, ১৩, মেজর হেড ২৯৮—এর উপর আমার একটি কাট মোশান আছে। তার উপর আলোচনা দিয়েই আমার বক্তব্য শুরু করছি। মাননীয় স্পীকার স্যার, ত্রিপুরা রাজ্যের সমবায় দপ্তর সম্পর্কে কিছু বলতে চাই। অবশ্য এখানে সমবায় মন্ত্রীও উপস্থিত আছেন। ত্রিপুরা রাজ্যের ট্রাইবেলদের উন্নয়নের জন্য সমবায় থেকে ল্যাম্পস এবং প্যাকস্ খোলা হয়েছে। কিন্তু এর দ্বারা কি সাধারণ মানুষের কোন উপকার হয়েছে তা আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছ থেকে জানতে চাই। আমরা জানি, দলবাজী করার জন্যই ল্যাম্পস এবং প্যাকস খোলা হয়েছে। আর এই দলবাজীর প্রকৃষ্ট প্রমাণ হচ্ছে, ল্যাম্পসগুলির

ম্যানেজিং ডিরেক্টরের নিয়োগ। সাধারণ অডিটারকে প্রমোশন দিয়ে ম্যানেজিং ডিরেক্টর করে ফেলা হয়েছে। কাজেই এই ম্যানেজিং ডিরেক্টররা সাধারণ মানুষের কি উপকারে আসবে তা আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে জানতে চাই। কোন উপকারই নাই। শুধু দলবাজী হচ্ছে, কারচুপি হচ্ছে। লাখ লাখ টাকা কারচুপি হচ্ছে। কেন? দলের স্বার্থ রক্ষার জন্য। আপনারা বলতে পারবেন, কয়টি ল্যাম্পসে উপযুক্ত ম্যানেজিং ডিরেক্টর আছে? এই তো হচ্ছে ত্রিপুরা রাজ্যের অবস্থা। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমার আর একটি কাট মোশান আছে, ডিমাণ্ড নাম্বার ২০, মেজর হেড ২৭৭। এটা স্যার, এডুকেশান ডিপার্টমেন্টের উপর। মাননীয় স্পীকার স্যার, এডুকেশান মিনিষ্টারের উপস্থিতিতে আমি এখানে এই দপ্তর সম্পর্কে কিছু বলতে চাই। এখানে আমরা সব সময়ই শুনতে পাই, ত্রিপুরা রাজ্যে বামফ্রন্ট আসার পরে অনেক স্কুল হয়েছে। আমার সাক্রম এলাকার স্কুল সম্পর্কে কিছু বলতে চাই। আমি দেখেছি, কোন কোন স্কুলে ছাত্র সংখ্যা নাই মাষ্টার আছে, আবার কোন কোন স্কুলে ছাত্র আছে মাষ্টার নাই। ফার্ণিচার? এটাতো দপ্তরই ভালো জানেন। ছাত্রদের বসার জায়গা নাই, বসার কোন ব্যবস্থা নেই। কাজেই এখানে এত টাকার অঙ্ক রাখার কোন মানে নাই। তাহলে কি আমাদের ধরে নিতে হবে, দলবাজী করার জন্য এবং দলের স্বার্থরক্ষা করার জন্যই এই বিরাট অঙ্কের টাকা এখানে রাখা হয়েছে? আমার সাক্রম সাব-ডিভিশানে এডুকেশান ডিপার্টমেণ্টে ইন্সপেক্টর রাখা হয়েছে। কিন্তু এই ইন্সপেক্টর কি করছেন তা কি দপ্তর থেকে দেখা হচ্ছে? সেখানে ফার্ণিচার কেনার জন্য কোন চেষ্টা করা হচ্ছে না। এই হচ্ছে ত্রিপুরার শিক্ষা ব্যবস্থা। আমার সাক্রম সাব-ডিভিশানে ৪৩টি স্কুল আছে। এই ৪৩টি স্কুলে মাষ্টার মহাশয় আছেন কিন্তু স্কুল ঘর নাই। স্যার, এখানে আমি তার প্রমাণ দিতে পারব। কাগজে-পত্রে দেখেছি, ২০টি স্কুল ঘরের জন্য মঞ্জুর হয়েছে। আর বাকী ২৩টি স্কুলেই ঘর নাই, অথচ মাষ্টার মহাশয় এবং ছাত্র-ছাত্রী আছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, এই দিকে নজর দেবার জন্য আপনার মাধ্যমে আবেদন জানিয়ে বিরোধী দল থেকে যে সমস্ত কাট মোশান আনা হয়েছে সেগুলির সমর্থন জানিয়ে এবং মূল বরাদ্দের বিরোধীতা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— এখানে মাননীয় সদস্য শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়ার নাম রয়েছে। কিন্তু, আপনাদের জন্য এলট করা সব সময়ই শেষ হয়ে গেছে। বরং আরো বেশী সময় দেওয়া হয়েছে। এখন ট্রেজারী বেঞ্চ থেকে যদি আপনাকে পাঁচ মিনিট সময় দেওয়া হয়, তাহলে আপনি বলতে পারবেন।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— মাননীয় স্পীকার স্যার, বিরোধী দল থেকে যে সমস্ত কাট মোশান আনা হয়েছে আমি তা সমর্থন করছি। স্যার, এখানে বিরোধী দলের বক্তব্যের সমালোচনা আমি শুনেছি, সাথে সাথে আলোচনাও শুনেছি। শুনেছি, ত্রিপুরা সরকারের করহীন বাজেট পেশের কথা। আবার সাথে সাথে শুনেছি, কেন্দ্রের বিরাট ঘাটতি নিয়ে বাজেট পেশের কথাও। আমি এখানে জিজ্ঞাসা করতে চাই, ২ টাকার সিগারেট কিনতে গিয়ে যখন পাঁচ টাকা দিয়ে কিনতে হয়, কিংবা ৭ টাকার পেট্রল যখন ১০ টাকা দিয়ে কিনতে হয় তার জন্য কি কেন্দ্র দায়ী? কৃত্রিম সঙ্কটের সৃষ্টি করে যখন দাম বেশী নেওয়া হয় তার জন্য কি কেন্দ্র দায়ী? এটা স্যার, আমরা স্বীকার করতে পারি না। মিঃ স্পীকার স্যার, এখানে পুলিশ খাতে বাজেট বরাদ্দ বিরাট পরিমাণে চাওয়া হয়েছে। মিঃ স্পীকার স্যার, এই খাতে টাকা বাড়িয়ে লাভ কি? আইন শৃঙ্খলার অবনতি ছাড়া উন্নতির কোন লক্ষণই তো এখানে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। অবনতি বরং ব্যাপক আকারে দেখা দিয়েছে। আমাদের চতুর্দিকে বর্ডার। বর্ডার ক্রাইম যে কি ভয়াবহ তা ভাবা যায় না। চড়িলাম থেকে সোনামুড়া, এদিকে সদর অঞ্চলে বর্ডার ক্রাইমস্ অন্যদিকে টি. এন. ভি-এর রাজত্ব এই হচ্ছে, ত্রিপুরার বর্তমান চিত্র। মিঃ স্পীকার স্যার, এখানে ফায়ার ষ্টেশনের জন্য টাকা চাওয়া হয়েছে। কিন্তু এই আগুন লাগার কারণ কি? জনৈক বিধায়ক কিছুক্ষণ আগে বলেছেন, ফেব্রুয়ারী এবং মার্চ মাসেই আগুন লাগে বেশী। এখন ল্যাম্পস, প্যাকস এবং সরকারী অফিস কেহ ভাড়া দিতে চায় না।

কারণ, যেদিন হিসাবপত্র অডিট করতে আসবে তার ২/৪ দিন আগে আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে দেওয়া হয়। স্যার, আমার কাছে খবর আছে ঐ অম্পি কৃষি অফিসটিতে অডিট হচ্ছে শুনে সেই অফিসটিতে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়। যার জন্য অম্পিতে সমস্ত ব্যবসায়ীরা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে, ওখানে আর সরকারী অফিস ভাড়া দেবেন না। অমরপুরেও ব্যবসায়ীরা বলছেন, তারা কোন সরকারী অফিস ভাড়া দেবেন না। সুতরাং শুধু ফায়ার সার্ভিস বাড়ালেই তো হবে না। এই যে দুর্নীতিগুলি হচ্ছে, এই যে আগুন লাগানো ঘটনাগুলি ঘটছে সেগুলি যদি শক্ত হাতে দমন না করা যায়, তাহলে এই ঘটনাগুলি ঘটতেই থাকবে। এইগুলি তো ফায়ার এক্সিডেন্ট নয়, ইনসিডেন্ট, এই ইনসিডেন্টগুলিকে রোধ করতে হবে। স্যার, ফুড এণ্ড নিউট্রেশান প্রোগ্রামে ৪০ কোটি টাকার উপর অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এখানে বলেছেন যে মিজোরামে অনেক ট্রাইবেল খেতে পাচ্ছে না, তাই এরাজ্যে অনেক ট্রাইবেল চলে

আসছে। কিন্তু মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর এটা জানা আছে কি যে এরাজ্য থেকে আরও অনেক বেশী ট্রাইবেল না খেতে পেয়ে অন্য রাজ্যে চলে যাচ্ছে? ওরা আসামে গিয়ে বলছে, খেতে পাই না, তাই চলে এসেছি। আজকে গ্রামাঞ্চলগুলিতে খাদ্যের অভাবতো আছেই সেই সঙ্গে পানীয় জলের সংকটও তীব্র আকার ধারণ করছে। গ্রামবাসীরা পানীয় জলের জন্য এস, ডি, ও অফিসে গিয়ে ধর্ণা দিচ্ছে। আজকে এই পানীয় জলের সংকটের জন্য তারা ম্যালেরিয়া এবং উদরাময় রোগে ভুগছে। একাধারে খাদ্যাভাব, পানীয় জলের সংকট, বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত, সুতরাং এহেন অবস্থায় মানুষ গ্রামে থাকতে পারে? আজকে রাস্তার ধারে ৮০ পার্সেন্ট টিউবওয়েলগুলি অচল। গ্রামাঞ্চলগুলির অবস্থাতো আরও ভয়াবহ। হয়তো বা কূয়া আছে, কিন্তু সেগুলিতে জল না থাকার বাধ্য হয়ে তাদের অপরিশোধিত ছড়ার জলের উপর নির্ভর করতে হয়। সুতরাং খাদ্যাভাব, পানীয় জলাভাব, ইত্যাদি অভাবের শিকার হয়ে তারা আজকে আসামে চলে যাচ্ছে, মিজোরামে চলে যাচ্ছে। স্যার, ক্রিমিনাল ইনভেষ্টিগেশানের খাতে বহু টাকা ধরা হয়েছে। সত্যিকারের ক্রিমিনালরা ধরা পড়ুক এটা তারা চান না। সুতরাং টি, এন, ভির বিরুদ্ধে যারা শ্লোগান তুলবে, বিশেষ করে টি ইউ জে এস তাদেরকেই এ্যারেষ্ট করা হয়। এই হচ্ছে ক্রিমিনাল ইনভেষ্টিগেশানের রেজাল্ট। আমরা বহু ডাকাতির ঘটনা এবং অন্যান্য ঘটনার সঙ্গে জড়িত অপরাধীদের নাম দিয়েছি কিন্তু পুলিশ তাদের এ্যারেষ্ট করছে না। পক্ষান্তরে যারা এই সব সমাজ-বিরোধীদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাচ্ছে, থানাকে অবহিত করছে তাদেরকেই পুলিশ এরেষ্ট করে নিয়ে আসে। এহেন ক্রিমিনাল ইনভেষ্টিগেশানের রেজাল্টকে আমরা নিশ্চয়ই সমর্থন করতে পারি না। সুতরাং পুলিশ বাজেট এবং অন্যান্য বরাদ্দ সম্পর্কে যে ছাটাই প্রস্তাব আজকে হাউসে উপস্থাপন করা হয়েছে সেগুলিকে আমি সমর্থন করছি এবং সরকারকে বিভিন্ন রকমের দূর্নীতি দলবাজী এবং জনস্বার্থ বিরোধী কার্যকলাপের অভিযোগ করে অমি আমার বক্তব্য শেষ করছি]

মিঃ স্পীকার :- শ্রীঅভিরাম দেববর্মা মহোদয়কে উনার বক্তব্য রাখার জন্য আমি আহ্বান করছি।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা :— মিঃ স্পীকার স্যার, আজকে হাউসে যে সমস্ত ডিমাণ্ড উপস্থাপন করা হয়েছে সেগুলিকে আমি সমর্থন করছি এবং বিরোধী দল থেকে যে সমস্ত ছাটাই প্রস্তাব এখানে উপস্থিত করা হয়েছে সেগুলির বিরোধীতা করছি। স্যার, ডিমাণ্ড

নং ১৩, মেজর হেড ২৯৮, এটার উপর মাননীয় সদস্য শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা মহোদয় একটা ছাটাই প্রস্তাব এনেছেন। তিনি বলেছেন—"Failure to control and eliminate wasteful expenditure on Grants-in-Aid to Co-operatives". তিনি এখানে বলতে চেয়েছেন যে দুর্নীতি ছাড়া তিনি সমবায়ের মধ্যে আর কিছু দেখতে পাচ্ছেন না। আমার মনে হচ্ছে উনি দুর্নীতির মধ্যে আকণ্ঠ নিমজ্জিত থাকায় দুর্নীতি ছাড়া আর কিছুই দেখতে পান না। এই দুর্নীতির কৌশল, কায়দা কানুন সমস্ত কিছুই তাদের জানা। উনারা কথায় কথায় বলেন—দলীয় স্বার্থ। এছাড়া দ্বিতীয় কোন কথা তাদের মুখে যোগায় না। আমি বুঝতে পারছি না, কেন তারা এই সব কথা বলেন। উনাদেরই তো দলীয় স্বার্থে কাজ করে অভ্যাস। তারপর মাননীয় সদস্য অঞ্জু মগ আরেকটা কাটমোশান এনেছেন। ডিমাণ্ড নং ১৩, মেজর হেড ২৯৮ উপরই। তিনি বলেছেন—Failure of the Govt. to control and eliminate wasteful expenditure on office expenses". অফিসের কাজের জন্য তিনি টাকা দিতে চান না। অফিসে কি খরচ? কর্মচারীদের বেতন, ফার্ণিচার, টাইপ মেশিন, তাদের যাতায়াত খরচ সবকিছুই দিতে হবে, তবেই তো একটা অফিস চলবে। তিনি বলেছেন, কংগ্রেস আমলে ল্যাম্পস, প্যাক্স কিছুই ছিলনা, তখন ফারমার্স কো-অপারেটিভ সোসাইটি ছিল এবং সেটা নাকি অনেক ভাল ছিল। এই ল্যাম্পস প্যাক্সগুলি নাকি দুর্নীতিতে ভরে গেছে। তিনি তো বকুলনগর ল্যাম্পস-এর প্রেসিডেন্ট। তিনিই তো দুর্নীতির আখড়ার মধ্যে বসে আছেন। সেখানে ম্যানেজিং ডাইরেক্টরকে কাজ করতে দেন নি। কনজিউমার্স ষ্টোর্সের সমস্ত জিনিষ-পত্র বাকীতে কেনেন, টাকা ফেরৎ দেন না। সুতরাং কারা দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত? আপনারাই তো দুর্নীতি করেন। উনার সঙ্গে আমার সম্ভবতঃ ১৯৭২ ইং সালে এই বিধানসভায় পরিচয় হয়েছে। তখন কো-অপারেটিভের কি অবস্থা ছিল? কো-অপারেটিভের কত টাকা বাজেট ছিল? ১৫/১৬ লক্ষ টাকা। আর আজকে ৪·৭১ কোটি টাকা বাজেট হচ্ছে। এবার স্যার, আমরা ইন্টিগ্রেটেড কো-অপারেটিভ ডেভেলাপমেন্ট প্রজেক্ট-এর উপর নূতন একটা স্কীম করার চেষ্টা করছি। আমাদের ৩টা ডিষ্ট্রিক্টেই এটা করব। প্রথমে আমরা পশ্চিম জেলাকে বেছে নিয়েছে। এই ইন্টিগ্রেটেড কো-অপারেটিভ ডেভেলাপমেন্টে প্রজেক্টের একটা প্রজেক্ট রিপোর্ট তৈরী করার জন্য আমরা ন্যাশনাল প্রডাকটিভিটি কাউন্সিল-এর কাছে দিয়েছি। তারপর প্যাক্স, ল্যাম্পস, মার্কেটিং কো অপারেটিভ সোসাইটি এবং

হোলসেল কনজিউমার্স ফেডারেশন এগুলিকে ঋণ দেওয়ার ক্ষেত্রে এবং নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র যোগান দেওয়ার ক্ষেত্রে আরও ভালোভাবে করা হবে। এন. ডি. সি. আমাদের শতকরা ৩৩ ভাগ ঋণ দেবেন, এবং ষ্টেট গভর্ণমেন্ট শতকরা ৩৩ ভাগ দেবেন। তার জন্য লোনহেডে আমরা ধরেছি ২৬২.৫৩ লক্ষ টাকা।

তার মধ্যে কিসারী কো-অপারেটিভ আছে, হ্যাণ্ডলুম উইভার্স কো-অপারেটিভ আছে, তার মধ্যে পোলট্রি কো-অপারেটিভ আছে, ইণ্ডাষ্ট্রি কো-অপারেটিভ আছে, প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট আছে, কো-অপারেটিভ ব্যাংকগুলি আছে। আমরা জানি মাননীয় সদস্য শ্রীঅজয় মণের রাজত্বে এই ট্রাইবেলদের কো-অপারেটিভের সদস্য হবার কোন সুযোগ ছিল না, তার প্রমাণ সহ একটা হিসাব আমি এখানে তুলে দিতে পারি। মিঃ স্পীকার স্যার, এখন সমবায় সমিতিতে বিশেষ করে ল্যাম্পসে ৫৪১৯টি পরিবারকে এই সমবায় সমিতির সদস্যভুক্ত করতে পেরেছি। মাননীয় সদস্যদের আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই আপনাদের কংগ্রেস রাজত্বে এটা কি কখনও হয়েছিল? এই সদস্য করার জন্য ট্রাইবেল ওয়েল-ফেয়ার থেকে টাকা দেওয়া হয়। এই যে ক্যাপিটেল এ্যাসিস্টেন্স হিসাবে টাকা দেওয়া হয় ট্রাইবেল সদস্য হওয়ার জন্য, কিন্তু তিনি নিজে তো খরচ করতে পারেন না। উনার ল্যাম্পসের মধ্যে টাকা খরচ করে সদস্য করেন না, এই টাকা এখনও পড়ে আছে, তাহলে কারা ঠকাচ্ছেন গরীবদের, মাননীয় সদস্যদের জিজ্ঞাসা করতে চাই। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে সমবায় সমিতি সম্পর্কে এক গাল ভরা গল্প মাননীয় সদস্য শ্রীনগেন্দ্রবাবুকে জিজ্ঞাসা করতে চাই, এই অম্পি ল্যাম্পস্ তো আমরা চালাচ্ছি না, এটা তো টি, ইউ, জি, এদের হাতে, সেখানে তো সি পি এমের হাত নেই তাহলে সেখানে কি হচ্ছে? সেখানে ঋণ রিকভারি হচ্ছে না কেন? কেন সেখানকার মানুষরা কোন কোন সুযোগ সুবিধা পাচ্ছে না? জিজ্ঞাসা করতে চাই? আর আজকে আপনারা বলছেন দলীয় স্বার্থ, কেডার পোষা ইত্যাদির মাধ্যমে বামফ্রন্ট সরকার কাজ করেন। তাহলে এই কাজগুলি করছে কে? মিঃ স্পীকার স্যার, প্যাকসের মধ্যে এই যে সমবায় সমিতি হচ্ছে সেখানে দেখছি এখন ১৬,০০০ আর কংগ্রেস রাজত্বে কতজন ছিল? ১৫০ জন কি ২০০ জন, সেখানে এখন ১৬,০০০ হয়েছে। আমরা সামগ্রিকভাবে ৬৫ পারসেণ্ট মানুষকে এই সমবায় সমিতির সদস্য করার চেষ্টা করছি। এই সমবায় সমিতির মাধ্যমে আজকে ছাত্র-ছাত্রীরাও সমবায় সমিতি করছে, ধর্মনগর হাইস্কুলে যান সেখানে দেখবেন ছাত্র-ছাত্রীরা এই সমবায় সমিতি পরিচালনা করছেন, সেখানে তারা কেন্টিন চালাচ্ছেন। উইমেন কলেজে যান সেখানে দেখবেন তারা কেনটিন

চালাচ্ছেন, সেখানকার ছাত্রীরা, কর্মচারীরা, শিক্ষকরা সবাই কেনটিন চালাচ্ছেন। আজকে এই ছাত্র থেকে শুরু করে ১৮ মুড়া লংতরাইয়ের সমস্ত অংশের মানুষকে আমরা সমবায় সমিতির সুযোগ-সুবিধা দেবার চেষ্টা করছি। এই আইজরমাতে যান সেখানে মাসিক বিক্রি এখন এক লাখ টাকার উপরে। তাহলে কারা কিনতে যান? সেখানে আপনাদেরও মাঝে-মধ্যে দেখি সেখান থেকে জিনিষ কিনে বেরিয়ে আসছেন, এটা তো আপনাদের জন্যই করা হয়েছে।

(ভয়েসেস্ ফ্রম দি অপজিশ্যান ব্যাঞ্চ — চুরি করছে কারা সেখানে ?)

চুরি হবে। আপনারা এই চোরদের উৎসাহিত করবেন না। আপনারা কনষ্ট্রাকটিভ সমালোচনা করলে আমরা দেখবো সেই সব চোরদের কি ভাবে ধরে শাস্তি দেওয়া যায়, তার জন্য চেষ্টা করবো। কাজেই মিঃ স্পীকার স্যার, সমবায়গুলি শুধু প্যাকস, ল্যাম্পসের মধ্যে থাকছে না, রিফিউজিদের মধ্যেও সমবায় সমিতি করে জুতা সেলাই করছে, আজকে যান-বাহনের ক্ষেত্রে ট্রেন্সপোর্ট সমবায় সমিতি করে এই ত্রিপুরা রাজ্যের যান-বাহনের সমস্যা কিভাবে সমাধান করা যায় তার জন্য চেষ্টা করছেন, আজকে যুবকরাও সমবায় সমিতি করছে, আজকে ফিসারি হচ্ছে, পলট্রি হচ্ছে। ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকতে পারে। আপনারা চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেবেন আমরা সদা সতর্ক থাকবো কি করে সেগুলিকে সংশোধন করা যায়, কি করে ত্রিপুরা রাজ্যের ২২ লক্ষ মানুষের কাছে এই সমবায় সমিতি পৌছে দিতে পারি সেই চেষ্টা নিশ্চয়ই করবো। কিন্তু আপনাদের কাছে তো সেই রকম আশা আমরা করতে পারি না। কেবল দলীয় স্বার্থ, কেডার পোষা এইগুলিই আপনারা বলেন। বাংলায় একটা প্রবাদ আছে যে "চোরের মন পিরাই পেড়ে"। আপনাদের মন তো পিরাই ক্ষেতে। কাজেই মিঃ স্পীকার স্যার, বিরোধী পক্ষ থেকে যে কাট-মোশনগুলি এসেছে তার কোন যুক্তিকতা নেই। মাননীয় সদস্যরা কি ধরণের পার্লামেন্টারী জ নেন, আমি জানি না, কোন বাজেটকে সরাসরি কেউ বিরোধীতা করে না কিন্তু ওনারা বিরোধীতা করছেন। সমালোচনা করতে পারেন কিন্তু একটা ডিমাণ্ড সে কো-অপারেটিভই হোক, ফরেষ্টের ডিমাণ্ডই হোক, পুলিসের ডিমাণ্ডই হোক যে কোন ডিমাণ্ডের উপর তাঁরা কাট মোশন আনেন কিন্তু আমাদের তো টাকা-পয়সা চাই, সেই সমস্ত ডিপার্টমেন্টের কর্মচারীদের তো বেতন দিতে হবে। একদিকে আপনারা তার বিরোধীতা করেন এবং অপর দিকে বলেন বামফ্রন্ট সরকার

উন্নয়নমূলক কোন কাজই করছেন না। এটা উনাদের কি ধরণের বক্তব্য আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। কাজেই মাননীয় সদস্যদের আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই, একদিকে আপনারা বাজেটের পুরাপুরি বিরোধিতা করছেন আর অন্য দিকে বলছেন এই হচ্ছে না, সেই হচ্ছে না, কারণ সব টাকা আমরা কেডারদের দিয়ে দিচ্ছি। আমরা ভাগ্যবান, ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষগুলি আমাদের কেডার। এই যে সমবায় দপ্তরের ৪ কোটি ৭১ লক্ষ ৫১ হাজার টাকার বাজেট, এই বাজেটের টাকা হচ্ছে ২২ লক্ষ মানুষের জন্য, আমাদের কেডারদের জন্য, ত্রিপুরা রাজ্যের ২২ লক্ষ মানুষই আমাদের কেডার। তাই বিরোধী দলের কাটমোশানগুলির বিরোধীতা করে মূল যে ডিমাণ্ডগুলি এসেছে সেই ডিমাণ্ড-গুলিকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় খাদ্যমন্ত্রী।

শ্রীরামকুমার নাথ :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, বিরোধী দলের মাননীয় সদস্যদের আনীত কাট মোশনের বিরোধীতা করে এবং মূল যে ডিমাণ্ড সেই ডিমাণ্ডগুলিকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য রাখছি। এই যে কাট মোশানগুলি মাননীয় বিরোধী সদস্যরা এনেছেন এইগুলি যুক্তিহীন এবং সমর্থনযোগ্য নয়। আমি বিশেষ করে বলতে চাই, আমার ফুড দপ্তরের উপর একটা কাট মোশান এনেছেন মাননীয় কংগ্রেস সদস্য শ্রীমতিলাল সাহা এবং সেই সম্পর্কে আমি বলতে চাই যে, মাননীয় সদস্য বলেছেন

Demand No.—28, Major Head – 309.

"That the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz.

Failure of the Govt. to control and eliminate the wasteful expenditure on office expenses."

অফিস এক্সপেনসেস্ বলে একটা আইটেম আছে সেই আইটেমে আড়াই লক্ষ টাকা ব্যয়-বরাদ্দ ধরা হয়েছে। এই আইটেমের বিরুদ্ধেও মাননীয় বিরোধী সদস্যরা বাধা দিয়েছেন। এই যে আমাদের ত্রিপুরা ষ্টেটের ১০টা সাব-ডিভিশন আছে, সমস্ত সাব-

ডিভিশনেরই একটি করে হেড কোয়ার্টার অফিস আছে এবং সমস্ত রাজ্যে ৩২টি গো-ডাউন চালু আছে। এই সমস্ত অফিসের কাজকর্ম করার জন্য ফার্ণিচার এবং অন্যান্য ইক্যুপমেন্টের জন্য আড়াই লক্ষ টাকা ধরা হয়েছে। এই টাকা দিয়ে সমস্ত ক্লাস ফোর ষ্টাফদের পোষাক-পরিচ্ছদ দিতে হয়, এই যে নির্দেশনামা বিভিন্ন অঞ্চলে পাঠাতে হয় তার রেশন কার্ড ছাপানো, রেশন ফর্ম ছাপানো এই টাকা থেকেই হয়। কাজেই এই যে আড়াই লাখ টাকা ধরা হয়েছে এটা অত্যন্ত অল্প বলা যায়। কারণ ১০টা সাব-ডিভিশনে আমরা যদি গড়ে প্রতি মাসে আড়াই হাজার টাকা করে দিই তাহলে এই যে টাকা এই টাকা থেকে খরচ কমানো প্রশ্ন উঠে না। কাজেই তারই পরিপ্রেক্ষিতে আমি বলতে চাই যে, এই কাটমোশানগুলি অযৌক্তিক।

সুতরাং এই কাটমোশানগুলিকে বিরোধীতা করছি। আজকে চীৎকার উঠছে ত্রিপুরায় খাদ্যাভাব, অনাহার চলছে। ১৩ হাজার ৯শ ৪৬ মেট্রিক টন চাউল ষ্টকে আছে। এফ, সি, আই-এর ষ্টকে আছে ৯হাজার ৩শ মেট্রিক টন চাউল মজুত আছে। আগরতলার সেন্ট্রাল গো-ডাউনে এক দেড় মাসের চাউল মজুত আছে। তাই আমি বলছি, এইগুলি গুজব। গুজব রটিয়ে মানুষের মনে বিভ্রান্তিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি করছে। কাজেই এই যে কাটমোশানগুলি এসেছে সেগুলিকে সম্পূর্ণ বিরোধীতা করে আমি বাজেটকে সম্পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী।

শ্রীদশরথ দেব মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আজ যে কাটমোশানগুলি উঠেছে যে ডিমাণ্ডগুলি নিয়ে সেগুলি সম্বন্ধে নতুন কিছু বলার নেই। সেগুলি যখন আমি জেনারেল ডিসকাশান করেছিলাম তখনই আমার বক্তব্যের মধ্যে আমি আমার জবাব দিয়ে দিয়েছি। সংক্ষিপ্তভাবে কিছু কথা বলব। অ্যামপ্লয়মেন্ট পলিসি সম্পর্কে কিছু কথাবার্তা উঠেছে। ৮ বৎসর ধরে আমাদের সরকারের পলিসি, নিয়োগ-নীতি আমরা যা অনুসরণ করছি তাতে ৭০ পারসেন্ট লোক সিনিয়রিটি কাম পোভারটির ভিত্তিতে, ৩০ পারসেন্ট পোভারিটির ভিত্তিতে চাকুরীতে নিয়োগ করে থাকি। যেহেতু সব বেকারকে চাকুরী দেওয়ার আমাদের ক্ষমতা নেই কাজেই নির্ধারিত নীতি সব অংশের মানুষের ক্ষেত্রে আমরা প্রয়োগ করে থাকি। ৩০ পারসেন্ট পোভার্টির

ভিত্তিতে এইটা নির্ধারিত হয় এস, ডি, ওর রিপোর্টের ভিত্তিতে। কাজেই এইখানে সরকারের যা খুশী তা করেনা। এস, ডি ওর রিপোর্টের ভিত্তিতে আমরা চলছি। এই ধরণের পলিসি ভারতের কোথাও আছে কিনা আমার জানা নেই। আরো কিছু প্রশ্ন উঠেছে যারা যাদের অফার পেয়ে পোষ্টিং হয়নি। উদ্বিগ্ন আছে তারা। প্রথমে আমাদের দেখতে হবে সে ভারতের নাগরিক কিনা, সিটিজেনশিপ আছে কিনা। থাকলে তা ভাল করে দেখতে হবে। দ্বিতীয়তঃ তার অ্যাকাডেমিক কোয়ালিফিকেশান আছে কিনা, তাকে যে চাকুরী দেওয়া হয়েছে তার সেই চাকুরীর যোগ্যতা আছে কিনা। আর চাকুরী নিয়োগের ক্ষেত্রে একটা বয়সসর সীমা নির্ধারিত আছে। অল ইণ্ডিয়া ভিত্তিতে ২৫/৩০ বল বয়সের সীমা আমাদের হচ্ছে ৩৫/৪০। সিডুলকাষ্ট এবং সিডুল ট্রাইবদের জন্য ৪০ বৎসর ধরা হয়। কণ্ডিশানগুলি ফুলফিল হলে পরে আমরা অফার দিয়ে দেব। তবে যারা অফার পেয়েছে তারা পোষ্টিং পেয়ে যাবে। তাদের বিরুদ্ধে যদি অভিযোগ থাকে, কেউ যদি তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে তাহলে তা আমাদের তদন্ত করে দেখতে হয়। নানাভাবে আমাদের দেখতে হয়। যারা অফার পেয়েছে তারা পোষ্টিং পেয়ে যাবে যদি কোন অভিযোগ না থাকে। উদ্বিগ্ন হওয়ার কোন কারণ নাই। তারপরে উঠেছে ওল্ড অ্যাজেইড পেনশন নিয়ে। আমাদের রাজ্যে ১২ হাজার ৩২৪জনকে ওল্ড অ্যাজেইড পেনশন দেওয়া হয়। এই ব্যাপারেও অনেকে অনেক কথা বলেছেন। তারা হচ্ছে প্যারোরেটিং। তোতাপাখীর মত একই কথা বার বার উচ্চারণ করে যাচ্ছে। সরকার দিয়ে থাকে। ঠিক করে ডিপার্টমেন্ট। সরকার থেকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় প্রতি গাঁওসভাতে, প্রত্যেক মিউন্যাসিপ্যালিটির নোটিফাইড এরিয়াতে কতজন দেওয়া হবে। জানিয়ে দেওয়া হয় আমরা কতজনকে দিতে পারি। তারা নির্ধারণ করে দেয় প্রতিটি মিউনিসিপ্যালিটি এরিয়া, নোটিফাইড এরিয়া কমিটি আছে, পঞ্চায়েত কমিটি আছে তারা নামগুলি ধারাবাহিকভাবে ফাষ্ট প্রেফারেন্স সেকেণ্ড প্রেফারেন্স হিসাবে দেয়। আমরা ফাষ্ট প্রেফারেন্সকে বাদ দিয়ে সেকেণ্ড প্রেফারেন্সকে বাদ দিয়ে প্রথমেই থার্ড প্রেফারেন্সকে দিইনা। যারা ফাষ্ট প্রেফারেন্সে আছেন তাদেরকেই আমরা আগে দিই। কাজেই সেখানে ক্যাডার বানাচ্ছি না দুর্নীতির কোন প্রশ্ন উঠতে পারে না। তবে কেউ যদি বলে থাকে দুর্নীতি হয়েছে তাহলে গাঁওসভাতে হয়েছে। কংগ্রেসের গাঁওসভা আছে, টি, ইউ, জে, এসের গাঁওসভা আছে। তাদের গাঁওসভাতে দুর্নীতি হলেও হতে পারে। তাদের গাঁওসভাতে গিয়ে তারা ঠিক করুক। মাননীয় সদস্য জহর সাহার কথা বলে ত লাভ নেই। উনি একজন সত্যের অপলাপে একদম

পারদর্শী। আমি কি বলেছি আর উনি কি বলেন। আমি বলেছি আর, এল ই জি, পিতে স্কীমে কেন্দ্র যে টাকা দেয় সেই টাকা দিয়ে বর্ষাকালে মাটির দেওয়াল দেওয়া সম্ভব না। মাটির দেওয়াল দিয়ে ঘর তৈরী করা সম্ভব না। অন্য ঘর করা যায়। আর উনি বলেছেন, শিক্ষামন্ত্রী বলেছেন বর্ষাকালে কোন ঘর করা যায় না। আমি এই কথা বলিনি, বর্ষাকালে ঘর করা যাবে না কেন, দালান করা যায়, কাঠের ঘর করা যায়, বাঁশের ঘর করা যায়, কিন্তু মাটির ঘর করা যায় না আর, আর. এল, ইজি স্কীমে কেন্দ্র টাকা দেয়। আমাদের নিজেদেরও বাজেট আছে। কাজেই উনি একজন সত্যের অপলাপে পারদর্শী। উনার কথা বলে লাভ নেই। আর নগেন্দ্রবাবু উনি কেন্দ্রীয় সরকারের বাজেটকে রক্ষা করার জন্য রক্ষক হিসাবে কাজ করতে চান। ওরা রক্ষা করতে গিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের পেটে ওরা নিজেরা হজম হয়ে যায়। কংগ্রেসের পেটে হজম হতে ওদের আর বেশী সময় নেই। ওদের আর অস্তিত্ব এই থাকবে না।

মাননীয় সদস্য শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা বলেছেন যে এত প্ল্যানটেশান করা হয়েছে যে খেতে না পেয়ে জুমিয়ারা ত্রিপুরা ছেড়ে চলে যেতে হয়েছে, এইটা ঠিক নয়, যারা চলে গেছে কয়েকটা পরিবার তাদের কথা বহু বার বলা হয়েছে এখন আমি আর তার পুনরাবৃত্তি করতে চাই না। তবে যে সব জায়গায় প্ল্যানটেশান হচ্ছে সেই সব এলাকার একজনও ত্রিপুরা রাজ্য ছেড়ে চলে যায় নি। যেখান থেকে চলে গেছে সেখানে কোন প্ল্যানটেশান করা হয় নি এবং টি এন ভি ও টি ইউ জে এসকে আমরা সহোদর বা জমজ ভাই মনে করি না, কারণ টি ইউ জে এস-এর পেটে সৃষ্টি হয়েছে টি এন ভির। কাজেই তাদেরকে আলাদা করে দেখা ঠিক হবে না। তারপর আজকে ষ্টাইপেণ্ডের ক্ষেত্রে যে সব বক্তব্য উঠেছে এইটা ঠিক আমরাও মাঝে মাঝে খবর পাই যে, ছাত্রদের যে সময় ষ্টাইপেণ্ড পাওয়া দরকার অনেক স্কুলেই ওরা ঠিক সেই সময়ে ষ্টাইপেণ্ড পায় না, এইটা খুবই দুঃখজনক। তাই আমরা সমস্ত স্কুলগুলিকে ডাইরেক্টরী থেকে সারকুলার জারী করে দিয়েছি এবং ছাত্রদের সবরকমের অসুবিধা দূর করার জন্য আমরা সব সময় সচেষ্ট আছি। মাননীয় সদস্যদেরও এই দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে এবং মাননীয় সদস্যদের কেউ যদি কোন কোন স্কুলের ছাত্ররা ঠিক মত ষ্টাইপেণ্ড পাচ্ছে না সেটা আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করালে আমরা ঠিক মত লক্ষ্য দিতে পারব, যাতে ছাত্রদের কোন অসুবিধা না হয় সেই দিকে আমরা যত্নবান হব এবং সেই দিকে আমরা সচেতন ছিলাম এবং থাকব, এখনও আছি।

তবে একটু যে অসুবিধা হয় না, তা নয় অনেক সময় ছাত্রদের ষ্টাইপেণ্ড দেওয়ার ক্ষেত্রে স্কুলের হেড মাষ্টার যারা আছেন, যাদের ড্রয়িং ডিসবার্সমেন্টের ক্ষমতা আছে, তারা নিজেরাই ষ্টাইপেণ্ড দিতে পারেন, সিলেকশান করতে পারেন, এখানে ডাইরেক্টারের দরকার হয় না, তারা ঠিক করে দিলেই আমরা ষ্টাইপেণ্ড দিতে পারি। তারা শুধু ঠিক করে দেবে যে কতজনকে কত টাকা দিতে হবে, এইটা ঠিক করে দিলেই আমরা টাকা দিতে পারি। কাজেই প্রত্যেকটা স্কুলের কর্তৃপক্ষ বা হেড মাস্টার যারা আছেন তারা সময় মত ইন্সপেক্টারগুলিকে স্টাইপেণ্ড যারা পাবেন তাদের নামের লিস্ট দাখিল করে দিলে তারা সেগুলি ডাইরেক্টারকে দেবে এবং আমরা এই কাজটাকে ত্বরান্বিত করতে পারি। আমি চেষ্টা করব যাতে এই ব্যাপারে ছাত্রদের কোন অসুবিধা না হয়, এই কথা বলেই আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, কাটমোশানগুলির বিরোধীতা করে এবং বাজেটের সমর্থনে আমি বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রথমেই মাননীয় সদস্য বিরোধী দলনেতা শ্রীভট্টাচার্য্য, তিনি এখানে এখন উপস্থিত নাই, তার বক্তব্য সম্পর্কে একটু না বলে পারছি না, যদিও এটা প্রাসঙ্গিক নয়। তবুও তিনি এখানে একটা মস্ত বড় ফিরিস্তি দিয়েছেন যে কিভাবে ত্রিপুরা বেশী টাকা পাচ্ছে, এইটা জনসাধারণের বিরুদ্ধে অভিযোগ যে, তারা এত টাকা পাচ্ছে কেন, সমস্ত অঞ্চলের মধ্যে বেশী, সারা ভারতবর্ষের মধ্যে বেশী, অর্থাৎ তারা তার যোগ্য না। অথচ এই হাউসে যখনই বিধানসভা হয় তখন কি প্রশ্নের মধ্যে কি আলোচনার মধ্যে একমাত্র বক্তব্য হচ্ছে যে, আমার এলাকার মধ্যে রাস্তা নাই, ব্রীজ নাই, জলের ব্যবস্থা নাই, বিদ্যুৎ চাই, আমার এলাকার মধ্যে ইরিগেশানের ব্যবস্থা হয়নি, তা আমার এলাকায় এই যে অভাব, তারপর চাকুরীর ক্ষেত্রে তো আছেই। মাননীয় সদস্যরা তো দেখতে পাচ্ছেন যে, ১ লক্ষ ১৫ হাজার বেকারের সংখ্যা এবং কি হাউসের ভিতরে কি বাহিরে তাদের কাজ করতে হবে, কিন্তু টাকা চাইতে পারবে না। কি ব্যাপার? আমার লোককে চাকুরী দিতে হবে, আমার কৃষককে জল দিতে হবে, জুমের সময় কৃষককে ভাল সার দিতে হবে, আমার জুমিয়াকে পুনর্বাসন দিতে হবে, আমার এ. ডি. সিকে সার্থক করে তোলার জন্য টাকা চাই, কিন্তু দিল্লীতে টাকা চাইতে পারবে না। তারা কি চায়, তার অর্থ কি? টাকা তো লাগবে। নিশ্চয়ই মাননীয় বিরোধী সদস্যরা এক মত হবেন যে, সব কাজ করতে

টাকা লাগবে, বরং আগের তুলনায় আরও বেশী টাকা লাগবে প্রতি বছর, কিন্তু টাকা চাইতে পারব না। এইটা তো আমি কোন কংগ্রেস (ই)র রাজত্বের মধ্যে দেখি না। যে মনোভাব তারা নিয়েছে যে, টাকা চেও না। কিন্তু জিনিষপত্র আমাদের দিতে হবে। তা আমরা কি মেজিক জানি যে, টাকা তৈরী করা যাবে? ছোটবেলায় আমরা স্কুলে মেজিক দেখেছি এক টাকাকে দুই টাকা করতে আর দুই টাকাকে পাঁচ টাকা করতে। তারা সরকারে আসলে মেজিক দেখাবেন এবং ৩০ বছর তারা মেজিক দেখিয়েছেন, সেই মেজিক দেখাবার জন্য ত্রিপুরার মানুষকে তৈরী করছেন এইটা ঠিক। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি সেখানে আর না গিয়ে যেসব কাট মোশান আছে তার উপর বক্তব্য রাখছি। ভিজিল্যান্সের উপর একটা কাট মোশান রেখেছেন মাননীয় সদস্য শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা, তাকে ধন্যবাদ, আমরা কি করেছি না করেছি ভিজিল্যান্সে তার একটা হিসাব আমি এখানে দিচ্ছি—

1) No. of complains received from 1st January'85 upto 31st December, 1985. (226).

2. a) No. of complains in which enquiry have been completed. (78).

b) No. of complains in which enquiry are going on (148).

3. No. of Officers against whom allegations have not been substantiated during enquiry. (20).

4. No. Of officers against whom allegations have been proved primafacie during enquiry—

a) Gazatted Officers (19), b) Non—Gazatted officers (39).

5. No of Gazatted Officers against whom disciplinary proceedings have been initiated (19).

6. No. of non-gazatted Officers against whom disciplinary action has been advised to different Disciplinary Authorities (39).

7. No. of Gazatted Officers warned 7).

8. No. of Gazatted Officers placed under suspension (6).

9. No. of Gazatted Officers whose increments have been withheld (1)

10. No. of non-gazatted Officers warned (1).

11. No. of non-Gazatted Officers whose pay has been reduced to lower stage (2).

12. No. of Non-Gazatted Officers whose increments have been withheld (3).

13. No. of Non-Gazatted Officer who has been ordered to recover loss of Government money (1) গভর্ণমেন্টের টাকার হয়তো কিছু গোলমাল করেছিল, সেই টাকা ফেরত দিতে বলা হয়েছে।

14. No. of Non-Gazatted Officers placed under suspension (6). কিছু কিছু ভিজিল্যান্স করেছেন এবং জনসাধারণকে ধন্যবাদ যে তাদের চোখ খোলা আছে বিভিন্ন জায়গায়, সে উপরের তলারই হোক আর নীচের তলারই হোক, মাননীয় সদস্যগণ দেখেছেন যে, তারা নজর রেখেছেন। আমি আশা করব যে, মাননীয় সদস্যদের কাছে যে সমস্ত স্পেসিফিক অভিযোগ আছে সেগুলি ভিজিল্যান্সের কাছে পাঠাবেন। তবে আজগুপি গল্প বানিয়ে কোন লাভ নাই, যেখানে সত্যি সত্যি কিছু সত্যতা আছে এবং তথ্য আছে সেগুলি পাঠালে ভিজিল্যান্স ভালভাবে কাজ করতে পারবে।

মাননীয় স্পীকার স্যার, আরেকটি কাট মোশন এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা রি-অর্গেনাইজেশন অব্ জুডিশিয়ারী সম্পর্কে। এটা খুব ভাল কাট-মোশন আমি বলব, দৃষ্টি আকর্ষণ করার ভিত্তিতে। এখানে মামলা করার প্রবণতা খুব বেড়েছে গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করার জন্য। প্রাইমারি স্কুলের একজন শিক্ষক-শিক্ষিকাকেও যদি বদলি করা হয় তাহলেও তারা সুপ্রিম কোর্টে যান, সে অধিকার তাদের আছে ফলাফল যাই হউক না কেন। এসব কারণে কোন কাজ হয় না। এমনকি আমরা দেখেছি, আমরা গৌগাটি হাই কোর্টের চীফ জাষ্টিসের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি যে, পুলিশ অনেকগুলি কেইসের চার্জ-শীট করে রেখেছে ৩। ৪ মাস আগে, কিন্তু সেগুলির একটিও কোর্টে উঠেনা। এটা কোর্টের দোষ না। কারণ কোর্টের সংখ্যা অনেক কম আছে। ধর্মনগরে কোর্ট বাড়ান হচ্ছে। সদরে কোর্ট বাড়ান হবে যাতে এসব মামলা তাড়াতাড়ি

মীমাংসা করা যায়। তারজন্য আমরা বেশী উদ্যোগ নিয়েছি। মাননীয় স্পীকার স্যার, আরেকটা কাট-মোশন এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা, সেটা হচ্ছে এক্সপেণ্ডিচার অন লিগেল এডভাইজর্স এণ্ড কাউন্সেলস্ সম্পর্কে। এখানে আমরা একটু বেশী টাকা রেখেছি। লিগেল এইড সম্পর্কে আমাদের সিদ্ধান্ত আছে যে লিগেল এইড দেওয়ার জন্য আমরা চেষ্টা করব। কিছু কিছু আমরা দিয়েছি কিন্তু ততটা পপুলার করা যায়নি। তার কারণ হচ্ছে, যারা মামলা করেন তাদের মামলায় এডভোকেট কাকে দেওয়া হবে। অনেক ক্ষেত্রে যারা মামলা করেন তারা নিজেদের ইচ্ছা প্রকাশ করেন কাকে তাদের এডভোকেট দেওয়া হবে। সেসব ক্ষেত্রে আমরা তাদের ফি দিতে পারিনা। এখন আমরা রিটেইনার ফি রেখে দিতে চাই এডভোকেটদের জন্য, সেখানে কোর্টগুলি তাদের কেইস পাঠাতে পারবেন এই এডভোকেটদের কাছে যারা এপয়েন্টেড বাই দি গভর্ণমেন্ট। তাহলে আমরা আরও বেশী করে লিগেল এইড দিতে পারব। তাছাড়া আমাদের আরও কিছু টাকা খরচ করতে হবে বার লাইব্রেরীর জন্য। লাইব্রেরীগুলির টাকাকড়ি খুব একটা নাই, তাই সেখানে তাদের বই ইত্যাদি কিনে দিতে হবে। সেজন্য আমরা কিছু টাকা বেশী রেখেছি। মাননীয় সদস্যদের সেজন্য উদ্‌বেগের কোন কারণ হবে না। আরেকটা কাট-মোশনের উপর বক্তব্য রাখতে গিয়ে মাননীয় সদস্য বলেছেন যে, ইলেকটোরাল যেগুলি তৈরী করা হয় সেগুলির মধ্যে নাকি কারচুপি আছে। আমি বলব যে ইলেকটোরাল রোল ঠিকমত করা হয় তারজন্য সময় এক্সটেণ্ড করা হয় যাতে করে হিয়ারিং ইত্যাদির সুযোগ সুবিধা দেওয়া যায়। তাছাড়া এটা ইলেকশন কমিশন তৈরী করেন। যদি কোন মন্তব্য করতে হয় তাহলে ইলেকশন কমিশনের কাছে করতে পারেন। সমস্ত বিষয়টা ইলেকশন কমিশন তদারকি করেন, কাজেই সেখানে কারচুপি করার কোন স্কোপ নাই। সেখানে সমস্ত মেশিনারী তাদের হাতে। আরেকটা কাট-মোশন এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা এটাও ভাল্ই, এটা এনে তিনি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন ত্রিপুরা ভবন সম্পর্কে। দিল্লীতে আমাদের যে ভবন আছে সেটা খুব ছোট, অন্য ষ্টেটের সেখানে ২টা করে ভবন আছে। তাই আমরা ২টা করার জন্য জায়গা চেয়েছি। ইউনিয়ন মিনিষ্টার যিনি দায়িত্বে আছেন তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে আমাদেরকে জায়গা দেবেন এবং তাহলে আমাদের জায়গায় সংকুলান হয়ে যাবে। কিন্তু এখনও পর্যান্ত আমরা কোন জবাব পাই নাই। কিন্তু জায়গা পাওয়া যাচ্ছেনা গৌহাটিতে। সেখানে আমরা আরেকটা বাড়ী পেয়েছিলাম কিন্তু সেটা আমাদের

কাছ থেকে নিয়ে নিয়েছে সম্ভবতঃ সেটা সরকার নিচ্ছেন। আমরা তারপরে আরেকটা জায়গা পেয়েছিলাম কিন্তু সেখানে এখনও শহর গড়ে উঠেনি। আমাদের পক্ষে সম্ভবনা সেখানে রাস্তা, আলো প্রভৃতি নেওয়া। কিন্তু আমরা চেষ্টা করছি, যাতে আমরা সেখানেও আরেকটা ভবন তৈরী করতে পারি। মাননীয় সদস্য হবীন্দ্র দেববর্মা ফায়ার সার্ভিস সম্পর্কে আরেকটা কাট-মোশন এনেছেন, সেটা এনে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে ভাল করেছেন। যেভাবে খরা পরিস্থিতি সময়েতে হচ্ছে, আর যেভাবে মাননীয় সদস্যদের দলের দুষ্কৃতিকারীরা প্যাকস্—ল্যাম্পস্ পুড়ছে বা ধ্বংস করছে, কিন্তু তবুও আমি এখন সে আলোচনায় যাচ্ছিনা। আমরা ব্লক লেভেলে ফায়ার সার্ভিস নিয়ে যাব বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছি। শুধু ব্লক লেভেল নয়, তাছাড়াও আমরা কতগুলি জায়গা চিহ্নিত করেছি যেখানে যেখানে ফায়ার সার্ভিস নিয়ে যেতে হবে। ফায়ার সার্ভিস বাড়াতে যে সমস্ত অসুবিধা ছিল ট্রেনিং ইত্যাদির ব্যাপারে এখন দপ্তরকে সেগুলিতে শক্তিশালী করা হয়েছে। আমি আশা করব আমরা আগামীতে ব্লক এবং আরও অনেক বেশী এলাকায় ফায়ার সার্ভিস নিতে পারব। আরেকটা কাট-মোশন দিয়েছেন মোবাইল টাস্ক ফোর্স সম্পর্কে মাননীয় সদস্য শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা। এটার উপরে খুব বেশী বক্তব্য রাখার প্রয়োজন নাই। কারণ এটা একটি গুরুত্বপূর্ণ ডিপার্টমেন্ট। বাহিরে থেকে যারা আসেন বিশেষ করে বাংলাদেশী যারা এখানে আসেন তাদের এই রাজ্য থেকে আবার বাংলাদেশে ফেরৎ পাঠান হয়। কাজেই আমরা এই মোবাইল টাস্ক ফোর্সকে শক্তিশালী করার জন্য চেষ্টা করব। মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্যরা যেসব মন্তব্য করেছেন তার উপরে আমি বিস্তৃত আলোচনায় যাচ্ছিনা। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়রা তাদের ডিপার্টমেন্টের উপর প্রত্যেকটির জবাব দিয়েছেন। মাননীয় সদস্য শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া, তিনি বলেছেন, ফুড ক্রাইসিসে সমস্ত লোক ভুগছে, অনাহারে আছে। এ রকম একটা অসত্য কথা তিনি বলতে পারেন এটা আমার জানা ছিলনা। ১ টাকা ৮৫ পয়সা করে আজকে চাল দেওয়া হচ্ছে।

এমন একটা গোডাউনের নাম তাঁরা বলতে পারবেন না যে গোডাউনে চাল নেই। প্রত্যেক দিন কোন গোডাউনে কত চাল রয়েছে মাননীয় সদস্যরা যদি দেখতে চান দেখতে পারেন। প্রত্যেক দিন সে রিপোর্ট পাঠানো হয়। আমি খাদ্য দপ্তরকে নির্দেশ দিয়েছি যে তারা যেন মুখ্যমন্ত্রীর কাছে প্রত্যেক দিন যেন রিপোর্ট পাঠানো হয়। কোন জায়গায় যদি চালের পরিমাণ কমে যায় তাহলে সঙ্গে সঙ্গে সেখানে চাল পাঠানো

হয়। কাজেই কোন জায়গায় কোন গোডাউনে চাল নেই এই ধরণের যে বক্তব্য তারা রাখছেন সেটা অত্যন্ত বিভ্রান্তিকর। একজন দায়িত্বশীল মেম্বার হয়ে এই ধরণের বক্তব্য তারা রাখছেন। তারপর মাননীয় সদস্য শ্রীরসিকলাল রায় তিনি উপস্থিত আছেন। তিনি বলেছেন যে, কোন জায়গায় ডাকাতি হলে বা খুন হলে পরে তারা কোন দলের লোক সেটা বিচার করে তাকে সরকারী সাহায্য দেওয়া হয়—এটা সম্পূর্ণ অসত্য। কোন জায়গায় ডাকাতি হলে বা কোন ব্যক্তি খুন হলে তিনি কোন দলের লোক সেটা বিচার করে এক্সগ্রেসিয়া দেওয়া হয়েছে এই ধরণের কোন ঘটনা নেই। কাজেই এ ধরণের কথা কেন যে বলা হচ্ছে, আমি তা বুঝতে পারছি না। তারপর এ. ডি. সি. সাব-কমিটি সম্পর্কে মাননীয় সদস্য শ্রীজহর সাহা বলেছেন তিনি ঘোলাজলের লোক, তাই তিনি ঘোলা জল পছন্দ করেন। আপনারা জানেন যে, ৭ম তপশিলে আমাদের এখানে যে স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ ছিল তার একটা রুটিন ওয়ার্ক হিসেবে এই সাব কমিটি তখন গঠন করা হয়েছিল। কিন্তু ৬ষ্ঠ তপশিল চালু হবার পর এই ধরণের কোন সাব-কমিটির কাজ করার ক্ষেত্রে আইনগত অসুবিধা দেখা গেছে, তাই এগুলি ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছে। এখন বি ডি সির হাতে যে অর্থ দেওয়া হয়েছে সে অর্থ বি ডি, ও, খরচ করেন। এখন এ, ডি, সি, ইচ্ছা করলে বলতে পারেন যে, এই ধরনের কোন সাব কমিটি গঠন করা হোক। কিন্তু এ, ডি. সি, বি, ডি, ও কে এই কোন নির্দেশ দেন নি। মাননীয় সদস্যরা এটা জানেন যে এ, ডি, সি,-র এখন পর্যন্ত কোন ইনফ্রাষ্ট্রাকচার হয়নি, কাজেই এটা হতে একটু সময় লাগবে।

কাজেই এখানে যে ব্যয় বরাদ্দের দাবী করা হয়েছে আমি আশা করব মাননীয় সদস্যরা সেগুলি অনুমোদন করবেন।

VOTING ON THE DEMANDS FOR GRANTS FOR 1986-87

মিঃ স্পীকার: মাননীয় সদস্য মহোদয়গণ, আজকের কার্য্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত ১৯৮৬-৮৭ ইং আর্থিক সালের ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলোর ও ছাটাই প্রস্তাবগুলোর (কাট মোশন) উপর আলোচনা শেষ হয়েছে।

এখন আমি আলোচিত ১৯৮৬-৮৭ ইং আর্থিক সালের ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলো ভোটে দেব। সেক্ষেত্রে প্রথমে ছাটাই প্রস্তাবগুলো ভোটে দেব এবং তারপর মূল ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলো একটি করে ভোটে দেব।

Mr. Speaker : Now the Demand No. 2. There is no Cut Motion, on this Demand. Therefore, I am now putting the Demand to Vote. The Question before the House is that a sum not exceeding Rs. 17,10,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1986 to 31st March, 1987 in respect of Demand No. 2 under the following Major Heads :

213—Council of Ministers. Rs. 17,10,000/-

(The Motion was put and passed by Voice Vote.)

Mr. Speaker : Demand No. 3. There are three Cut Motions on this Demand. (i) Now the question before the House is that the Cut Motion moved by Shri Rabindra Debbarma on Demand No. 3, Major Head-214, "That the amount of the Demand be reduced to Rs. 1/- to represent disapproval of the policy viz -

Disapproval of Govt. Policy on Reorganisation of Judiciary."

(The Motion was put and LOST by Voice Vote.)

Mr. Speaker : Now the question before the House is that the Cut Motion moved by Shri Rabindra Debbarma, on Demand No. 3, Major Head-214, "That the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz—

Failure to control & eliminate wasteful expenditure on Legal Advisors and Counsels."

(The Cut Motion was put and Lost by Voice Vote.)

Mr. Speaker : Now the question before the House is that the Cut Motion moved by Shri Rabindra Debbarma, on Demand No. 3, Major Head-215,

"That the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz--

Failure to control & eliminate wasteful expenditure on other charges of Election Officers."

(The Cut Motion was put and Lost by Voice Vote.)

Mr. Speaker : Now the question before the House is the Motion moved by the Hon'ble Minister Incharge of the Department that—"a sum not exceeding Rs. 1,49,98,000/- (Excluding the charged amount of Rs. 10,92,000/-) be granted to defray the charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1986 to 31st March, 1987 in respect of Demand No. 3, under the following Major Heads :

214—Administration of Justice.	1,24,78,000/-
215--Election.	25,20,000/-

(The Motion was put and PASSED by Voice Vote.)

Mr. Speaker : Now the Demand No. 7, There is one Cut Motion on this Demand.

The Question before the House is that the Cut Motion moved by Shri Shyamacharan Tripura on the Demand No. 7, Major Head-265—

"That the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz—

Failure to Control & eliminate wasteful expenditure on vigilance."

(The Motion was put and LOST by Voice Vote.)

Mr. Speaker : Now the question before the House is that the Motion moved by the Hon'ble Minister Incharge of the Department that—a sum not exceeding Rs. 11,95,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1986 to 31st March, 1987 in respect of Demand No. 7 under the following Major Head :

265 - Other Administrative Services. Rs. 11,95,000/-

(The Motion was put and Passed by Voice Vote.)

Mr. Speaker : Now the Demand No. 9. There is one Cut Motion on this Demand.

The question before the House is that the Cut Motion moved by Shri Shyamacharan Tripura on the Demand No. 9. Major Head-265-

"That the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/-to represent the economy that can be effected on the particular matter viz-Failure to Control & eliminate wasteful expenditure on Guest Houses, Govt. Hostel etc."

(The Cut Motion was put and LOST by Voice)

Mr. Speaker : Now the Question before the house is that the Motion moved by the Hon'ble Minister Incharge of the Department that a sum not exceeding Rs. 1,74,04,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the period from Ist. April, 1986 to 31st. March , 1987 in respect of Demand No. 9. under the following Major heads :—

252— Secretariat General Services.	Rs. 1,56.54.000/—
265—Other Adminstrative Services. (Guest House Govt. Hostel etc. and training of TCS/Secretariat Officers)	Rs. 17,50.000/—

(The Motion was put and passed by Voice Vote.)

Mr. Speaker : Now Demand No. 11. There are three Cut Motions. Since Shri Matilal saha was not present in the house his Cut Motions were not moved in the house.

Now the question before the house is that the Cut Motion moved by Shri Rabindra Debtarma on Demand No. 11, Major Head-260-

"That the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/- to represent ventilate the specific grievances that—

Need to set up of Fire Service Station at Manughat, Chaumanu, Jampaijala, Mohanpur, Bishramganj and Kakraban."

(The Cut Motion was put to and LOST by Voice Vote)

Mr. Speaker : Now the question before the house is that the Cut Motion moved by Shri Shyamacharan Tripura on the Demand No. 11, Major Head 255-

"That the amount of the Demand be reduced to re.1/- to represent disapproval of the policy viz-

Dis-approval of Govt. Policy on Criminal investigation and vigilance."

(The Cut Motion was put to and LOST by voice vote)

Mr. Speaker : Now the question before the house is that the Cut Motion moved by Shri Shyamacharan Tripura on the Demand No. 11, Major head-255-

"That the amount of the Demand be reduced to Rs.1/- to represent disapproval of the policy viz-

Dispproval of the Govt. Policy on Mobile Task Force. "

(The Cut Motion was put to and LOST by Voice Vote.)

Mr. Speaker : Now. the question before the house is that the motion moved by the Hon' ble Minister in charge of the department that a sum not exceeding Rs. 19, 80,93,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the period from lst April, 1986 to 31st March, 1987 in respect of Demand No. 11. under the following Major Heads :

255—Police.	Rs. 15,46,56,000/-
260—Fire Protection and Control.	Rs. 1,25,63,000/-
265—Other Administrative Services (Civil Defence)	Rs. 4,88,000/-
265—Other Administrative Services (Home Guard/Training.)	Rs. 2,17,33,000/-
344—Other Transport and Communication Services.	Rs. 87,53,000/-

(The Demand was put and PASSED by Voice Vote.)

Mr. Speaker : Now, the Demand No. 25. There is no Cut Motion on this Demand. Therefore, I am now putting the Demand to vote.

The question before the House is that the motion moved by the Hon'ble Minister-in-charge that a sum not exceeding Rs. 21,00,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1986 to 31st March, 1987 in respect of Demand No. 25 under the following Major Heads :

265—Other Administrative Services	Rs. 10,000/-
288—Social Security and Community Services	Rs. 19,26,000/-
295—Other Social and Community Services (Celebration of Re-Public Day).	Rs. 1,64,000/-

(The Demand was put and PASSED by Voice Vote.)

Mr. Speaker : Demand No. 40. There is one Cut Motion on this Demand.

Now, the question before the House is that the Cut Motion moved by the Hon'ble Member Shri Ashoke Bhattacharjee "that the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz.—

Failure of the Govt. to control and eliminate the wasteful expenditure on office expenses."

(The Motion was put and LOST by Voice Vote.)

Mr. Speaker :— Now, the question before the House is that the Demand moved by the Hon'ble Minister-in-charge that a sum not exceeding Rs. 19,09,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1986 to 31st March, 1987 in respect of Demand No. 40 under the following Major Head :

314—Community Development. Rs. 19,09,000/-

(The Demand was put and PASSED by Voice Vote.)

Mr. Speaker :—Now, Demand No. 45. There is one Cut Motion on this Demand.

Now, the question before the House that the Cut Motion move by the Hon'ble Member Shri Sudhir Ranjan Majumder "that the amount of the demand be reduced by Rs. 100/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz.—

Failure of the Govt. to control and eliminate the wasteful expenditure on other expenses."

(The motion was put and LOST by Voice Vote.)

Mr. Speaker :—Now, the question before the House is that the motion moved by the Hon'ble Minister-in-charge that a sum not exceeding Rs. 11,18,29,000/- (excluding the charged amount of Rs. 15,96,79,000/-) be granted to defray the charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1986 to 31st March, 1987 in respect of Demand No. 45 under the following Major Heads :

247—Other Fiscal Services (Promotion of Small Savings.)	Rs. 6,00,000/-
265—Other Administrative Services (State Lottery and A. F. C.)	Rs. 8,18,29,000/-
266—Pension and other Retirement benefits.	Rs. 2,82,00,000/-
268—Miscellaneous General Services.	Rs. 12,00,000/-

(The Demand was put and PASSED by Voice Vote.)

Mr. Speaker :—Now, Demand No. 46. There is one Cut Motion on this Demand.

The question before the House that the Cut Motion moved by Shri Sudhir Ranjan Majumder "that the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz.—

Failure of the Govt. to control and eliminate the wasteful expenditure on House Building Advances."

(The Motion was put and LOST by Voice Vote.)

Mr. Speaker :—Now, I am putting the Demand No. 46. The question before the House is that the motion moved by the Hon'ble Minister-in-charge that a sum not exceeding Rs. 3,01,00,000/- (excluding charged amount of Rs. 11,93,90,000/-) be granted to defray the charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1986 to 31st March, 1987 in respect of Demand No. 46 under the following Major Heads :

766 - Loans to Government Servents. Rs. 3,01,00,000/-

(The Demand was put and PASSED by Voice Vote.)

Mr. Speaker :—Now, the Demand No. 20. There are some Cut Motions on this Demand.

(1) Now, the question before the House is that the Cut Motion moved by the Hon'ble Member Shri Nagendra Jamatia "that the amount of the demand be reduced by Rs. 100/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz.—

Failure to control and eliminate wasteful expenditure on Physical Education."

(The Motion was put and LOST by Voice Vote.)

(2) Now, the question before the House that the Cut Motion moved by the Hon'ble Member Shri Shyamacharan Tripura, "That the amount of the demand be reduced by Rs. 100/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz.—

Failure to control and eliminate wasteful expenditure on Scholarship and Stipends."

(The Motion was put and LOST by Voice Vote.)

(3) Now, the question before the House that the Cut Motion moved by the Hon'ble Member Shri Buddh Deb Barma "that the amount of the demand be reduced by Rs. 100/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz.—

Failure to control and eliminate wasteful expenditure on other charges on Primary Schools."

(The Motion was put and LOST by Voice Vote.)

(4) Now, the question before the House that the Cut Motion moved by the Hon'ble Member Shri Monoranjan Majumder "that the amount of the demand be reduced by Rs. 100/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz.—

Failure to control and eliminate wasteful expenditure on Sanskrit vidya Bhaban".

(The Motion was put and LOST by Voice vote).

(5) Now, the question before the house is that the Cut Motion moved by the Hon'ble Member Shri Monoranjan Majumder, "that the amount of the demand be reduced by 100/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz.—

Failure to control and eliminate wasteful expenditure on Inspection to primary Schools".

(The motion was put and LOST by voice vote).

(6) Now, the question before the House is that the Cut Motion moved by the Hon'ble Member Shri Ratimohan Jamatia "that the amount of the demand be reduced by Rs 100/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz. —

Failure of control and eliminate wasteful expenditure on text Books on primiary Schools".

(The motion was put and LOST by voice vote).

(7) Now, the question before the House that the Cut Motion moved by the Hon'ble Member Shri Ratimohan Jamatia "that the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/- to represent the economy that can be effected on the particular matter Viz.

Failure to control and eliminate wasteful expenditure on Govt. Primary Schools."

(The Motion was put and LOST by voice vote)

(8) Now, the question, before the House is that the Cut Motion moved by the Hon'ble Member Shri Monoranjan Majumder "that the amount of the demand be reduced to Re. 1/- to represent disapproval of the policy viz.—

Disapproval of the Govt, Policy on Sports and Games"

(The Motion was put and LOST by voice vote).

Mr. Speaker : (9) Now, the question before the House is that the Cut Motion moved by the Hon'ble Member Shri Rabindra Deb Barma "that the amount of the Demand be reduced to Re. 1/- to represent disapproval of the policy viz :—

Disapproval of Govt. policy on Youth Welfare Schemes"

(The Motion was put and LOST by voice vote).

Mr. Speaker : The question before the House is the cut motion moved by Shri Angju Mog "that the amount of the demand be reduced by Rs. 100/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz : "Failure of the Government to control and eliminate wasteful expenditure on other charges." (The motion was put to voice vote and lost.)

VOTING ON THE DEMANDS FOR GRANTS FOR 1986-87

Next, the question before the House is the cut motion moved by Shri Rashik Lal Roy "that the amount of the demand be reduced by Rs. 100/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz : "Failure of the Government to control and eliminate the wasteful expenditure on other charges,"

(The Motion was put to Voice Vote and LOST.)

Now, the question before the House is the motion moved by Hon'ble Chief Minister that 'a sum not exceeding Rs. 46,20,40,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1986 to 31st March, 1987 in respect of Demand No. 20 under the following major heads :

265—	Other Administrative Services	— Rs.	1,06,000/-
277—	Education	Rs.	42,40,56,000/-
299—	Special & Backward Areas	— Rs.	2,40,000/-
309—	Food & Nutrition	Rs.	2,73,03,000/-
477—	Capital Outlay on Education	Rs.	1,03,35,000/-,

(The Demand was put to voice vote and PASSED.)

Next Demand No. 21. There are some cut motions on this demand. I am puting the cut motions to vote one after another and then the main demand.

Mr. Speaker : The question before the House is the cut motion moved by Shri Diba Chandra Hrangkhwal "that the amount of the demand be reduced by Rs. 100/- to ventilate the specific grievance that 'Need to set up children's Home at Karbook, Sesua, Thalchara & Dhumachara," (The Demand was put to voice vote and lost.)

Next, the question before the House is the cut motion moved by Shri Diba Chandra Hrangkhwal "that the amount of the demand be reduced by Rs. 100/- to vantilate the specific grievance that Need to set up Home for Destitute Women at Killa, Atharabola & Takarjala." (The motion was put to voice vote and lost.)

Next, the question before the House is the cut motion moved by Shri Diba Chandra Hrangkhwal "that the amount of the demand be reduced by Rs. 100/- to ventilate the specific grievance that Need to extend grant-in-aid to A.D.C. for establishing children care and protection centres." (The motion was put to voice vote and lost.)

Next, the question before the House is the cut motion moved by Shri Nagendra Jamatia "that the amount of the demand be reduced by Rs. 100/- to ventilate the specific grievance that Need to establish a Tribal Art & Cultural Institute in A.D.C. areas." (The motion put to voice vote and lost.)

Next, the question before the House is the cut motion moved by Shri Rabindra Deb Barma "that the amount of the demand be reduced to Re. 1/- to represent disapproval of the policy underlying the demand viz : Disappoval of Govt. policy on payment of allowances to old age pension." (The motion was put to voice vote and lost.)

Next, the question before the House is the cut motion moved Shri Monoranjan Majumder "that the amount of the demand be reduced by Re. 1/- to represent disapproval of the policy underlying the demand viz. Disapproval of Government policy on Adult Education,"

(The Motion was put to voice vote and lost.)

Now, the question before the House is the motion moved by Hon'ble Chief Minister that "a sum not exceeding Rs. 7,19,99,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1986 o 31st March, 1987 in respect of Demand No. 21 under the following Major Heads :—

277	—Education	—Rs.	3,04,33,000/-
278	— Art and Culture	—Rs.	76,57,000/-
283	—Social Security and Welfare	—Rs.	3,03,09,000/-
309	—Food and Nutrition	—Rs.	36,00,000/-"

(The Demand was put to voice vote and PASSED.)

Then the Demand No. 26. There are some cut motions on this demand also. I am puting the cut motions to vote one after another first and then the main demand.

The question before the House is the cut motion moved by Shri Diba Chandra Hrangkhwal "that the amount of the demand be reduced by Rs. 100/- to represent the Economy that can be effected on the particular matter viz. Failure to control and eliminate wasteful expenditure on Nutrition programme in Tribal Areas,"

(The Motion was put to voice vote and lost.)

Then question before the House is the cut motion moved by Shri Shyama Charan Tripura "that the amount of the demand be reduced by Re. 1/- to present disapproval of the policy underlying the demand viz. Disappraval of Government policy on Autonomous District Council",

(The Motion was put to voice vote and lost.)

Next, the question before the House is the cut motion moved by Shri Kashiram Reang "that the amount of the demand be reduced by Rs. 100/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz. Failure of Government to control and eliminate the wasteful expenditure on Nucleous Budget",

(The Motion was put to voice vote and lost.)

Next, the question before the House is the cut motion moved by Shri Kashiram Reang "that the amount of the demand be reduced by Rs. 100/- to present the economy that can be effected on the particular matter viz. Failure of the Government to control and eliminate the wasteful expenditure on office expenses",

(The Motion was put to voice vote and lost.)

Next, the question before the House is the cut motion moved by Shri Buddha Deb Barma "that the amount of the demand be reduced by Rs. 100/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz : Failure to control and eliminate wasteful expenditure on Scholarships and Stipends",

(The Motion was put to voice vote and lost.)

Now the question before the House is the motion moved by Hon'ble Chief Minister that "a sum not exceeding Rs. 16,30,59,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1986 to 31st March, 1987 in respect of Demand No. 26 under the following major Heads :

276—	Secretariat Social & Community Services	— Rs. 43,4,00/-

288—	Social Security and Welfare	— Rs.	13,50,37,000/-
309—	Food & Nutrition	— Rs.	1,43,88,000/-
363—	Compensation & Assignments to Local Bodies & Panchayati Raj Institutions.	— Rs.	1,32,00,000/-

(The Demand was put to voice vote and passed.)

Then Demand No 37. There are three cut motions on demand. I put all the three cut motions to vote first and then the demand.

The question before the House is the cut motion moved by Shri Buddha DebBarma "that the amount of the demand be reduced by Rs. 100/- to respresent the economy that can be effected on the particular matter viz : Failure to control and eliminate wasteful expenditure on plantation," (The Montion was put to voice vote and lost)

Next, the question before the House is the cut motion moved by Shri Buddha Deb Barma "that the amount of the demand be reduced by Re. 1/- to represent disapproval of the policy underlying the demand viz : Disapproval of Government policy on Jhum control,"

(The Motion was put to voice vote and lost.)

Next, the question before the House is the cut motion moved by Shri Kashiram Reang "that the amount of the demand be reduced by Rs. 100/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz : "Failure of the Government to control and eliminate the wasteful expenditure

on other charges. (The Motion was put to voice vote and lost.)

Now, the question before the House is the cut motion moved by Hon'ble Minister in-charge of the Forest Department that "a sum not exceeding Rs. 8,83,20,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1986 to 31st March, 1987 in respect of Demand No. 37 under the following Major Heads :

299—	Special & Backward Areas	—	Rs.	54,05,000/-
307—	Soil & Water Conservation	—	Rs.	1,45,03,000/-
313—	Forest	—	Rs.	6,00,12,000/-
500—	Investment in General Financial & Trading Instutions	—	Rs	84,00,000/-"

(The Demand was put to voice vote and PASSED)

Mr. Spakee—Demand No. 13. There are ? cut motions in respect of Demand No. 13.

Now question before the House that Shri Rabindra Deb Barma moved a Cut Motion in respect of Demand No, 13 Major Head 298 "that the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz. Failure to control and eliminate wasteful expenditure on Office Expenses".

(It was put to voice vote and lost.)

Now question before the House that Shri Angju Mog moved a Cut Motion in respect of Demand No. 13 Major Head 298 "that the amount of the demand be

be reduced by Rs. 100/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz. Failure of the Government to control and eliminata wasteful expenditure on Office Expenses"

(It was put to voice vote and lost.)

Now question before the House that a sum not exceeding Rs. 4,71,51,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the period from 1st Aprl, 1986 to 31st March, 1987 in respect of Demand No. 13 under the following Major Heads—

298—Co-operation	Rs.	2,19,11,000/-
428—Capital Outlay on Co-operation	Rs.	1,08,65,000/-
698—Loans for Co-operative Societies	Rs.	1,43,75,000/-

(The Demand was put to voice vote and passed.)

Demand No. 28—there is no Cut Motion. Now question before the House that a sum not exceeding Rs. 41,82,04,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1986 to 31st March, 1987 in respect of Demand No. 28 under the following Major Heads :—

288 —Social Security & Welfare	Rs.	16,86,000/-
309 —Food & Nutrition	Rs.	95,58,000/-

509	Capital Outlay on Food & Nutrition	Rs.	40,51,00,000/-
688	Loans for Social Security & Welfare	Rs.	18,60,000/-

(The Demand was put to voice vote and passed.)

Demand No. 3—there is one Cut Motion. Now question before the House that a Cut Motion raised by Shri Kashiram Reang in respect of Demand No. 48—Major Head 313 "that the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz.—Failure of the Government to control and eliminate the wasteful expenditure on Office Expenses."

(It was put to voice vote and lost.)

Now questiou before the House that a sum not exceeding Rs. 1,07,40,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1986 to 31st March, 1987 in respect of Demand No. 48 under the following Major Heads :—

288	—Social Security & Welfare	Rs.	36,00,000/-
313	—Forest	Rs.	71,40,000/-

(The Demand was put to voice vote and passed.)

এই সভা আগামী ২৭শে মার্চ ১৯৮৬ ইং বেলা ১১ ঘটিকা পর্যন্ত মূলতুবী রহিল

ANNEXURE—"A"

Admitted Starred Question No.—18

Name of M. L. A. :— Shri Jawhar Saha.

Will be Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state.

QUESTION

১। ১৯৮৪-৮৫ আর্থিক বৎসরে এবং ১৯৮৫-৮৬ইং সনের আর্থিক বৎসরে ৩১শে জানুয়ারী পর্যন্ত রাজ্যের শিক্ষা দপ্তরের অধীনে বিদ্যালয়গুলিতে কতজন ছাত্র ছাত্রীকে ষ্টাইপেণ্ড দেওয়া হয়েছে ?

২। আগামী ১৯৮৬-৮৭ইং সনের আর্থিক বৎসরে উক্ত ছাত্র ছাত্রীদের জন্য ষ্টাইপেণ্ডের হার বৃদ্ধি করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?

৩। থাকিলে আরও কত টাকা বৃদ্ধি করা হবে বলে আশা করা যায়।

৪। যদি কোন পরিকল্পনা না থাকে তবে তাহার কারণ ;

ANSWER

১। ১৯৮৪-৮৫ আর্থিক বৎসরে এবং ১৯৮৫-৮৬ইং সনের আর্থিক বৎসরে ৩১শে জানুয়ারী পর্যন্ত বিদ্যালয় স্তরে ষ্টাইপেণ্ড প্রাপ্ত ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা সংযোজিত ANNEXURE এ প্রদত্ত হইল।

২। কোন কোন প্রকল্প ষ্টাইপেণ্ডের হার বৃদ্ধি করার পরিকল্পনা বিবেচনাধীন আছে।

৩। এখনই বলা সম্ভব নহে।

৪। প্রশ্ন উঠেনা।

ANNEXURE

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	স্টাইপেণ্ড প্রাপ্ত ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যা	
		১৯৮৪-৮৫	১৯৮৫-১৯৮৬ ৩১শে জানুয়ারী
১।	বুকগ্র্যাণ্ড	২৯,৮১৬ (এ,ডি,সি, এরিয়া বহির্ভুক্ত	১,০৫,৭১২ (এ,ডি,সি, এরিয়া) সহ
২।	ড্রেস	১০,৩৭৩ (এ.ডি,সি, এরিয়া বহির্ভুক্ত)	৭,২৮৭ (এ,ডি,সি, এরিয়া) সহ
৩।	এটেনডেন্স স্কলারশীপ	২০৬৭ (এ,ডি,সি এরিয়া বহির্ভুক্ত)	১৫৬৪ (এ,ডি,সি এরিয়া সহ)
৪।	বোর্ডিং হাউস স্টাইপেণ্ড	২১৯৬	২১৭৯
৫।	স্পেশাল স্টাইপেণ্ড টু-হরিজন স্টুডেন্টস্	১৫৬৯	১৮১৭
৬।	প্রি-মেট্রিক স্কলারশীপ (নবম ও দশম শ্রেণী-	৫৩৯৬	৭৮০০
৭।	ঐ (ষষ্ঠ শ্রেণী হইতে অষ্টম শ্রেণী		৪৬৫২
৮।	পোষ্ট মেট্রিক স্কলারশীপ স্টাইপেণ্ড	৪০৫৬	২৪০৭
৯।	নেশন্যাল স্কলারশীপ	৯	৬
১০।	সংস্কৃত স্কলারশীপ	২০	২০
১১।	নেশন্যাল স্কলারশীপ ফর টেলেনটেড চিল্‌ড্রেন্স ফ্রম রুরেল এরিয়া	১০৭	৪৫
১২।	হিন্দী স্কলারশীপ	২১	২০
১৩।	ফ্রিডম্ ফাইটার	৪৫	৫০
১৪।	মেরিট-কাম-মিনস্	৯৯৬	৭৬৩
১৫।	লয়ার-ইনকাম-গ্রুপ	১০,৫২৭	৮,৬০৯
১৬।	রি-ইমবারস্‌মেন্ট অফ মাধ্যমিক এক্‌জামিনেশন্	২৪০০	২০১৭
১৭।	মেরিট স্কলারশীপ	১০	১০
১৮।	স্কুল স্টাইপেণ্ড	৭	—
১৯।	সংস্কৃত স্টাইপেণ্ড ফর ত্রিপুরা সংস্কৃত বিদ্যাভবন	১৫	—
	মোট—	৬৯৬৩০	১,৪৫,২৪৮

Admitted Starred Question No. 75.

Name of M.L.A. Shri Diba Chandra Hrangkhwal.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state.

QUESAION

১। ইহা কি সত্য যে উত্তর ত্রিপুরায় ছৈলেংটা স্কুল পরিদর্শকের অন্তর্গত সিন্ধুকুমার এস. বি. স্কুলের ঘরটি আগুনে ভস্মিভূত হয়েছে ?

২। উক্ত অগ্নিকাণ্ডে কি কি ক্ষতি হয়েছে এবং টাকার অংকে ক্ষতির পরিমাণ কত ?

ANSWER

MINISTER-IN-DHARGE :— SHRI D. DEB.

১। হ্যাঁ, (দুইটি ঘরের মধ্যে একটি ঘর)

২। সমস্ত রেকর্ড পত্র এবং আসবাব পত্র ভস্মিভূত হয়েছে; ক্ষতির পরিমাণ আনুমানিক বত্রিশ হাজার টাকা (৩২,০০০)

Admitted Starred Question No. 76.

Name of M L.A. : Shri Diba Ch. Hrangkhwal.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Education Department be pleased to state.

QUESTION

১। উত্তর ত্রিপুরার কৈলাশহর মহকুমার অন্তর্গত কাঁঠালছড়া গাঁও পঞ্চায়েতের অধীনে কুকীছড়া সমাজকেন্দ্রের জন্য ঘরটি কত টাকা ব্যয় করে নির্মাণ করা হয়েছিল ?

২। ইহা কি সত্য যে বর্তমানে উক্ত সমাজ শিক্ষাকেন্দ্রে শিশুদের শিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় আসবাব পত্রাদি কিছুই নাই ?

ANSWER

Minister-in-Charge : Dy. Chief Minister : Shri Dasarath Deb.

১। কুকীছড়া সমাজ শিক্ষাকেন্দ্রের ঘরটি ১২.০০০ টাকা ব্যয়ে ১৯৭৯ সালে নির্মাণ করা হয়েছিল।

২। উক্ত সমাজ শিক্ষাকেন্দ্রে শিশুদের শিক্ষার জন্য আসবাব পত্রাদি কিছুই নাই— ইহা সত্য নহে।

Admitted Starred Question No.—107

Name of M. L. A. :— Shri Shyama Charan Tripura.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state.

QUESTION

১। ইহা কি সত্য যে কেন্দ্রশাসিত পণ্ডিচেরীস্থ শ্রী অরবিন্দ আশ্রমের অবভিলা প্রকল্পে ত্রিপুরা সরকার থেকে আর্থিক সাহায্য দেওয়া হয়েছিল ?

২। সত্য হইলে উক্ত সাহায্যের পরিমাণ কত ছিল ?

৩। কি উদ্দেশ্যে ঐ সাহায্য দেওয়া হইয়াছিল ?

ANSWER

MINISTER-IN-CHARGE SHRI D. DEB.

১। হ্যাঁ।

২। পাঁচ লক্ষ টাকা।

৩। পণ্ডিচেরীর শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমের অরভিলা প্রকল্পে ত্রিপুরার জন্য আলাদা মণ্ডপ নির্মাণার্থে।

Admitted Starred Question No. 119

Name of M.L.A. Sri Len Prasad Malsai.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

QUESTION

১। ১ম শ্রেণী হইতে কলেজ স্তর পর্য্যন্ত পাঠরত সমস্ত তফসিলী জাতি ও উপজাতি ছাত্রছাত্রীদেরকে ষ্টাইপেণ্ড দেওয়া হয় কিনা ?

২। দেওয়া হলে প্রতি মাসে কোন শ্রেণীতে কত টাকা করে এবং

৩। দেওয়া না হলে তার কারণ এবং

৪। ত্রিপুরার বাইরে পাঠরত ত্রিপুরার তফসিলী জাতি ও উপজাতি ছাত্রছাত্রীদের ষ্টাইপেণ্ড দেওয়া হয় কিনা ?

ANSWER

Minister-in-charge

১। হ্যাঁ।

২। ক) বুকগ্রেণ্ট হিসাবে ১ম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদিগকে বিনা পয়সায় পাঠ্য পুস্তক

সরবরাহ করা হয়। ২য় শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদিগকে বার্ষিক ৩ (তিন) টাকা; ৩য় শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদিগকে বার্ষিক ১০ (দশ) টাকা; ৪র্থ শ্রেণীর ছাত্রীদিগকে বার্ষিক ২০ (বিশ) টাকা এবং ৫ম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদিগকে বার্ষিক ২৮ (আটাশ) টাকা করিয়া দেওয়া হয়।

খ) বোর্ডিং হাউস্ ষ্টাইপেণ্ড ১ম শ্রেণী হইতে দশম শ্রেণী পর্য্যন্ত ছাত্রছাত্রী-দিগকে দৈনিক ৫ (পাঁচ) টাকা হারে বৎসরে ৩০২ দিনের জন্য দেওয়া হইয়া থাকে।

গ) প্রি-মেট্রিক স্কলারশিপ—৬ষ্ঠ শ্রেণী হইতে অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রীদিগকে প্রতি মাসে ২০ (বিশ) টাকা এবং ৯ম ও দশম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদিগকে প্রতি মাসে ৩০ টাকা করিয়া বৎসরে দশ মাসের জন্য স্কলারশিপ দেওয়া হয়।

ঘ) স্পেশাল ষ্টাইপেণ্ড টু হরিজন—১ম শ্রেণী হইতে অষ্টম শ্রেণী পর্য্যন্ত ছাত্র ছাত্রীদিগকে মাসিক ৩০ (ত্রিশ) টাকা হারে বৎসরে দশ মাসের ষ্টাইপেণ্ড দেওয়া হয়।

ঙ) তপশিলী জাতি ও উপজাতি ছাত্রীদিগকে পোষাক বাবৎ বৎসরে ৩য় শ্রেণী হইতে ৫ম শ্রেণী পর্য্যন্ত ৩০ (ত্রিশ) টাকা এবং ষষ্ঠ শ্রেণী হইতে অষ্টম শ্রেণী পর্য্যন্ত ৪০ (চল্লিশ) টাকা দেওয়া হয়।

চ) ২য় শ্রেণী হইতে ৮ম শ্রেণী পর্য্যন্ত তফসিলী উপজাতি ছাত্রীদিগকে এটেণ্ডেন্স ষ্টাইপেণ্ড বাবৎ বৎসরে ১০ (দশ) টাকা দেওয়া হয়।

ছ) পোষ্ট মেট্রিক স্কলারশিপ স্কিমে তফসিলী জাতি ও উপজাতি ডে-স্কলার ছাত্র ও ছাত্রীরা যথাক্রমে মাসিক ৫০ (পঞ্চাশ) টাকা এবং ৬০ (ষাট) টাকা করিয়া পাইয়া থাকে এবং হোষ্টেলার ছাত্রছাত্রীরা যথাক্রমে ৭৫ (পঁচাত্তর) টাকা ও ৮৫ (পঁচাশী) টাকা পাইয়া থাকে। এতদ্ব্যতিত বোর্ডিং হাউস ষ্টাইপেণ্ডের সহিত সমতা রক্ষা করিবার নিমিত্ত রাজ্য সরকার তফসিলী জাতি ও উপজাতি ছাত্র ও ছাত্রীদের মাসিক যথাক্রমে ৭৫ (পঁচাত্তর) ও ৬৫ (পঁয়ষট্টি) টাকা অতিরিক্ত ষ্টাইপেণ্ড দেওয়ার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

জ) ইন্জিনিয়ারিং ও মেডিকেল ডিগ্রী ও অন্যান্য সমতুল্য টেকনলজী পাঠক্রমে তফসিলী জাতি ও তফসিলী উপজাতি ডে-স্কলার ছাত্র ও ছাত্রীরা মাসিক যথাক্রমে ১০০৲ (একশত) ও ১১০৲ (একশত দশ) টাকা এবং হোষ্টেলের ছাত্র ও ছাত্রীরা মাসিক যথা-ক্রমে ১৮৫৲ (একশত পঁচাশী) টাকা ও ১৯৫ (একশত পচানব্বই) টাকা করিয়া ষ্টাইপেণ্ড পাইয়া থাকে। পলিটেক্নিক ও স্নাতকোত্তর পাঠক্রমে তফসিলী জাতি ও তফসিলী উপজাতি ডে-স্কলার ছাত্র ও ছাত্রীরা যথাক্রমে মাসিক ১০০৲ (একশত) টাকা ও ১১০ (একশত দশ) টাকা এবং হোষ্টেলার ছাত্র ও ছাত্রীরা যথাক্রমে ১১৫৲ (একশত পঁচিশ) টাকা ও ১৩৫৲ (একশত পয়ত্রিশ) টাকা করিয়া পাইয়া থাকে।

স্নাতক পাঠক্রমে তফসিলী জাতি ও তফসিলী উপজাতি ডে স্কলার ছাত্র ও ছাত্রীরা মাসিক ৫৫৲ (পঞ্চান্ন) টাকা ও ৭০ (সত্তর) টাকা এবং হোষ্টেলার ছাত্র ও ছাত্রীরা মাসিক যথাক্রমে ১২০ (একশত কুড়ি) টাকা করিয়া ষ্টাইপেণ্ড পাইয়া থাকে।

ইন্জিনিয়ারিং; মেডিকেল ও স্নাতকোত্তর পাঠক্রমের তফসিলী জাতি ও উপজাতির ছাত্রছাত্রীরা বাৎসরিক ৪০০ (চারশত) টাকা করিয়া বুকগ্রেণ্ট পাইয়া থাকে।

৩। প্রশ্ন উঠে না।

৪। হ্যাঁ।

Admitted Starred Question No.—165

Name of M. L. A. :— Shri Monoranjan Majumder.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state.

QUESTION

১। ইহা কি সত্য বিলোনীয়া মহকুমার অন্তর্গত রাজনগর বগাফা ব্লকে Social Education Centre গুলি বহুদিন ধরে বন্ধ হয়ে আছে ;

২। সত্য হলে উক্ত এলাকার কতটি Social Education Centre কতদিন যাবত বন্ধ হয়ে আছে, (নাম সহ প্রতিটি কেন্দ্রের হিসাব);

৩। ইহাও কি সত্য যে একই সঙ্গে উক্ত এলাকার Social Education Centre Feeding Centre গুলিও বন্ধ হয়ে আছে ?

৪। সত্য হলে তাহার কারণ ?

ANSWER

Minister-in-Charge :- Deputy Chief Minister Sri Dasarath Deb.

১। সত্য নহে।

২। কোন্ কেন্দ্র বন্ধ হয়ে আছে এ তথ্য আপাততঃ আমার কাছে নাই। অনুসন্ধান করে দেওয়া হবে।

৩। সত্য নহে। তবে সকল Social Education Centre-এ Feeding Centre নাই। Feeding Centre-এর অর্থ আসে Tribal Welfare দপ্তর থেকে।

৪। প্রশ্ন উঠেনা।

Admitted Starred Question No 205

Name of M.L.A. : Shri Matilal Sarkar.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Education Department be pleased to state.

QUESTION

১। ১৯৮৫-৮৬ আর্থিক বছরে বিভিন্ন হাই ও হাইয়ার সেকেণ্ডারী স্কুলে আসবাব পত্র, লাইব্রেরীর বই, এবং প্রয়োজনীয় শিক্ষা সামগ্রী ইত্যাদি ক্রয়ের জন্য মোট কত

টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে ? (সরকারী ও বেসরকারী খাতে বরাদ্দ কত পরিমাণের পৃথক পৃথক হিসাব)

২। উক্ত বিদ্যালয়গুলিতে উক্ত সময়ে বিজ্ঞানের যন্ত্রপাতি ক্রয়ের জন্যে অর্থ বরাদ্দের পরিমাণ কত ?

ANSWER

Minister-in-Charge : Shri D. Deb.

১। মোট উনচল্লিশ লক্ষ ষোল হাজার পাঁচশত টাকা (৩৯, ১৬, ৫০০) মঞ্জুর করা হয়েছে (সরকারী খাতে—পঁয়ত্রিশ লক্ষ সাঁয়ত্রিশ হাজার পাঁচশত টাকা) (৩৫, ৩৭, ৫০০) বে-সরকারী খাতে—তিন লক্ষ উনআশি হাজার টাকা (৩, ৭৯, ০০০)

২। তিন লক্ষ তের হাজার পাঁচশত টাকা (৩, ১৩, ৫০০)

Admitted Starred Question No. 213

Name of Member : Shri Buddha Deb Barma.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Education Department be pleased to state.

QUESTION

১। ১৯৮৫-৮৬ চলতি আর্থিক বৎসরে বিশালগড় ব্লকের অধীনে সুতারমুড়া হাই-স্কুলের জন্য পাকা বিল্ডিং নির্মাণ করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?

২। যদি না থাকে তবে তার কারণ।

ANSWER

Minister-in-Charge : Shri D. Deb.

১। না।

২। অর্থাভাব তাহার কারণ।

Admitted Starred Question No. 243

Name of M. L, A. Shri Narayan Das

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state—

১। ইহা কি সত্য যে সোনামুড়া মহকুমার অন্তর্গত কৈমতলী উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে প্রয়োজনের তুলনায় মাত্র ৩ (তিন) জন শিক্ষক নিযুক্ত আছেন ;

২। সত্য হইলে উক্ত স্কুলে আরও প্রয়োজনীয় শিক্ষক নিয়োগ করা হবে কি না ;

৩। হইলে কবে নাগাদ করা হবে বলে আশা করা যায় ?

Minister-in-charge : ANSWER Shri D. Deb

১। হ্যাঁ।

২। হ্যাঁ।

৩। এই বিদ্যালয়ে অনতিবিলম্বে আরও ২ জন শিক্ষক নিয়োগের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

Admitted Starred Question No. 249

Name of M.L.A. : Shri Rudreswar Das

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state—

১। রাজ্যে মোট কয়টি মাদ্রাসা বর্তমানে চালু আছে।

২। ঐসব মাদ্রাসায় প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক আছে কিনা, এবং

৩। বর্তমান বৎসরে নূতন মাদ্রাসা খোলার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ?

ANSWER

Minister-in charge : SHRI D. DEB

১। রাজ্যে সরকারী অনুদান প্রাপ্ত মোট ৩৩টি মাদ্রাসা/মক্তব চালু আছে।

২। হ্যাঁ।

৩। না, সংশ্লিষ্ট বিধি অনুসারে সরকার কর্তৃক মাদ্রাসা/মক্তব খোলার কোন ব্যবস্থা নাই।

(Questions and Answers)

Admitted Starred Question No. 250

Name of M.L.A's : Shri Nakul Das

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Education Department be pleased to state—

১। রাজ্যে বর্তমান আর্থিক (১৯৮৫-৮৬) বর্ষে মোট খেলাধূলার জন্য কত টাকা বরাদ্দ আছে ?

২। আগামী আর্থিক (১৯৮৬-৮৭) বর্ষে অর্থের বরাদ্দের পরিমান বাড়ানোর কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা :

৩। রাজ্যে বর্তমানে কয়টি ষ্টেডিয়াম নির্মানের কাজ চলছে এবং কতটুকু অগ্রসর হয়েছে ?

Minister-in-charge : ANSWER

১। ৮২,৫৮,০০০'০০ টাকা বরাদ্দ আছে।

২। হঁ্যা

৩। দুইটি। মাঠ তৈরীর কাজ হইয়াছে।

Admitted Starred Question No. 260

Name of Member : Shri Len Prased Malsai

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state—

১। উত্তর ত্রিপুরায় আনন্দ বাজার হাইস্কুল রাইগুনা হাইস্কুল সাতনালা হাইস্কুল জয়শ্রী হাইস্কুলগুলির ছাত্রছাত্রীদের জন্য বোর্ডিং হাউস নির্মাণ করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?

২। যদি থাকে তবে কবে নাগাদ উক্ত পরিকল্পনার কাজ আরম্ভ করা হবে বলে আশা করা যায়।

৩। যদি না থাকে তবে তার কারণ ?

Minister-in-charge : Answer Shri D. Deb

১। উত্তর ত্রিপুরায় আনন্দ বাজার হাই স্কুলে উপজাতি ছাত্রদের জন্য বোর্ডিং হাউস নির্মানের

পরিকল্পনা আছে। সাতনালা হাইস্কুলের জন্য বোর্ডিং হাউস নির্মাণের কোন করিকল্পনা বর্ত্তমানে নাই। বারগুণা হাই স্কুল ও জয়ন্ত্রী হাই স্কুল নামে কোন হাইস্কুল উত্তর ত্রিপুরায় নাই তবে রামগুণা পাড়ায় হাই স্কুলে আছে।

২। আনন্দ বাজার হাই স্কুলের বোর্ডিং হাউসের কাজ বর্ত্তমান আর্থিক বৎসরে শুরু হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

৩। অর্থাভাব হেতু সাতনালা হাইস্কুলের বোর্ডিং হাউস নির্মাণের পরিল্পনা বর্ত্তমানে নাই।

Admitted Starred Question No. 264

Nama of M.L.A. : Shri Subodh Chandra Das

Will be Hon'bl Minister-in-charge of the Education Department be pleased to stated—

১। ইহা কি সত্য যে সদর মহকুমার অন্তর্গত দক্ষিণ লংকামুড়া ও সানমুড়া জে, বি, স্কুলে এবং লংকামুড়া এস, বি, স্কুলে শতকরা ৯০ ভাগ তপশীল সম্প্রদায়ভুক্ত ছাত্রছাত্রী থাকা সত্বেও ১৯৮৪-৮৫ইং সনে তাদের জন্য বুক-গ্র্যান্ট মঞ্জুর করা হয় নাই ;

২। যদি সত্য হয়, তবে তার কারণ ?

Minister-in-charge : Answer

১। হ্যাঁ, সত্য।

২। ১৯৮৪-৮৫ইং সনের বুক-গ্র্যান্টের জন্য অর্থ বরাদ্দের প্রস্তাব বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে বিদ্যালয় পরিদর্শকের অফিসে যথাসময়ে পাঠানো হয় নাই। ফলে বিদ্যালয় পরিদর্শকও উক্ত প্রস্তাব শিক্ষা বিভাগে পাঠাতে পারেন নাই।

Admitted Starred Quseiion No. 281

Name of M,L.A. : Shri Subod Chandra Das

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Social Education Department be pleassed to state—

১। সারা রাজ্যে ১—৬ বছর বয়স্ক কতজন শিশু বালোয়াড়ী সেন্টারগুলিতে পাঠরত অবস্থায় রয়েছেন ?

ANSWER

Minister-in-charge : Deputy Chief Minister : Shri D. Deb

১। সারা রাজ্যে ৩—৫ বছর বয়সের ৪৬,০৩১ জন শিশু বালোরাড়ী সেণ্টারগুলিতে পাঠরত অবস্থায় রয়েছে।

Admitted Starred Question No, 288

Name of M.L.A. : Shri Monoranjan Majumdar

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state—

১। দক্ষিণ ত্রিপুরায় বিলোনীয়াস্থিত দক্ষিণ ভারত চন্দ্র নগরে Senior Basic বিদ্যালয়-টিকে দ্বাদশমান বিদ্যালয়ে উন্নীত করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা :

২। থাকলে কবে নাগাদ করা হবে বলে আশা করা যায় ?

Minister in-charge : Answer Shri D. Deb

১। আপাততঃ নাই।

২। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No. 316

Name of the Member : Shri Fayzur Rahaman, M.L.A.

Will the Hon'ble Minister-infcharge of the Labour and Employment be pleased to state—

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরা রাজ্যের বেকারের মাসিক ভাতা দেওয়ার জন্য রাজ্য সরকারকে কেন্দ্রীয় সরকার কোন আশ্বাস দিয়েছেন কিনা ;

২। দিয়ে থাকলে তা কিরূপ ?

Minister-in-charge of the Labour & Employment : Shri S. Chaudhury

উত্তর

১। না ;

২। প্রশ্নই উঠেনা।

Admitted Starred Question No. 318

Name of Member Shri Narayan Das

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state—

QUESTIONS

১। Land Development Bank হইতে ১৯৮০ইং জানুয়ারী থেকে ১৯৮৫ সালের ডিসেম্বর পর্য্যন্ত কতজন লোককে ঋণ দেওয়া হইয়াছে ?

২। ১৯৮৫ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত দেয় ঋণের কত টাকা আদায় হইয়াছে ?

ANSWER

১। Land Development Bank হইতে ১৯৮০ সালের জানুয়ারী হইতে ১৯৮৫ সালের ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ২৮৯৫ জনকে ঋণ দেওয়া হইয়াছে।

২। ১৯৮০ সালের জানুয়ারী হইতে ১৯৮৫ সালের ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ৫৯.৪৮ লাখ টাকা ঋণ আদায় হইয়াছে।

Admitted Starred Question No 320

Name of Member : Shri Narayan Das M.L.A.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Labour and Employment be pleased to state—

প্রশ্ন

১। রাজ্যে Master degreeধারী বেকারের সংখ্যা কত, M.A., M.Sc. and M. Com. আলাদা আলাদা হিসাব)

২। ১৯৮৫ সনে কতজন Master degree ধারীকে চাকুরীর offer দেওয়া হয়েছে, (M.A., M.Sc. and M.Com. আলাদা আলাদা হিসাব)

Minister-in-charge of the Labour and Employment : Shri S. Chaudhuri

উত্তর

১। রাজ্যে রেজিস্ট্রীকৃত Master degree ধারী বেকারের সংখ্যা ৪৪৮ জন। আলাদা হিসাব নিম্নরূপ :— M.A. ৩৮৯ জন, M Sc. ৩০ জন ও M.Com ২৯ জন ;

২। ১৯৮৫ সনে মোট ৭৪ জন Master degree বেকারকে সরকারী চাকুরীর offer দেওয়া হয়েছে। আলাদা হিসাব নিম্নরূপ :—

M.A ৫৭ জন, M.Sc. ৭ জন, M.Com ১০ জন।

Admitted Starred Question No. 331.

Name of M. L, A.-Shri Biren Dutta.
Name of Minister-Chief Minister-in-charge of the
FINANCE DEPARTMENT.

প্রশ্ন

১। ৭ম পরিকল্পনায় রাজ্যের সম্পদ সংগ্রহের লক্ষ্য মাত্রা কত ;

২। ঐ সময়ে কি কি নতুন প্রকল্প হাতে নেওয়া হবে এবং তাতে কত পরিমাণ সম্পদ সংগৃহীত হবে এবং কত লোকের কর্মসংস্থান হবে বলে আশা করা যায় ;

৩। এই পরিকল্পনা শেষে রাজ্যের পার ক্যাপিটা আয় বৃদ্ধির পরিমান কত হবে বলে আশা করা যায়।

উত্তর

১। সপ্তম পরিকল্পনা কালে রাজ্যের সম্পদ সংগ্রহের লক্ষ্য মাত্রা মোট ৭০৭ কোটি ৩৫ লক্ষ্য টাকা নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

২। রাজ্যের সপ্তম পরিকল্পনায় প্রস্তাবিত কোন বড় প্রকল্প, যথা, কাগজের কল, সূতা কল, দ্বিতীয় পাটকল ইত্যাদির জন্য কেন্দ্রিয় যোজনা পর্যদের অনুমোদন পাওয়া যায় নাই। প্রস্তাবিত উল্লেখ যোগ্য নূতন প্রকল্পগুলি এইরূপ ঃ—

ক) উপজাতি অধ্যুষিত এলাকায় গ্রাম সেবক ট্রেনিং ষ্টোর স্থাপন,

খ) উন্নত মানের গরুর গাড়ী কেনার জন্য কৃষক গণকে আর্থিক সহায়তা প্রদান।

গ) Agrrs Meterological Station স্থাপন,

ঘ) দরিদ্র তপশীলি ও উপজাতি মৎস্যজীবিগণের অর্থনৈতিক মান উন্নয়ন'

ঙ) 45 MW Gas Thermal প্রকল্প,

চ) গ্যাস ভিত্তিক Chemical Industry,

ছ) বড়মুড়াতে Waste Heat Generation Scheme,

জ) বর্তমান রাস্তাঘাট প্রশস্ত করণ ও উন্নয়ন,

ঝ) পরিবেশ বিশুদ্ধি করন প্রকল্প,

ঞ) গৃহহীনদের জন্য বাসগৃহ নির্মান.

ট) দরিদ্র শ্রেণীর লোকের জন্য বাসগৃহ নির্মান,

ঠ) জুমিয়াদের পুনর্বাসন প্রকল্প,

ড) তপশীলি জাতি ছাত্রদের জন্য Hostel নির্মা। প্রভৃতি।

সপ্তম পরিকল্পনার প্রথম বৎসর (১৯৮৫-৮৬ সনে) ছোট কর্মসংস্থান মূলক প্রকল্প যথা SREP, NREP, RLEGP প্রভৃতি রূপায়ণের জন্য হাতে নেওয়া হয়। এই আর্থিক বৎসরে উক্ত প্রকল্পগুলিতে বিনিয়োগের পরিমাণ আনুমানিক ১০·৩৮ কোটি টাকা এবং কর্মে নিয়োগের পরিমাণ আনুমানিক ৮১ কোটি ৪৫ লক্ষ শ্রম দিবস।

দ্বিতীয় বৎসরে ও আনুমানিক উক্ত পরিমাণ কর্ম সংস্থান হইবে।

৩। সপ্তম পরিকল্পনাকালে রাজ্যের জন্য বরাদ্দকৃত ৪৪০ কোটি টাকা বিনিয়োগের পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্যের মাথা পিছু আয় অবশ্যই কিছু বৃদ্ধি পাইবে। মাথাপিছু আয়ের পরিমাণ নির্দ্ধারণের জন্য উপযুক্ত পরিসংখ্যান ও সমীক্ষার প্রয়োজন। যথা সময়ে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ তাহা নির্দ্ধারন করিবে।

Admitted Starred Question No 369

Name of M.L.A's : Sri Nakul Das, Shri Sudhir Ranjan Majumdar

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state

১। ১৯৮৫-৮৬ সনে রাজ্যে কয়টি স্কুল আপগ্রেডেড্ করা হয়েছে.

২। এর মধ্যে কতটি হাইস্কুল ও কতটি উচ্চবুনিয়াদী বিদ্যালয় ;

৩। কিসের ভিত্তিতে উপরোক্ত স্কুলগুলিকে আপগ্রেডেড্ করা হয়েছে ?

ANSWER

DEPUTY CHIEF MINISTER : SHRI D. DEB

১। মোট ১১৬ টি।

২। ১৯৮৫-৮৬ সনে এ পর্যন্ত ৮৪ টি নিম্ন বুনিয়াদি বিদ্যালয়কে উচ্চ বুনিয়াদি বিদ্যালয়ে এবং ৪২ টি উচ্চ বুনিয়াদি বিদ্যালয়কে উচ্চ বিদ্যালয়ে উন্নীত করা হইয়াছে।

৩। পঞ্চম ও অষ্টম শ্রেণীর পড়ুয়া সংখ্যা নিকটবর্তী উচ্চ পর্যায়ের বিদ্যালয়ের দূরত্ব ও দুর্গম এলাকার ভিত্তিতে।

Admitted Starred Question No 371

Name of Member : Shri Makhan Lal Chakraborty

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Labour Department be pleased to state :-

প্রশ্ন

১। বর্তমানে ত্রিপুরা রাজ্যে Plantation Act. চালু করার কোন উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে কিনা ?

২। হয়ে থাকলে ন্যূনতম মজুরী সমীক্ষার কোন ব্যবস্থা হয়েছে কিনা ?

উত্তর

১। রাজ্যে Plantation Labour Act চালু আছে।

২। বর্তমানে চা শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরী বিজ্ঞপ্তি মারফত করা হয়। ১৯৪৮ইং সনের Minimum wages Act এর 5(1)(b) ধারা মতে এই বিজ্ঞপ্তি প্রচার করা হয়। গত ১-১-৮৫ তারিখে চা বাগান শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরী ৭·৩৫ পয়সা নির্দ্ধারিত হইয়াছে। চা বাগান শ্রমিকরা মজুরী ব্যতীত ভর্তুকিতে চাউল ও গম পান। ইহা ব্যতীত রাবার বাগিচার শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরী নির্দ্ধারনের ব্যাপারে বিগত ২৯-১-৮৬ইং তারিখে ন্যূনতম মজুরী আইন অনুযায়ী কমিটি নিয়োগ করা হইয়াছে। এই কমিটি ৬ (ছয়) মাসের মধ্যে রিপোর্ট পেশ করবেন। এতদ্ব্যতীত বিগত ২২-১-৮৬ইং তারিখে এক ত্রিপাক্ষিক চুক্তিমূলে রাবার বাগীচা শ্রমিকদের বর্তমান মজুরী সাধারণ ক্ষেত্রে দৈনিক ১২ (বার) টাকা হারে ও টেপার্স (Tappers) দের ১৩ (তের) টাকা হারে ত্রিপুরা ফরেষ্ট ডেভলাপমেণ্ট এণ্ড প্লেনটেশন কর্পোরেশন শ্রমিকদের দেওয়া হইতেছে।

Admitted Starred Question No. 380

Name of M.L.A's : Smti. Ratna Prova Das

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Education Department be pleased to state

১। ইহা কি সত্য পূর্ব নোয়াগাঁও সিনিয়র বেসিক স্কুলকে দশম শ্রেণীতে উন্নীত করার ব্যাপারে সরকারী আদেশ হওয়া সত্বেও এখন পর্য্যন্ত উচ্চতর শ্রেণীগুলি (নবম ও দশম) এখন ও খোলা হয়নি : এবং

২। সত্য হইলে তার কারন ?

ANSWER

MINISTER in charge : SHRI D. DEB

১। সত্য নহে ' পূর্ব নোয়াগাঁও সিনিয়র বেসিক স্কুল নামে কোন স্কুলকে এবৎসর হাইস্কুলে উন্নীত করা হয় নাই। তবে বিলোনীয়া বিদ্যালয় পরিদর্শকের অধীনে এবৎসর পূর্ব নোয়াগাঁও মৌজার অন্তর্গত নোয়াগাঁও সিনিয়র বেসিক স্কুল নামে একটি স্কুলকে হাই স্কুলে উন্নীত করা হয়েছে, এবং এই স্কুলে নবম শ্রেণীতে ছাত্র ছাত্রী ভর্তি আরম্ভ করা হয়েছে। এবৎসর দশম শ্রেণীতে ভর্ত্তির কোন প্রশ্ন আসে না।

২। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No 3?4

Name of M. L. A : Shri Haricharan Sarkar

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state—

১। সরকারের নিকট জব ফরম জমা পড়েছে, অথচ পায়নি, এরুপ চাকুরী প্রার্থীর সংখ্যা কত:

২। এর মধ্যে সরকারী চাকুরী প্রাপ্তির বয়ঃসীমা অতিক্রান্ত হয়েছে, এরুপ বেকারের সংখ্যা

৩। জব ফরমের প্রার্থীদের আর্থিক অসচ্ছলতা কিভাবে নিরূপণ করা হয় ?

Minister-in-charge : ANSWER Shri Dasarath Deb

১। ১৯৮১ এবং ১৯৮৩ সালে মোট ৪২,৫৩৪ জন চাকুরী প্রার্থী শিক্ষা বিভাগে জব ফরম জমা দিয়েছিলেন। এদের মধ্য থেকে শিক্ষা বিভাগে মোট ৬,০৭৬ জন চাকুরী পেয়েছেন। এদের মধ্যে চাকুরী পাননি এরূপ প্রার্থীর সংখ্যা শিক্ষা বিভাগের পক্ষে নিরূপন করা সম্ভবপর নয়। কারণ, এটা খুবই স্বাভাবিক যে, উল্লিখিত সময়ে শিক্ষা বিভাগে যাহারা জব ফরম জমা দিয়েছিলেন এদের মধ্যে অনেকেই ইত্যবসরে ত্রিপুরা সরকারের বিভিন্ন দপ্তর সহ অন্যান্য সংস্থায় চাকুরী পেয়েছেন।

২। উপরে বর্ণিত কারণে শিক্ষা বিভাগের পক্ষে তা নিরূপণ করা সম্ভবপর নয়।

৩। উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ দ্বারা তদন্তের মাধ্যমে।

Admitted Starred Question No. 388

Name of Member : Shri Rudreswar Das

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Labour Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। রাজ্যে বর্তমানে মোট কতজন দিন মজুর আছে ;

২। তাঁদের মজুরী ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা পাওয়া সম্পর্কে সরকারের কোন প্রকার তদারকি ব্যবস্থা চালু আছে কিনা ?

উত্তর

১ ও ২নং প্রশ্নের উত্তর :—

সহরে বাজারে এবং গ্রামে দিন হাজীরা মজুরের সংখ্যা কখনও রেজিষ্টার রাখার ব্যবস্থা চালু করা হয় নাই। তবে ত্রিপুরার ৮০ শতাংশ লোক দারিদ্র সীমার নীচে পড়ে আছেন এবং জীবিকার জন্য অধিকাংশ লোকই দিন হাজিরার কাজ করতে হয়। যেহেতু তাদের সম্পর্ক

কোন শ্রম আইন নাই, শ্রম দপ্তরে হিসেব রাখার প্রচলন নাই।

কৃষি শ্রমিক সেন্সাস্ অনুযায়ী এবং পঞ্চায়েতগুলিতে আইডেনটিটি কার্ড বিধি অনুযায়ী প্রায় দেড় লক্ষ শ্রমিক আদেশ বলে ধরে নেওয়া যায় যাদের অধিকাংশই দিন হাজিরায় কৃষিতে কাজ করেন।

নিম্নতম মজুরী আইনে কৃষি শ্রমিকদের মজুরদের নির্দিষ্ট শিল্প ভিত্তিক নিম্ন মজুরী আইনে মজুরী বাঁধা হয়েছে। অন্যান্য শ্রমিকদের ক্ষেত্রে মালীক শ্রমিক আলোচনা এবং সমবেত দর কষাকষির ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের দ্বারা শ্রমিকরা উপকৃত হন। প্রয়োজনে সরকার ত্রিপাক্ষিক সম্মেলনে মীমাংসা করেন।

Admitted Starred Question No 390

Name of Member : Shri Bidya Chandra Debbarma

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state—

১। আগামী ১৯৮৬-৮৭ আর্থিক বৎসরে রাজ্যের কোন কোন হাইস্কুলে উপজাতি ছাত্রছাত্রীদের জন্য ছাত্রাবাস নির্মাণ করা হবে বলে আশা করা যায় :

২। খোয়াই মহকুমার অন্তর্গত বেহালা বাড়ী হাই স্কুলের দূরবর্তী এলাকার উপজাতি ছাত্রদের সুবিধার্থে ছাত্রাবাসে আসনের সংখ্যা আরও বৃদ্ধি করা হবে কিনা ;

৩। ইহা কি সত্য যে উক্ত হাই স্কুলের উপজাতী ছাত্রীদের জন্য কোন ছাত্রীবাস (বোর্ডিং হাউস) নাই ;

৪। সত্য হইলে উক্ত স্কুলের গরীব উপজাতি ছাত্রীদের সুবিধার্থে একটি ছাত্রী নিবাস (Girls Boarding) নির্মাণ করার কোন পরিকল্পনা আছে কিনা :

ANSWER

Minister-in charge : SHRI D. DEB

১। আগামী আর্থিক বছরে ১৭টি হাই ও হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুলে উপজাতি ছাত্রছাত্রীদের ছাত্রাবাস ও ছাত্রীবাস নির্মাণের কাজ চলিবে বলিয়া আশা করা যায়। স্কুলের নাম এখনই ঠিক করিয়া বলা সম্ভব নয়।

PAPERS LAID ON THE TABLE
(Questions and Answers)

২। এখনো এ সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় নি।

৩। হ্যাঁ। কোন উপজাতি ছাত্রীবাস নাই।

৪। বর্ত্তমানে এমন কোন পরিকল্পনা নাই।

Admitted Starred Question No. 392

Name of M.L.A's : Shri Biren Datta
Shri Sudhir Ranjan Majumdar

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Education Department be pleased to state—

১। রাজ্যে মোট কতগুলি নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয় একজন শিক্ষক দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে, এবং

২। ঐ সব বিদ্যালয়ে প্রয়োজনীয় শিক্ষক দেওয়ার কোন পরিকল্পণা সরকারের আছে কি না ?

Minister-in-charge : ANSWER Shri D. Deb

১। ৫টি।

২। হ্যাঁ। আশা করা হচ্ছে আগামী মাসেই তা সম্ভবপর হবে।

Admitted Starred Question No. 406

Name of M. L. A. Shri Sudhir Ranjan Majumdar

Will the Hon'ble Minister-in charge of the Education Department be pleased to state—

১। ১৯৮৫ সালের ১লা এপ্রিল থেকে এ পর্য্যন্ত প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিতে কত সংখ্যক শিক্ষক শিক্ষিকা নিযুক্ত করা হয়েছে ;

২। এদের মধ্যে তপশীলি জাতি ও উপজাতি লোকের সংখ্যা কত ?

Minister-in-charge : ANSWER Shri D. Deb

১। ১,৬৬১ জন।

২। এদের মধ্যে তপশীলি জাতি ১৯৩ জন এবং উপজাতি ৫২৬ জন।

Admitted Starred Question No. 425

Name of M. L, A. Shri Bidya Chandra Debbarma
Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state—

১। ইহা কি সত্য যে স্কুলের প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি হইতে স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের Brith cetificate দাখিল করতে হয় ;

২। ইহাও কি সত্য যে যাহাদের by birth certificate নেই তাহাদের জন্মের প্রমাণ পত্র আদালত থেকে নিতে হয় ;

৩। ইহাও কি সত্য উক্ত ব্যাপারে বিধায়ক নোটিফায়েড এরিয়া সদস্য ও চেয়ারম্যানদের দেওয়া সার্টিফিকেটের ও যথার্থতা ও সত্যতা প্রমাণের জন্য আদালতে পেশ করতে হয়।

৪। সত্য হইলে ছাত্রছাত্রীদের হয়রানি বন্ধ করার জন্য সরকার কোন বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহন করবেন কিনা ;

Minister-in-charge : ANSWER Shri D. Deb

১। হ্যাঁ ;

২। সত্য নহে ; তবে আদালতের সম্মুখে affidavit করিতে হয়।

৩। সত্য নহে। উপরে লিখিত ভি. আই. পিদের প্রদত্ত সার্টিফিকেট কমিউনিকেশন মাত্র। এই সুপারিশ থাকলে নাগরিক কিনা বা যাচাই করার অধিকার সার্টিফিকেট প্রদানের ক্ষমতা সম্পন্ন অফিসারের আছে।

৪। অন্য কোন বিকল্প নাই। by birth certificate প্রদানের ক্ষমতা ঢালাওভাবে সকলকেই দেওয়া যায়না।

Admitted Starred Question No. 426

Name of M.L.A : Shri Dhirendra Debnath
Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state—

১। মোহনপুর ব্লকের অন্তরগত তারাপুর সিনিয়র বেসিক স্কুলের রেকর্ডভুক্ত ভূমির পরিমান কত ;

২। ইহা কি সত্য, উক্ত কিছু লোক স্কুলের ভূমি বল পূর্বক দখল করে বসবাস করিতেছেন;

৩। সত্য হলে উক্ত বেআইনী দখলকারীগণকে উচ্ছেদ করার জন্য সরকার কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন ?

Minister-in-charge : ANSWER Shri D. Deb

১। সারে পাঁচ কানি (৫½ কানি) ;

২। হ্যাঁ ;

৩। সেটেলমেণ্ট অফিসে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আপত্তি জানাইয়াছেন। বে আইনী দখলকারী গণকে উচ্ছেদের যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।

PAPERS LAID ON THE TABLE

(Questions and Answers)

উদয়পুর—৩৩
অমরপুর—২০
বিলোনীয়—৩২
সাব্রুম—১১
কমলপুর—১৫
কৈলাশহর—৪৩
ধর্মনগর—৩১

মোট—৩৮০ জন।

২। এদের মধ্যে ৩১১ জন শিক্ষক ও শিক্ষিকার ক্ষেত্রে বদলীর আদেশ কার্যকর হয়েছে এবং ৬৯ জনের ক্ষেত্রে এখনও কার্যকর হওয়া বাকী আছে।

Admitted Unstarred Question No. 31

Name of M.L.A Shri Diba Chandra Hrangkhwal

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Education Department be pleased to state

১। ত্রিপুরা সরকারের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে সরকারের নির্দ্দেশ অনুসারে কক বরক ভাষায় প্রশ্ন ও উত্তর দানের মাধ্যমে পরীক্ষা নেওয়ার ব্যবস্থা আছে কি ?

২। থাকিলে রাজ্যের কোন কোন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এই ব্যবস্থা চালু আছে, (বিদ্যালয় পরিদর্শকের দপ্তর ভিত্তিক হিসাব)

৩। যদি না থাকে তবে তার কারণ ?

৪। রাজ্য সরকারের সিনিয়র বেসিক এবং উচ্চ বিদ্যালয়গুলিতে কত পার্সেণ্ট ছাত্র ছাত্রী কক বরক ভাষাভাষী হবে তাদের জন্য ককবরক শিক্ষক নিযুক্ত করা হয় ?

Minister in charge   Answer   Shri D. Deb

১। হ্যাঁ, অধিকাংশ বিদ্যালয়গুলিতে ব্যবস্থা আছে।

২। প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে বিদ্যালয় সমূহের নামের তালিকা অত্র দেওয়া গেল ?

৩। কারণ অনুসন্ধান করা হইতেছে।

৪। সিনিয়র বেসিক বিদ্যালয়ে ও উচ্চ বিদ্যালয় সমূহে ষষ্ঠ শ্রেণী হইতে ককবরক শিক্ষক নিয়োগ করা হয় না। অতএব পার্সেণ্টেজের প্রশ্ন উঠে না।

২। বিদ্যালয় সমুহের নামের তালিকা

Inspector of Schools, Bishalgarh.

1. Kumariapara J.B. School
2. Musraipara S.B. School
3. Amrabati J.B. School
4. Arjunthakurpara J.B. School
5. Bagumbari J.B. School
6. Chandrahari Rangkhalbari J.B.
7. Narayan Khamar Pry. School
8. Palabhanga J.B.
9. Kendrai Cherra J.B.
10. Ratanpur J.B.
11. Amtali J.B.
12. Jurtali J.B.
13. Nabachandra Choudhurypara J.B.
14. Chikan Cherra J,B.
15. Promodenagar S.B.
16. Chandramohan Choudhurypara J.B.
17. Rangmala J.B.
18. Malsumbari J.B.
19. Lenbuthal J.B.
20. Ramnarayan Thakurpara High School (Pry. Sec.)
21. East Padmanagar J.B.
22. Latia Cherra High School (Pry. Sec.)
23. Bangshibari J.B.
24. Amtali J.B. School (Bishalgarh Circle)
25. Rangapania J.B.

PAPERS LAID ON THE TABLE

(Questions and Answers)

ANNEXURE—"B"

Admitted Unstarred Question No. 21

Name of Member : Shri Dhirendre Debnath

will Hon'ble Minister-in-Charge of Education Department be Pleased to state.

১। রাজ্যে বর্তমানে কয়টি অঙ্গনওয়াড়ী স্কুল আছে ?

(ব্লক ভিত্তিক হিসাব)

২। এর মধ্যে বর্ত্তমানে কয়টি চালু আছে এবং কয়টি ঘরের অভাবে বন্ধ হয়ে আছে ?

৩। যে সমস্ত অঙ্গনওয়াড়ী স্কুল ঘরের অভাবে বন্ধ হয়ে আছে সেই সব স্কুলের জন্য কবে নাগাদ গৃহ নির্মাণ করা সম্ভব হবে বলে আশা করা যায় ?

৪। উক্ত অঙ্গনওয়াড়ী স্কুলগুলিতে ছাত্র ছাত্রীদের কি কি সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয় ?

ANSWER

Minister-in-charge :—Dy. Chief Minister-Shri Dasarath Deb

১। রাজ্যে বর্ত্তমানে ১,১৫০ টি অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্র আছে।

(নিম্নে ব্লক ভিত্তিক হিসাব দেওয়া হইল)

ক)	ছামনু ব্লক	১০৫	টি
খ)	কাঞ্চনপুর	৫০	"
গ)	ডম্বুরনগর	৫০	"
ঘ)	কুমারঘাট	১১৪	"
ঙ)	খোয়াই	৮৫	"
চ)	রাজনগর	৯২	"
ছ)	তেলিয়ামুড়া	১২১	"
জ)	পানিসাগর	১০০	"

ঝ)	সাতচাঁদ	১১৫ টি
ঞ)	টাকারজলা	৬৩ "
ট)	কমলপুর	১২০ "
ঠ)	মোহনপুর	১৩৫ "
		১,১৫০ টি

২। বর্ত্তমানে চালু আছে ১১৩৮ টি এবং ১২ টি কর্মীর অভাবে বন্ধ হয়ে আছে।

৩। স্কুল ঘরের অভাবে Centre বন্ধ হয়ে আছে এই তথ্য সরকারের জানা নাই। তবে নতুন কেন্দ্র ঘর তৈরী ও পুরাতন কেন্দ্র ঘরের মেরামতের কাজ চলছে।

৪। ক) ৩ থেকে ৬ বৎসর বয়স পর্যন্ত ছেলে মেয়েদের প্রথা বহির্ভূত, প্রাক প্রাথমিক শিক্ষা দান করা হয়।

খ) ৬ মাস থেকে ৬ বৎসরের শিশুদের জন্য পুষ্টিকর খাদ্য বিতরণ করা হয়।

গ) ৬ বৎসর বয়স পর্যন্ত সকল শিশুর স্বাস্থ্য পরীক্ষা এবং রোগ প্রতিষেধক টীকা দানের ব্যবস্থা করা হয়।

Admitted Unstarred Question No. 25

Neme of M.L.A. Sayed Basit Ali

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state—

১। ১৯৮১-৮৬ আর্থিক বৎসরে শিক্ষা বিভাগের অন্তর্গত রাজ্যের বিভিন্ন বিদ্যালয়ে কত-জন শিক্ষক ও শিক্ষিকাকে বদলীর আদেশ দেওয়া হয়েছে ; (মহকুমা ভিত্তিক হিসাব)

২। এদের মধ্যে কতজন শিক্ষক ও শিক্ষিকার ক্ষেত্রে বদলীর আদেশ কার্যকরী হয়েছে এবং কতজনের ক্ষেত্রে উক্ত আদেশ এখনও কার্যকরী হয় নাই ?

MINISTER-IN-CHARGE :— ANSWER SHRI D. DEB

১। উল্লিখিত সময়ে মোট ৩৮০ জন শিক্ষক ও শিক্ষিকাকে বদলীর আদেশ দেওয়া হয়েছে। বিভাগ-ভিত্তিক সংখ্যা নিম্নে দেওয়া হল।

সদর —১০১

খোয়াই—৬৯

সোনামুড়া —২৫

Sonamura Inspectorate.

1. Padmalochanpara Pry, School
2, Maniram Choudhurypara J.B.
3. Thanda Kumar Choudhurypara J.B.
4, South Taibandal J.B.
5, Chowmohani J.B.

Mohanpur Inspectorate.

1. Barpukur Pry, School
2, Baluarband Junia Col. J.B,
3. Israngbari J.B.
4. Belfangbart J,B.
5 Kambuk Cherra J.B.
6. Mayangtuku Duchurang Sardarpara J.B. School
7. Baluabari J.B,
8. Bargacha J.B.
9. Radhakrishnapara J.B.
10. Joyram Sardarpara J.B.
11. Sankhola J.B.
12. Nabin Chow. Para J.B.
13. Baluacherra J.B.
14. Paschim Katachara J.B:
15. Ramsankarpara J.B.
16. Chaindachara J.B.
17. Haricharanpara J.B.
18. Sarath Chow. Para J.B.
19. Ujan Fatickchara J.B.
20. East Ramnagar J.B,
21. Debtabari J.B.
22. Ramnagar Kamalghar J.B.
23. Rajghat J.B,

24. Kumaribill J.B.
25. Dainmara J.B.
26. Birmohan Chow. Para J.B.
27. Belmura Pry. School
28. Ramdayal Thakurpara J.B.
29. Mahanta Sadhupara J.B.
30. Tamakhari Ramjudhapara J.B.
31. Khamparpara Pr. School
32. Debrai Ballavi Sardarpara J.B
33. Bargachia J.B.
34. Kotnabari J.B.
35. Daikhala Pry. School
36. Santosh Jamadarpara J.B.
37. Gathabill Binapani J B.
38. Taichamang Kurai Budhrai Chow. Para J.B.

Kanchanpur Inspectorate

1. Taisanpara J.B.
2. Kathalbari J.B.
3. Purnajoy J.B.
4. Dumukcherra J.B.
5. Sabalpara J.B.
6. Nilmani Karbari J.B
7. Bagichand J B· School
8. Dharampar J B.
9. Gomcharpara J.B.
10. Satudawar J.B.
11. Purnajoy Chow. Para S B.
12. Singharampara J.B.
13. No. 3 Bagan Col. J.B.
14. Raimanipara J.B.
15. Gachirampara S.B.

PAPERS LAID ON THE TABLE

(Questions and Answers)

16. Lambuchara J B.
17. Kamarmara Thum J.B.
18. Sikerbari J.B.
19. Kakshin Gachirampara J.B.
20. Kampui J.B.
21. Jahirampara J.B.
22. Gobindapara J.B.
23. Brikharampara J.B.
24. Jamariapara J.B.
25. Lankadhar J.B.
26. Hemsukla J,B.
27. Mathurapara J.B.
28. Maniram Chow. Para S.B
29. Suknacherra J.B.
30. Purbaharipur J.B.
31. Kahgendrapara J.B.
32. Thumsaraipara J.B.
33. Piplacherra North S.B.
34. UttamjoyPara J.B.
35. Birmani J.B.
36. Bhandarima J.B.
37. Purba Satnala No. 1 Col. J.B
38. Simanapur J.B.
39. Tuibangpara J.B.

Jirania Inspectorate

1. Shubha manipara J.B.
2. Chandra Kumar Pry. School

3. Bishu Chandrapara J.B.
4. Radha Charan Thakur Para J.B.
5. Champa Bari J.B.
6. Krishna Chandra Pathshala J.B.
7. Gurupada Tribal Colony J.B.
8. Jannmajoynagar Dhinabandu J.B. Balu
9. Baludum J.B.
10. Kairam J.B.
11. Kainta Kobra para J.B.
12. Chakma Pari J.B.
13. Tuicha Kahang J,B.
14. Khang Rai J.B.
15. Dhanai J.B.
16. Tui Pathar J.B.
17. N.E.C. Colony J.B.
18. Santaram Para J.B.
19. Chantaram para J.B.
20. Bishwa Muni Bina Pani J.B.
21. Khamting bari J.B.
22. Shridham Kobra para J.B.
23. Bilan Kobra para J.B.
24. Chak basta J.B.
25. Bhubanchanti bari J.B.
26. Satpara J.B
27. Thuichamung Karai J B.
28. Baniabari J B.
29. Durga Choudhuripara J.B.
30. Nagandra Sardar para J.B.

31. Joynagar J.B.
32. Kalasath J.B. School
33. Harinath Sardarpara *J.B.* School
34. Shibadurga Chow. para J.B. School
35. Ma Saradamani J.B. School
36. Budhurai Senapatipara J.B. School
37. Chantaibari S.B. School
38. Tuikalai J.B. School
39. Dhumtibari J.B. School
40. Bashikobrapara J.B. School
41. Rambabupara J.B. School
42. Nitya Das para J.B. School
43. Gopinath Ghar J,B. School
44. Vidyadharpara J.B. School
45. Chamelia S.B. School
46. Debsingh Thakurpara J.B.
47. Biswamani Sardarpara J.B.
48. Ghachucherra J.B. School
49. Belbari Lalitmohan J.B. School
50. Jyotilal para J.B.

Udaipur Inspectorate

1. Tulsirambari Pry. School
2. Rathuachhara J.B.
3. Kachigong *J.B.*
4. Bagma Pry. School
5. Raiya Chharapara *J.B.* School
6. Pry. Unit, Noabari High School
7. Fotamati Pry. School

8. Sadarpara S.B. School
9. Nazilabari J.B. School
10. Joyingbari Pry. School
11. Pabitraram bari Pry. School
12. Maithulongbari J.B. School
13. Kalamarthu Col. No. 3 J B. School
14. Garjee Dalram Roy Reangbari Pry. School
15. Padarambari J.B. School
16. Darkathangbari J.B. School
17. Bagma Tanputhar gbari J.B. School
18. Jalemabasanta Jamatia J.B.
19. Lakshmanpara J.B: School
20. Rainnabari J.B, School
21. Debtamura J.B. School
22. Dewanbari J B. School
23. Sonaichari J.B, School
24. Raiyabart S B. School
25. Hadra J.B School
26. Mayapuri J.B. School
27. Barabari B.C Para J.B. School
28 Thandachhara Para J.B. School
29. Taichum J.B. School
30. Kalankhaibari J.B. School
31. Suniungbari J.B. School
32. Krishnavaktabari Pry. School
33. Samukechhara J.B School
34 Rani S B. School
35 Pry. Unit Jalemabari High School
36. Kalatilla Pry. School
37. Koaimura J.B. School
38. K K.C. Fulbagan J.B. School

PAPERS LAID ON THE TABLE

(Questions and Answers)

39. Tainurchang J B, School
40. Hatichhara J.B. School
41. Raiyama-sumpara J.B. School
42. Dakshin Brajendra nagar J.B.
43. Champasarama Pry. School
44. Thelakongbari J.B School
45. Chaimarabari J.B, School
46. Baichangbari J.B. School
47. Kaifunhmulaibari J B. School
48. Kaintabari J.B. School
49. Tauibakli J.B. School
50. Uttar Baramura J.B. School
51. Tairupabari S.B. Tchool
52. Lailakbari J.B. School
53. P.K. Choudhury para S.B. School
54. Tutamura J.B. School
55. Darjelingbari J.B. School
56. Manithungbari J.B. School
57. Pry. Unit, Shilghati High School

Santirbazar Inspectorate

1. Ananta Sardarpara J.B. School
2. Akshiram bari J.B. School
3. Abangbari J.B. School
4. Barpatirai Pry, School
5. Balirbari J.B. School
6. Chafru Mog para J.B. School
7. East SriKanta bari J.B. School
8. Rangacharra Basic Pry. School
9. Moosai Mog para J.B. School

10. Nirod Tripura para J.B. Schooi
11. Surjya Kr. R,P, J.B. School
12. Krishnarampara J.B. School
13. Kaiyaram bari J.B. School
14. Tambiya bari J.B. School
15. Nabaram R.P. *J.B.* School
16. Thakurchara Pry. School
17. Kiri Chanda Para J.*B.* School
18. Megharam bari *J B.* School

Teliamura Inspectorate

1. Bairagi depa *J.B.* School
2. Hariram Sardar para *J.B*, School
3. Kalai-basti J B: School
4, Krishnaman Chow. Para J.B, School
5. Tuithampai J.B. School
6. Tuikmadhu J B. Sc' ool
7. Tuikarama J.B, School
8. Dhukhai Jamadarpara J.B. School
9. Tara Chand Rupinibari J.B. School
10. Sarat Deb *B*arma para J.B. School
11. Rupa charra J *B*. School
12. Sardu-devthang J.B School
13. Khirod Nayak Para J.B. School
14. Tuichakma J.B. School
15. Bclaihum Reang J.B. Shool
16. Haldia J.B, School
17. Jecl-charra J B. School
18. Kakrai-charra J.B. School
19. Panbari J.B. School
20. Rangramha Para J.B, School

21. Charanmani Rupini bari J.B. School
22. Mohanshing S. Para J.B. School
23. Sirduk charra J.B School
24. Murabari J.B. School
25. Debtabari J.B. School
26. Gagan Chow. Para J.B. School
27. Watilong tilla J.B. School
28. Ruprai Hower J.B. School
29. Chankolabari J.B. School
30. Ram-dayal Thakur para J.B. School
31. Warrentabari J.B. School
32. Dulal'a bari J.B. School
33. Lakha Ch. Para J.B. Schooi
34. Padma Mohan bari J.B. School
35. Balaram Kobra High Pry. School
36. Namanjoy bari J.B. School
37. Maharanipur Bazar J.B. School
38. Uttar Ghilatali B. Col. J.B. School
39. Kutch Col. J.B. School
40. Dinadayal Sardar para J.B. School
41. Sarbangal Tilla J.B. School
42. Jagna Narayan D. para High Pry.
43. Jagna-Kobrabari J B. School
44. Ampura High School (Pry.)
45. Baluabari J.B. School
46. Dangal bari J.B. School
47. Kalidhan Thakur Para J.B. School
48. Marry Hadulk J.B: School
49. Nanda Kr. Debbarma para J.B.
50. Molong bari J.B. School
51. Nutan Melkha J.B. School

52. Puran Tuibasin J.B. School
53. Panditram bari J.B. School
54, Ram Kr. Thakur paja J.B, School
55. Sadhuram D.B. para J.B. School
56. Sarat Chow, Para J.B. School
57. Sonarai bari J.B. School
58. Tuibaglai Madram J.B. School
59. Uttar Promodnagar (S.K.) J.B.
60. Maichang bari J.B. Shool
61. Sonacharra J.B, School
62. Ramdeb Thakur para J.B, School

PAPERS LAID ON THE TABLE

(Questions and Answers)

Admitted Unstarred Question No. 32

Neme of Members :—Shri Rudreswar Das and Syed Basit Ali.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Social Education Department be pleased to state.

১। ১৯৭৮ইং সনের ১লা এপ্রিল হতে ১৯৮৫ইং সনের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত সময়ের মধ্যে ত্রিপুরা রাজ্যে কত জন নিরক্ষর বয়স্ক লোককে সাক্ষরতার অভিযানে অংশ গ্রহন করানো হয়েছে এবং সফল হয়েছে (বছর ভিত্তিক হিসাব)।

ANSWER

Minister-in-charge :—Dy. Chief Minister-Shri Dasarath Deb

১। ১৯৭৮ইং সনের ১লা এপ্রিল হতে ১৯৮৫ইং সনের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত সময়ের মধ্যে ত্রিপুরা রাজ্যে মোট ২,৮৩,৭৯৮ জন নিরক্ষর বয়স্ক লোককে সাক্ষরতার অভিযানে অংশ গ্রহন করানো হয়েছে এবং তার মধ্যে ৯৩,৪৩৬ জন সফল হয়েছেন। বছর ভিত্তিক হিসাব সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হল ঃ—

বৎসর	সাক্ষরতার অভিযানে অংশ গ্রহনকারীর সংখ্যা (Enrolment)	সাক্ষরতার অভিযানে সফল কারীর সংখ্যা (Made literate)
১৯৭৮-৭৯	২২,৫৭৫ জন	১৩,০১০ জন
১৯৭৯-৮০	২৫,৭৪০ জন	১৮,৯২৫ জন
১৯৮০-৮১	৪৩,১২২ জন	১৭,৪৫০ জন
১৯৮১-৮২	৪২,৪৮১ জন	১৩,৬৯১ জন
১৯৮২-৮৩	৩৬,৩৫৪ জন	১০,০৮২ জন
১৯৮৩-৮৪	৩৬,৭৩৫ জন	১০,৪৫১ জন
১৯৮৪-৮৫	৩৯,৩৯৮ জন	৯,৮২৭ জন

১লা এপ্রিল ১৯৮৫ইং থেকে ৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৮৫ইং পর্যন্ত।	৩৭,৩৯৩	এই সালের পরীক্ষা এখনও শেষ হয় নাই। (সাক্ষরতার পরীক্ষা মার্চ মাসে অনুষ্ঠিত হয় এবং ফলাফল এপ্রিল মে মাসে প্রকাশিত হয়।
সর্ব মোট ঃ—	২,৮৩,৭৯৮ জন	৯৩,৪৩৬ জন

Admitted Unstarred Question No. 39

Name of M.L.A Shri Matilal Saha

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Education Department be pleased to state

১। ১৯৮৪-৮৫ এবং ১৯৮৫-৮৬ইং আর্থিক-বছরে বিশালগড় ব্লকের অধীনে বিদ্যালয় গৃহ নির্মান ও মেরামতের জন্য এবং আসবাবপত্র ক্রয় করার জন্য সরকার মোট কত টাকা বরাদ্দ করেছিলেন, এবং

২। বরাদ্দকৃত অর্থে কোন আর্থিক বছরে কতটি বিদ্যালয় গৃহ নির্মান বা মেরামত করা হয়েছে এবং কত পরিমাণ আসবাব পত্র ক্রয় করা হয়েছে ? (আর্থিক বছর ভিত্তিক হিসাব)

Minister in-charge Answer Shri D. Deb

১। ১৯৮৪-৮৫ সালে বিদ্যালয় গৃহ নির্মান ও মেরামতের জন্য একলক্ষ তেতাল্লিশ হাজার পাঁচ শত টাকা (১,৪৩,৫০০.০০) এবং আসবাবপত্র ক্রয়ের জন্য এক লক্ষ চুয়ান্ন হাজার পাঁচশত টাকা (১,৫৪,৫০০.০০) দেওয়া হয়েছিল।

১৯৮৫-৮৬ সালে বিদ্যালয় গৃহ নির্মান ও মেরামতের জন্য ছয় লক্ষ বার হাজার একশত টাকা (৬,১২,১০০.০০) এবং আসবাবপত্র ক্রয়ের জন্য পাঁচ লক্ষ তিন হাজার টাকা (৫,০৩,০০০.০০)

২। ১৯৮৪-৮৫ সালে মোট ৯টি বিদ্যালয় গৃহ নির্মাণ ও মেরামত করা হয়েছে এবং এক লক্ষ চুয়ান্ন হাজার পাঁচশত টাকার (১,৫৪,৫০০.০০ বিভিন্ন আসবাবপত্র ক্রয় করা হয়েছে।

১৯৮৫-৮৬ সালে মোট ৫৯টি বিদ্যালয় গৃহ নির্ম্মাণ ও মেরামতের ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং পাঁচ লক্ষ তিন হাজার টাকার (৫,৩০০০'০০) বিভিন্ন আসবাবপত্র ক্রয়ের আদেশ দেওয়া হইয়াছে কিন্তু এখনও আসবাবপত্র সরবরাহ করা হয় নাই।

Admitted Unstarred Question No. 40

Name of M.L.A, : Shri Jawhar Saha

Will be Hon'ble Minister-in-Charge of Education Department be Pleased to state.

১। ১৯৮৬ইং সনের জানুয়ারী পর্য্যন্ত রাজ্যে কয়টি সমাজ শিক্ষা কেন্দ্র চালু আছে এবং কতজন সমাজ শিক্ষা কর্মী উক্ত কেন্দ্রগুলিতে নিযুক্ত আছেন, (বিভাগ ভিত্তিক হিসাব)।

২। উক্ত সময়ের মধ্যে রাজ্যে কয়টি সমাজ শিক্ষা কেন্দ্রে একাধিক সমাজ শিক্ষা কর্মী নিযুক্ত আছেন।

৩। ১৯৮৩ইং সনের জানুয়ারী থেকে ১৯৮৫ইং সনের ডিসেম্বর পর্য্যন্ত কয়টি নূতন সমাজ শিক্ষা কেন্দ্র চালু করা হইয়াছিল ? (বিভাগ বিত্তিক হিসাব)

ANSWER

Minister-in-Charge :—Dy. Chief Minister : Shri Dasarat Deb

১। ১৯৮৬ইং সনের জানুয়ারী পর্য্যন্ত রাজ্যে ১১২৮টি সমাজ শিক্ষা কর্মী উক্ত কেন্দ্রগুলিতে নিযুক্ত আছেন। (বিভাগ ভিত্তিক হিসাব নিম্নে দেওয়া গেল)।

বিভাগের নাম	চালু কেন্দ্রের সংখ্যা	কর্মীর সংখ্যা
বিলোনীয়া	১১৯	১১৮
উদয়পুর	৯৬	১২১
সাব্রুম	৬৮	৬৯
অমরপুর	৫৫	৪৪
	৩৩৮	৩৫২

বিভাগের নাম	চালু কেন্দ্রের সংখ্যা	কর্মীর সংখ্যা
কমলপুর	৯৮	১৩০
কৈলাসহর	১১০	১২৩
ধর্মনগর	১২০	১৯৪
	৩২৮	৪৪৭
সদর	৩১৯	৫০২
খোয়াই	৮৩	১২০
সোনামুড়া	৬০	৯০
	৪৬২	৭১২

২। উক্ত সময়ের মধ্যে রাজ্যে ১৮৪টি সমাজ শিক্ষা কেন্দ্রে একাধিক সমাজ শিক্ষা কর্মী নিযুক্ত আছেন।

৩। ১৯৮৩ইং সনের জানুয়ারী থেকে ১৯৮৫ইং সনের ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ৩ (তিন) টি নূতন সমাজ শিক্ষা কেন্দ্র চালু করা হয়েছে। (নিম্নে বিভাগ ভিত্তিক হিসাব দেওয়া গেল)।

বিভাগের নাম	নূতন সমাজ শিক্ষা কেন্দ্রের সংখ্যা
১। অমরপুর	১টি
২। সদর	১টি
৩। খোয়াই	১টি
	৩টি

Admitted Unstarred Question No. 43

Name of Memeber : Shri Diba Chandra Hrangkhwal

Will be Hon'ble Minister-in-Charge of Education Department be Pleased to state.

২। ইহা কি সত্য যে উত্তর ত্রিপুরায় ধর্ম্মনগর মহকুমায় অন্তর্গত তৈছামা রেসিডেন্সিয়েল স্কুলের জন্য জনৈক শ্রীঅনিরুদ্ধ রিয়াং পিতা অমর রায় রিয়াং এর ১৪৬ কানি (পর্চা ও দাগ

PAPERS LAID ON THE TABLE

(Questions and Answers)

নং ১৫৮৫ ১৫৫৮ ১৫৫৮ (জোত মং ৩১০) জায়গা সরকার দখল করেছেন ।
১৯১৪' ১৯১৫ ' ১৯১৭

২। ইহা ও কি সত্য যে উক্ত তৈছামা রেসিডেনসিয়েল স্কুলের জন্য সরকার যে সব জায়গা দখল করেছেস সেইসব জায়গার মালিকদের এখনও ক্ষতি পূরণ দেওয়া হয় নাই ।

৩। যদি সত্য হয় তাহলে সরকার উক্ত জায়গার মালিকদের কোন ক্ষতি পূরণ দেওয়ার ব্যবস্থা করেছেন কিনা ।

৪। না করা হলে, তাহার কারন ?

ANSWER

Minister-in-Charge :— Shri Dasarath Deb

১। আংশিক সত্য। বুঝাপড়ার মাধ্যমে অনিরুদ্ধ রিয়াংএর ৪০ ডেসিমেল ভূমি তৈছামা রেসিডেন্সিয়েল স্কুলের জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে। প্রশ্নে বর্ণিত অনিরুদ্ধ রিয়াংএর বাকি ভূমি রেসিডেন্সিয়েল স্কুলের জন্য ব্যবহৃত হয় নাই।

২। শ্রীঅনিরুদ্ধ রিয়াংকে আর্থিক সাহায্য হিসাবে ৫০০ (পাঁচ শত) টাকা দেওয়া হইয়াছে। তাহাছাড়া অন্য কোন মালিককে ক্ষতি পূরণ দেওয়ার প্রশ্ন উঠে না কারণ রেসিডেন্সিয়েল স্কুলটি সরকারী খাস ভূমির উপর নির্মিত হইয়াছে।

৩। প্রশ্ন উঠে না।

৪। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Unstarred Question No. 54

Name of M.L.A. : Shri Subodh Chandra Das

Will be Hon'ble Minister-in-Charge of Education Department be Pleased to state.

১। ধর্মনগরের বকবাঁক এস, বি, বরুয়াকান্দি এস, বি ফুলবাড়ী এস, বি, লালছড়া এস, বি রাগনা এস বি, পূর্ব হাফলং এস, বি, লক্ষীনগর এস, বি, স্কুলগুলিতে কোনটিতে কতজন ছাত্রছাত্রী আছে এবং

২। উক্ত প্রত্যেকটি বিদ্যালয়ে কোন শ্রেণীতে কতজন ছাত্রছাত্রী রয়েছেন, এবং

৩। ১৯৮৬-৮৭ইং আর্থিক বছরে এর মধ্যে কোন কোন এস, বি, স্কুলকে হাইস্কুলে পরিণত করা হবে বলে আশা করা যায় ?

ANSWER

Minister-in-charge :—Dy. Chief Minister-Shri Dasarath Deb

১। এই সঙ্গে প্রদত্ত ১নং টেবিলে মোট সংখ্যাগুলি দেখান হইল।

২। এই সঙ্গে প্রদত্ত উক্ত টেবিলে শ্রেণী ভিত্তিক ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা দেখান হইল।

৩। এখনই সঠিক কিছু বলা সম্ভব নয়। প্রস্তাবগুলি আগামী ১১৮৬-৮৭ইং আর্থিক বছরে যথাসময়ে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে পরীক্ষা করিয়া দেখা হইবে।

১নং ও ২নং প্রশ্নের উত্তর

টেবিল ঃ— ১ ঃ বিদ্যালয়ের নাম ও তার শ্রেণী বিত্তিক ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ঃ—

শ্রেণী	বকবাক এস, বি			বরুয়াকানিন্দ এস, বি.			ফুলবাড়ী এস, বি			লালছড়া এস. বি			বাগনা এস, বি,			পূর্ব হাফলং এস. বি,			লক্ষ্মীনগর এস, বি,			নবীনছড়া এস, বি,		
	ছেঃ	মেঃ	মোট	ছেঃ	মেঃ	মোট	ছেঃ	মেঃ	মোট	ছেঃ	মেঃ	মোট	ছেঃ	মেঃ	মোট	ছেঃ	মেঃ	মোট	ছেঃ	মেঃ	মোট	ছেঃ	মেঃ	মোট
১ম	২৯	১৭	৪৬	২৫	৩০	৫৫	৩২	২০	৫২	১৯	১২	৩১	২২	১৩	৩৫	১৫	১৮	৩৩	১১	৭	১৮	৪৭	১৫	৬২
২য়	২১	২০	৪১	২৭	১৮	৪৫	২৩	৯	৩২	১৬	১৭	৩৩	১০	১১	২১	১৪	১১	২৫	১১	৫	১৬	২০	১০	৩০
৩য়	২৩	১১	৩৪	২৯	২০	৪৯	১৫	১১	২৬	২৫	১৪	৩৯	৩৩	২১	৫৪	১৯	১৫	৩৪	22	১৪	৩৬	১৬	৮	2৪
৪র্থ	১৬	১৭	৩৩	২৩	২১	৪৪	৫	৭	১২	২৫	২৯	৫৪	৮	১৬	২৪	১৬	১৩	২৯	2১	১১	৩2	১2	2	১৪
৫ম	৬	১৮	২৪	১৪	১১	২৫	১১	৩	১৪	১২	১০	২২	১২	২০	৩২	১৩	৫	১৮	১১	১৬	২৭	৫	৩	৮
৬ষ্ঠ	১৫	৭	২২	২৪	২৩	৪৭	৮	৫	১৩	১৭	১৬	৩৩	২৯	১৯	৪৮	১	১০	2১	৯	১2	2১	৮	৪	১2
৭ম	২০	১০	৩০	১৮	৯	৩৭	১৪	৫	১৯	৮	৮	১৬	২০	২৪	৪৪	১2	১2	2৪	১৬	১৬	৩2	2	৩	৫
৮ম	১৬	৩৭	২৯	১৫	১০	২৫	৩	৪	৭	৩	৪	৭	১৮	১৯	৩৭	৮	১০	১৮	৮	১০	১৮	৩	2	৫
মোট—	১৪৬	১১৩	2৫৯	১৮৫	১৪2	৩2৭	১১১	৬৪	১৭৫	১2৫	১১০	2৩৬	১৫২	১৪৩	২৯৪	১০,	৯৪	২০২	১০৯	৯১	২০০	১১৩	৪৭	১৬০

ছেঃ = ছেলে মেঃ = মেয়ে মোঃ = মোট

টেবিল ঃ— ২ ঃ উচ্চ বিদ্যালয়ে উন্নীত করনের জন্য প্রস্তাবিত উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়গুলির নাম নিম্নে দেখান হইল।

ক্রমিক নম্বর	উচ্চ বিদ্যালয়ে উন্নীত করনের জন্য প্রস্তাবিত বিদ্যালয়গুলির নাম	ব্লকের নাম	অষ্টম শ্রেণীর পড়ুয়া সংখ্যা (৩১'৩'৮৫)	নিকটবর্তী উচ্চ বিদ্যালয়ের নাম	নিকটবর্তী উচ্চ বিদ্যালয়ের দূরত্ব	নিকটবর্তী উচ্চ বিদ্যালয়ের নবম ও দশম শ্রেণীর পড়ুয়া সংখ্যা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
	বকবাক উচ্চ বুনিয়াদী	পাণিসাগর	২৯	প্রত্যেকরায় হাই স্কুল	৭ কিঃমিঃ	১৯৩
	বরুয়াকান্দি ,,	পাণিসাগর	২৫	বি, বি, আই দ্বাদশ শ্রেণী	৪ কিঃমিঃ	৩০০
	ফুলবাড়ী ,,	পাণিসাগর	৭	বাগনা হাই স্কুল	৫ কিঃমিঃ	৭৪
	লালছড়া ,,	পাণিসাগর	৭	গঙ্গানগর হাই স্কুল	৪ কিঃমিঃ	১৪০
	রাগনা ,,	পাণিসাগর	৩৭	চন্দ্রপুর হাই স্কুল	৪ কিঃমিঃ	১৯৩
	পূর্ব হাফলং ,,	পাণিসাগর	১৮	শ্রীভূমি বিদ্যা ভবন	৪½ কিঃমি	৬৯
	লক্ষীনগর ,,	পাণিসাগর	১৮	কালাছড়া হাইস্কুল	৩ কিঃমিঃ	১৪২
	নবীনছড়া ,,	কাঞ্চনপুর	৫	পেঁচারথল দ্বাদশ শ্রেণী	৭ কিঃমিঃ	৬৯

PAPERS LAID ON THE TABLE
(Questions and Answers)

Admitted Unstarred Question No. 55

Name of M,L,A Shri Monoranjan Mazumder

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Education Department be pleased to state

১। ইহা কি সত্য যে বিলোনীয়া মহকুমা অন্তর্গত ঈশানচন্দ্র নগর দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক এবং শারীরিক শিক্ষক নাই ;

২। ইহাও কি সত্য যে উক্ত স্কুলের ঘরগুলির বেড়া এবং প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র নাই ;

৩। যদি সত্য হয় তবে প্রধান শিক্ষক/শারীরিক শিক্ষক নিযুক্ত করে এবং বিদ্যালয়ের ঘরগুলি মেরামত করে প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র দেওয়ার পরিকল্পনা আছে কিনা ;

৪। থাকিলে কবে নাগাদ উক্ত পরিকল্পনা কার্য্যকরী করা হবে বলে আশা করা যায় ?

Minister in-Charge	Answer	Shri D. Deb

১। হ্যাঁ। (স্কুলটি দ্বাদশমান নয় হাই স্কুল।

২। আংশিক সত্য।

৩। প্রধান শিক্ষক/শারীরিক শিক্ষক দেওয়ার এবং ঘরগুলি মেরামত ও প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র দেওয়ার ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে !

৪। সত্বর ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

Admitted Unstarred Question No. 56

Name of M.L.A. : Shri Rabindra Debbarma

Will be Hon'ble Minister-in-Charge of Education Department be Pleased to state.

১। বর্তমানে ডম্বুর নগর ব্লক এলাকায় কয়টি আই, সি, ডি. এস, চালু অবস্থায় আছে।

২। ১৯৮০-৮১ আর্থিক বৎসর হইতে ১৯৮৪-৮৫ আর্থিক বৎসর পর্য্যন্ত ডম্বুর নগর ব্লক আই, সি ডি, এস, কেন্দ্রের জন্য কত টাকা বরাদ্ধ করা হয়েছিল এবং প্রতিটি কেন্দ্রের জন্য কত টাকা খরচ হয়ে ছিল, (আর্থিক বছর ভিত্তিক প্রতিটি কেন্দ্রের হিসাব)

৩। ইহা কি সত্য যে ডম্বুর নগর ব্লকে দীর্ঘদিন ধরে কোন সি, ডি, পি, ও নেই।

৪। সত্য হলে তার কারণ ?

ANSWER

Minister-in-Charge :— Shri Dasarath Deb

১। বর্তমানে ডম্বুর নগর ব্লক এলাকায় মোট — ৪৯ টি আই. সি, ডি, এস, কেন্দ্র চালু আছে।

২। ১৯৮০-৮১ আর্থিক বৎসর হতে ১৯৮৪-৮৫ আর্থিক বৎসর পর্যন্ত ডম্বুরনগর ব্লকে আই. সি, ডি, এস, কেন্দ্রের জন্য ১৪ লক্ষ ৮৬ হাজার ৫৫৩ টাকা ৩৮ পয়সা বরাদ্ধ করা হয়েছিল এবং প্রতিটি কেন্দ্রের জন্য সমান হারে বরাদ্ধ দেওয়া হয়েছিল। কেন্দ্র প্রতি খরচের (বছর ভিত্তিক হিসাব) নিম্নে দেওয়া হলো।

(ক) ১৯৮০-৮১	(খ) ১৯৮১-৮২	(গ) ১৯৮২-৮৩	(ঘ) ১৯৮৩-৮৪	(ঙ) ১৯৮৪-৮৫
৩,৯৬৮'১২	৬,৯৮৫'৩৬	৬,৯৯৭'৯৮	৭,১৫৮'৫৮	৬,২৪৮'১৫

৩। ইহা আংশিক সত্য যে ডম্বুরনগর ব্লকে বেশ কিছুদিন যাবৎ সি, ডি, পি, ও নাই।

৪। ডম্বুরনগর ব্লকের সি, ডি, পি, ও ১৭-৪-৮৫ থেকে ১।৯।৮৫ পর্যন্ত ছুটিতে ছিলেন। এরপর তিনি ২।৯।৮৫ থেকে ৭।১১।৮৫ পর্যন্ত কাজ করেণ। পরবর্ত্তী সময়ে বিনা অনুমতিতে অনুপস্থিত থাকার জন্য ১০-২-৮৬ তারিখে তাঁকে সাময়িক বরখাস্তের আদেশ দেওয়া হয়। কুমারঘাট জেলা সমাজ শিক্ষা পরিদর্শকের অফিসে যুক্ত মূখ্য সমাজ শিক্ষা সংগঠককে (একজন গেজেটেড্ অফিসার) বর্ত্তমানে ডম্বুরনগন ব্লক আই, সি, ডি, এস প্রজেক্টের কাজে রাখা হয়েছে।

PAPERS LAID ON THE TABLE

(Questions and Answers)

Admitted Unstarred Question No. 57

Neme of M.L.A. :— Shri Rabindra Deb Barma,
Shri Makhanlal Chakraborty

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state.

১। রাজ্যে বর্তমানে মোট কয়টি আই, সি, ডি, এস কেন্দ্র চালু অবস্থায় আছে এবং কয়টি বন্ধ হয়ে আছে (ব্লক ভিত্তিক হিসাব)

২। ১৯৮০-৮১ আর্থিক বছর হইতে ১৯৮৪-৮৫ বৎসর পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যে আই, সি, ডি, এস প্রকল্পের জন্য মোট কত টাকা সাহায্য করেছিলেন ? এবং রাজ্য সরকার কর্তৃক কত টাকা খরচ করা হয়েছিল ? (আর্থিক বছর ভিত্তির হিসাব)

৩। বর্তমানে কয়েকটি আই, সি, ডি, এস কেন্দ্রে "মাদার" ও হেলপার আছে এবং কয়টিতে নেই ?

৪। যে সব কেন্দ্রে নেই সেইসব আই, সি, ডি, এস কেন্দ্রের "মাদার" ও হেলপার নিয়োগ করার জন্য কোন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে কিনা ?

ANSWER

Minister-in-charge :—Dy. Chief Minister-Shri Dasarath Deb

১। রাজ্যে বর্তমানে মোট ১১৩৮ টি আই, সি, ডি, এস, কেন্দ্র চালু অবস্থায় এবং ১২ টি বন্ধ অবস্থায় আছে। (ব্লক ভিত্তিক হিসাব নিম্নে দেওয়া হইল)

চালু আই. সি, ডি, এস, কেন্দ্র।		বন্ধ আই, সি, ডি, এস, কেন্দ্র।
১। ছামনু	১০৫	
২। ডম্বুরনগর	৪৯	
৩। তেলিয়ামুড়া	১২১	

৪।	পানিসাগর	১০০	—
৫।	কাঞ্চনপুর	৪৯	১
৬।	রাজনগর	৯২	—
৭।	সাতচাঁদ	১১৫	—
৮।	টাকারজলা	৬৩	—
৯।	খোয়াই	৮৪	১
১০।	কমলপুর	১১৫	৫
১১।	কুমারঘাট	১১০	৪
১২।	মোহনপুর	১৩৫	—
	মোট	১১৩৮	১২

২। ১৯৮০-৮১ আর্থিক বছর হইতে ১৯৮৪-৮৫ সাল পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যে আই, সি, ডি, এস, প্রকল্পের জন্য মোট ১ কোটি ৩৭ লক্ষ ৭২ হাজার ৪৮৪ শত টাকা সাহায্য করেছিলেন এবং রাজ্য সরকার কর্তৃক ৯৯ লক্ষ ২৬ হাজার ৬০৪ টাকা খরচ করা হয়েছিল। (আর্থিক বছর ভিত্তিক হিসাব Annexure A ও B তে দেওয়া হলো)

৩। বর্তমানে ৯২১ টি কেন্দ্রে হেল্পার আছে এবং বাকী ২২৯ টি কেন্দ্রে হেল্পার নেই। ব্লক বিত্তিক হিসাব নিম্নে দেওয়া হলো।

ব্লকের নাম		কয়টি কেন্দ্রে হেল্পার আছে তার সংখ্যা	কয়টি কেন্দ্রে হেল্পার নাই তার সংখ্যা
১।	ছামনু	১০৫	—
২।	ডম্বুরনগর	৫০	—
৩।	তেলিয়ামুড়া	৯২০	৯
৪।	পানিসাগর	৯০০	—
৫।	কাঞ্চনপুর	৪৯	৯

PAPERS LAID ON THE TABLE
(Questions and Answers)

৬।	রাজনগর	৮৭	৫
৭।	সাতচাঁদ	১১৫	—
৮।	টাকারজলা	৬৩	—
৯।	খোয়াই	৮৪	১
১০।	কমলপুর	৭৬	৪৪
১১।	কুমারঘাট	৮০	৩৪
১২।	মোহনপুর	—	১৩৫
		৯২১	২২৯

৪। হ্যাঁ, উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সংশ্লিষ্ট অধিকারী দের সত্বর শূন্য পদে কর্মী নির্বাচনের জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

Admitted Unstarred Question No. 68

Name of M.L.A. : Shri Subodh Chandra Das

Will be Hon'ble Minister-in-Charge of Education Department be Pleased to state.

১। ত্রিপুরার কোন্ ব্লকে কতটি এবং কোন শহরে কতটি এস, ই, ডব্লিও সেণ্টার রয়েছে ? (নাম সহ)

২। এর মধ্যে কোনটিতে কতজন এস, ই, ডব্লিও রয়েছেন ?

এবং

৩। উহাদের মধ্যে কোন কোন সেণ্টার দীর্ঘদিন ধরে স্কুল মাদার কর্তৃক পরিচালিত হচ্ছে।

Minister in-charge Answer Shri D. Deb

১। ত্রিপুরায় সর্ব মোট ১,১১৭টি সমাজ শিক্ষা কেন্দ্র আছে। ত্রিপুরার কোন ব্লকে কতটি এবং কোন শহরে কতটি এস, ই. ডব্লিও সেণ্টার রয়েছে তার ব্লক ভিত্তিক হিসাব নিম্নে দেওয়া হল। সেন্টারের নামের তালিকা ও এস, ই, ডব্লিওর সংখ্যা Annexure--A তে দেওয়া হল।

ব্লকের নাম	কেন্দ্রের সংখ্যা
সালেমা	১০১

ছামনু	২৫
কুমারঘাট	৮৯
কাঞ্চনপুর	৫৫
পাণিসাগর	৭৯
খোয়াই	৬০
তেলিয়ামুড়া	২২
জিরানিয়া	৬৫
মোহনপুর	৬৬
টাকারজলা	১৯
বিশালগড়	৭২
মেলাঘর	৬০
সদর	৫৯
শহর এলাকা	৩৯
মাতারবাড়ী	১০৭
অমরপুর	৬৬
রাজনগর	৬৭
বগাফা	৫৫
সাতচাঁদ	৭১
সর্ব মোট—	১১৭৭

২। কোন সেণ্টারে কতজন এস, ই, ডব্লিও আছে। তাহার হিসাব Annexure—A (Col. No. 3) দেখানো হয়েছে।

৩। দীর্ঘদিন ধরে স্কুল মাদার কর্ত্তৃক পরিচালিত কেন্দ্রের সংখ্যা হলো ৭৬টি। ইহা Annexure—B দেখানো হইয়াছে।

PAPERS LAID ON THE TABLE
(Questions and Answers)

ANNEXURE—"A"

Sl. No.	Name of Social Education Centre	No. of Social Education Worker
1	2	3
	NORTH TRIPURA DISTRICT	
	SALEMA BLOCK	
1,	Mohanpur	1
2.	Baligaon	1
3.	Nowagaon	2
4.	Mayachhari	2
5.	Bishnupur	1
6.	Putiacherra	1
7.	Fulchhari	3
8.	Barasurma	3
9.	Lalchari	1
10.	Panchasi	1
11.	Maracherra	1
12.	Chotosurma	1
13.	Chotosurma No. 3	1
14.	Santoshiabari	1
15.	Baradrone	—
16.	West Kuchainala	1
17.	North Kuchainala	1
18,	Darang	1
19.	Sadhubari	2
20.	Pashupati	1
21.	Srirampur	2

Sl. No.	Name of Social Education Center	No. of Social Education Worker
1	2	3
22.	Chulubari	1
23.	Bamanchhara	1
24.	Ganarampara	1
25.	East Chulubari	1
26.	Prafulla Das Para	1
27.	Mangal Singh Chow. Para No. 1	—
28.	Mangal Singh Chow. para No. 2	1
29.	Kalachhari No. 1	2
30.	Kaiachhari No. 2	1
31.	Kalachhari No. 3	1
32.	Harerkhola	2
33.	ManiKbhandar	1
34.	Mainabari	1
35.	West Lambo	1
36.	Bidya Chandra Bari	1
37.	Kandigram	2
38.	South Manikbhandar	1
39.	Halahali	4
40.	West Halahali	2
41.	Durai	2
42.	Aparaskar	2
43.	Sashi Kumar para	1
44.	Iswar Debbarma para	1
45.	Panbua	1

PAPERS LAID ON THE TABLE
(Questions and Answers)

Sl. No	Name of Social Education Centre	No. of Social Education Worker
1	2	3
46	Debichhara	2
47.	Kamranga	1
48.	Singhagarh	1
49	Biswa Ch. Para	1
50	Rajdhan Halam Para	—
51.	North Mechuria	1
52.	Kamalpur North	2
53	Bipin Behari	3
54.	Rupaspur	1
55.	Kamalpur Sub-Jail	1
56	South Kuchainala	—
57.	Nilambar	2
58.	North Singinala	1
59.	South Singinala	1
60	Mendi No. 1	1
61.	Kachuchhara	1
62.	South Kachuchhara	1
63.	Madhya Kachuchhara	1
64.	Mahendra Shishu Bihar	1
65.	Kachuchhara Sangma Basti	1
66.	Salema Colony	1
67.	East Daluchhara	1
68.	Rakhaltali	1
69.	Rabindra Samaj Siksha Kendra	1
70.	Wesr Daluchhara	1
71.	Mendi No. 2	1
72.	Nort Mechuria	1

Sl. No.	Name of Social Education Center	No. of Social Education Worker
1	2	3
73.	Padma Kumar Debbarma Para	1
74,	Avanga	1
75.	Maharani	1
76.	West Avanga	1
77.	Adhir Deb Para	1
78.	Dabbari	1
79.	Katalutma	1
70.	Noagaon	1
81.	Sudharampara	1
82.	Nalichhara	2
83,	Basudebpara	1
84.	Sonaram Kobra Para	1
85.	Balaram	1
86.	Biswa Ranjan Marak Para	2
87.	Gandachhara	1
88.	Subhadra Sishu Bihar	1
89.	Kekmachhara	1
90.	Bawaliabasti	2
91.	Ambagan Sishu Bihar	1
92.	Kanchanpur Colony	1
83.	Jagannathpur	1
94.	Lalchhari	1
95.	Lalchhari Tribal Colony	1
96,	Gouri Shishu Bihar	2
97.	Dalubari	2
98.	Sikaribari	—
99.	Raigasa	3

PAPERS LAID ON THE TABLE
(Questions and Answers)

Sl. No.	Name of Social Education Centre	No. of Social Education Worker
1	2	3
100.	Danaban Chow. para	—
101.	Kamalachhara	—
	CHHAUMANU BLOCK	
1,	Kathalchhara	1
2.	Kukichhara	1
3.	Kanchanchhara	1
4.	Nalkata	1
5.	Karamchhara	1
6.	Rean Basti	1
7.	Maslichharra	—
8.	Karatichhara	1
9.	Dhumachhara	1
10.	Jatindra Kumar Roaja para	1
11.	Jamirchhara	1
12.	Mainama	1
13.	Bhitar Mainama	2
14.	Aghore Sarkar para	1
15.	Chhaijengta Colony	1
16.	Ghagrachhara	1
17.	Lalchhara M.T. Colony	1
18,	South Lalchhara	1
19.	Chhaumanu	1
20.	Wakiram Roaja para	

Sl. No.	Name of Social Education Center	No. of Social Education Worker
1	2	3
21.	Rabi Kumar Roaja para	—
22.	Natinmanu	—
23.	Rajdhar	—
24.	Chitra Sen Roaja para	—
25.	Brajendra Tripura para	—
	KUMARGHAT BLOCK	
1.	Deorachhara	1
2.	Muraibari	1
3.	Chinibagan	1
4.	Noonchhara	—
5.	Jalai	—
6.	Debasthal	—
7.	Hirachhara	—
8.	Latiapara	1
9.	Jalai Tailen Muktarpara	1
10.	Balehar	1
11.	Ichhabpur	2
12.	Pakhirbada	1
13.	Kanakpur	1
14.	Tilabazar	2
15.	Baburbazar	—
16.	Kamrangabari	1
17.	Kirtantali	1
18.	Kaulikura	1

PAPERS LAID ON THE TABLE
(Questions and Answers)

Sl. No.	Name of Social Education Centre	No. of Social Education Worker
1	2	3
19	West Kaulikura	1
20.	Santipur	1
21.	Durganagar	2
22.	Tilakpur	2
23.	Bhagabannagar	2
24.	South Bhagabannagar	1
25.	Irani	1
26	Kacharghat	4
27.	Gobindapur	2
28.	Vidyanagar	4
29	Durgapur	2
30.	Kailashahar Distric Jail	1
31.	Bilaspur	1
32.	Pechardahar	1
33.	Dalugaon	1
34.	Jarailtali	1
35.	Mohanpur	1
36.	Chantail	1
37.	Baraitali	1
38.	Singirbil	1
39.	East Fultali	1
40.	West Fultali	—
41.	Sova Tea Estate	1
42.	Srirampur	1
43	Chandipur	1
44.	Rangrung	2
45.	Sarajini Tea Estate	2

Sl. No.	Name of Social Education Center	No. of Social Education Worker
1	2	3
46.	Samrurpar	2
47.	Murtichhara	3
48.	Tachai Tea Estate	—
49.	Jagannathpur	—
50.	Bhagyapur	—
51.	Ashrampalli	3
52.	Nidebi	2
53.	Kumarghat	3
54.	North Pabiachhara	1
55.	Sadhuchandrapara	1
56.	Sadhuchandra Reang Para	1
57.	Darchai	1
58	Sidongchhara	1
59.	Beha Kumar Para	1
60	Satyendra Malakar Para	1
61.	Natunbazar	2
62.	Narendra Chow. Para	1
63.	Betchhera Darlong Para	1
64.	Betchhera Bhumihin Colony	1
65.	Dudpur	1
66	Dudpur Colony	1
67.	Sonaimuri	1
68.	Ujan Sonaimuri	1
69.	Fatikroy	1
70.	Rajnagar Colony	1
71.	Krishnanagar	—
72.	Assambasti	—

PAPERS LAID ON THE TABLE
(Questions and Answers)

Sl. No.	Name of Social Education Centre	No. of Social Education Worker
1	2	3
73	Radhanagar	1
74,	Ganganagar	1
75.	Fatichhara	1
76	Gokulnagar	2
77.	Kuleshnagar	1
78.	Saidarpar	1
79.	West Katatila	1
80	East Ratachhara	1
81.	Jurichhara	1
82.	West Ratachhara	2
83,	West Kanchanbari	1
84.	Masauli	1
85.	Laljuri	1
86.	Daityamanipara	1
87.	Soidachhara	1
88.	Rajkandi	1
89.	Kalyan Singh Chow. para	—
	KANCHANPUR BLOCK	
1.	Kanchanpur Model	[illegible]
2.	Kanchanpur	1
3.	Lokeswari	—
4.	Baikunthanath Sishu Bihar	1
5.	Chandramohan Baidya Para	1
6,	Vibekananda Sishu Bihar	1
7.	Laljuri	1
8.	Deshabandhu Sishu Bihar	1
9.	Nimaichand Sishu Bihar	1

Sl. No.	Name of Social Education Center	No. of Social Education Worker
1	2	3
10.	Jarihampara	2
11.	Dupada	—
12.	Urichara	—
13.	Mitrajoy para	—
14.	Sibnagar	—
15.	Narsingpur	1
16.	Pyarimohan Tirthamayee	1
17.	Barahaldi	1
18.	No. 3 Colony	1
19.	Tuisama	—
20.	Hanumanbari	—
21.	Uttar Gachirambari	1
22.	Natunbari	1
23.	Babujoy Chow. para	—
24.	Ananda Bazar	1
25.	Kamakhyapur Nayanram	—
26.	Sakhan Sermun	2
27.	Sakhan Tlangsang	1
28.	Saikarbari	—
29.	Raimanipara	1
30.	Subalpara	—
31.	Setudwar	—
32.	Silbari	—
33.	Tarakadebi	1

PAPERS LAID ON THE TABLE
(Questions and Answers)

Sl. No.	Name of Social Education Centre	No. of Social Education Worker
1	2	3
34.	Krishnatila	1
35,	Dhanichhara	2
36	Sauti pur	1
37	Hemangini	2
38	Nalkata	1
39	Karaichhara	—
40.	Nabinchhara	1
41.	Damchhara	—
42.	Narendranagar	—
43.	Sundibasa	—
44.	Vaisam	2
45.	Hmawanchuan	2
46.	Hmunpui	2
47.	Tlaksih	2
48.	Vangmun	3
49.	Behlianchip	4
50.	Bangla	2
51.	Tlangsang	4
52.	Sabual	5
53.	Phuldongsai	4
54.	Kawnpui	2
55.	Khedachhara	1

PANISAGAR BLOCK

1.	Halflong Katikapur	1
2.	Halflong Upajati Para	1
3.	Samini Para	1

Sl. No.	Name of Social Education Center	No. of Social Education Worker
1	2	3
4.	North Baruakandi	1
5.	West Chandrapur (P. Para)	2
6.	West Chandrapur (S. Para)	3
7.	West Chandrapur (M. Para)	1
8.	Raghna	3
9.	Sonarerbasa	3
10.	Ichai Natunbazar	3
11.	Sanichhara	1
12.	North Ganganagar	2
13.	South Ganganagar	2
14.	Padmapur	3
15.	Dharmanagar Town Balwadi	3
16.	Rajbari	3
17.	East Chandrapur	3
18,	Chandrapur	3
19.	Nayapara No. 1	3
20.	NayaPara No. 2	3
21,	Dharmanagar Sub-Jail	1
22.	Ichai Lalchhara	2
23.	Gobindapur	1
24.	South Hurua	—
25.	Kameswar	3
26.	Sabajpur	1
27.	Baithanbari	1

PAPERS LAID ON THE TABLE
(Questions and Answers)

Sl. No.	Name of Social Education Centre	No. of Social Education Worker
1	2	3
28.	Halflong	2
29.	Dewanpasa No· 1	2
30.	Dewanpasa No 2	2
31.	South Baruakandi	1
32.	Darjirhower	—
33.	Kupatila	2
34.	Sakaibari	5
35·	Panisagar	2
36.	South West Panisaga	1
37.	North West Panisagar	1
38	Agnipasa	2
39.	Dalubari	1
40.	Pakuchhara	1
41.	Rowa	1
42.	Jalabasa	1
43.	Madhabpur	1
44.	South Padmabil	1
45.	North Padmabil	1
46	Uptakhali	2
47.	Ramnagar	1
48.	Deochhara (Rupcharan)	1
49.	Tilthai	2
50.	Betangi	1
51.	Bairagibari	1
52.	Madhuban	1
53.	Rajnagar	1
54.	Krishnapur	1

Sl. No.	Name of Social Education Center	No. of Social Education Worker
1	2	3
55.	Chandrapur	1
56.	Nort Deochhara	—
57.	Kadamtala	3
58.	Kalagangarpar	1
59.	Sarspur	1
60.	Bargool	2
61.	South Bargool	1
62.	Amtila	1
63.	Tarakpur	1
64.	Ranibari	1
65.	Rearichhara	1
66.	South Pearichhara	1
67.	Birajanagar	1
68.	Sarala Tea Estate	1
69.	Madhusudan Tea Estate	1
70.	Churaibari	1
71.	Telengana Basti	1
72.	South Jolaibari	1
73.	Balichhara	1
74.	Kurti	1
75.	Sanichhara No. 2	—
76.	Saminipara No. 2	—
77.	South Birajanagar	—
78.	Uptakhali No. 2	—
79	Challisdrone	—

WEST DISTRICT

Sl. No.	Name of Social Education Centre	No. of Social Education Worker
1	2	3
	SADAR SECTOR (CENTRAL)	
1	Sreenagar SEC	2
2.	Kunjaban Khanna Park SEC	1
3.	Rajnagar SEC	2
4	Ramsundarnagar SEC	2
5.	Shyamalibazar	2
6,	Kantarjala SEC	2
7	Khudirampr͏ashad SEC	1
8.	Central Jail [Quarte j SEC	2
9.	Shitaltali SEC	2
10.	Bhagini Nibedita SEC	2
11,	Indranagar [Old] SEC	3
12.	Kalikapur SEC	2
13.	Shanmura SEC	1
14,	Sukanta [Ranjitnagar] SEC	2
15.	Nobady [Jogendranagar] SEC	4
16.	Binpara SEC	2
17.	Charipara SEC No. 1	3
18.	East Aralia Gurudas SEC	2
19.	Madhya Charipara SEC	3
20.	Santipara Khetramohan	2
21.	Shantipara [Mashit] SEC	1
22.	Shishu Niketan, Town Indranagar SEC	2
23,	Ujan Abhoynagar SEC	2
24.	Durjaynagar SEC	2
25.	Chouringhea SEC	3
26.	Sukanta [Jogendranagar [SEC]	

Sl. No.	Name of Social Education Center	No. of Social Education Worker
1	2	3
27.	Dashamighat SEC	2
28.	West Banamalipur SEC	abilished
29.	Dhaleswar SEC	3
30.	V.M, Horiian Colony SEC	3
31.	Nandanagar No. 2 SEC	2
32.	Arunuday Sangha SEC	2
33.	Nayaniamura SEC	2
34.	Adibasi Mahila Samitee SEC	1
35.	Najirbari SEC	2
36.	Lishubagan SEC	2
37.	Bibek Palli SEC	2
38.	Dhaleswar Nutan Palli SEC	2
39.	Ashram Chowm. SEC Road No. 13	1
40.	Kalitila SEC	4
41.	Madhuban Ex-serviceman Col. SEC	1
42.	West Durgapur SEC	1
43.	Adarsha Hrishi Polli SEC	2
44.	Desh bandhu SEC	1
45.	Nutannagar SEC	2
46.	Bidyasagar Polli, SEC	3
47.	Ashoke Smriti SEC	2
48.	Kumari Tila SEC	2
49.	North Banamalipur SEC (town Indr.)	4
50.	Nagichhara Ex-servicemen col. SEC	1

PAPERS LAID ON THE TABLE
(Questions and Answers)

Sl. No	Name of Social Education Centre	No. of Social Education Worker
1	2	3
51.	East Dukli SEC	3
52.	Sukanta [Malarmath] SEC	2
53.	North Badharghat SEC	2
54.	79 Tiila SEC	2
55.	Pratapgarh H/Das Para SEC	2
56	Aralia SEC	2
57.	Surja Sen SEC	2
58.	Barjala SEC	2
59.	Sadhutilla SEC	3
60.	Udayman SEC	1
61.	Haradhan Sangha SEC	1
62.	North Krishnanagar SEC	1
63.	Chadiamura SEC	4
64	Airport SEC	2
65	Narayanpur SEC	2
66	Laxmi Narayan Bari SEC	1
67.	Vivekanada Gargail SEC [Ramnagar]	2
68	Durga Chowmohani SEC	2
69.	North Banamalipur Santi Unnayan SEC	2
70.	Rabindranagar SEC	2
71.	Bairagi Tilla	2
72.	Lankamura SEC	2
73.	Vati Abhoynagar Molliapara SEC	2
74.	East Pratapgarh SEC	3
75.	Narshing garh SEC	1
76	Sumalong SEC	1
77.	Nagichhara SEC	1

Sl. No.	Name of Social Education Center	No. of Social Education Worker
1	2	3
78.	Nabagram SEC	2
79.	Anandanagar Ramkrishna SEC	1
80.	Charipara No. 2 SEC	1
81.	Dhaleswar Kalyani SEC	2
82.	Anandanagar SEC	1
83.	Indranagar (New) SEC	2
84.	Indranagar Harijan Colony SEC	2
85.	Old Colonel Bari SEC	2
86.	Santanagar SEC	1
87.	Chandrapur SEC	2
88.	South Ananda nagar SEC	3
89.	Bibek Bharati SEC, Town Indranagar	2
90.	Noagaon Krishnanagar SEC	1
91.	Hrishi Aurobinda SEC	2
92.	Lichubagan Gowala Basti SEC	abolished
93.	Nandanagar No. 1 SEC	4
94.	Ramnagar Itkhala SEC	3
95.	Gandhigram SEC	2
96.	Gurkha Basti SEC	1
97.	Panchamuk SEC	1
	JIRANIA BLOCK	
1.	Bhadramissi para SEC	1
2.	Narayanbari SEC	2

PAPERS LAID ON THE TABLE
(Questions and Answers)

Sl. No	Name of Social Education Centre	No. of Social Education Worker
1	2	3
3	B.. r.. bari SEC	1
4	Harinath Sardar Para	1
5.	Khutamura SEC	1
6,	Bh..gudas Bari SEC	1
7	Athu hangbari SEC	1
8.	Janga ia SEC	1
9	Mandai SEC	1
10	Chargharia SEC	1
11,	Matambari SEC	1
12.	Sonaram Sadhupara SEC	1
13	Belbari SEC	1
14,	Ramjoynagar Joygobinda para SEC	2
15.	Guiupada Colony SEC	1
16.	Wakhirai Sardar para SEC	1
17.	Khamarbari SEC	1
18	Chintaram Kobra SEC	1
19.	Ashighar SEC	
20	Balaram Thakur para SEC	1
21.	Brajabasi para SEC	1
22.	Athara Card SEC	1
23,	Harijoy Chowdhury para SEC	1
24.	Tarak Bhuia para SEC	1
25.	Masterpara SEC	2
26.	Jirania SEC	1
27.	Kalachand Kobra para SEC	2
28.	Subhasnagar SEC	2
29	Shachindranagar SEC	2

Sl. No.	Name of Social Education Center	No. of Social Education Worker
1	2	3
30.	Noababi SEC	2
31.	Purba Debendranaga SEC	2
32.	Uttar Joynagar SEC	1
33.	Joynagar SEC	1
34.	Joy Gobinda Thakur para SEC	1
35.	Chanai Sardar para SEC	1
	RANIRBAZAR SECTOR (JIRANIA BLOCK)	
1.	Kashipur SEC	2
2.	Paschim Noabadi SEC	2
3.	Old Agartala SEC	3
4.	Uttar Champamura SEC	3
5.	Nalgoria SEC	2
6.	Assampara Janakalyan SEC	2
7.	Ratannagar Satyabhajan SEC	2
8,	Durga Chowdhury para SEC	2
9.	Khash Noagaon SEC	1
10.	Baldakhal SEC	2
11,	Birchandra Thakur para SEC	1
12.	Bardhaman Thakur para SEC	1
13.	Kobrakhamar SEC No. 2	2
14.	Kalikapur SEC	1
15.	Kalishankar Thakur para SEC	1
16.	Ramnarayan Sardar para SEC	

PAPERS LAID ON THE TABLE
(Questions and Answers)

Sl. No.	Name of Social Education Centre	No. of Social Education Worker
1	2	3
17.	Kobrakhamar No. 1 SEC	1
18.	Satpara SEC	1
19.	Sonamani Sepai para SEC	1
20	Sadhiram Thakur para SEC	1
21.	Gopinathgarh SEC	1
22.	Brajanagar SEC	1
23,	Dhupchhara SEC	1
24.	Keprampara SEC	1
25.	Laltilla SEC	1
26.	Purba Noagaon SEC	1
27.	Lembucherra SEC	1
28.	Kitchenpara SEC	1
29.	Dafadar para SEC	1
30.	Paschim Noabadi Ex-servicemen colony SEC	2
31.	Mohanpur Gurukul Ashram SEC	3
32.	Raj Chandra Chantai para SEC	1
	KHOWAI BLOCK	
1.	Ganki SEC	2
2.	Sonatala SEC	3
3.	Srikrishna SEC	3
4.	Purba Ganki SEC	1
5.	Purba Ramchandra ghat SEC	2
6,	Purba Rajnagar Dafadar para SEC	1
7.	Harkumari SEC	3
8.	Bara Baghai SEC	1
9.	Paschim Rajnagar Joychandra SEC	1

Sl. No.	Name of Social Education Center	No. of Social Education Worker
1	2	3
10.	Abala SEC	2
11.	Ajagartilla SEC	2
12.	Paharmura SEC	2
13.	Sonatala Landless Colony SEC	1
14.	Naliabari SEC	1
15.	Purba Rajnagar Anath Chow para SEC	1
16.	Chebri SEC	1
87.	Itlabari SEC	1
	HATKATA SECTOR (KHOWAI BLOCK)	
1.	Laltilla SEC	2
2.	Ramsadhu para SEC	1
3.	Bagabil Jumia Colony SEC	1
4.	Manaicherra SEC	1
5.	Athaibari SEC	2
6.	Sewratali SEC	1
7.	Radhanagar SEC	2
8,	Bagabil SEC	1
9.	Belfungbari SEC	1
10.	Belchera SEC	2
11,	Talakarai SEC	1
12.	Anil Namasudra para SEC	1
13.	Kamini para bill SEC	1
14.	Samatal Padma bill SEC	1
15.	Shriram Thakur para SEC	1

Sl. No.	Name of Social Education Centre	No. of Social Education Worker
1	2	3
16.	Langkapara SEC	1
17.	Rabi Sadhu para SEC	1
18.	Barajambira SEC	1
19.	Gournagar SEC	1
20.	Dhalajoy SEC	1
	BACHAIBARI SECTOR [KHOWAI BLOCK]	
1.	Banhazar SEC	2
2.	Ashrambari SEC	1
3.	Kachu bari SEC	2
4.	Paschim Laxmicherra SEC	2
5.	Behalabari SEC	1
6.	Banghiram bari SEC	1
7.	Ramgopal bari SEC	1
8.	Bidyabill SEC [Rest Camp]	2
9.	Chargaria bari SEC	1
10.	Bachaibari SEC	1
11.	Madhrambari SEC	1
12.	Gopalnagar SEC	1
13.	Maungtuka SEC	1
14.	Dagumabari SEC	1
15.	Shikaribari SEC	1
16.	East Champacherra SEC	1
17.	Paschim Champacherra SEC	1
18.	Gagan Smriti SEC	1
19.	Fultali SEC	1
20.	Barabill SEC	1
21.	East Singhicherra SEC	1

Sl. No.	Name of Social Education Center	No. of Social Education Worker
1	2	3
	TELIAMURA BLOCK	
1.	Hawaibari SEC	1
2.	Sourh Pulinpur SEC	1
3.	Ghaniarbill SEC	1
4.	Karailong SEC	3
5.	Gunamani SEC	3
6.	Maharanipur SEC	1
7.	Balurcherra SEC	2
8.	Krishnapur SEC	1
9.	Maiganga SEC	2
10.	Santirpur SEC	2
11.	Moharcherra SEC	2
12.	Totabari SEC	1
13.	Kamalnagar SEC	1
14.	Hadrai SEC	2
15.	Kanjamura SEC	1
	KALYANPUR SECTOR (TELIAMURA BLOCK)	
1.	Dwarikapur SEC	1
2.	Santinagar Jumia Colony SEC	1
3.	Gorangatilla SEC	1
4.	Satyabhama SEC	1
5.	Gagan Sadhupara SEC	1
6.	Goungraihour SEC	2
7.	Ampura SEC	2

Sl. No.	Name of Social Education Centre	No. of Social Education Worker
1	2	3
	BISHALGARH BLOCK	
1.	Purihal rajnagar SEC	1
2.	Surjamaninagar SEC	1
3	Shibtila SEC	1
4	Dewaspara SEC	2
5.	Purba Laxmibill SEC	1
6	Mohanpur SEC	3
7	Madhabpur SEC	2
8.	PurnagramSEC	1
9	Dhalipukur SEC	2
10.	West Gakulpur SEC	1
11	North Nahal Chandra nagar SEC	2
12.	Kalkalia SEC	1
13.	Gopinagar SEC	1
14.	Chanbaria SEC	1
15	Pukurjala SEC	2
16	Ujanlarma SEC	1
17.	Shyamnagar SEC	1
18.	Dayarampara SEC	1
19.	Surendrapara SEC	2
20.	Champamura SEC	2
21.	Champamura R.S.V. SEC	2
22.	Chandra nagar SEC	2
23.	Nadilong SEC	2
24.	Routh Khala SEC	1
25.	Naraura SEC	2
26	Kanchamala SEC	2

Sl. No.	Name of Social Education Center	No. of Social Education Worker
1	2	3
27.	Pandabpur SEC	2
28.	Fultilla SEC	2
29.	East Gokulnagar SEC	2
30.	Gokulnagar R.S.V. SEC	2
31.	Khash Madhupur Re.settle Village SEC	2
32.	Madhupur SEC	2
33.	Kamalasagar SEC	1
34.	Kamthana SEC	1
35.	Purathal Rajnagar SEC	1
36.	Ramcherra SEC	1
37.	Shibnagar SEC	1
38.	South Shibnagar SEC	1
39.	East Shibnagar SEC	1
40.	Hashan Husten para SEC	1
41.	Ghaniamara SEC	1
42.	CheliKhala SEC	1
43.	Bishalgarh SEC	1
44.	Office Tilla SEC	2
45.	Namapara SEC	1
46,	Nort Murabari SEC	1
47.	South Murabari SEC	1
48.	West Laxmibil SEC	1
49.	Gajaria SEC	1
50.	Paul para SEC	1
	CHARILAM SEOTOR [BISHALGARH BLOCK]	
1.	Charilam SEC	1
2.	Cuamlardhang SEC	1

Sl. No.	Name of Social Education Centre	No. of Social Education Worker
1	2	3
3.	South Charilam SEC	1
4.	Kamraj Colony SEC	1
5.	Dhariathal SEC	1
6.	Ramnagar SEC	1
7.	Tilak Thakur para SEC	1
8,	Kamal Chowdhury para SEC	1
9.	Mandab Killa SEC	1
10.	Lalshingmura SEC	1
11,	Sikharia SEC	1
12.	Nabinagar SEC	1
13.	West Amtali SEC	1
14.	Amtali SEC	1
15.	West BrajapurSEC	1
16.	South Charilam Re-settled vill. SEC	1
17.	Bisramganga SEC	1
18,	Urangbari SEC	1
19.	Barkurbari SEC	1
20.	Maharam para SEC	1
21.	Padmanagar SEC	1
22.	Sushital SEC	1
	MELAGHAR BLOCK & NALCHAR	
1.	Khash Chowmohani SEC	2
2.	Kaliram SEC	1
3.	Laxman Dhepa SEC	1

Sl. No.	Name of Social Education Center	No. of Social Education Worker
1	2	3
4.	Urmai SEC	1
5.	Kamtali SEC	1
6.	Kumari Kucha SEC	1
7.	Mayarani SEC	1
8.	Garurband SEC	1
9.	Tnigiling SEC	1
10.	Ramkanai SEC	2
11.	Abidali SEC	1
12.	Battali SEC	1
13.	Chandanmura SEC	1
14.	Joy Chandra Bala Mandir SEC	1
15.	Rangamura SEC	1
16.	Garjanband SEC	1
17.	Paul Para SEC	1
18.	Thakurpara SEC	1
19.	Ghrantali SEC	1
20.	Mohanbhog Old SEC	1
21.	Mohanbhog New SEC	1
22.	Lalmani bari SEC	1
23.	Taxapara SEC	1
24.	Bamnimura SEC	1
25.	Kalapara SEC	1
26.	Taibandal SEC	1
27	Kukiacherra SEC	1
28.	Baniacherre SEC	1
29.	Aksoy Samaj Sikha Kendra SEC	1

PAPERS LAID ON THE TABLE
(Questions and Answers)

Sl. No.	Name of Social Education Centre	No. of Social Education Worker
1	2	3
30	Jagat Chandra Sis!.u Udayan SEC	1
31.	Bagabasha SEC	1
32.	Kachigang Bari SEC	1
33.	Jumerdhepa SEC	1
34	Ambika Sishu Bihar SEO	1
35.	Killamura SEC	1
36.	Nalcherra SEC	2
	SONAMURA SECTOR [MELAGHAR BLOCK]	
1.	Sonamura Sishu Niketan SEC	2
2	Sonamani Sishu Sikha Mandir SEC	2
3.	Kunjamohan Sishu Bihar SEC	2
4.	Barnaarayan SEC	2
5.	Aralia SEC	2
6,	Sonamura Village SEC	2
7.	Karaliamura SEC	1
8.	Kulubari SEC	1
9.	Kiranmoyee Sishu Bihar SEC	1
10.	Barmura SEC	1
11.	Bashpukur SEC	2
12.	Nirbhoypur SEC	1
13.	Ramkali SEC	2
14.	Manaipathar SEC	1
15.	Bhabanipnr SEC	1
1,6.	Sub Jail SEC	2
	BOXONAGAR SECTOR [MELAGHAR BLOCK]	
1.	Hamaprava SEC	2
2.	Batadola SEC	2

Sl. No.	Name of Social Education Center	No. of Social Education Worker
1	2	3
3.	Kalabari SEC	1
4.	Kalamcherra SEC	1
5.	Kalshimura SEC	1
6.	Boxanagar SEC	1
7.	Putia SEC	1
8.	Promod Sishu Bihar Balurchar SEC	1
	MOHANPUR BLOCK	
1.	Eatickherra SEC	2
2.	Kaikamura SEC	1
3.	Kalkalia Re-Settled Village SEC	1
4.	Taranagar SEC	1
5.	Bijoynagar SEC	1
6.	Dakhin Rangutia SEC	1
7.	Mohinipur R.S,V. SEC	1
8,	Debapur SEC	1
9.	Uttar Rangutia SEC	1
10.	Kalkalia SEC	1
11.	Satdubia SEC	3
12.	Jamirghat SEC	1
13.	Bhati Fatikcherra SEC	1
14.	Laxman Sing mura SEC	1
15.	Sepaipara SEC	1
16.	Nepali Basti SEC	1
17.	Krishna Mohan Kobra Para SEC	2

PAPERS LAID ON THE TABLE

(Questions and Answers)

Sl. No.	Name of Social Education Centre	No. of Social Education Worker
1	2	3
18.	Joyram Modi SEC	1
19.	Mohanpur SEC	2
20.	Harin Khala R.S.V. SEC	1
21.	Mahadeb Bari SEC	1
22.	Dainmara SEC	1
23,	Mukampara SEC	1
24	Rangacherra SEC	1
25.	Jagatpur SEC	2
26	Harin Khala SEC	1
27.	Chanmari SEC	1
28.	Noagaon SEC	1
29.	Rajghat SEC	1
30.	Gamcha Kobra SEC	1
31.	Chanpur Colony SEC	1
32.	Kumaribill SEC	1
33.	Nripendrangar SEC	2
34.	Uttar Debendra nagar SEC	2
35.	Ujan Fatik CherraSEC	1
36.	Lefunga SEC	1
37.	Hejamara Hindusthan Besti SEC	1
38.	Bargatha Kartik Debbarma para SEC	1
39.	Barkathalia SEC	1
40.	Chachu SEC	1
41.	Tamakari SEC	1
42	Sonai SEC	1
43.	Radhanagar Bijoy D/Barmapara SEC	1
44.	Baramura Sontosn Jamadar para SEC	1
45.	Ramdayal Thakur para SEC	1
46.	Mohandas Baisnabpara SEC	1

Sl. No.	Name of Social Education Center	No. of Social Education Worker
1	2	3
	ISHANPUR SECTOR (MOHANPUR BLOCK)	
1.	Ishanpur SEC	2
2.	Ramdas Thakur para SEC	1
3.	Sarat Chowdhury para SEC	1
4.	Ishan Chowdhury SEC	1
5.	Bhadramani para SEC	1
6.	M.P. Jumia Colony SEC	1
7.	Sankhala SEC	1
8.	Masarai SEC	1
9.	Brahmakunda SEC	2
10.	Brahmakunda Basti SEC	1
11.	Kumarghat SEC	1
12.	Putiabill SEC	1
13.	Rangamura SEC	2
14.	Daldalia SEC	2
15.	Debendra Chowdhury para SEC	1
16.	Brajanagar Jumia Colony SEC	1
17.	Kambuk Cherra SEC	1
18.	Mantala SEC	1
19.	Brajabinodini para SEC	1
20.	Haticherra SEC	1
	TAKARJALA SUB BLOCK	
1.	Telerband Colony SEC	1
2.	Sardar Para SEC	1
3.	Condraipara SEC	1

Sl. No.	Name of Social Education Centre	No. of Social Education Worker
1	2	3
4.	Debendra para SEC	1
5.	Pravapur Colony SEC	1
6.	Harikanta para SEC	1
7.	Hamukcherra SEC	1
8,	Ratanpur SEC	1
9.	Dhania cherra SEC	1
10.	Amtalipara SEC	1
11,	Takarjala SEC	1
12.	Kantamani para SEC	1
13.	Ramjoy Thakur para SEC	1
14.	Jampaijala SEC	1
15.	Guru Dayalbari SEC	1
16.	Jamai Colony SEC	1
17.	Kendraicherra SEC	1
1[illegible].	Ghahirampara SEC	1
19,	Doghraiapara SEC	1

SADAR CENTRAL

1.	Indranagar Harijan Colony SEC	1
2.	Chandrapur SEC	1
3.	Shyamali bazar SEC	1
4.	Indranagar (old) SEC	1
5.	Bibekpalli SEC	1
6.	Ujan. Abhoynagar SEC	1

Sl. No.	Name of Social Education Center	No. of Social Education Worker
1	2	3
7.	North Ba..m. i..u [To .. I. d.. g.r SEC	1
8.	79 Tilla SEC	2
9.	Kalitila SEC	1
10.	Kumari Tilla SEC	1
11.	Surjasen SEC	1
12.	Arunuday SEC	1
13.	Santipara Kh.tra Mohan SEC	2
14.	Santipara [M.jit] SEC	1
15.	Bibek Bharati Town Indranaga SEC	1
16.	Bhagini Nibeoita SEC	2
17.	Rajnagar SEC	2
18.	Khanna Park SEC	1
19.	Nazirb..i SEC	1
20.	Sukanta [Melarmatn] SEC	1
21.	V.M. Hospital SEC	2
22.	Durgachowmohany SEC	1
23.	Ashoke Smrity SEC	1
24.	Shilpasree Sishu Niketan Indranagar SEC	1
25.	Idiam.n SEC	1
26	Dashamighat SEC	1
27.	Dhaleswar Nutan Polli SEC	1
28.	Dhaleswar Road No. 13 SEC	1
29.	Adibasi Mahila Samittee SEC	1
30.	Ramsundarnagar SEC	1
31.	Laxmi Narayan bari SEC	1
32.	Bhati Abhoynagar 11 a para SEC	1
33.	Bibekananda Central Jail SEC	1
34.	Central Jail Qu.terr SEC	1

Sl. No.	Name of Social Education Centre	No. of Social Education Worker
1	2	3
35	Harachan Sangha SEC	1
36	Old Colonel Bari SEC	1
37	North Banamalipur Santi Unnayan SEC	1
38	Dhaleswar Colony SEC	2

SONAMURA SECTOR [MELAGHAR BLOCK]

1	Sonamura Sishu Niketan SEC	2

Sl. No.	Name of Social Education Center	No. of Social Education Worker
1	2	3
	SOUTH TRIPURA DISTRICT	
	AMARPUR NOTIFIED AREA	
1.	Birbal Das para	1
2.	Kshudiram Palli	1
3,	Bibekananda	1
4.	Hari Mohan Nursary	1
5.	Fatik Sagar	1
	AMARPUR BLOCK	
1.	Mailak	1
2	South Mailak	1
3.	Burburia	1
4.	Sarbong	1
5.	Netaji Palli	1
6,	South Malbasa	1
7.	Adarsha Sukanta Colony	1
8.	North Malbasa	1
9.	Bhagaban Khola	1
10.	Bampur Bazar	1
11.	Bampur	1
12.	Rangamati	1
13.	Ramkrishna Colony	1
14.	Gobinda Tilla	1
15.	West Daluma	1
16.	Sadhu Para	1
17.	Dhanlekha Bengali Para	1
18.	Haripur	1
19.	Ampi Landless Colony	1

PAPERS LAID ON THE TABLE
(Questions and Answers)

Sl. No	Name of Social Education Centre	No. of Social Education Worker
1	2	3
20	Taidu Kalitilla	1
21	Baiswamani Para	1
22	Ampicherra	1
23	Halua Bari	1
24	Taidu Dh pa	1
25.	Dhanlekha Rabi Roy Para	1
26	Taidu Khan ar Bari	1
27	Chhan Kh la Bari	1
28	Jhagharia	1
29	Natun Bazar	1
30	South Chelagang	1
31.	Sukanta Colony	1
32	Ramkumar Debbarma Para	1
33.	North Chelagang	1
34.	Dhalachhari	1
35	Nabajoy Para	1
36.	Taichakma	1
37.	Dhanlekha Keipeng Para	1
38.	Ekjan Chhara	—
39.	Nagrai	—
40.	Paharpur	—
41.	Chanduk chhara	—
42.	Purbadhan Chowdhury Para	—
43.	Dakairchar	—
44.	Hatirai Bari	—
45.	Kurfa	—
46.	Patichhari	—
47.	Mohanta Para	—

Sl. No.	Name of Social Education Center	No. of Social Education Worker
1	2	3
48.	Jatanbari Re-settled Colony	--
49,	Fali u	•
	BAGAFA BLOCK	
1.	Subhash Colony	2
2.	East Charakbai	1
3,	Bhaktiram Para	1
4.	East Bagafa No 1	1
5.	Malendra Reang Para	1
6,	Ratanpur	
7.	Ashram Tilla	1
8.	East Bagafa No. 2	1
9.	Laxmichhara	2
10.	Bagafa Block Head Quarter	1
11.	West Charakbai No 1	2
12.	North Muhuripur	1
13	Muhuripur	1
14	Betaga	1
15.,	Kusharghat	1
16.	Raniabari	1
17.	West Charakbari No. 2	1
18.	South Muharipur	1
19.	Takmachhare	1
20.	Lalmira	1
21.	Birchandra Manu	1
22.	West Manu	1
23,	Bir Ratan Chowdhury Para	1
24.	Ganga Rai	1

PAPERS LAID ON THE TABLE

(Questions and Answers)

Sl. No.	Name of Social Education Centre	No. of Social Education Worker
1	2	3
25	Kathalia	1
26	Debipur	1
27.	Naraifang	1
28.	Birchandranagar	1
29.	Rajapur	1
30.	Shanti Colony	1
31	Kanchannagar	1
32.	Gandhigram	1
33	East Patichhari	1
34.	West Patichhari	1
35.	South Ichhachhara	1
36.	West Julaibari (Ashram)	2
37.	West Julaibari	1
38.	Manirambari	1
39.	Debdaru	1
40.	South Julaibari	1
41.	North Julaibari	1
42.	Bathambari	1
43.	Kowaipang	1
44.	Thakurchhara	1
45.	Madhya Pilak Colony	1
46.	Jolaibari	2
47.	Debdaru No. 2	1
48.	Manirambari	1
49.	West Pilak	1

Sl. No.	Name of Social Education Center	No. of Social Education Worker
1	2	3
58.	Saha Pathar	1
51.	East Charakbai (New)	—
	BELONIA NOTIFIED AREA	
1.	Kalinagar	1
2.	Ramthakurpara	1
3.	South Mirzapur	2
4.	Arya Colony	1
5.	Shishu Sangha	1
6.	Shishu Niketan	1
7.	Snb Jail	1
	RAJNAGAR BLOCK	
1.	East Sarashima	1
2.	Mirzapur (Satmura)	2
3.	North Mirzapur	2
4.	North Belonia	1
5,	Sarashima	1
6.	Baraj Colony	1
7.	Shishu Bitan	1
8,	East Mirzapur	1
9.	S.B.C. Nagar	1
10.	I.C, Nagar	1
11,	Jirtali	1
12.	Ashram Para	1

PAPERS LAID ON THE TABLE
(Questions and Answers)

Sl. No.	Name of Social Education Centre	No. of Social Education Worker
1	2	3
13	Joy Katpur	1
14	North Sonaichhari	1
15	South Sonaichhari	1
16.	Munshi para	1
17.	Ch[illegible]omara	1
18	East Pipariakhola	1
19,	Laxmipur	1
20,	Baipathari	1
21,	Mandaria	1
22,	Barkasari	1
23	West Pipariakhola	1
24,	Champaknagar	1
25.	East Rajnagar (Motai)	1
26.	North Gajaria	1
27.	Ramnagar	1
28.	Sripur	1
29.	North Haripur	1
30.	Shibpur	1
31.	North Krishnanagar	1
32.	Krishnanagar	1
33.	Lengtabari	1
34.	South Ishanchandra Nagar	1
35.	Abhoynagar	1
36.	Ajgar Rahaman Pur	1
37.	Radhanagar No, 2 Tila	1

Sl. No.	Name of Social Education Center	No. of Social Education Worker
1	2	3
38.	Radhanagar	1
39.	Kamalpur	1
40.	Dimatali	1
41.	Gabtali	1
42.	Niharnagar	1
43.	Chotta Khola	1
44.	Durgapur	1
45.	Rajnagar	1
46.	Chandrapur	1
47.	Ratanbari	1
48.	North Kalabana	—
49.	North Bharat Chandia Nagar	—
	UDAIPUR NOTIFIED AREA	
1.	Harish Chandra	2
2.	Sonamura	1
3.	Rabindra Park	2
4.	Flowers Club	1
5.	Naba Jagaran	3
6.	Sub Jail	1
	MATARBARI BLOCK	
1.	West Garjanmura	1
2.	Bagma Daria	1
3.	Bara Ahaiya	1

Sl. No	Name of Social Education Centre	No. of Social Education Worker
1	2	3
4	West Kipilong	1
5	Bagma	2
6,	East Kupilong	2
7.	East Tepania	1
8.	West Gakulpur	1
9	West Tepania	1
10.	Daria Bagma	1
11.	Dhajanagar [Priyatama]	2
12.	East Garjanmura	1
13	Shalgara	2
14	Chhanban	3
15	Ichhachhara	1
16.	Amtali	1
17.	Bagabasa	2
18.	Sataria	2
19.	Biren Colony [Barabhaiya]	1
20.	East Gakulpur	2
21	Hadra	1
22.	Kalua Dhepa	1
23,	Fulkumari Landless Colony	2
24	Matarbari Landless Colony	1
25.	Elong Bari	1
26,	Kunjaban	1
27.	Chandrapur Colony	2
28.	Mata Bari	3
29.	Murapare	2
30.	Hatipacha	1
31.	Garharia	1

Sl. No.	Name of Social Education Center	No. of Social Education Worker
1	2	3
32.	Haripur	1
33.	Rajnagar Landless Colony	1
34.	Rajnagar	2
35.	Fulkumari No 1	[illegible]
36.	Bura Dighirpar	1
37.	Fulkumari No, 2	2
38.	Kalatila	1
39.	Chadrapur Village	1
40.	Chandrapur Landless Colony	1
41.	Rajdharnagar	2
42.	Palatana Bari	[illegible]
43.	West Palatana	1
44	Sura Sundari	2
45.	Janaki Sundari	1
46.	Khilpara	2
47.	Rajarbag	2
48.	Jamjuri	2
49.	Surendranagar	2
50	Kushamara	1
51.	Lulunga No 2	1
52	Rani Burgnagar	1
53.	Kakraban	1
54	Kshiroda Sundari	1
55	West Shilghati	2
56	Bipin Nagar	1
57.	Rani Natta Para	1
58.	East Shilghati	1
69.	Kishoreganja	1
60.	Lulunga No. 1	1

PAPERS LAID ON THE TABLE

(Questions and Answers)

Sl. No.	Name of Social Education Centre	No. of Social Education Worker
1	2	3
6 .	Garjee	1
62.	Bajra Bari	1
63.	Holakhet Bazar	1
64.	Simsima	1
65.	Chungting Chhara	1
66.	Mursumbari	1
67.	Holakhet	1
68.	Tarpadhum	1
69.	Damdama	1
70.	Shamukchhara	1
71.	Tulamura	2
72.	Mirza	1
73.	Dhupati	1
74.	Gangachhara (Paschim para	1
75.	Pitra	1
76.	Raiyabari	1
77,	Killa	1
78.	Pabitra Ram bari	1
79	Joyali Khamar	1
80.	Gangachhara	1
81	Noyabari	1
82.	Tepania Viilage	—
83.	Kamalasagar	—
84.	Tainani	—
85.	Hirapur Re-settled Colony	—

Sl. No.	Name of Social Education Center	No. of Social Education Worker
1	2	3
86.	Patichhari	—
87.	Taikshiraipara	—
88.	Mayapuri	—
89.	Dataram	—
90.	Basan Khola	—
91.	Ramkrishna Para	—
92.	Pauramura	—

SABROOM NOTIFIED AREA

1.	Manikgarh	2
2.	Sabroom	1

SATCHAND BLOCK

1.	Harina	1
2.	Chhota Khil	1
3.	Harina Babugram	1
4.	Harbatali	1
5.	Baishnabpur	1
6.	North Bijapur	2
7.	Harinarayanpur	2
8	Noabadi Tila	1
9.	Thaibong	1
10.	Shyama Prasad Palli	1
11.	Bijoynagar	1
12.	Lal Roaja Para [Betaga]	1
13	Chhaida	1
14.	Dulbari	1

PAPERS LAID ON THE TABLE

(Questions and Answers)

Sl. No.	Name of Social Education Centre	No. of Social Education Worker
1	2	3
15.	East Manughat	1
16.	Barkhola	1
17.	Dulbari No. 1	1
18.	Harina [Bijoy Shil para]	1
19.	Ramendra Nagar	1
20.	East Ludhua	1
21.	East Jalefa	1
22.	Ramjoy	1
23,	Adibasi Seba Ashram	1
24.	Sinduk Pathar No. 1	1
25.	Hem Chandra Roaja Para	1
26,	Magurchhara	1
27.	Ganatantrik Nari Samity	1
28.	Fulchhari No. 1	1
29.	Karimatila	1
30.	Srinagar	2
31.	Samarendra Ganja	1
32.	Kathalchhari	1
33.	Rupaichhari	2
34.	Potha Mog Para	2
35.	Gagan Roaja para	1
36.	South Manu	1
37.	Satchand	1
38.	Dhanu Chowdhury para	1
39.	Fulchhari No. 2	1
40.	Chalta Chhari	1
41.	Kalachhara	2
42.	Bhuratali	1

Sl. No.	Name of Social Education Center	No. of Social Education Worker
1	2	3
43.	Howaibari	1
44.	Sinduk Pathar No. 2	1
45.	Rajmohan Rai Para	1
46	Chalitachhari No. 1	1
47.	Madha Goachad	1
48.	Chalitachhari No. 2	1
49.	Manranjan	1
50.	Rupaichhari No 2	1
51.	Sonaichhari	1
52.	Chhatakchhari	1
53.	Madhabnagar	1
54.	Shashi Mohan Roaja para	1
55.	Amlighat	1
56.	South Amlighat	1
57.	Bagmara	1
58.	Kagashi Mog Para	1
59.	Suknahhari	1
60.	Kathalchhari	1
61.	Sabroom	—
62.	Shilachhari	—
63.	Kalatila	1

PAPERS LAID ON THE TABLE
(Questions and Answers)

ANNEXURE—B

Sl. No.	Name of Biock	Name of Social Education Centre run by School Mothers
1	2	3
1.	Jirania	Dhupcharra SEC
2,	Bishalgarh	Gajaria SEC
3,	Takarjala	Joyram Mudi SEC
4,	Takarjala	Nripendranagar SEC
5,	Melaghar	Lalmai Bari SEC
6.	Sonamura	Bas Pukur SEC
7	Kalyanpur	Mohini Mohan para SEC
8.	Amarpur	Gamaku Bari SEC
9.	Amarpur	Rutukrai Bari SEC
10	Amarpur	Malbasa Jamatia bari SEC
11.	Amarpur	Uttar Taidu SEC
12.	Amarpur	Chhan Khola SEC
13.	Amarpur	Jaksua bari SEC
14.	Amarpur	Sakhi Charan Debbarma para SEC
15.	Amarpur	Prabin Roaja para SEC
16.	Amarpur	Karkhana Colony SEC
17.	Amarpur	Nabin Roy Bari SEC
18.	Amarpur	Ampi nagar SEC
19,	Amarpur	Dhalachara No. 2 SEC
20,	Amarpur	Dhanlekha Kaipeng para SEC
21,	Bogafa	Kolma SEC
22,	Bagafa	Shankarpur SEC
23.	Bagafa	Kolshi SEC

Sl. No.	Name of Block	Name of Social Education centre run by School Mothers
1	2	3
24,	Bagafa	Purba Pilak SEC
25.	Rajnagar	Ekimpur SEC
26.	Rajnagar	Boldakhal SEC
27.	Rajnagar	Dakshin Shri Rampur SEC
28.	Rajnagar	Paikio : SEC
29.	Rajnagar	Uttar Eaipath ri SEC
30.	Rajnagar	Joy Chandrapur SEC
31.	Rajnagar	Dokshin Haripur SEC
32	Rajnagar	Dovashibari SEC
33.	Rajnagar	Sukarmara SEC
34.	Rajnagar	Baraj Colony SEC
35.	Matarbari	Baissabari SEC
36.	Matarbari	Kalaban SEC
37.	Matarbari	Pukta SEC
38	Matarbari	Kopaiyamura SEC
39.	Matarbari	Rani Killa SEC
40.	Matarbari	Prabir Chowdhury Para SEC
41.	Matarbari	Uttar Baramura SEC
42	Matarbari	Kolcmkhai Bari SEC
43,	Matarbari	Choy Gharia SEC
44.	Satchand	Kabtoli SEC
45.	Satchand	Purba S broom SEC
46,	Satchand	Laxmia Bari SEC
47	Satchand	New Manu SEC
48	Satchand	Gua Chand SEC
49	Satchand	Manu Bazar SEC
50.	Kmalpur	Baradrun SEC

PAPERS LAID ON THE TABLE
(Questions and Answers)

ANNEXURE—B

Sl. No.	Name of Biock	Name of Social Education Centre run by School Mothers
1	2	3
51	Kam .lpu r	Mangal Singh Chowdhury pare No. 1 SEC
52	Kamalpur	Rajdhan Halam Para SEC
53	Kamalpur	Sikaraibari SEC
54	Chaum nu	Wakiram Roaja para SEC
55	Chau nanu	Rabi Kumar Roaja para SEC
56	Kumarghat	West Fultali SEC
57	Kumaghat	Tachai Tea Estate SEC
58.	Kumarghat	Jagannathpur SEC
59	Kumarghat	Bhagyapur SEC
60.	Kumarghat	Noo cherra SEC
61	Kumarghat	Jal Tailen Muktar para SEC
62	Kumarghat	De' asthal SEC
63.	Kumarghat	Hiracherra SEC
64	Kumarghat	Baburbazar SEC
65	Dh ma ar [Panisagar]	South Hurua SEC
66.	Kanchanpur	Karaicherra SEC
67.	Kanc anpur	Tuisama SEC
68	Kancha ur	Hanumanbari SEC
69.	Ka chanpnr	Babujoy Chowdhury Para SEC
70.	Kanchapur	Kamakhyapur SEC
71.	Kanchanpur	Damcherra SEC
72.	Kanchanpur	Narendra Nagar SEC
73.	Kanchanpnr	Sundibasa Colony SEC
74.	Kanchanpur	Khedacherra SEC
75.	Kanchanpur	likeswari SEC

Admitted Unstarred Question No 77

Name of M.L.A Shri Dhirendra Debnath

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Education Department be pleased to state

---

১। ১৯৮৫ ইং সনে কয়টি জে. বি স্কুলকে এস. বি. স্কুলে উন্নীত করা হয়েছে এবং কয়টি এস, বি. স্কুলকে মাধ্যমিকে উন্নীত করা হয়েছে এবং কয়টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়কে উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে উন্নীত করা হয়েছে ? (জেলা ভিত্তিক হিসাব ও নাম)

২। আগামী ১৯৮৬-৮৭ আর্থিক বৎসরে আর কোন বিদ্যালয়কে উন্নীত করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি :

৩। যদি থাকে তবে কোন কোন স্তরের বিদ্যালয়কে উন্নীত করা হবে ? (নাম সহ বিদ্যালয়গুলির হিসাব)

ANSWER

Minister-in-charge :- Shri Dasarath Deb

১। ৮৪টি জে. বি স্কুলকে এস. বি স্কুলে এবং ৪২টি এস. বি. স্কুলকে হাইস্কুলে উন্নীত করা হয়েছে। কোন হাইস্কুলকে উচ্চমাধ্যমিক অর্থাৎ দ্বাদশমান বিদ্যালয়ে উন্নীত করা হয় নাই। (জেলা ভিত্তিক হিসাব ও নাম সম্বলিত "ক" তালিকায় দেওয়া হইল)।

২। হ্যাঁ।

৩। জে. বি. স্কুলকে এস, বি স্কুলে এস, বি স্কুলকে হাইস্কুলে এবং হাইস্কুলকে উচ্চমাধ্যমিক অর্থাৎ দ্বাদশমান বিদ্যালয়ে উন্নীত করার পরিকল্পনা আছে বিদ্যালয় সমূহের মানোন্নয়নের যৌক্তিকতা বিচারের পর নাম স্থিরীকৃত হইবে ;

PAPERS LAID ON THE TABLE

(Questions and Answers)

"ক" তালিকা

যে সমস্ত নিম্ন বুনিয়াদী/প্রাথমিক বিদ্যালয় হইতে উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে উন্নীত করা হইয়াছে সেই সমস্ত বিদ্যালয়গুলির নাম জেলা ভিত্তিক নিম্নে দেওয়া হইল ঃ—

জেলার নাম		বিদ্যালয়ের নাম	
পশ্চিম ত্রিপুরা	১	দুর্গাধন পাড়া জে. বি,	
	২	শরঞ্জয় চৌধুরী পাড়া	জে, বি
	৩	গড়িয়া দপাদার পাড়া	"
	৪	কৃষ্ণমানিক পাড়া	"
	৫	রামবাবু সম্পাদক পাড়া	"
	৬	কল্যাণপুর তুতাবাড়ী	"
	৭	পরশুরাম	"
	৮	গুরুচরণ	"
	৯	পূর্ব নোয়াবাদী	"
	১০	কাশীনগর	"
	১১	তুই পাথার	"
	১২	বিশ্রাম বাড়ী	"
	১৩	রংমালা	"
	১৪	ঢেলী খোলা	"
	১৫	প্রতাপগড়	"
	১৬	দক্ষিণ আনন্দনগর	"
	১৭	অরুনধুতিনগর	"
	১৮	ক্ষাতিনগর	"
	১৯	তৈবান্দল সাউথ	"
	২০	ঠাণ্ডাকুমার চৌধুরী পাড়া	"
	২১	নলছড়	"

জেলার নাম		বিদ্যালয়ের নাম
	২২	মানিক নগর জে. বি.
	২৩	বোহিমারা
	২৪	ছ-খলা
	২৫	বড়জলা
	২৬	উত্তর কৈয়াঢেপা
	২৭	পাথারিয় বাজার
	২৮	বন বাজার
	২৯	বিদ্যাবিল
	৩০	ব্রহ্মছড়
	৩১	তেলারবন
	৩২	রাজনগর
	৩৩	গোপালনগর
	৩৪	রতনপুর
	৩৫	চামপ্রাই প্রজাপাল
উত্তর ত্রিপুরা	৩৬	নগাইছড় জে.বি.
	৩৭	অপরেশকর জে, বি.
	৩৮	ভদ্রনগর কলোনী জে. বি.
	৩৯	থালবাড়ী কলোনি যানমুম জে, বি
	৪০	৮১ মাইল জে. বি.
	৪১	চণ্ডিপুর জে. বি.
	৪২	নয়াদ্রোন জে. বি.
	৪৩	জগন্নাথপুর প্রাইমারী
	৪৪	ইস্ট কাঞ্চনবাড়ী জে. বি.
	৪৫	হৈলায় সি.পি. জে, বি.
	৪৬	বিজয়গিরী দেওয়াপাড়া জে.বি.
	৪৭	মদন মোহন রোয়াজা পাড়া জে.বি.

PAPERS LAID ON THE TABLE
(Questions and Answers)

জেলার নাম		বিদ্যালয়ের নাম
	৪৮	পশ্চিম মাছলি জে. বি,
	৪৯	থালছড়া জে,বি,
	৫০	রতন রোয়াজা পাড়া জে. বি,
	৫১	আমটিলা ভি, এম. জে. বি,
	৫২	তিলতৈ দুগাংগা জে,বি,
	৫৩	খোদ্রকান্দি জে,বি
	৫৪	শান্তিপুর জে.বি,
	৫৫	কর্ণজয় সি.পি, জে,বি,
	৫৬	রাধামাধবপুর জে,বি,
	৫৭	নং ১ বাগান কলোনী জে.বি,
	৫৮	জইংবাড়ী প্রাইমারী
	৫৯	তুচিরামবাড়ী প্রাইমারী
	৬০	কিশোরগঞ্জ জে,বি
	৬১	তুতামারা (তুতাবারী)
	৬২	মোড়াপাড়া জে,বি
	৬৩	কে. বি, আই, প্রাথমিক উইনিট
	৬৪	বামপুর জে,বি,
	৬৫	হরিপুর (রশিয়া বাড়ী) জে,বি,
	৬৬	গণ্ডাছড়া জে.বি
	৬৭	কাশমা জে,বি,
	৬৮	শান্তি বাজার জে বি,
	৬৯	চরণপাই সি,পি, জে,বি
	৭০	হেমটা বাড়ী জে,বি
	৭১	ইষ্ট শোনাই বাড়ী জে,বি,
	৭২	ঠাকুরছড়া প্রাইমারী

জেলার নাম		বিদ্যালয়ের নাম
	৭৩	খৃষ্যমুখ জে,বি,
	৭৪	এাকনপুর জে,বি
	৭৫	জশমোড়া জে.বি,
	৭৬	ইষ্ট ষজশীমা জে.বি
	৭৭	গাভতলী জে.বি,
	৭৮	সোনপুর জে.বি.
	৭৯	চালতাছড়ি জে,বি.
	৮০	কৃষ্ণনগর জে,বি
	৮১	মানিকগড় নং ৫ জে,বি
	৮২	হরশিং পাড়া জে,বি
	৮৩	সোইছড়ি জে,বি.
	৮৫	মনু বাজার জে.বি,

যে সমস্ত এস. বি, স্কুলকে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে উন্নীত করা হইয়াছে সেই সমস্ত বিদ্যালয়-গুলির নাম জেলা ভিত্তিক নিম্নে দেওয়া হইল ঃ—

জেলার নাম		বিদ্যালয়ের নাম
পশ্চিম ত্রিপুরা	১	বৈবান্দল এস. বি.
	২	বেলুয়াড়চড় এস, বি,
	৩	কামরাঙ্গাতলী এস,বি.
	৪	দেবীপুর এস,বি
	৫	রামনারায়ণ ঠাকুর পাড়া এস.বি,
	৬	গনিয়ামারা এস.বি,
	৭	ছনতাই বাড়ী এস,বি,
	৮	জিরাণীয়া এস, বি.
	৯	মঙ্গিয়া বাড়ী এস, বি,

PAPERS LAID ON THE TABLE
(Questions and Answers)

	১০	বালুছড়া এস, বি,
	১১	ধারিকাপুর এস, বি,
	১২	সোনাতলা এস, বি,
	১৩	নরসিংগড় এস, বি,
	১৪	গোপালনগর এস,বি,
	১৫	নোয়াগাঁও কৃষ্ণনগর এস, বি,
	১৬	রাণীগঞ্জ গার্লস এস,বি,
	১৭	নোয়াগাঁও এস,বি,
উত্তর ত্রিপুরা	১৮	বলরাম এস, বি,
	১৯	সালেমা কলোনী এস,বি
	২০	দেবী ছড়া এস,বি
	২১	লেম্বুছড়া এস,বি
	২২	পূর্ব ডলুছড়া এস বি,
	২৩	বাইবোন ছড়া এস,বি
	২৪	সোনাইমুড়ি এস,বি,
	২৫	বেলকুম বাড়ী এস,বি,
	১৬	ফটিকছড়া এস,বি
	২৭	লালজুরি এস,বি,
	২৮	তারকপুর এস,বি
	২৯	লক্ষীপুর (রাজনগর) এস,বি,
	৩০	ধর্মনগর নং ২ এস,বি,
	৩১	তিলথৈ রোপচরন এস,বি,
	৩২	চুড়াইবাড়ী এস,বি,
দক্ষিণ ত্রিপুরা	৩৩	শ্যামসিং এস,বি.
	৩৪	সমরেন্দ্রগঞ্জ এস,বি,
	৩৫	সাউথ সোনাইছড়ি এস,বি,

জেলার নাম		বিদ্যালয়ের নাম
	৩৬	সাউথ ভারতচন্দ্র নগর এস.বি.
	৩৭	শচীন্দ্র গারো পাড়া এস,বি.
	৩৮	আভাং ছড়া এস.বি,
	৩৯	তেতুইবাড়ী এস, বি,
	৪০	চন্দ্রপুর গার্লস এস,বি,
	৪১	দুধ পুষ্কনি এস,বি,
	৪২	২নং জলেফা এস,বি,

PAPERS LAID ON THE TABLE

(Questions and Answers)

ANNEXURE—C

Admitted Unstarred Question No. 361 (POSTPOND)

Name of M,L,A:- Shri Tarani Mohan Sinha

প্রশ্ন

১। বর্ত্তমানে ত্রিপুরার বিভিন্ন আদালতে মোট কয়টি মামলা বিচারাধীন আছে? এবং

২। তন্মধ্যে ১৯৭৭ সালের ডিসেম্বর এর পূর্বে দায়ের করা কয়টি মামলা বিভিন্ন আদালতে বিচারাধীন আছে তার সংখ্যা ?

উত্তর

১ ১৯৮৫ইং সনের আগষ্ট পর্য্যন্ত রাজ্যের হাইকোর্ট এবং ডিষ্ট্রীক্ট জজ কোর্টের অধিনস্ত-কোর্টের হিসাব সহ বিচারাধীন মামলার সংখ্যা নিম্নে প্রদর্শিত হইল।

১)	গোহাটি হাই কোর্টের অধীন আগরতলা বেঞ্চে—	৩,৩৩৩টি
২)	ডিষ্ট্রীক জজ পশ্চিম ত্রিপুরা এবং তার অধীনস্ত কোর্টের মোট মামলা—	১১,৫১০টি
৩)	ডিষ্ট্রীক জজ, দক্ষিণ ত্রিপুরা এবং তার অধীনস্ত কোর্টের মোট মামলা—	২,৫১৭টি
৪)	ডিষ্ট্রীক জজ, উত্তর ত্রিপুরা এবং তার অধিনস্ত কোর্টের মোট মামলা—	৪,৪১০টি
	সর্ব মোট—	২১,৭৭০টি

২। ১৯৭৭ সালের ডিসেম্বর এর পূর্বে দায়ের করা হাই কোর্ট এবং ডিষ্ট্রীক জজ ও তার অধিনস্ত কোর্টে বিচারাধীন মামলার সংখ্যা নিম্নে প্রদর্শিত হইল।

১)	হাই কোর্ট—	২৬৩টি
২)	ডিষ্ট্রীক জজ পশ্চিম ত্রিপুরা ও তার অধিনস্ত কোর্টের হিসাব সহ—	২১৭টি
৩)	ডিষ্ট্রীক জজ দক্ষিণ ত্রিপুরা ও তার অধিনস্ত কোর্টের হিসাব সহ।	১৭টি

৪) ডিস্ট্রিক জজ উত্তর ত্রিপুরা ও তার
অধিনস্ত কোর্টের হিসাব সহ— ৮৮টি

সর্ব মোট— ৫৮৫টি

Postpond Unstarred Question No. 86

Name of M.L.A. : Shri Jawhar Saha

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Law Department be pleased to state

প্রশ্ন

১। রাজ্যে ১৯৮৫ সালের ১৫ই ডিসেম্বর পর্য্যন্ত বিভিন্ন কোর্টে কতটি মামলা বিচারাধীন আছে (বিভিন্ন কোর্ট ভিত্তিক পৃথক হিসাব)

উত্তর

রাজ্যে ১৯৮৫ সালের ১৫ই ডিসেম্বর পর্য্যন্ত বিচারাধীন মামলার সংখ্যার কোর্ট ভিত্তিক হিসাব নিম্নে প্রদর্শিত হইল।

ক) গৌহাটি হাই কোর্টের অধীন আগরতলা বেঞ্চে—	৩৩৩৩টি
খ) জেলা জজ কোর্ট—	৭৩৫টি
গ) অতিরিক্ত জেলা জজ কোর্টে—	৪৩৫টি
ঘ) সাব জজ কোর্ট—	৭৪২টি
ঙ) অতিরিক্ত সাব জজ কোর্ট—	৩৩৪টি
চ) মুন্সেফ কোর্ট—	৭৯৫টি
ছ) অতিরিক্ত মুন্সেফ কোর্ট—	৪০৭টি
জ) মুন্সেফ ম্যাজিষ্ট্রেট কোর্ট—	২৪০২টি
ঝ) চীফ্ জুডিসিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট—	৪৯১৫টি
ঞ) অতিরিক্ত চীফ্ জুডিসিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট—	৮১৯টি
ট) সাব-ডিভিশনাল জুডিসিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট—	৪৬০৬টি

PAPERS LAID ON THE TABLE

(Questions and Answers)

ঠ) জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট— ২৪৬৯টি

মোট—২২,০২২টি

প্রশ্ন

২। উক্ত সময়ের মধ্যে রাজ্যের বিভিন্ন আদালতে, পণ দিতে না পারায় নির্যাতীত বধু বা বধুর পক্ষে কতজন অভিভাবক কতটি মামলা দায়ের করেছে ;

উত্তর

২। উক্ত সময়ের মধ্যে রাজ্যে ১টি মাত্র মামলা দায়ের করা হয়েছে, কমলপুরের সাব-ডিভিশনাল জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে/মামলাটির নং সি,আর ২২/৮৪

প্রশ্ন

৩। এ ব্যাপারে রাজ্যে এ পর্য্যন্ত কত জনের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহন করা হয়েছে ?

উত্তর

৩। উপরোক্ত ২নং উত্তরে বর্নিত মামলা বিচারাধীন বলে শাস্তিমূলক ব্যবস্থার প্রশ্ন আসছে না।

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE CONSTITUTION OF INDIA

The House met in the Assembly House, Agartala on Thursday, the 27th March, 1986 at 11 A.M.

PRESENT

The Hon'ble Speaker Shri Amarendra Sarma, the Chief Minister, the Deputy Chief Minister, the Deputy Speaker, all 11 (Eleven) Ministers and 36 Members.

QUESTIONS AND ANSWERS

মিঃ স্পীকার :— আজকের কার্য্যসূচীতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয় কর্ত্তৃক উত্তর প্রদানের জন্য প্রশ্নগুলি সদস্যগণের নামের পার্শ্বে উল্লেখ করা হয়েছে। আমি পর্য্যায়ক্রমে সদস্যদিগের নাম ডাকিলে তিনি তার নামের পার্শ্বে উল্লেখিত যে কোন প্রশ্নের নাম্বার বলবেন। সদস্যগণ প্রশ্নের নাম্বার জানালে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয় জবাব প্রদান করবেন। শ্রীদিবাচন্দ্র রাংখল।

শ্রীদিবাচন্দ্র রাংখল :— মাননীয় স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চন নং ৫৩, লোকেল সেলফ গভার্ণমেন্ট ডিপার্টমেন্ট।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :— মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চন নং ৫৩।

প্রশ্ন	উত্তর
১। ইহা কি সত্য যে উত্তর ত্রিপুরার কুমারঘাট নোটিফায়েড এরিয়া ডিক্লারেশন হয়ে গেছে?	১। উত্তর ত্রিপুরার কুমারঘাট এলাকাকে এখনও নোটিফায়েড এরিয়া হিসাবে ঘোষণা করা হয় নাই।

২। হয়ে থাকলে উক্ত নোটিফায়েড এরিয়াতে কোন কমিটি গঠন করা হয়েছে কিনা ?	২। প্রশ্ন উঠে না।
৩। গঠন করা হয়ে থাকলে তার সদস্য সংখ্যা কত এবং তাদের নাম।	৩। প্রশ্ন উঠে না।

মিঃ স্পীকার :— সৈয়দ বসিত আলী।

সৈয়দ বসিত আলী :— মাননীয় স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চন নং ১০৪, রেভেনিউ ডিপার্টমেন্ট।

শ্রীখগেন দাস :— মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চন নং ১০৪।

প্রশ্ন	উত্তর
১। (ক) ১৯৮৩ ইং সনের ১লা এপ্রিল হইতে ১৯৮৬ সালের ৩১শে জানুয়ারী পর্য্যন্ত ত্রিপুরায় মোট কয়টি বাজার অগ্নি কাণ্ডের ফলে আংশিক বা সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ?	১। (ক) ৮৪ টি।
(খ) ঐ অগ্নিকাণ্ডে বাজারগুলি মোট ক্ষতির পরিমাণ কত ?	(খ) ৩,২৮,৭৯,২৪৬ টাকা।
(গ) অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যাক্তিদের ক্ষয়ক্ষতি লাঘবের জন্য সরকার কর্তৃক আর্থিক সাহায্যের পরিমাণ কত ?	(গ) বিভাগ ভিত্তিক আর্থিক যে সাহায্য দেওয়া হয়েছে তার হিসাব হল— সদর মহকুমা—৯৯,২০০টাকা, খোয়াই—১,৩১, ৪৬০ টাকা, সোনামুড়া—৪১,৮০০ টাকা, উদয়পুর—৩৪,০০০টাকা, বিলোনীয়া—১, ৪৮,১০০টাকা, অমরপুর—৩২,৫৭৫ টাকা, সাব্রুম—৪৯,১১০ টাকা, কমলপুর—৩১, ১২০ টাকা, ধর্মনগর—১,১৩,১২৫ টাকা, কৈলাসহর—৫৮,৪০০ টাকা।

সৈয়দ বসিত আলী :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্থদের আর্থিক সাহায্য আর বৃদ্ধি করা হবে কি না ? এবং অগ্নি নির্বাপক ব্যবস্থা বর্তমানে যথেষ্ট নয়। কাজেই অগ্নি নির্বাপক সেন্টারের সংখ্যা আরও বৃদ্ধি করা হবে কি না ?

শ্রীখগেন দাস :— মাননীয় স্পীকার স্যার, এটা ইমিডিয়েট রিলিফ দেওয়া হয় ৫০ থেকে ২০০ টাকা। মাঝে মাঝে এর বেশীও দেওয়া হয় সেটা রেভেনিউ ডিপার্টমেন্ট থেকে নয়, মাননীয় চীফ মিনিষ্টারের রিলিফ ফাণ্ড থেকে দেওয়া হয়। এখানে সেনট্রাল গভার্ণমেন্ট কোন টাকা দিচ্ছেন না। তবে সেন্ট্রাল গভার্ণমেন্ট ন্যাচারেল ক্যালামিটিস স্কীমে এটাকে ইনক্লুড করার জন্য সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। আর ফায়ার সার্ভিস এটার সংখ্যা বাড়ানো যাবে না।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— ক্ল্যারিফিকেশন স্যার, এই যে ফায়ার সার্ভিস এক্সটেনশনের ব্যাপার এটাকে ন্যাচারেল ক্যালামিটিস ধরা হবে না। এটাতে এখন ন্যাচারেল ক্যালামিটিস ধরে রিলিফ দেওয়া হয়ে থাকে এবং সেইভাবেই সাহায্য করা হবে। এখন থেকে সেই সিদ্ধান্ত আমরা কার্যাকরী করছি। রিলিফ কোর্ড তাদের এসেসমেন্ট এস, ডি, ও, করবেন বা জেলা শাসক যখন যার উপর দায়িত্ব পড়ে তিনি করবেন।

শ্রীজহর সাহা :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই যে বিগত দিনে বিশেষ করে ১৯৮৪-৮৫ এবং ৮৫-৮৬ সালে যে সমস্ত বাজার ও ঘর বাড়ী পোড়া গেছে সেগুলির জন্য আগামী আর্থিক বছরে ১৯৮৬-৮৭ সালে তাদেরকে সাহায্য দেওয়া হবে কি না ? কারণ তারা অধিকাংশই গরীব লোক, এখনও ঘর তৈরী করতে পারছেনা।

শ্রীখগেন দাস :— আমি বলেছি ১৯৮৬-৮৭ সালে রিলিফ কোড থেকে সাহায্য দেওয়া হবে, কিন্তু রেট্রোসপেকটিভ দেওয়া হবে না।

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্ত্তী :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, যে সমস্ত বাজার পুড়ে গেছে এবং ছোট ছোট দোকানদাররা এখনও সেগুলি মেরামত করতে পারছে না। এই ব্যাপারে ব্যাংকের সাহায্য চাওয়া হয়েছে কিন্তু ব্যাংক সাহায্য করতে এগিয়ে আসছে না। এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি না ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী ঃ — কেন্দ্রীয় রিজার্ভ ব্যাংকের গাইড লাইন হল ব্যাংক থেকে যারা ঋণ নিয়েছে তাদের ঋণ পরিশোধ করতে হবে। ব্যাংকের কর্তৃপক্ষের সংগে আলাপ আলোচনা করেছি। তারা বলেছেন যে, যেসব বাজার পুড়ে যায় সেইসব বাজার থেকে যেসব কেইছ আসে সেগুলিতে তারা সাহায্য করেন। সাহায্য করেন না এটা ঠিক নয়। সাহায্য করে থাকেন।

শ্রীসৈয়দ বসিত আলী :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, বাস্তব অভিজ্ঞতায় আমরা দেখছি কুমারঘাটে আগুন লাগলে ফায়ার সার্ভিসে খবর যাবার আগেই পুড়ে যা ক্ষতি হবার হয়ে যায়। অনেক জায়গাতে যোগাযোগ ব্যবস্থা নাই, টেলিফোন নাই। সেই ব্যাপারে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি চিন্তাভাবনা করছেন ?

নৃপেন চক্রবর্ত্তী :— এই প্রশ্নটা রিলিফের প্রশ্ন নয়, আমারই জবাব দেওয়া উচিত। কুমারঘাট, আমবাসা দুইটা জায়গা, আমি আশা করব তারা যদি কালকে জায়গা দেন আমরা কালকেই ষ্টাশন খুলব। আমাদের যন্ত্র তৈরী, ট্রেনড লোক আছে। কৈলাসহর-এর ডি, এম, বলেছিলেন যে একটা বিরাট অঞ্চলে ফায়ার সার্ভিস নেই। আমবাসা কুমারঘাটে আমরা অল্প দিনের মধ্যেই ফায়ার সার্ভিস চালু করব।

মিঃ স্পীকার ঃ — মাননীয় সদস্য শ্রীসমীর কুমার নাথ।

অনুপস্থিত।

মাননীয় সদস্য শ্রীজওহর সাহা ও শ্রীসুনীল কুমার চৌধুরী।

শ্রীজওহর সাহা :— মিঃ স্পীকার স্যার, ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার-১১৪।

মি: স্পীকার :— ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার - ১১৪।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার, ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার - ১১৪।

: প্রশ্ন :

১। ১৯৭৮ সালের ১লা জানুয়ারী থেকে ১৯৮৬ সালের ৩১শে জানুয়ারী পর্য্যন্ত রাজ্যে কতটি সরকারী ও বে-সরকারী বাসের পারমিট দেওয়া হয়েছে (মহকুমা-ভিত্তিক হিসাব) ;

২। কোন্ কোন্ পদ্ধতিতে কতটি এ ধরনের পারমিট দেওয়া হয়েছে, (মহকুমা-ভিত্তিক হিসাব) ;

৩। এ সকল বাসের পারমিট দেওয়ার পর, ঋণের ক্ষেত্রে সরকার রাজ্যের অর্থ লগ্নী-কারী সংস্থাগুলির নিকট কোন প্রকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়েছেন কিনা,

৪। হয়ে থাকলে, কতটি বাসের ক্ষেত্রে তাহা হয়েছে ?

: উত্তর :

১। ১৯৭৮ সালের ১লা জানুয়ারী থেকে ১৯৮৬ সালের ৩১শে জানুয়ারী পর্য্যন্ত রাজ্যে ১২০টি টি, আর, টি, সি, অমিনিবাসের পারমিট দেওয়া হয়েছে।

৮৪টি বে-সরকারী অমনিবাস ও ৫০টি বে-সরকারী মিনি বাসের পারমিট দেওয়া হয়েছে।

পারমিট মহকুমা-ভিত্তিক ইস্যু করা হয় না।

২। কোন রাস্তায় পারমিট মঞ্জুর করার আগে পূর্ত্তদপ্তর থেকে সে রাস্তা বাস গাড়ী চলাচলের উপযোগী বলে সাব্যস্ত করিলে বাস গাড়ীর পারমিট দেবার জন্য সর্ব সাধারণের কাছ থেকে এস, টি, এ,; ত্রিপুরা, দরখাস্ত আহ্বান করে থাকেন। এরপর এস, টি, এ, কর্ত্তৃক দরখাস্ত পাবার পর সেগুলি বিচার বিবেচনা করে প্রয়োজনীয় সংখ্যক পারমিট মঞ্জুর করে থাকেন।

৩। হ্যাঁ, কতগুলো ক্ষেত্রে সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়েছেন।

৪। ২৮টি অমিনিবাস ও মিনি বাসের ক্ষেত্রে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়েছে।

শ্রীজওহর সাহা :— যে সকল বাসের ক্ষেত্রে রাজ্য সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ আছেন সেসব বাসের মালিক ও মিনি বাসের মালিকগণ সে টাকার কতটা পরিশোধ করেছেন তার কোন হিসাব সরকারের কাছে আছে কিনা, তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :— স্যার, এটার হিসাব ব্যাঙ্ক করে থাকেন। আমাদের কাছে এর কোন হিসাব নেই ।

শ্রীসুনীল কুমার চৌধুরী :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন, সাব-ডিভিশান ভিত্তিক দেওয়া হয় না। আমি জানতে চাই, সাব্রুম সাব-ডিভিশানে কোন পারমিট ইস্যু করা হয়েছে কিনা ? আর দ্বিতীয় যে লাইনের পারমিট ইস্যু করা হয় তা সেখানকার এলাকা-বাসীর মতামত নিয়ে নিয়ে করা হয় কিনা ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :— স্যার, আমি আগেই বলেছি, রোডগুলি গাড়ী চলাচলের উপযোগী কিনা তার জন্য পি, ডাব্লু, ডি, থেকে ক্লিয়ারেন্স নিতে হয়। জেনারেলি ৩টি সাব-ডিভিশনই কভার করে। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে একই সাব-ডিভিশানে হয়ে থাকে। তবে পারমিট দেওয়ার ব্যাপারে রোড ভিত্তিক হয়ে থাকে সাব-ডিভিশান ভিত্তিক হয় না। ২য়তঃ, সাব্রুমের ক্ষেত্রে দেখেছি, একজনকে পারমিট দেওয়া হয়েছিল। তার নামটা আমার কাছে নেই। ১৩৭টি দরখাস্তের মধ্যে একজন পারমিট পেয়েছিলেন। তার নাম আমি দিতে পারব না।

শ্রীসুনীল কুমার চৌধুরী :— কথাটা হচ্ছে, সাব্রুম থেকে শ্রীনগর এটা সাব্রুম সাব-ডিভিশানেরই অন্তরভুক্ত। ঐখানে অনেক লোক পারমিট চেয়েছিল। কিন্তু একটিও হল না। ইস্যু করা হলো, সোনামুড়া থেকে। তিনি দুই মাস সেখানে গাড়ী চালিয়ে সেখান থেকে গাড়ী তুলে আনলেন। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি বিষয়টি দেখবেন কিনা ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ— স্যার, দরখাস্ত আহ্বান করেন এস, টি, এ, কর্ত্তৃপক্ষ। অনেক ক্ষেত্রে ইন্টারভিউও নেওয়া হয়। যে সাব-ডিভিশানে গাড়ী চলবে সেখানকার লোকই পারমিট পাবে এমন কোন নিয়ম নেই। তবে জেনারেলি, সেই সাব-ডিভিশানে যদি উপযুক্ত লোক থাকেন তবে তাকে দেওয়া হয়।

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, যে সমস্ত গাড়ীর ক্ষেত্রে সরকার অর্থ লগ্নীকারী সংস্থার কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ সেজন্য আমি জানতে চাই, যেহেতু সরকার গ্যারেন্টার সে জন্য গভর্ণমেন্ট তরফ থেকে নজর রাখা হয় কিনা ঋণ ফেরৎ দেবার ব্যাপারে ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ— আমরা গভর্ণমেন্টে আসার পর আমরা নীতি গ্রহণ করি যে, যারা মোটর ওয়ার্কাস যারা মালিকের গাড়ীতে কাজ করেন তারা যদি কো-অপারেটিভ ফার্ম করে, তাদের আমরা দিয়েছি, দিয়েছি এস,সি, এবং এস,টি, ওদের, আর দিয়েছি, হ্যাণ্ডিক্রাফট ও এ্যাকস্-সার্ভিসমেনদের। তবে খুব কম সংখ্যাই দিয়ে থাকি। আমরা মাত্র ১০ পারসেণ্ট গ্যারান্টি দিয়েছি। গভর্ণমেণ্ট উইকার সেকশনের জন্য ১০ পারসেণ্ট গ্যারান্টি দিয়েছেন। আমরা ভবিষ্যতেও উইকার সেকশনকে দেব। তবে তাদের বলেছি, ইণ্ডিভিজুয়াল দেব না। যদি কো-অপারেটিভ করে তবে দেব। ব্যাংকও শ্রমিকদের পক্ষে যাচ্ছে।

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্য শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা ঃ— ষ্টার্ট কোয়েশ্চান নাম্বার-২১৯

মিঃ স্পীকার :— ষ্টার্ট কোয়েশ্চান নাম্বার-২১৯।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ— মাননীয় স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটেড ষ্টার্ট কোয়েশ্চান নাম্বার-২১৯।

— প্রশ্ন —

১) বর্ত্তমানে টি,আর,টি,সি, বাস ও ট্রাকের সংখ্যা কত (বাস ও ট্রাকের পৃথক হিসাব),

২) উক্ত টি,আর,টি,সি, বাস ও ট্রাকগুলির মধ্যে বর্ত্তমানে কয়টি চালু অবস্থায় আছে এবং কয়টি অকেজো অবস্থায় পড়ে আছে ?

৩) ১৯৭৮ইং সন হইতে ১৯৮৫ইং সনের ডিসেম্বর পর্য্যন্ত টি,আর,টি,সি,-এর বাস ও ট্রাক গাড়ীগুলি হইতে লাভ ও ক্ষতির পরিমাণ কত ?

— উত্তর —

১) বর্ত্তমানে টি,আর,টি;সি,তে ১৩৫টি বাস এবং ৩৭টা ট্রাক আছে।

২) মোট ১৩৫টা বাসের মধ্যে ৮৬টি চালু অবস্থায় আছে এবং ৪৯টি অচল অবস্থায় আছে। মোট ৩৭টি ট্রাকের মধ্যে ৩৫টি চালু অবস্থায় আছে এবং ২টি অচল অবস্থায় আছে।

৩) বাস ও ট্রাকের লাভ লোকসানের আলাদা হিসাব রাখা হয় না। তবে নিম্নে ইয়ার ওয়াইজ ক্ষতির পরিমাণ দেওয়া হইল :—

ইয়ার	ক্যাশ লস	গ্রস লস
১৯৭৮-৭৯	২৮,২৬,৮৬৬·৪৯	৬৪,৬৭,৫৭১·১৯
১৯৭৯-৮০	৩১,৪৭,০৪৯·২০	৭৮,৬৫,৫১৯·০১
১৯৮০-৮১	৩৫,৩২,৭১৮·১১	৮৮,৭০,৩৮৩·৮৫
১৯৮১-৮২	৬৭,৮৯,৩৮০·৬৫	১,২৯,২৩,০১৫·৪০
১৯৮২-৮৩	৮০,২৬,৭৪৭·৫৭	১,৪৯,৭০,৮৪৮·০৪

১৯৮৩-৮৪ এবং ১৯৮৪-৮৫ সালের ক্ষতির পরিমাণ এখনও নির্দ্ধারিত হয় নি।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এখানে যে হিসাব দিয়েছেন তাতে দেখা যাচ্ছে লাভের পরিমান থেকে ক্ষতির পরিমানই বেশী। আমরা দেখি টি. আর. টি. সিতে প্যাসেনজার যখন উঠেন তখন বাসের কনডাকটর প্যাসেনজারদের টিকিট দিতে চান না, এই কারনেই হয়তো ক্ষতির পরিমানটা বেশী। উদাহরণ স্বরূপ বিগত কয়েক মাস আগে শিলাছড়ি থেকে আগরতলাগামী বাসে জনৈক চন্দন চাক্‌মা বাসের টিকিট চাইতে গেলে বাসের কনডাকটর তাকে বাস থেকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয়। ফলে চন্দম চাক্‌মা বাসের তলায় পিষ্ট হয়ে নিহত হন। এই অবস্থা দূরীকরনের জন্য রাজ্য সরকার কি ব্যবস্থা নিয়েছেন মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :— স্যার চন্দন চাক্‌মা সম্পর্কে এর আগেও একটা প্রশ্ন এসেছিল, আমার যতটুকু মনে আছে আমি বলেছিলাম, টিকিট উনি পাননি বা পয়সার কিছু গড়মিল ছিল। তারপর চন্দন চাক্‌মা জাম্প দেন এবং পাশে একটা পুলিশের গাড়ী ছিল যেটাকে উনি দেখতে পান নি। এটাতে পড়ে তারপর গাড়ীর তলায় পড়ে মারা যান। ঘটনাটি দুঃখজনক। তারপর মাননীয় সদস্য যে প্রশ্ন করেছেন লোকসান বিভিন্ন কারনে হচ্ছে। প্রথম কারণ হচ্ছে ১৯৮১ ইং সন থেকে আজ পর্য্যন্ত বারবার তেলের দাম বাড়ানো হচ্ছে এবং অন্যান্য স্পেয়ার পার্টসের দাম যেভাবে বাড়ছে সেভাবে আমরা ভাড়া বাড়াই নি। দ্বিতীয় হচ্ছে, আমাদের ষ্টেটিসটিক্যাল ডিপার্টমেণ্টের হিসাব অনুযায়ী একটা বাসের সিটিং ক্যাপাসিটি যা আছে সেই পয়সাও আমরা পাচ্ছি, ওভারলোডিং—এর পয়সা আমরা ঠিকমত পাচ্ছি না। এটা ওপেন সিক্রেট যে টি. আর. টি. সির ভাড়ার পয়সা কিছু কর্মচারী আত্মসাৎ করেছেন। সম্প্রতি আমরা একজন কর্মচারীকে বরখাস্ত করেছি। আমরা আড়াই বছর আগে এনফোর্সমেণ্ট উইং রাস্তাতে নামিয়েছিলাম বাসগুলিকে ইনস্পেক্ট করার জন্য, বিভিন্ন সাবডিভিশানের জুডিসিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেটদেরতো এই সম্পর্কে ক্ষমতা রয়েছে, এছাড়া টি. সি. এস. অফিসারদেরও বলেছি সময় সময় বাস থামিয়ে চেক্ করার জন্য এবং ড্রাইভার ও কনডাকটরকে ফাইন করার জন্য এবং প্যাসেনজারদেরও তারা ফাইন করতে পারেন। এই এনফোর্সমেণ্ট উইং গঠন করার পর আমার যতটুকু মনে আছে ২০ থেকে ২২ হাজার টিকিট বিহীন যাত্রীকে আমরা ধরেছি এবং টাকা পয়সাও আদায় করেছি। তবে আমাদের এই

উইংকে আরও "Strengthen" (ষ্ট্রেনদেন) করা দরকার। আমরা চেষ্টা করছি বিভিন্ন জায়গাতে যাতে ইনটারসেপ্ট করা যায়। এখানে আমি উল্লেখ করতে চাই, টি. আর. টি. সি. সারভিসটাকে আমরা জনস্বার্থে ব্যাবহার করছি। অনেক রিমোট এরিয়া আছে যেখানে কোনদিন বাস চলে নি, সে সমস্ত জায়গাতে আমরা গাড়ী পাঠাচ্ছি। তাছাড়া জি. বি, ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ এই সমস্ত জায়গাতে ভায়েবল হচ্ছে না, তথাপি এই সমস্ত জায়গাতে গাড়ী দেওয়া প্রয়োজন মনে করছি। এটাও এখানে উল্লেখ করতে চাই, সারা ভারতবর্ষে সম্ভবত: একটা ষ্টেট ট্রান্সপোর্ট থাকতে পারে যেটা ভায়েবল হয় আর সমস্তগুলিই লোকসান হচ্ছে। তার জন্য লোকসান আমি যাষ্টিফাই করছি না, শুধু রীজনগুলি বললাম।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এখানে বলেছেন যে টি. আর. টি. সি বাসের সংখ্যা ১৩৫ টি, তার মধ্যে ৮৬ টি বাস চালু আছে। আগরতলা থেকে গণ্ডাছড়া প্রতিদিন একটা করে বাস চলাচল করে এবং অল্টারনেটিভ কোন গাড়ী নেই যাতে করে যাত্রীরা যাতায়াত করতে পারে। ফলে সেখানে যাত্রীদের অনেক দুর্ভোগ ভুগতে হয়। সেই দিক বিবেচনা করে আরো একটা বাস অর্থাৎ প্রতিদিন দুটি করে বাস চালু করার ব্যবস্থা করা হবে কিনা ? দ্বিতীয়তঃ, চন্দন চাক্‌মা যেদিন মারা যান, সেদিন আমি জলেয়াতে ছিলাম এবং পুলিশও প্রত্যক্ষদর্শী যে চন্দন চাক্‌মাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়ে খুন করা হয়েছে। চন্দন চাক্‌মার দোষীদের শাস্তির ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে কিনা এবং চন্দন চাক্‌মা মারা যাওয়ায় তার পরিবারকে আর্থিক সাহায্য এবং একটি চাকুরী দেওয়া হয়েছে কিনা, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :— স্যার, গণ্ডাছড়ার বিষয়টি সত্য, সেখানে যোগাযোগ ব্যবস্থা আরও উন্নত করা দরকার। কিন্তু টি আর. টি. সি. বাসের স্বল্পতার জন্য আমরা বাস সেখানে দিতে পারছি না। তবে কমলপুর থেকে গণ্ডাছড়া পর্য্যন্ত একটা প্রাইভেট বাসের পারমিট দেওয়া হয়েছে, কিন্তু এটা নামতে পারে নি। তবে ভবিষ্যতে গাড়ীর সংখ্যা

বাড়লে এবং আমবাসা ষ্টেশনকে ষ্ট্রেংদেন করে সেখানে একটা বাস দেওয়ার চেষ্টা করব। আর চন্দন চাকমার বিষয়টি আজকে আলোচ্য সূচীতে ছিল না. ইনসিডেণ্টালী এটা উঠে গেছে। কাজেই এ সম্পর্কে পুরো তথ্য আমার পক্ষে এখন দেওয়া সম্ভব নয়।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— স্যার, আপনার অনুমতি নিয়ে আমি বলছি, চন্দন চাকমাকে আর্থিক সাহায্য দেওয়া হয়েছে। কিন্তু উনি ভারতীয় নাগরিক নন বলে তার পরিবারকে চাকুরী দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না।

শ্রীজওহর সাহা :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় অবগত আছেন কিনা যে টি. আর. টি. সিতে বিপুল পরিমান অর্থ লোকসান হওয়ার একটা বড় কারন হচ্ছে নিম্নমানের যন্ত্রাংশ দিয়ে গাড়ীগুলি চালানো হচ্ছে, যার ফলে অনেক সময় রাস্তার মধ্যে গাড়ীগুলি বিকল হয়ে যায়। তাছাড়া ওয়ার্কশপগুলি থেকে বিপুল পরিমান যন্ত্রাংশ চুরি হচ্ছে। ১৯৮১ ইং সাল থেকে আজ পর্য্যন্ত বিভিন্ন ওয়ার্কশপ থেকে কত পরিমান যন্ত্রাংশ চুরি হয়েছে এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :— স্যার, প্রথম কথা হচ্ছে এটাকে আমরা পাবলিক সার্ভিস হিসাবে ট্রিট করি। দ্বিতীয়ত: কত পরিমান যন্ত্রাংশ চুরি হয়েছে সমস্ত হিসাব এখন আমার কাছে নেই। তবে যেগুলি চুরি হয় সেগুলি সংগে সংগে আমরা তদন্ত করি।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীজওহর সাহা।

শ্রীজওহর সাহা :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ২৭৪।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ২৭৪।

প্রশ্ন	উত্তর
১। রাজ্যের নোটিফায়েড এরিয়াগুলির পরিচালন ব্যবস্থা নির্ব্বাচিত কমিটির হাতে তুলে দেওয়ার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা.	১। রাজ্যের নোটিফায়েড এরিয়াগুলির পরিচালন ব্যবস্থা নির্ব্বাচিত কমিটির হাতে তুলে দেওয়ার কোন সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় নাই।
২। থাকিলে উক্ত নোটিফায়েড এরিয়াগুলিতে নির্ব্বাচন না করার কারন কি, এবং	২। প্রশ্ন উঠে না।
৩। ঐ এলাকাগুলিতে নির্ব্বাচনের জন্য প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন করা হয়েছে কিনা ?	৩। বঙ্গীয় মিউনিসিপ্যাল আইন যাহা ত্রিপুরাতে প্রচলিত আছে তাহার দ্বিতীয় সংশোধনী আইনে (বেঙ্গল মিউনিসিপ্যাল ত্রিপুরা দ্বিতীয় সংশোধনী আইন, ১৯৮২) ইং যাহা বিগত ১৯৮৩ ইং সনের ১লা জানুয়ারী তারিখে ত্রিপুরা গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছে) সরকারকে নোটিফায়েড এরিয়া অথরিটি গঠন করার ব্যাপারে নির্ব্বাচন অনুষ্ঠানের অধিকার দেওয়া হইয়াছে। উক্ত সংশোধিত আইন এখনও বলবৎ করা হয় নাই। তাছাড়া নোটিফায়েড এরিয়া কমিটিগুলির নির্ব্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য প্রয়োজনীয় আইন প্রনয়ন এখনও করা হয় নাই।

স্যার, আমি এই শেসানে বলেছি যে আমরা ত্রিপুরা মিউনিসিপ্যাল এ্যাক্ট নুতন করে করেছি, আমরা আইন দপ্তরকে বলেছি, এই আইন যখন তৈরী হবে তখন এখানে আনব এবং তারপর আমরা এইগুলি সম্পর্কে দেখবো।

শ্রীজওহর সাহা :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে বিগত বিধানসভার অধিবেশনে সরকার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে ত্রিপুরা রাজ্যের নোটিফায়েড এলাকাগুলিতে নির্বাচন করার জন্য প্রয়োজনীয় আইন তৈরী করার জন্য দপ্তরকে বলা হয়েছে এবং রাজ্য সরকার সেই উদ্যোগ নিয়েছেন কিন্তু তারপর আজ পর্য্যন্ত আইন প্রনয়নের কাজটা কোন পর্য্যায়ে আছে জানাবেন কি ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :— স্যার, খুব প্রাথমিক পর্য্যায়ে আছে।

শ্রীজওহর সাহা :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, কবে নাগাদ এই আইন প্রনয়নের কাজ শেষ হবে যেটা রাজ্যের নটিফায়েড এলাকাগুলিতে নির্বাচনের ব্যাপারে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :— স্যার, এখানেই তো আমরা উপস্থিত করবো, এই এসেম্বলী ফ্লোরেই উপস্থিত করবো।

শ্রীজওহর সাহা :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, কবে নাগাদ শেষ হবে ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :— স্যার, এখনই বলতে পারছি না। ১৯৩২ ইংরাজীতে বেঙ্গল মিউনিসিপ্যালিটি এ্যাক্ট হয়েছে সেখানে নটিফায়েড এরিয়া সংক্রান্ত সমস্ত বিধি রয়েছে কিন্তু সেখানে আজ পর্য্যন্ত নির্বাচন হয় নি। আমি এর আগে হাউসে এটা বলেছি।

শ্রীজওহর সাহা :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কিনা যে ১৯৭৮ ইংরাজীতে রাজ্যের নটিফায়েড এলাকাগুলিতে নির্বাচন ঘোষণা দেওয়া হয়েছে

নটিফায়েড এরিয়া হিসাবে। আজকে দীর্ঘ প্রায় ১০ বছর চলল সেটাকে কেন বিরোধীতা করা হয়েছে এবং আদৌ সরকারের কোন রকম আগ্রহ আছে কিনা নটিফায়েড এলাকা-গুলিতে নির্বাচন করার কারণ শাসক দলের সুনিশ্চিত পরাজয় জেনে এটা বন্ধ রাখা হয়েছে কিনা ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :—স্যার, দেশ স্বাধীন হয়েছে ৩৮ বছরের উপর হয়েছে। এই আগরতলা মিউনিসিপালটি এ্যাক্ট ২৩ বছর সেখানে ছিল কিন্তু কোন নির্বাচন হয় নি। আমরা আসার পর দুইবার নির্বাচন করি। এই নটিফায়েড এরিয়ার যোগাযোগের ব্যবস্থা ছিল না। আমরা এই ৯ বছরে ২ কোটি ৪০ লক্ষ টাকার মতো নটিফায়েড এরিয়ার জন্য দিয়েছি।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীকাশীরাম রিয়াং।

শ্রীকাশীরাম রিয়াং :— মিঃ স্পীকার স্যার এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ৩১৪।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ৩১৪।

প্রশ্ন

১। আগরতলা পৌরসভার সুলভ ইন্টারনেশানেল কর্তৃপক্ষ সেনিটারি লেট্রিনের কাজ কবে থেকে আরম্ভ করা হইয়াছে.

১। আগরতলা পৌরসভায় সুলভ ইন্টারন্যাশানেল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সেনিটারী লেট্রিনের কাজ ১৯৮১ ৮২ ইং সনের ৩০শে ডিসেম্বর হইতে আরম্ভ করা হইয়াছিল।

প্রশ্ন	উত্তর
২। উক্ত কর্তৃপক্ষকে কাজ দেওয়ার ব্যাপারে পৌরসভায় কোন রিজলিউশ্যান গ্রহণ করা হইয়াছিল কিনা,	২। হ্যাঁ, উক্ত কর্তৃপক্ষকে কাজ দেওয়ার ব্যাপারে ২৯/১০/৮১ ইং তারিখে কমিশনারদের ১০৭তম সভায় চুক্তি বদ্ধ হওয়ার প্রস্তাব গ্রহণ করা হইয়াছিল।
৩। গ্রহণ করা হয়ে থাকলে কত টাকায় ঐ লেট্রিনগুলি করার জন্য উক্ত সংস্থার সাথে চুক্তি করা হইয়াছিল, এবং	৩। সর্ত্তানুযায়ী প্রতিটি লেট্রিন ২০০০ টাকায় তৈরী করার জন্য চুক্তি হইয়াছিল।
৪। উক্ত চুক্তি অনুসারে প্রতিটি লেট্রিনের খরচের পরিমান কত ধার্য্য হইয়াছিল ?	৪। এই একই, ২০০০ হাজার করে ধরা হয়েছিল।

শ্রীকাশীরাম রিয়াং :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানেন কিনা যে, উক্ত পরিমাণ টাকা পরবর্ত্তী কালে কমানো হইয়াছিল কিনা ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :— স্যার, লেট্রিনগুলি স্পেসিফিকেশান চেঞ্জ করার পর ওটা ১৭ শত টাকা করে একটা চুক্তি হয়। আবার ওটা চেঞ্জ করা হলো যখন জিনিষ-পত্রের দাম বাড়লো ওটা তখন ১৮ শত টাকার উপরে ধার্য্য করা হয়েছে।

শ্রীমানিক সরকার :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, এই সুলভ ইণ্টারন্যাশনাল আগরতলা শহরে ইদানিং কালে এবং রাজ্যের বিভিন্ন সাব-ডিভিশন্যাল হেড কোয়ার্টারগুলিতে যারা এই ধরনের সুলভ লেট্রিন তৈরী করার দায়িত্ব নিচ্ছেন তাদের সঙ্গে আগরতলা মিউনিসি-

প্যালিটির চুক্তি তাতে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের এই তথ্য জানা আছে কিনা যে, ৩ দফা অলোচনা করার পর এক একটা লেট্রিন করার জন্য তাদেরকে ১৮০০ টাকা দেওয়া হয় এবং তার মধ্যে একটা পারসেনটেইজ আছে যেটা সুলভ ইন্টারন্যাশনালের পক্ষ থেকে এই সমস্ত বিষয়গুলি ঠিক ঠিক মতো হচ্ছে কিনা সে কাজগুলি এখানে সুপারভাইজ করার জন্য ১৫ থেকে ২০ পারসেন্ট পর্য্যন্ত ধরা আছে। আমি যতকুটু জানি যে লাভ করার জন্য সংস্থাটা নয়, এটা একটা স্বেচ্ছা সেবামূলক সংস্থা, জনকল্যানমূলক সংস্থা হিসাবে কাজ করছে। কিন্তু এই ক্ষেত্রে লেট্রিন তৈরী করার পর লেট্রিন প্রতি ২৫০ টাকা থেকে ৩০০ টাকা পর্য্যন্ত তাদের নীট লাভ থাকছে, অথচ এই সুলভ ইন্টারন্যাশনালের আণ্ডারে আগরতলা শহরে যারা কাজ করছে, যারা কর্মচারী তারা ন্যূনতম বেতন পাচ্ছে এবং কনট্রাকটার যারা কাজ করছে সাধারণ কনট্রাকটারদের যে ধরনের পয়সা দেওয়া হয় তা থেকে তাদের কম দেওয়া হচ্ছে। সেই হিসাবে স্বভাবতই এই কর্মচারীরা এবং যারা কনট্রাকটারের কাজ করে তারা মিলিত ভাবে যারা এখানে দায়িত্ব নিয়েছেন তাদের কাছে গত এক বছর যাবৎ বার বার দাবী করছে, কিন্তু তাদের মজুরী সম্বন্ধে বার বার তাগিদ দেওয়া সত্বেও কোন আলোচনা হচ্ছে না। এই সংস্থায় কর্মরত কর্মচারী এবং শ্রমিকরা এবং কনট্রাকটাররা যারা কাজ করছে সুলভ ইন্টারন্যাশনালের যার দায়িত্বপূর্ণ অফিসার আছেন তাদের কাছে এবং আগরতলা মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যানের কাছে তারা আলাদাভাবে মেমোরেনডাম সাব-মিট করেছে এটা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের জানা আছে কিনা এবং যদি না জানা থাকে তাহলে এটা জেনে তাদের এই সমস্যার সুরাহা করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবেন কিনা ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :— স্যার, প্রথমে ২০০০ টাকা করে চুক্তি হয়। পরে ১.৪.৮২ তারিখে ঐ টাকা কমাইয়া ১,৭০০ টাকা (প্রতি লেট্রিন) করা হয়। তারপর আবার ১.৮.৮৪ ইং তারিখ হইতে সংশোধনী চুক্তি অনুসারে প্রতি লেট্রিন ১৮৫৮ টাকা হারে করানো হইতেছে। এখানে যে তথ্য আছে তাতে আমরা দেখছি ফাষ্ট যে এগ্রিমেন্ট হয়েছিল সেই এগ্রিমেন্টে এটা সত্যিই ছিল যে সুলভ ইন্টারন্যাশনালের লোকেরা বাড়ী বাড়ী গিয়ে পারসুয়েশ্যান করে তারা কেনডিডেইট ঠিক করবেন।

এবং মিউন্যাসিপ্যালিটির যে প্রেসক্রাইভড ফরম সেই ফরম পাঠাবেন, সেই ফরম মিউন্যসিপ্যলিটির সামনে উপস্থিত করবেন। এর পর মিউন্যাসিপ্যালিটি অনুমোদন দেবেন এই নীতিতে সিদ্ধান্ত হয়েছিল। আমার মনে হয় এইযে সমস্যাগুলি তাদের পারমুয়েশানটা সেই এলাকার নাগরিক কমিটি আছে তারা যদি দায়িত্ব গ্রহণ করে তাহলে সুবিধা হয়. সেই অবস্থা থেকে তারা কিরকম লাভ করছেন বা কিরকম পেমেণ্ট করছেন, কম পেমেণ্ট করছেন কিনা সেই তথ্য আমার কাছে নেই। তবে মাননীয় সদস্য যে বিষয়টির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন আমি এই সম্পর্কে খোঁজ খবর নেব। তবে এই দায়িত্ব মিউন্যাসিপ্যালিটিকে নিতে হবে।

মিঃ স্পীকার :– মাননীয় সদস্য শ্রী কুল দাস। মাননীয় সদস্য অনুপস্থিত। মাননীয় সদস্য শ্রীগোপাল দাস।

শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস :— অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং ৩৪০।

মিঃ স্পীকার :— অ্যাডমিটেড ষ্টারড্ কোয়েশ্চান নং ৩৪০।

শ্রীখগেন দাস :— অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং ৩৪০।

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য বিগত কংগ্রেস সরকারের আমলে উদয়পুর মহকুমার ফুলকুমারী রেভেনিউ মৌজার খতিয়ান নং ৫৩, প্লট নং ১০০ জনৈক অশ্বিনী কুমার ৫১ শতক বাস্তু ভূমি কোনরূপ এক্যুইজিশান ছাড়াই সরকার উক্ত জমির আগাম দখল নিয়ে যেখানে ষ্টাফ কোয়ার্টার ইত্যাদি নির্মান করা হয়েছে.

২। ইহাও কি সত্য যে উক্ত ব্যাক্তি অদ্যাবধিও জমির কোনরূপ ক্ষতিপূরণ পায় নাই,

৩। সত্য হইলে সরকার এ ব্যাপারে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন কি না?

উত্তর

১। তদন্তক্রমে জানা যায় যে জায়গাটি ১৯৬১ ইং সন হইতে পি, ডব্লিউ. ডি-র দখলে আছে। তবে সেখানে কোন ষ্টাফ কোয়ার্টার নির্মান করা হয় নাই।

২। এ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহাধীন আছে। সম্পূর্ণ তথ্য পাওয়ার পর উপযুক্ত ব্যবস্থা নেয়া হবে।

৩। বিষয়টি পূর্ত দপ্তরের গোচরে আনা হইবে।

মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি হাউসের সামনে বলতে চাই ঘটনাটি ১৯৬১ সনের। তখন ত্রিপুরা রাজ্যে ১টা জেলা ছিল। পি ডব্লিউ. ডি, দপ্তর আগরতলায় সেন্ট্রালাইজড ছিল। দুই নম্বর হচ্ছে যে ভদ্রলোকের নাম উল্লেখ করা হয়েছে তিনি আমার কাছে যে তথ্য আছে, ২৫ বছর আগে মারা গেছে। সবটা পি ডব্লিউ. ডির সংগে যোগাযোগ করে এই তথ্যটা সংগ্রহ করে পরবর্ত্তী সময়ে জানাতে পারব। একটু সময় লাগবে।

শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী জানাবেন কিনা এই যে অশ্বিনী কুমারের নাম উল্লেখ করা হয়েছে তার সংগে অন্যান্য জোতদার সেখানে ছিল সবই অ্যাকুজিশানের টাকা পেয়েছে। একটা ফ্যামিলি পেলনা। ২৫ বৎসর হয়েছে এই অজুহাতে খারিজ হয়ে যায়। কিন্তু প্রশ্ন হল এই অশ্বিনী কুমারের মৃত্যু সম্প্রতি হয়েছে। তার বিধবা স্ত্রী এবং ছেলে মেয়েরা আছে। এই ফ্যামিলির ভবিষ্যৎ কি হবে? এই ব্যাপারে সরকার সহানুভূতিশীল দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে বিচার করবেন কিনা সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীখগেন দাস :— আমি আগেই বলেছি, এখানে যে তথ্য পি, ডব্লি. ডি-র কাছ থেকে পাওয়া গেছে, ৬১ সনে যারা ছিল তারা এখন কেউ রিটায়ার করেছেন, হয়ত কেউ

বেচেঁ আছেন, কেউ নেই। খারিজের কোন প্রশ্ন আসতে পারে না। আমরা তদন্ত করে দেখব কোন পর্যায়ে আছে, কে কবে দখল নিয়েছে, কিভাবে দখল নিয়েছে। পি, ডব্লিউ, ডি-র সাথে যোগাযোগ করে আমরা নিশ্চয়ই দেখব।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীসুবোধ দাস।

শ্রীসুবোধ চন্দ্র দাস :— অ্যাডমিটেড ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নং ৩৫০।

মিঃ স্পীকার :— অ্যাডমিটেড ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নং ৩৫০।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :— অ্যাডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নং ৩৫০।

প্রশ্ন

১। ধর্মনগরে মাইক্রোওয়েভ সেণ্টার স্থাপনের কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না,

২। থাকিলে কোথায় স্থান নির্বাচন করা হয়েছে,

৩। আর না থাকিলে তার কারন ?

উত্তর

১। হ্যাঁ, পরিকল্পনা আছে।

২। ধর্মনগর মহকুমার মৌজা ধর্মনগরে।

৩। ১ নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন উঠেনা।

শ্রীসুবোধ চন্দ্র দাস :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, হাউসে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় আরো কয়েকবার জানিয়েছেন যে ধর্মনগরে মাইক্রোওয়েভ সেণ্টার স্থাপনের পরিকল্পনা সরকারের

আছে। আজও জানিয়েছেন। এইটা হবে কিনা এ নিয়ে সন্দেহ দেখা দিয়েছে। আমি বলতে চাই মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়-এর জানা আছে কিনা যে ধর্মনগর বাজারের প্রায় অভ্যন্তরে এক বড় জমিদারের, যে জমির উপর বহু ভাড়াটিয়া রয়েছে সেই জায়গাটা বসবাসকারীদের উচ্ছেদ করার জন্য সেই জমিদার মাইক্রোওয়েভ সেণ্টারের জন্য সরকারকে দিয়েছেন অথবা স্থানীয় জনপ্রতিধিদের সংগে কোন আলাপ আলোচনা না করেই এইটা ঠিক করা হয়েছে। গেজেট নোটিফিকেশান দেওয়া হয়েছে। অথচ এই জমির দখল সহজে পাওয়া যাবে না। এই অবস্থা মাননীয় মন্ত্রী জানেন কিনা এবং মাইক্রোওয়েভ সেণ্টার স্থাপন করা হবে যে বললেন তাহলে আগামী কত বৎসরে এই কাজ শুরু হবে, এইটা মাননীয় মন্ত্রী জানবেন কি ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :-- স্যার, এইটা আমাদের ত্রিপুরার সরকারী কোন দপ্তরওনা। দপ্তর না এই অর্থে বলছি, এইটা কেন্দ্রীয় সরকারের এইটা মাননীয় সদস্যদের নিশ্চয়ই জানা আছে। পারসুয়েশান করতে পারি চাপ দিতে পারি, এইটাই আমাদের পদ্ধতি। ল্যাণ্ড অ্যাকুইজিশন কোন কোন ল্যাণ্ড নেবে ওরা নিজেরা ঠিক করেছে অ্যাকুই-জিশান নোটিশ হয়েছে, পারটিসিপেশান দিয়েছেন ওরা ৭৪, জায়গার পরিমাণ ১.৭৯৫ একর। এখন জায়গা সিলেকশানের ব্যাপারে পরামর্শ এইটা কারণ ডাইরেক্টলি আমরা এইটার উপর হাত দিতে পারি না, কাজটা করার জন্য চাপ দিতে পারি। এর বেশী করা সম্ভব নয়।

শ্রীসুবোধ চন্দ্র দাস :— পয়েণ্ট অফ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার যেহেতু মাইক্রোওয়েভ সেণ্টার স্থাপনের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়েছে এই ব্যাপারে মাননীয় মন্ত্রী হস্তক্ষেপ করবেন কিনা এবং দপ্তরকে বলবেন কিনা এইখানে যেহেতু এই জায়গাতে হচ্ছে না, অন্য একটা জায়গাতে যেখানে কোন ভেজাল নেই সেই জায়গাতে করা যায় কিনা সেই ব্যবস্থা

করার জন্য উদ্যোগ নেওয়া হবে কিনা ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :— স্যার, এইটা সরকারের পক্ষ থেকে এই বিষয়টা আলোচনা করব, দেখব কি কি অসুবিধা আছে। তাড়াতাড়ির মধ্যে করা যায় কিনা সেটা দেখব।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীসুধীর মজুমদার।

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার :— অ্যাডমিটেড ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নং - ৩৬৪।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় :— অ্যাডমিটেড ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নং - ৩৬৪।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (পূর্তমন্ত্রী) :— অ্যাডমিটেড ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নং - ৩৬৪।

— প্রশ্ন —

১। ২৮শে ফেব্রুয়ারী ৮৬ইং পর্য্যন্ত রাজ্য পরিবহন নিগমে যাত্রীবাহী বাসের সংখ্যা কত ?

২। ১৯৮৫-৮৬ আর্থিক বৎসরে মোট কয়টি নূতন যাত্রীবাহী বাস কেনা হয়েছে, এবং

৩। মোট যাত্রীবাহী বাসের মধ্যে কয়টি এখন (২৮/২/৮৬ ইং) চালু অবস্থায় আছে, এবং

৪। অকেজো বাসগুলি চালু করার জন্য কর্তৃপক্ষ কি কি ব্যবস্থা গ্রহন করেছেন ?

— উত্তর —

১। ২৮শে ফেব্রুয়ারী ৮৬ইং পর্য্যন্ত রাজ্য পরিবহন নিগমে মোট বাসের সংখ্যা ১৩৫টি।

২। ১৯৮৫-৮৬ আর্থিক বৎসরে ২০টি নতুন যাত্রীবাহী বাস কেনা হইয়াছে।

৩। ২৮/২/৮৬ইং পর্য্যন্ত মোট ৮৬টি যাত্রীবাহী বাস চালু অবস্থায় আছে।

৪। অচল বাসগুলি মেজর, মিডিয়াম, এবং মাইনর রিপেয়ারের জন্য কৃষ্ণনগর সিটি বাস ডিপোতে, ধর্মনগর ডিপোতে এবং প্রয়োজনে অন্যত্র আছে।

শ্রী সুধীররঞ্জন মজুমদার : - মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যে হিসাব দিয়েছেন তার মধ্যে ৪৯টা বাস অকেজো অবস্থায় আছে এবং এখানে হাউসে বহু তথ্য আছে যে, বহু জায়গায় বাসের অভাবে যাত্রীদের দুর্ভোগ হচ্ছে। এই অবস্থায় এই বাসগুলিকে দ্রুত সারিয়ে এই সমস্যার সমাধান করা হবে কি না এবং এই বৎসর অর্থাৎ ১৯৮৬-৮৭ সালে কোন বাস কিনা হবে কি না, যদি সিদ্ধান্ত হয়ে থাকে তাহলে কতটা কিনা হবে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :— স্যার, আমি এখানে যেটা বলেছি সেটা হচ্ছে ছোটখাট ও মাঝারী মেরামত করা মানে রিপেয়ার করা হবে এবং তাতে সব মিলিয়ে ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত যে বাস নিয়েছি মেরামতের জন্য তা এই হিসাবের মধ্যে আছে। আমরা চেষ্টা করছি, তবে আমাদের ওয়ার্ক সপের যে ক্যাপাসিটি এবং এখানে গাড়ী মেরামতের যে বে-সরকারী ব্যবস্থা আছে তাতে এট-এ টাইম অনেকগুলি বাস আছে যেগুলির মেজর রিপেয়ার দরকার যেগুলি করা কঠিন সেগুলি আমরা বাহিরে থেকে মেরামত করে এনেছিলাম। কাজেই এইটাকে ষ্টেপিং করার জন্য আমরা দেখব কি করা যায়। এ বছর আমাদের আরও ৩০টা বাস কিনবার ইচ্ছা আছে, আই,ডি,এম, থেকে লোন নিয়ে। এইটা সম্পর্কে আমাদের কথাবার্ত্তা চলছে, অনেক দুর অগ্রসর হয়েছে এবং আশা করছি এই বছর আমরা তা করব।

মিঃ স্পীকার— মাননীয় সদস্য শ্রী ধীরেন্দ্র দেবনাথ।

শ্রী ধীরেন্দ্র দেবনাথ— এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার - ৪০৪,

শ্রী খগেন দাস— মিঃ স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটেড কোশ্চান নাম্বার - ৪০৪,

— প্রশ্ন —

১) পশ্চিম ত্রিপুরা নরসিংঘড় গাঁও সভায় সরকারী খাস ভূমি দখল করিয়া কত পরিবার বসবাস করিতেছেন ?

২) যে সকল পরিবার খাসভূমি দখল করিয়া বাড়ীঘর তৈরী করিয়া স্থায়ীভাবে বসবাস করিতেছেন ঐ সকল পরিবারগুলিকে দখলকৃত খাসভূমি বন্দোবস্ত দেওয়ার কোন পরিকল্পনা আছে কি না ?

৩) থাকিলে তাহা কবে নাগাদ কার্যাকরী হবে বলে আশা করা যায় ?

— উত্তর —

১) ১৭২টি পরিবার।

২) হ্যাঁ, ১৯৬০ইং সালের ভূমি বন্দোবস্ত নিয়মাবলী অনুসারে উপযুক্ত বিবেচিত হইলেই তাহাদের বিষয় বিবেচনা করা হইবে। তবে দখলধকৃত ভূমিই দেওয়া যাবে কি না এখনই বলা সম্ভব নয়।

৩) উক্ত এলাকার মৌজা রেকর্ড চূড়ান্ত করা হয়েছে। তবে তা সেটেলমেণ্ট ডিপার্টমেণ্টের রিভিশান সার্ভের আওতায় ছিল, রিভিশান সার্ভে শেষ হয়েছে, রেকর্ড ফাইনালী পাবলিসড হয়েছে। সুতরাং রেকর্ড ম্যাপ প্রিনটিং করে সেটেলমেণ্ট ডিপার্টমেণ্ট থেকে এস,ডি,ও, অফিসে যাবে। এর মধ্যে কোন কাজ করা সম্ভব হবে না, এস,ডি,ও, অফিস থেকে নূতন ভাবে এলটমেণ্ট দেওয়ার প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহন করা হবে এবং ডি এম অফিসে কাগজ ও ম্যাপ না যাওয়া পর্যান্ত এলটমেণ্ট-এর কাজ হাতে নেওয়া সম্ভব নয়।

শ্রীধীরেন্দ্র দেবনাথ :— সাপ্লিমেণ্টরী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি না যে, যে-সকল পরিবার খাস ভূমি দখল করেছে তারা ৭/৮ বছরের উপরে হয়েছে এবং বহু চেষ্টা করেও তাদের এলটমেণ্ট পাননি, এই ব্যাপারে তারা যাতে অতি সত্বর এইটা পায় এবং তাদের মধ্যে যারা গরীব ও ভূমিহীন তারা সরকার থেকে যে সাহায্য পাওয়ার কথা, তার কোন কিছু তারা পাচ্ছে না, ভূমিহীন বলে। কাজেই তারা এলটমেণ্ট না পাওয়া পর্যান্ত সরকারী সাহায্য থেকে তারা বঞ্চিত হচ্ছে, তাই অতি সত্বর যাতে তারা এলটমেণ্ট পায় তার জন্য বিবেচনা করবেন কি না মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীখগেন দাস :— আমি আগেই বলেছি কাগজ ডি, এম, অফিসে যাওয়ার পর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে।

শ্রীধীরেন্দ্র দেবনাথ :— তা কত দিনের মধ্যে তাদের এই ব্যবস্থা করা হবে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীখগেন দাস :— এইটা এখনই বলা সম্ভব না, কারণ কাগজ এখনও সেটেলমেন্ট অফিসে আছে, সেখান থেকে কাগজ ম্যাপ প্রিনটিং হয়ে ডি,এম, অফিসে যাবে, তার পর প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়া হবে।

মিঃ স্পীকার— মাননীয় সদস্য শ্রীসমীর দেব সরকার।

শ্রীসমীর দেব সরকার— মিঃ স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার-৪০৭,

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার— মিঃ স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার-৪০৭,

—প্রশ্ন—

১) আগরতলা থেকে খোয়াই পর্যন্ত টি,আর,টি,সি, গাড়ী (বাস) প্রতিদিন কতটি যাতায়াতের জন্য নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছে এবং ১৯৮৫ সালে ডিসেম্বর মাসে গড়ে প্রতিদিন কতটি গাড়ী যাতায়াত করেছে ?

—উত্তর—

১) আগরতলা হইতে খোয়াই রুটে প্রতিদিন উভয়দিক হইতে ৮টি করিয়া সার্ভিস যাতায়াতের জন্য নির্দ্দিষ্ট আছে টি,আর,টি,সি, গাড়ী। ১৯৮৫ইং সনের ডিসেম্বর মাসে গড়ে প্রতিদিন ৭টি করিয়া সার্ভিস উভয় দিক হইতে যাতায়াত করিয়াছে।

শ্রীসমীর দেব সরকার :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, আগরতলা থেকে খোয়াই পর্য্যন্ত যে টি, আর, টি, সি, গাড়ী যাচ্ছে তাদের সংখ্যা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যেটা উল্লেখ করেছেন, তার মধ্যে কতগুলি তেলিয়ামুড়া থেকে খোয়াই পর্য্যন্ত যাতায়াত করছে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার :— স্যার, আমি আগরতলা থেকে যে সব গাড়ী খোয়াই যাচ্ছে তার হিসাবটা আমি দিয়েছি। তা ছাড়াও তেলিয়ামুড়া থেকে খোয়াই সাটেল সার্ভিস দিচ্ছে। এ ছাড়া আরও ৪টা বাস আগরতলা থেকে তেলিয়ামুড়া হয়ে খোয়াই যাতায়াত করছে।

শ্রী ভানুলাল সাহা :— মিঃ স্পীকার স্যার, কোন প্রথম যাত্রীর পক্ষে কৃষ্ণনগর থেকে কোন বাসটা খোয়াই যাবে সেটা বোঝা সম্ভব নয়। কারণ কোন বোর্ড সেখানে থাকে না, এইটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কি ?

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার :— যদিও এইটা আলাদা প্রশ্ন, তবুও এইটা ঠিক যে, সব গাড়ীতে বোর্ড না থাকার জন্য গাড়ী কোথায় যাবে সেটা বোঝা যাত্রীদের পক্ষে কিছুটা অসুবিধা হয়।

শ্রীসমীর দেব সরকার :— আগরতলা থেকে খোয়াই যাওয়ার টি,আর,টি,সি, বাস-এর সংখ্যা বাড়ানোর কথা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বিবেচনা করবেন কি ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :— এই প্রশ্নটা সেই দিন উঠেছিল এবং আমি বলেছি আমাদের গাড়ীর সংখ্যা বাড়বে এবং এইটা আমরা দেখব।

শ্রীসুবোধ চন্দ্র দাস :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে, টি, আর, টি, সি, বাসগুলি কি কাছাড় ও করিমগঞ্জের যাত্রীদের সমস্যা সমাধানের জন্য, না কি ত্রিপুরা

যাত্রীদের সমস্যার অসুবিধা দূরীকরনের জন্য ? যদি তাই হয় তাহলে আমার আপত্তি নাই। আর যদি এইটা ত্রিপুরার যাত্রীদের জন্য হয়ে থাকে তাহলে কাছাড়, করিমগঞ্জ বা আসাম-এর জন্য এই বাস বাড়ানো হবে, না কি ত্রিপুরার যাত্রীদের সুবিধার জন্য বাড়ানো হবে ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :— বেশীর ভাগ রাজ্যেই ষ্টেইট সার্ভিস আছে এবং এখান থেকে ত্রিপুরার যাত্রী যারা কাছাড় ও করিমগঞ্জ যায় তাদের সুবিধার জন্য এইটা আমরা করেছি। এইটা ঠিক নয় যে শুধু আসাম বা কাছাড়ের লোকদের অসুবিধার জন্য করেছি। এই রকম ধারনা করা ঠিক নয়।

মিঃ স্পীকার :— কোয়েশ্চান আওয়ার শেষ। যে সমস্ত তারকা চিহ্নিত (*) প্রশ্নের মৌখিক উত্তর দেওয়া সম্ভব হয়নি সেগুলির লিখিত উত্তর এবং তারকা চিহ্ন বিহীন প্রশ্ন-গুলির উত্তরপত্র সভার টেবিলে রাখার জন্য আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের অনুরোধ করছি (ANNEXURES- "A" & "B")

ASSENT TO BILL

মিঃ স্পীকার :— একটি ঘোষনা, মাননীয় সদস্যদের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে নিম্নলিখিত বিলটিতে ত্রিপুরার মাননীয় রাজ্যপাল মহোদয় তাঁর সম্মতি দিয়েছেন। বিলটির নামের পার্শ্বেই মাননীয় রাজ্যপাল মহোদয়ের সম্মতির তারিখ জানাচ্ছি।

বিলের নাম	সম্মতির তারিখ
1. "The Tripura Appropriation (No.2) bill, 1986 (Tripura Bill No.1 of 1896)".	2.3.86.

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার :— মাননীয় স্পীকার স্যার, জিরো আওয়ারে এই সভার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এই জন্য যে সকলে জানেন যে পিয়ারলেসের কিছু কর্মী—

মিঃ স্পীকার :— এটার একটা নোটিশ আছে।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী (মুখ্যমন্ত্রী) :— এটার একটা নোটিশ আছে স্যার, এই মিটিং-এ উঠবে

ADOPTION OF A MOTION

মিঃ স্পীকার :— অন্য আইটেমে যাওয়ার আগে আমি মাননীয় সদস্যদের জানাতে চাই যে, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ের নিকট হতে আমেরিকা সাম্রাজ্যবাদ কর্তৃক সম্প্রতি লিবিয়ার উপর আক্রকনেয় ব্যাপারে একটি মোশনের নোটিশ পেয়েছি। আমি সেটি হাউজে উত্থাপনের অনুমতি দিয়েছি। বিধান সভার নিয়ম ও কার্য্য বিধির ২৩৭ নং ধারা অনুসারে উক্ত বিষয়ে আলোচনার ব্যাপারে সময় নির্ধারনের জন্য হাউসের সম্মতির প্রয়োজন। এ ব্যাপারে আলোচনার সময় নির্দ্ধারনের জন্য লিডার অব্ দি হাউজ— হাউজের অনুমতি চেয়ে মোশন মুভ করতে পারেন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমি লিবিয়ার উপরে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের আক্রমণের পরিপ্রেক্ষিতে একটি নোটিশ মোশন আকারে আনার জন্য দিয়েছি, যেটা বিধানসভার নিয়ম ও কার্য্যবিধির ২৩৭ নং ধারা অনুযায়ী এই হাউজ আনতে অনুমতি দেবেন।

মিঃ স্পীকার :— আমি এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত মোশনটি ভোটে দিচ্ছি।

[ভোটে মোশনটি সভায় উত্থাপনের জন্য অনুমতি দেওয়া হয়।]

আমি এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করব মোশনটি সভায় উত্থাপন করার জন্য।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমার মোশনটি হল—প্রেসিডেন্ট রেগনের নেতৃত্বে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ দ্বিতীয়বার লিবিয়ার সীমান্ত লংঘন করে সিদ্রা উপ-সাগরে লিবিয়ার রণতরীর উপর হামলা চালিয়েছে। লিবিয়ার অবরোধ করার সিদ্ধান্ত কার্য্যকরী করার জন্যই এই ধরণের প্ররোচনা মূলক হামলা। সারা বিশ্বের গণতন্ত্র প্রিয় দেশসমূহ, ভারত সমেত এশিয়ার দেশ সমূহ, বিশেষ করে আরব দেশসমূহ এই হামলার বিরুদ্ধে তীব্র ধীক্কার জানিয়েছেন।

ত্রিপুরা বিধানসভা সারা বিশ্বের সাথে এবং ভারত সরকারের সাথে সমকণ্ঠে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের এই হামলার নিন্দা করছেন। লিবিয়ার দরিয়া থেকে এবং আরব দুনিয়া থেকে ৬ষ্ঠ নৌবহর সহ সমস্ত যুদ্ধ উপকরণ প্রত্যাহার করে নিয়ে যাওয়ার জন্য দাবী জানাচ্ছেন।

বিধানসভা এই মতামত ভারত সরকারের নিকট পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন।

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্যবৃন্দ, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় যে মোশনটি হাউজে এনেছেন আশা করি সেটার উপর আলোচনার কোন প্রয়োজন নেই।

শ্রীজওহর সাহা ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার, একটু আলোচনা হলে ভাল হত।

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্য এটা আলোচনার কোন প্রয়োজন নাই কারণ ত্রিপুরা বিধানসভার ঐক্য মত ভারত সরকারের কাছে পাঠান হচ্ছে। আমি এখন মোশনটি ভোটে দিচ্ছি। মোশনটি হল—প্রেসিডেন্ট রেগনের নেতৃত্বে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ দ্বিতীয়-বার লিবিয়ার সীমান্ত লংঘন করে সিদ্রা উপ-সাগরে লিবিয়ার রণতরীর উপর হামলা চালি-য়েছে। লিবিয়াকে অবরোধ করার সিদ্ধান্ত কার্য্যকরী করার জন্যই এই ধরণের প্ররোচনা-মূলক হামলা। সারা বিশ্বের গণতন্ত্রপ্রিয় দেশসমূহ, ভারত সমেত এশিয়ার দেশ সমূহ, বিশেষ করে আরব দেশ সমূহ এই হামলার বিরুদ্ধে তীব্র ধীক্কার জানিয়েছেন।

ত্রিপুরা বিধানসভা সারা বিশ্বের সাথে এবং ভারত সরকারের সাথে সমকণ্ঠে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের এই হামলার নিন্দা করছেন। লিবিয়ার দরিয়া থেকে এবং আরব দুনিয়া

থেকে ৬ষ্ঠ নৌ-বহর সহ সমস্ত যুদ্ধ উপকরণ প্রত্যাহার করে নিয়ে যাওয়ার জন্য দাবী জানা চ্ছেন।

বিধানসভা এই মতামত ভারত সরকারের নিকট পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন।

আমি মনে করি যেহেতু কেউ না বলেননি সেহেতু মোশনটি সর্ব্ব-সম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

REFERENCE PERIOD

মিঃ স্পীকার :— এবার রেফারেন্স পিরিয়ড। আমি একটি নোটিশ পেয়েছি মাননীয় সদস্য শ্রী বসিত আলী মহোদয় থেকে। আমি এখন মাননীয় সদস্য শ্রীবসিত আলী মহোদয়কে অনুরোধ করছি নোটিশটি পড়ে দিতে।

সৈয়দ বসিত আলী :— মাননীয় স্পীকার স্যার. আমার ২টা নোটিশ ছিল, এখন কোনটা পড়ব।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য, আপনার ১টা এসেছে. এখন আপনি যেটা চান সেটা পড়তে পারেন।

সৈয়দ বসিত আলী :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমার নোটিশটি হল "জাগরণ পত্রিকায় গত ২৩-৩-৮৬ ইং প্রকাশিত সংবাদ " মাতৃভাষার মর্যাদার জন্য বিষ্ণুপ্রিয়া মনিপুরীরা আন্দোলনে নেমেছেন, এই শিরোনামে সংবাদ প্রচারিত অনুযায়ী গত ১৪ই মার্চ হইতে উত্তর ত্রিপুরার বিভিন্ন জায়গায় বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ সম্পর্কে।

মিঃ স্পীকার :— আমি এখন মাননীয় ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি এই বিষয়ের উপর একটি বিবৃতি দিতে। যদি তিনি আজ দিতে অপারগ হন তাহলে আমাকে পরবর্ত্তী একটি তারিখ জানাবে সেদিন তিনি বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী (মুখ্যমন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এই সম্পর্কে আমি ৩১শে মার্চ একটি বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার :— আরেকটি রেফারেন্স পিরিয়ডের নোটিশ আমি মাননীয় সদস্য শ্রীমতিলাল সরকার মহোদয় থেকে পেয়েছি। আমি এখন মাননীয় সদস্যকে ওনার নোটিশটি পড়ার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীমতিলাল সরকার :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমার নোটিশটি হল— "গত ২৪শে মার্চ ১৯৮৬ ইং "ডেইলি দেশের কথা" পত্রিকায় প্রকাশিত রাজ্য কং (ই)-এর অন্যতম সাধারণ সম্পাদক কর্তৃক ভারতীয় যুব কং-ই-এর সভাপতির নিকট রাজ্য যুব কং(ই)-এর সভাপতি সম্পর্কে দেওয়া চিঠি সম্পর্কে"।

মিঃ স্পীকার :— এখন আমি মাননীয় ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি এই নোটিশটির উপর একটি বিবৃতি দিতে। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে আমাকে পরবর্তী একটি তারিখ জানাবেন যেদিন তিনি বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী (মুখ্যমন্ত্রী) : মাননীয় স্পীকার স্যার, এই বিষয়ে এখনি আমি হাউজের সামনে একটি বিবৃতি দিতে পারব। কারণ রাজ্য সরকারের খুব বেশী বক্তব্য এ সম্পর্কে নাই। তবে এই বিধানসভার একজন দায়িত্বশীল সদস্য সর্ব ভারতীয় যুব কংগ্রেস-(ই)র সভাপতির কাছে একটা চিঠি লিখেছেন এবং সে চিঠির একটি কপি স্থানীয় দৈনিক পত্রিকায় বেরিয়েছে। সে চিঠি কতখানি জেনুইন তা রাজ্য সরকার তলিয়ে দেখছেন, কিন্তু চিঠির বয়ানটা খুব উদ্বেগজনক এইজন্য যে এখানকার যুব কংগ্রেস- ই,র প্রধান শ্রীবীরজিৎ সিনহার দিকে ইঙ্গিত করে লেখা বলে যতটুকু মনে হয়। চিঠিটা লেখা হয়েছে রাজ্য কংগ্রেস-(ই র অন্যতম সাধারণ সম্পাদক হিসাবে।

এইখানে একজন বিধায়ক আছেন তাঁর নামে এই চিঠিটা লেখা হয়েছে এবং কংগ্রেস (আই)—এর প্যাডেই সেটা লিখা হয়েছে। সুতরাং আমরা সেটাকে উড়িয়ে দিতে পারি না। চিঠিটির বয়ান হচ্ছে শ্রীবীরজিৎ সিনহা তার নাম বলা না হলেও চিঠির বয়ান থেকেই সেটা বুঝা যায়, তিনি একজন উগ্রপন্থী হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে মনিপুরে যে পি, এল ও, রয়েছে তার সঙ্গে তিনি যুক্ত বলে বলা হয়েছে। সাম্রাজ্যবাদী যে শক্তি ব্রহ্মপুত্র উপত্যকামীর উপরে একটা ষড়যন্ত্র করছে সেই ষড়যন্ত্রকে কার্য্যকরী করবার জন্য তারা চেষ্টা

করছেন। তাদের সঙ্গে তিনি যুক্ত বলেও ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। কাজেই আমরা খুবই উদ্বিগ্ন যদি সত্যি সত্যি এটা হয়ে থাকে তাহলে এটা খুবই উদ্বেগের কথা এবং নিঃশ্চয়ই রাজ্য সরকার সমগ্র বিষয়টি তদন্ত করে দেখবেন।

শ্রীশ্যামাচরন ত্রিপুরা :— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেসান স্যার, এখানে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় যে বিধায়কের কথা বলেছেন সেই বিধায়কের নাম করাটা কি কোন অসুবিধা হবে? যদি তা না হবে তবে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় উক্ত বিধায়কের নাম আমাদের জানাবেন কি না?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী : মিঃ স্পীকার স্যার, এই বিধায়ক তো হাউসেই উপস্থিত আছেন।

শ্রীশ্যামাচরন ত্রিপুরা :— মিঃ স্পীকার স্যার, যেহেতু এই চিঠিটি উক্ত বিধায়ক লিখেছেন সেহেতু উনার নাম বলতে তো কোন অসুবিধা রয়েছে বলে মনে করিনা।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— মিঃ স্পীকার স্যার, উক্ত বিধায়কের নাম বলতে কোন অসুবিধা নাই। কারণ তার সাক্ষরও এই চিঠিতে রয়েছে। তিনি হচ্ছে মাননীয় সদস্য শ্রীকাশীরাম রিয়াং।

মিঃ স্পীকার :— আমি আজ মাননীয় সদস্য শ্রীযাদব মজুমদার মহাশয়ের নিকট হতে একটি রেফারেন্স পিরিয়ডের নোটিশ পেয়েছি। আমি মাননীয় সদস্য শ্রীযাদব মজুমদার মহাশয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন দাঁড়িয়ে তাঁর নোটিশটির বিষয়বস্তু উল্লেখ করেন।

শ্রীযাদব মজুমদার :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমার রেফারেন্স পিরিয়ডের নোটিশটির বিষয়বস্তু হচ্ছে - "সম্প্রতি পানিসাগর ব্লকের অন্তর্গত বিষ্ণুপুর গাঁও সভার কংগ্রেস (ই) উপ প্রধান আব্দুল রহিম সহ আরো কয়েকজন কালোবাজারীর একটা চক্র বাংলাদেশের চট্টগ্রাম ও অন্যান্য অঞ্চলে চামড়া, ছন বাঁশ, ইত্যাদি পাচারের অভিযোগের ঘটনা সম্পর্কে।"

মিঃ স্পীকার :— আমি ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়কে এই বিষয়ের উপর তাঁহার বক্তব্য রাখার জন্য আহ্বান করছি। যদি তিনি এক্ষুনি প্রস্তুত না থাকেন তবে সময় চাইতে পারেন এবং আজ কখন অথবা পরে কবে তিনি বক্তব্য রাখতে পারবেন তাহা অনুগ্রহ করে জানান।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমি আগামী ৩১শে মার্চ, ১৯৮৬ইং তারিখে এই বিষয়ের উপর বিবৃতি দিতে পারব।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় আগামী ৩১শে মার্চ, ১৯৮৬ইং তারিখে এই বিষয়ের উপর একটি বিবৃতি দিতে পারবেন।

সভার পরবর্তী কার্য্যসূচি হলো— "রেফারেন্স পিরিয়ড"। গত ২১-৩-৮৬ইং তারিখে মাননীয় সদস্য শ্রীনকুল দাস মহাশয় কর্তৃক উত্থাপিত নিম্নে উল্লেখিত বিষয়বস্তুর উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। এখন আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি নিম্নোক্ত বিষয়বস্তুর উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য।

বিষয়বস্তু হলো :— সম্প্রতি অমরপুর মহকুমার ডুম্বুরনগর ব্লক এলাকা থেকে কিছু সংখ্যক রিয়াং পরিবার আসামে জায়গা নিতে যাওয়া সম্পর্কে।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ডুম্বুরনগর ব্লক এলাকার ৪৭টি উপজাতি পরিবার আসামের কাছাড় জেলায় চলে গেছেন। এই ৪৭টি পরিবারের মধ্যে ২৭টি পরিবার ভগীরথ গাঁওসভা ও বাকী ২০টি পরিবার দলপতি গাঁওসভা থেকে চলে যায়।

দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা শাসক, অমরপুরের মহকুমা শাসক ও ডুম্বুরনগরের বি,ডি,ও, সহ উক্ত দুটি এলাকা সফর করে একটি প্রতিবেদন পেশ করেছেন। তার উপর আমি আমার বক্তব্য রাখছি।

দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা শাসক তার রিপোর্টে বলেছেন যে, ভাল জুম চাষের জন্য জমির সন্ধানে এই সব পরিবার কাছাড় জেলায় চলে যেতে প্রলুব্ধ হয়। সেখান থেকে দুজন

লোক একজন পুরুষ রিয়াং এবং একটি মেয়ে রিয়াং তারা এসে এদের বলে যে, গত বৎসর এখানে ভাল জুম চাষ হয় নাই, কিন্তু কাছার জেলায় সেখানে ভাল জমি আছে, সেখানে গেলে তারা জুম চাষ করতে পারবে এবং এভাবে এই দুজন তাদের সেখানে চলে যেতে প্রলুব্ধ করে। গত বৎসর আশানুরূপ জুম চাষ না হওয়ায় জুম চাষের উপর নির্ভরশীল এই সকল পরিবারগুলি সেখানে চলে যায়। তারা যেসব জায়গায় চলে গেছেন এবং কোথায় কোথায় গেছেন তাহা খুঁজে বের করবার জন্য আমরা আসাম সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করেছি এবং তাদের খুঁজে বের করবার চেষ্টা করছি। ইতিমধ্যে যাতে কাউকে চলে যেতে না হয় সেজন্য সরকার তরফ থেকে কয়েকটি ব্লক চিহ্নিত করেছি সেসব ব্লকগুলিতে ব্যাপক-ভাবে জুমের সাহায্য করার জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সে সব ব্লকগুলি হচ্ছে—(১) কাঞ্চনপুর, (২) সালেমা, (৩) ছামনু, (৪) ডুম্বুরনগর, (৫) সাত-চাঁদ, (৬) তেলিয়ামুড়া।

এই সব জায়গায় যে সব জুমিয়া পরিবার রয়েছে তাদের গত ১৭ই মার্চ থেকে বাকিতে (অন্ ক্রেডিট) রেশন দোকান থেকে দু মাসের জন্য রেশন দেওয়া হচ্ছে, যাতে কাউকে আর না খেয়ে থাকতে হয়। চাল এই সব এলাকায় অনেক কম দামে বিক্রি করা হয়। এছাড়া অন্যান্য ব্যাপক কাজের ব্যবস্থা সেখানে করা হয়েছে— যেমন তাদের জুমের বীজ বিনা পয়সায় বিলি করা শুরু করা হয়েছে। এবং এখনো যাদের মেষ্টা পাট অবিক্রিত রয়ে গেছে তারা যাতে সে মেষ্টা পাট বিক্রি করতে পারেন তার জন্য আমরা ল্যাম্পস্গুলিকে নির্দেশ দিয়েছি যে তারা যেন পাট কেনার কাজ অব্যাহত রাখেন। এই ভাবে এই সব এলাকায় জুম চাষের উপর নির্ভরশীল পরিবারদের বিভিন্নভাবে সাহায্য করা হচ্ছে। কাজেই এটা ঠিক নয় যে, রেশন তাদের কাছে ঠিকমত পৌঁছাচ্ছে না। কোন কোন মাননীয় সদস্য বলেছেন যে, তাদের অনেক দূর থেকে গিয়ে রেশন আনতে হয়- এবং অনেক সময় দেখা যায় যে রেশন দোকানে হয়তো চাল নেই- কিন্তু এই সব তথ্য ভিত্তি-হীন। রেশন সেখানে ঠিক মত যাচ্ছে। তবে অনেক সময় যান বাহনের অসুবিধার জন্য হয়তো দু একদিন দেরী হতে পারে। কিন্তু কোন দোকানে বা কোন গোডাউনে রেশন চাল নেই এমন কোন তথ্য আপনারা দিতে পারবেন না।

মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্যদের অনুরোধ করব এই সব এলাকাগুলি অত্যন্ত দুর্গম এটা তারা জানেন। কাজেই সেখানে রেশন পাঠানো অত্যন্ত কঠিন কারন এই এলাকায় বিভিন্ন সন্ত্রাসমূলক কাজ চালানো হচ্ছে। এরমধ্যে দাঁড়িয়ে এই সব এলাকায় প্রত্যেকটি জুমিয়া পরিবারের কাছে সাহায্য পাঠানো অত্যন্ত কঠিন কাজ। এই কাজে আশা করি সকলেই সহযোগীতা করবেন, এমন কোন কাজ আপনারা করবেন না যেন এই কাজ ব্যাহত হয়। এই কাজটি কোন দল হিসাবে নয় ত্রিপুরার একটি সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। আমরা আমাদেন সবগুলি ডিপার্টমেণ্টকে বলেছি যে, তারা যেন ব্যাপক উদ্যোগ নেন। যাতে এই সব এলাকায় কাউকে না খেয়ে থাকতে না হয়।

আমি আশা করছি যে যারা গেছে তাদের তো ফিরিয়ে আনার সম্ভাবনা নাই-ই, আর কোন পরিবার যাতে ত্রিপুরা রাজ্য থেকে না যান। জমির লোভ, চাষের লেভ দেখিয়ে বিভিন্ন সময়ে তাদের যে উস্কানি না দেওয়া হয় তা নয়। এর আগেও অমরপুর থেকে উস্কানি দিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, তারা ফিরে এসেছে, চাকমা কিছু গিয়েছিল, তারাও ফিরে এসেছে। আমরা অনেক সুযোগ সুবিধা জুমিয়াদের জন্য সৃষ্টি করেছি এবং সমগ্র এলাকার জন্য আমরা একটা প্রজেক্ট নিয়েছি। বর্ডার প্রজেক্ট নামে একটা প্রজেক্ট।

শ্রীভানুলাল সাহা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এটা জানেন কিনা যে এই সমস্ত দুর্গম অঞ্চলে যে সমস্ত ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে সেগুলি আর্থাৎ জিনিষপত্র সবরাহ করা, সেগুলি পৌছে দেওয়ার জন্য প্রশাসনিক ক্রটি বিচ্যুতি রয়েছে ? এবং এটা জানাবেন কিনা যে সেই প্রশাসনিক ক্রটি বিচ্যুতিগুলি দূর করার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে কিনা ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— স্যার, প্রশাসনিক ব্যবস্থা ব্লক পর্যায়ে রয়েছে এবং সেটা কাজ করার পক্ষে উপযুক্ত।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এটা জানেন কিনা যে ভগীরথ, এটা নোয়াতিয়া অধ্যুষিত, চাকমা নয়। তারা আসামের শিলচর জেলার কাটাখাল এলাকাতেই বেশী যায়। রিয়াং, চাকমা, ত্রিপুরী, এই তিনটি সম্প্রদায়ই যায়। তারা যেখানে গেছে সেখানে কোন কালটিভেবল ল্যাণ্ড নাই। জুম আছে, সেটা আণ্ডার ফরেষ্ট রিজার্ভ। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা যে যারা ত্রিপুরী তারা যাতে ২/৩ বছর অন্তর ফরেষ্ট কর্মচারীদের দ্বারা নিগৃহীত না হয়ে এবং কোনরকম উস্কানির শিকার না হয়ে ত্রিপুরা ছেড়ে

চলে যেতে না পারে সেজন্য সরকার ব্যবস্থা নেবেন কিনা ? ব্রহ্মছড়া থেকে ঐ এলাকা অত্যধিক দূর বলে নিয়মিত চাল সরবরাহ করা বা ট্রেন্সপোর্টেশান অত্যন্ত কঠিন, সেজন্য সেখানে রেগুলার চাল পৌছায় না, সেটা জানা আছে কিনা এবং তার জন্য কি ইমিডিয়েট ব্যবস্থা নেবেন ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— আসামের ঐ এলাকা সম্বন্ধে আমার কোন ভাল ধারণা নেই। যারা আছে দুর্গম এলাকাতে তাদের খোঁজ খবর পাওয়া কঠিন। এমনও আমি শুনেছি, যারা রিপোর্ট সংগ্রহ করেছেন জমিওয়ালা লোকও জমি বিক্রি করে দিয়ে চলে গেছে। এটা দূর্ভাগ্যজনক। তাদের প্রলোভন দেখানো হয়েছে যে ঐখানে গেলে তারা আরও বেশী লাভ পাবেন, সুযোগ সুবিধা পাবেন। আর রেশনের কথা যেটা বলেছেন, তিন দিন পায়ে হেঁটে যেতে হয়, মানুষের কাঁধে করে রেশন নিয়ে যেতে হয়। সেই কাজে বিলম্ব হওয়া স্বাভাবিক। হয়ত যে ডিলারের বিরুদ্ধে অভিযোগ আছে সেই ডিলারকেই কাজে লাগাতে হবে। দশ বস্তার জায়গায় এক বস্তা চাল হয়ত সে বিক্রি করে দিতে পারে। সেই জায়গাতে সরকারের তরফ থেকে কোন রেশনের দোকান খোলা যায় কিনা চেষ্টা চলছে। আমরা কোন কোন জায়গায় প্রস্তাব করেছিলাল যে বি,এস,এফ, এই কাজটা হাতে নিক। তাছাড়া সরকারের প্রত্যক্ষ পরিচালনাধীনে ল্যাপস্ প্যাকস্ ইত্যাদির সাহায্যে নেওয়া যায় কিনা সেটাও দেখা হবে।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের কাছে এই তথ্য আছে কিনা যে যেসব এলাকা থেকে গেছে সেটা খুব নগণ্য সংখ্যার কথা বলেছেন। সালেমা ব্লকের অন্তর্গত চাকমা গাওসভা থেকে অনেক পরিবার চলে গেছে এবং ডুম্বুরনগর ব্লক এরিয়াতে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে মহকুমা শাসক এবং ডি,এম, গিয়েছেন সেখানে, ডি,এম, শুধু জয়রামবাড়ীতে গিয়েছেন সেখানে আর মহকুমা শাসক শুধু ভগীরথ পাড়াতে গিয়েছেন। আরও অনেক জায়গা আছে সেখানে যায়নি। ১৩৪টি পরিবার ঐসব জায়গা থেকে চলে গেছে, আমি প্রত্যেকটি গ্রামে তদন্ত করে দেখেছি। আমি মাননীয় মন্ত্রী-মহোদয়ের কাছে একটা লিষ্ট দিয়েছিলাম। এটা তদন্ত করে দেখা হবে কিনা এবং মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন চাল ঐসব এলাকাতে সরবরাহ করা হয়েছে। কিন্তু আমি সম্প্রতি সেখান থেকে এসেছি, কিন্তু এখন অবধি রাধানগর এবং ভগীরথ গাওসভায় কোন চাল দেওয়া হচ্ছে না এবং শুধু গণ্ডাছড়াতে দেওয়া হচ্ছে। এইসব ব্যাপারে কি ব্যবস্থা নেবেন মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— স্যার, সালেমাতে চাউল পাঠানো হয়েছে এবং চাউল পাওয়া যাচ্ছে। হয়তো উনি যেসব পরিবারের কথা বলছেন, তাদের চিহ্নিত করতে কিছুটা সময় লেগেছে। কাজেই উনি যে বলছেন সমস্ত চাউল গণ্ডাছড়া থেকে আনতে হচ্ছে, এটা ঠিক নয়। ডি, এম থেকে আমি যেসব তথ্য পেয়েছি, তার ভিত্তিতেই বলছি যে মাননীয় সদস্য এখানে যেটা বলছেন, এটা আদৌ ঠিক নয়।

মিঃ স্পীকার :— গত ২৪/৩/৮৬ ইং তারিখে মাননীয় সদস্য শ্রীহরিচরণ সরকার মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত বিষয়বস্তুর উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। তাঁর উল্লেখিত বিষয়বস্তুটি হল— "গত ১০ই মার্চ রাত্রি অনুমান ৮-৩০ মিঃ ছেছুরিয়া বাজারের বৃহদাংশ এক বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে ভস্মীভূত হয়ে যাওয়া সম্পর্কে।" আমি এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে উপরি-উল্লেখিত বিষয়বস্তুটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— মাননীয় স্পীকার, স্যার, গত ১০/৩/৮৬ ইং তারিখ রাত অনুমান ৭-৩০ মিঃ সময় সিধাই থানার অন্তর্গত ফটিকছড়া গ্রামের ছেছুরিয়া বাজারে এক বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড ঘটে। অনুমান জ্বলন্ত বিড়ি অথবা সিগারেট হতে এই অগ্নিকাণ্ডের সূত্রপাত। আগরতলা হতে ছেছুরিয়ার দূরত্ব ২২ কিঃ মিঃ। অকন্ধুতিনগর পুলিশ টাওয়ারে টেলিফোন মারফত এই অগ্নিকাণ্ডের খবর আসা মাত্র আগরতলা ফায়ার সার্ভিস হতে অগ্নি নির্বাপক কর্মীরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেখতে পায় যে আগুন বাজারের প্রায় সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। অগ্নিনির্বাচক কেন্দ্রের কর্মীদের এক ঘণ্টার প্রচেষ্টায় আগুন আয়ত্বে আসে। উক্ত অগ্নিকাণ্ডের ফলে বাজারস্থিত ২০টি দোকান ঘর সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয় এবং ৩ টির আংশিক ক্ষতি হয়। তাছাড়া ১৬টি বাচাই ঘর সম্পূর্ণ পুড়ে যায়। ক্ষতির পরিমাণ ২ লক্ষ ৬৮ হাজার ২ শত টাকা। ক্ষতিগ্রস্ত ২৯টি দোকান মালিকদের প্রত্যেককে ৫০ টাকা করে মোট ১, ৯৫০ টাকা সাময়িক সাহায্য দেওয়া হয়। ঐ অগ্নিকাণ্ডে ২, ৭০০ কে, জি চাউল, ৮০০ কে, জি, গম ১৬০০ কে, জি লবণ এবং ৬০০ লিটার কেরোসিন তেল সহ একটি রেশন দোকানও পুড়ে যায়। ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের আরও আর্থিক সাহায্য দেওয়ার বিষয়টি সরকার বিবেচনা করছেন।

এই অগ্নিকাণ্ডে কোন হতাহতের ঘটনা ঘটে নাই। ঘটনাটির তদন্ত চলছে।

শ্রীহরিচরণ সরকার :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, যারা এই অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন, তাদের বেশীর ভাগই অত্যন্ত গরীব বা ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী। তারা কোন মতে এসব ব্যবসা করে নিজেদের পরিবারের ভরণ পোষণ করে এবং এক্ষুণি যদি তারা পুনঃরায় ব্যবসা শুরু না করে, তবে তাদের পরিবারের লোকজন—এর ভরণ পোষণ করা অসম্ভব হবে। সুতরাং তারা যাতে তাড়াতাড়ি বাচাই ঘর তৈরী করে অন্তত তাদের ব্যবসা শুরু করতে পারে তার জন্য সরকার তাদেরকে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে টার্পলিন দিয়ে এবং অর্থ দিয়ে সাহায্য করবেন কিনা, জানাবেন কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— এ্যাসেসমেণ্ট করার আগ পর্য্যন্ত তাদের আর বেশী সাহায্য করা যাবে না, কারণ ইতিমধ্যে তাদের কিছু সাময়িক সাহায্য দেওয়া হয়ে গেছে। এ্যাসেসমেণ্টটা যাতে তাড়াতাড়ি হয়, সেজন্য আমি মাননীয় সদস্যকে এস. ডি. ও অফিসের কর্মচারীদের সহযোগিতা করার আবেদন রাখছি, যাতে এ্যাসেসমেণ্ট রিপোর্ট পাওয়ার সংগে সংগে ক্ষতিগ্রস্ত লোকেরা সাহায্য পেতে পারে।

CALLING ATTENTION

মিঃ স্পীকার :— আমি মাননীয় সদস্য শ্রীধীরেন্দ্র দেবনাথ মহোদয়ের কাছ থেকে একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পেয়েছি। তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের বিষয়বস্তু হল— "গত ১৫ই মার্চ রাত আনুমানিক ১০ ঘটিকায় সদর মহকুমার কামালঘাট বাজারের অর্ধেক অংশ অগ্নিকাণ্ডে ভস্মীভূত হয়ে যাওয়ার ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হওয়া সম্পর্কে।"

আমি, মাননীয় সদস্য কর্তৃক দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবটি উত্থাপনে সম্মতি দিয়েছি।

আমি এখন মাননীয় ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়কে এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। তিনি যদি আজ তাঁর বিবৃতি দিতে অপরাগ হন, তবে তিনি কবে এই বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন অনুগ্রহ করে আমাকে জানাবেন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— স্যার, আমি আগামী ২৯শে মার্চ তারিখে এই বিষয়ে হাউসের সামনে আমার বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় আগামী ২৯শে মার্চ তারিখে এই বিষয়ে তাঁর বিবৃতি দিতে রাজী হয়েছেন।

আমি, মাননীয় সদস্য শ্রীসুবোধ চন্দ্র দাস মহোদয়ের কাছ থেকে আর একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পেয়েছি,। তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির বিষয়বস্তু হল— গত ১৮ই ফেব্রুয়ারী কাঞ্চনপুরে বিধায়ক শ্রী লেনপ্রসাদ মলসই—এর উপর সেনা বাহিনীর লোকদের দ্বারা হামলা করা সম্পর্কে। আমি, মাননীয় সদস্য কর্তৃক দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবটি উত্থাপনে সম্মতি দিয়েছি।

আমি, এখন ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়কে এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। তিনি যদি আজ তাঁর বিবৃতি দিতে অপরাগ হন, তবে কবে তিনি এই বিষয়ে তাঁর বিবৃতি দিতে পারবেন, অনুগ্রহ করে আমাকে জানাবেন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী : — স্যার, আমি আগামী ২৯শে মার্চ তারিখে এই বিষয়ে হাউসের সামনে আমার বিবৃতি রাখব।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় আগামী ২৯শে মার্চ তারিখে এই বিষয়ের উপর একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছেন। আজ, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় মাননীয় সদস্য শ্রীতরিনী মোহন সিনহা মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। মাননীয় সদস্যের দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির বিষয়-বস্তু হল — 'গত ১৪ই মার্চ, ১৯৮৬ ইং ফটিকরায় থানা এলাকাধীন কাঞ্চনছড়া গ্রামে মার্কস--বাদী কমিউনিষ্ট পার্টির বিভাগীয় সদস্য, গণমুক্তি পরিষদের রাজ্য কমিটির সদস্য এবং কাঞ্চনছড়া গাঁও সভার সদস্য কমঃ গজেন্দ্র ত্রিপুরাকে খুন করার উদ্দেশ্যে কতিপয় দুষ্কৃতিকারী শ্রীত্রিপুরার বাড়ীতে গিয়ে শ্রীত্রিপুরাকে না পেয়ে তার বাবা ও স্ত্রীকে মারধর করা, টাকা পয়সা নেওয়া ও গ্রামবাসীকে ভয় ভীতি প্রদর্শন করা সম্পর্কে। এখন আমি মাননীয় মুখ্য মন্ত্রী মহোদয়কে এই দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবটির উপর তাঁর বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— মাননীয় স্পীকার, স্যার, গত ১৪ই মার্চ ১৯৮৬ ইং তারিখ দুপুর অনুমাণ ১২টার সময় চারজন উপজাতি দুষ্কৃতিকারী কাঞ্চনছড়া সাকিনের প্রাক্তন প্রধান

শ্রীগজেন্দ্র ত্রিপুরার বাড়ীতে প্রবেশ করে এবং শ্রীত্রিপুরা বাড়ীতে আছেন কিনা, তা তাঁর বাবা শ্রীধনী চাঁদ ত্রিপুরাকে জিজ্ঞাসা করে। ঐ সময়ে শ্রীত্রিপুরা বাড়ীতে ছিলেন না। দুষ্কৃতিকারীরা তাঁকে বাড়ীতে না পেয়ে উপস্থিত লোকজনদের এই বলে শাসায় যে যদি তিনি কাঞ্চনছড়া গাঁও সভার পদের দাবীদার হন, তাহলে তারা শীঘ্রই তাঁকে হত্যা করবে। এরপর দুষ্কৃতিকারীরা টাকার জন্য দাবী জানায়। ভয়ে শ্রীগজেন্দ্র ত্রিপুরার স্ত্রী ও ভাই দুষ্কৃতি-কারীদের মোট আট শত টাকা দেন। এর অব্যবহিত পরে দুষ্কৃতিকারীরা শ্রীগজেন্দ্র ত্রিপুরার স্ত্রী এবং বাবাকে মারধর করে আহত করে এবং পরে চলে যায়।

উক্ত ঘটনা শ্রীগজেন্দ্র ত্রিপুরার জবানীমলে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৯৪ ধারায় ফটিক রায় থানায় ৬ ৩ ৮৬ ইং মামলা পুলিশ নথিভুক্ত করেন এবং তদন্ত কার্য্য আরম্ভ করেন। এই ঘটনায় কাউকে জড়িত সন্দেহে এখন পর্য্যন্ত গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয় নাই। তবে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের গ্রেপ্তার করার জন্য পুলিশ সব রকমের চেষ্টা চালিয়েছেন।

শ্রীগজেন্দ্র ত্রিপুরা সি, পি, আই (এম) দলের এবং দুষ্কৃতিকারীরা উপজাতি যুব সমিতির সমর্থক বলে প্রকাশ। তদন্তে মনে হয় যে উপরোক্ত ঘটনাটি কাঞ্চনছড়া গাঁও সভার প্রধানের পদের বিরোধীতার জন্যই ঘটতে পারে। ঘটনার পর হতে এলাকায় পুলিশ টহল চলছে এবং ঘটনার তদন্ত চলছে।

শ্রীতরনী মোহন সিন্হা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, গত ১১ই মার্চ তারিখে ৫ জন অচেনা লোক ৮২ মাইল বাজারে এসে গাড়ী থেকে নামে উপজাতি যুবসমিতির সদস্য ও কাঞ্চনছড়ার প্রধান বর্তমানে যার প্রধানগিরি বাতিল হয়েছে এবং অন্য একজন নিথুম দার্লিংকে প্রধান করা হয়েছে) তারা সবাই বিঘ্ন ত্রিপুরার বাড়ীতে যান এবং সেখানে খাওয়া দাওয়া করে কিছুক্ষণের মধ্যে গা ঢাকা দেন। ঐ দলে বাক্রু রুপিনী, পিতা জীবনীয়া রুপিনী. মুংকরই দেববর্মা, পিতা মঙ্গল দেববর্মা, পঞ্চানন দেববর্মা, পিতা আগাইয়া দেববর্মা, এবং শচীন্দ্র দেববর্মা. পিতার নাম জানা নাই, তারা সকলে ছিলেন। এরা সকলে ভক্তসিং রুপিনী পাড়ার লোক ও উপজাতি যুব সমিতির সদস্য, তাদের সবাই এই ঘটনার সংগে জড়িত, এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— স্যার, আমার কাছে এসব তথ্য নাই। তবে আমি পুলিশকে এগুলি সংগ্রহ করতে বলব যাতে তাদের তদন্ত কার্য্য এগুলি সাহায্য করতে পারে।

শ্রীতরনী মোহন সিনহা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এই দলটি দক্ষিণ দিক থেকে এসে প্রথমে দ্বারিক কুমার ত্রিপুরা এবং পূর্ণ মোহন ত্রিপুরার বাড়ীতে ঢুকে এবং বলে যে আমরা ফিরে না আসা পর্য্যন্ত তোমরা বাড়ীতে থাকবে, আর যদি ফিরে এসে তোমাদের না দেখি, তবে তোমাদের ঘরে আগুন দিয়ে দেব। এই রকম ভয় দেখিয়ে তাদের ঘরে বসে থাকতে বাধ্য করে। আবার ফিরে এসে এই বলে শাসায় যে আমাদের নাম ধাম যদি কারো কাছে প্রকাশ কর, তবে তোমাদের কাউকে জীবিত রাখব না। এদের পরনে ছিল সুট এবং গায়ে হলদে রঙের সার্ট ছিল আর কাঁধে ঝুলানো ব্যাগ ছিল, সন্দেহ করা হয় যে তাদের ব্যাগে আগ্নেয়াস্ত্র ছিল। এসব তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কি?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— স্যার, এটা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক যে শ্রীগজেন্দ্র ত্রিপুরাকে এক সময়ে টি, এন, ভি জোর করে ধরে নিয়ে গিয়েছিল, কিন্তু সে টি, এন, ভির খপ্পর থেকে বেরিয়ে আসতে সফল হয়েছিল। তাঁকে অনেক দিন ধরে আমাদের পুলিশ পাহারায় রাখতে হয়েছে, সে আর বেশী দিন পুলিশের পাহারায় থাকতে চায় না, তাঁর মা বাবার সংগে মিলিত হতে ভীষণ উদ্বেগ করছিল। কিন্তু উপজাতি যুব সমিতির সদস্যরা তাকে ঐ টি, এন, ভি, কায়দায় আক্রমণ করতে শুরু করেছেন। উদ্দেশ্য হল, যাতে সেখানকার পঞ্চায়েত ইলেকশন বা ঐ এলাকায় এ, ডি, সির যে উপনির্বাচন হবে তাতে তার যে কোন রকম অংশ গ্রহণ একটি রাজনৈতিক দল সহ্য করতে পারছে না। তাই তার উপর এই ধরণের আক্রমন হচ্ছে, বলে আমরা সন্দেহ করছি। আমি নিজেও কয়েকদিন আগে সেই এলাকায় গিয়েছিলাম এবং আমার কাছে ঐ এলাকার অনেক লোক অভিযোগ করছে যে এই এলাকায় একটা সন্ত্রাসের সৃষ্টি করা হয়েছে এবং সেখানে যে পুলিশি ব্যবস্থা আছে, তাও যথেষ্ট নয়। তাই আমরা বিবেচনা করে দেখছি ঐ এলাকা সম্পর্কে কিছু করা যায় কিনা এবং পুলিশকে নির্দেশ দেব যাতে ঐ এলাকায় যারা সন্ত্রাসের সৃষ্টি করছে, তাদের উপর কড়া নজর রাখতে যাতে কোন রকম শান্তি শৃঙ্খলার অবনতি না ঘটে।

মিঃ স্পীকার :— আজ মাননীয় সদস্য শ্রীমতিলাল সরকার মহোদয়ের আনীত একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহোদয় বিবৃতি দিতে সম্মত হয়েছিলেন। নোটিশের বিষয় বস্তু হল "অম্পি এলাকার হালুয়া বাড়ীতে ৩১শে জানুয়ারী শম্ভুমানিক রূপিনীকে হত্যা তৈতু ঢেপা গাঁও সভার বাজুরাই পাড়ায় ৭ই ফেব্রুয়ারী রবীন্দ্র কলইকে হত্যা এবং তৈতু গাঁও পঞ্চায়েত-এর রূপালুংগা গ্রামে সি পি আই (এম) পঞ্চায়েত ময়ালমুক্ত কাইপেং সহ তিনজনকে হত্যা ও অপর চারজনকে গুরুতর আহত করা সম্পর্কে।" আমি এখন মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মহোদয়কে এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— মাননীয় স্পীকার স্যার, গত ৩১শে জানুয়ারী অম্পি এলাকার হালুয়া বাড়ীতে শম্ভুমানিক রূপিনী, ৭ই ফেব্রুয়ারী তৈতুঢেপা গাঁও সভার বাজুরাই পাড়ায় রবীন্দ্র কলই এবং তৈতু গাঁও পঞ্চায়েতের রূপালুংগা গ্রামে সি, পি, আই (এম) পঞ্চায়েত সদস্য ময়ালমুক্ত কাইপেং সহ তিনজনকে হত্যা ও অপর চারজনকে গুরুতর আহত করার ঘটনা সমূহ নিম্নে প্রদত্ত হল।

১) গত ২৯/১/'৮৬ ইং তারিখ তেলিয়ামুড়া থানাধীন তুইরাই গ্রামের শ্রীকার্ত্তিক চরন রূপিনীর ছেলে শ্রীশম্ভু মানিক রূপিনী অম্পি থানাধীন হালুয়াবাড়ী গ্রামের শ্রীরঞ্জিত কলইয়ের বিবাহ উপলক্ষে সেখানে যান। গত ৩১/১/৮৬ ইং তারিখ সকাল অনুমান ৭-৩০ মিঃ—এর সময় শ্রীশম্ভু মানিক রূপিনী যখন ঐ গ্রামেরই শ্রীনোয়ারাই কলই এর ঘরের দরজায় বসে শ্রীকারবারী কলই ও অন্যান্যদের সংগে কথা বার্তা বলছিলেন তখন ধনলেখা গ্রামের দিক হতে চেকলুংগি ও কাল প্যান্ট পরিহিত তিনজন উপজাতি যুবক সেখানে আসে। তাদের মধ্যে একজনের হাতে একটি ষ্টেনগান ও আর একজনের হাতে একটি পিস্তল ছিল। তাদের মধ্যে একজন শ্রীশম্ভুমানিক রূপিনীকে লক্ষ্য করে এক রাউণ্ড গুলি ছুড়ে এবং সংগে সংগে শ্রীশম্ভু মানিক রূপিনী গুলিবিদ্ধ হয়ে ঘটনাস্থলে প্রান হারান। দুষ্কৃতকারী দলটি সংগে সংগেই ধনলেখার দিকে পালিয়ে যায়।

উক্ত ঘটনাটি শ্রীকারবারী কলইয়ের অভিযোগমূলে অম্পি থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২/৩৪ ধারায় এবং অস্ত্র আইনের ১৫ (১) (ক) ধারার নথিভুক্ত করান এবং পুলিশ সংগে সংগে তদন্ত শুরু করে। পুলিশ তদন্তকালীন মৃত শম্ভুমানিক রূপিনীর মৃত দেহ ময়না তদন্তের পর তার আত্মীয় স্বজনদের নিকট সমঝে দেয়।

পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে কে. এফ. ৬৯ খোদাই করা ৯ এম এম. —এর একটি খালি কার্তুজের খোল উদ্ধার করে। পুলিশসুপার এবং অন্যান্য পদস্থ অফিসারগণ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে দুস্কৃতকারীদের গ্রেপ্তারের প্রচেষ্টা চালায়।

শ্রীশম্ভুমানিক রূপিনী ছিলেন একজন আত্মসমর্পনকারী এ, টি পি, এল. ও উগ্রপন্থী এবং তেলিয়ামুড়া হাওয়াইবাড়ীর বিদ্যুৎ বিভাগের একজন কর্মী।

ঘটনাটির তদন্ত এখনও চলছে।

২) শ্রীরবীন্দ্র কলইকে হত্যা করার ঘটনা সম্পর্কে। গত ৭/২/৮৬ ইং তারিখ অম্পি থানাধীন ধনলেখা রাজুরাই গ্রামের মংগলজয় কলইয়ের ছেলে শ্রীরবীন্দ্র কলই এবং ঐ গ্রামেরই শ্রীপ্রদীপ কলই, শ্রীক্ষুদিরাম কলই, শ্রীপ্রদ্যুমনি কলই এবং শ্রীবিশ্বকুমার কলই কিল্লা থানাধীন তালিমগোদাইয়ে জুম কাটার কাজ শেষ করে সন্ধার সময় নিকটবর্তী একটি টংঘরে রান্না করার কাজে ব্যস্ত ছিলেন। সন্ধ্যা অনুমান ৬টা হতে ৬-৩০ মিঃ - এর সময় একজন অপরিচিত উপজাতি যুবক ঐ স্থানে এসে শ্রীরবীন্দ্র কলইয়ের খোঁজ করে। শ্রীরবীন্দ্র কলই তার পরিচয় করলে ঐ যুবক তখন তাকে ডেকে টং ঘরের পশ্চিম দিকে নিয়ে যায়। অনুমান আধ ঘণ্টার পর শ্রীরবীন্দ্র কলইয়ের টং ঘরে থাকা তার অন্যান্য সঙ্গীরা তার চিংকার শুনতে পায়, কিন্তু ভয়ে তারা আর সেখানে যায় নাই। পরদিন সকালে শ্রীবিশ্বকুমার কলই এবং তার সংগের অন্যান্য লোকজন তালির গোদাই লুংগায় পৌঁছে শ্রীরবীন্দ্র কলইয়ের মৃত দেহ দেখতে পান। তার দুই হাত পিছমোড়া করে বাধা ও কোমর বাধা অবস্থায় ছিল এবং তার নাক দিয়ে রক্ত পরছিল। এবং বুকে পাথর চাপা অবস্থায় ছিল। মৃত কলইয়ের সংগে থাকা একটি টর্চ লাইট এবং একটি হাতঘরি পাওয়া যায়নি।

উক্ত ঘটনাটি শ্রী বিশ্বকুমার কলাইয়ের অভিযোগমূলে কিল্লা থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২ ধারায় মোকদ্দমা নং ৩(২)৮৬ নং নথিভূক্ত করা হয় এবং পুলিশ তদন্ত শুরু করে।

দক্ষিণ জেলার পুলিশ সুপার ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। পুলিশ গত ৪/৩/ ৮৬ইং তারিখ তেলিয়ামুড়া থানাধীন সারদুকরকরী গ্রামের রতন থাং রাঙখলের ছেলে শ্রীকৃষ্ণপদ রাঙখলকে উক্ত ঘটনায় জড়িত সন্দেহে গ্রেপ্তার করে আদালতে প্রেরণ করে এবং সে আদালত হতে গত ৭/৩/ ৮৬ইং তারিখে জামিনে মুক্তি পায়।

শ্রীরবীন্দ্র কলই একজন কৃষক এবং ত্রিপুরী হিলস পিপলস পার্টির বিভাগীয় সম্পাদক ছিলেন। ঘটনাটির তদন্ত চলছে।

(৩) ময়ালমুক্ত কাইপেং সহ তিনজনকে হত্যা এবং অপর চারজনকে গুরুতর আহত করা সম্পর্কে— গত ৯/২/ ৮৭ইং তারিখ রাত অনুমান ৭টার সময় অম্পি থানাধীন লুপাংয়োয়া গ্রামের চাইলাহাও কইপেং—এর ছেলে শ্রী ময়ালচাং কাইপেং ঐ গ্রামের শ্রীসুরেন্দ্র দেববর্মার বাড়ীতে আগুন লেগেছে দেখতে পেয়ে সেখানে যান এবং শ্রীসুরেন্দ্র দেববর্মার স্ত্রী দমতী রংগা কাইপেং এর সহায়তায় ঘরের চালে উঠে আগুন নেভাতে চেষ্টা করেন। এই সময় অনুমান ১৪/১৫ জন-এর একটি অ-উপজাতি দল দা লাঠি ও অন্যান্য মারাত্মক অস্ত্র সহকারে সেখানে উপস্থিত হয়ে আগুন নিভাচ্ছে বলে তাদের ধমক দেয়। দুষ্কৃতকারী দলটি শ্রীসুরেন্দ্র দেববর্মার ছেলে শ্রী বীরকুমার দেববর্মাকে (বয়স ১২ বছর) দা-দিয়ে কুপাতে থাকে। শ্রীময়ালচং কাইপেং ঘরের চাল হতে ভয়ে লাফ দিয়ে পরে পালিয়ে যান। এমন সময় তিনি লক্ষ্য করেন যে দুষ্কৃতকারী দলটি তার বসত ঘরেও আগুন দিচ্ছে।

দুষ্কৃতকারী দলের আক্রমনে ও দা-র দ্বারা আঘাতের ফলে নিম্নোক্ত তিনজন ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারান।

১। শ্রীবীর কুমার দেববর্মা পিতা শ্রীসুরেন্দ্র দেববর্মা।

২। শ্রীমতি লক্ষ্মী রানী দেববর্মা ঐ।

৩। শ্রীময়াল মুক্ত কাইপেং, পিতা চাইলাহাও কাইপেং।

দুষ্কৃতকারীদের আক্রমনে ও দায়ের কুপে নিম্নোক্ত ৪জন গুরুতরভাবে আহত হন :—

১। শ্রীচাইলা হাও কাইপেং পিত মৃত আঙ্গোসাম কাইপেং।

২। শ্রীময়াল নিয়াং কাইপেং. পিতা শ্রী চাইলা হাও কাইপেং।

৩। শ্রীমতি রংগা কাইপেং, স্বামী শ্রীসুরেন্দ্র দেববর্মা।

৪। শ্রীপিরবন লিয়াং কাইপেং. পিতা লালবুল সোমকাইপেং।

উপরোক্ত আঘাত প্রাপ্ত ব্যক্তিদিগকে চিকিৎসার জন্য প্রথমে প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য অম্পি প্রাথমিক স্বাস্থ কেন্দ্রে পাঠানো হয় এবং তেলিয়ামুড়া হাসপাতাল হয়ে আগরতলা জি, বি, হাসপাতালে প্রেরণ করা হয় শ্রীচাইলা হাও, কাইপেং শ্রীপিবন রিয়াং কাইপেং গত ২২-২, ৮৬ইং তারিখ এবং শ্রীময়াল লিয়াং কাইপেং গত ·/·/৮৬ ইং তারিখ ও শ্রীমতি রংগা কাইপেং এবং গত ১ /৩/৮৬ ইং তারিখ আগরতলা জি, বি. হাসপাতাল হতে ছাড়া হয়। আগুন দেওয়ার ফলে শ্রীসুরেন্দ্র দেববর্মা ও শ্রীময়াল চাই কাইপেং এর ঘর সম্পূর্ণ পুড়ে যায়। উক্ত ঘটনাটি লুপাং মোয়া গ্রামের শ্রীচাইলাহাও কাইপেং-এর আর এক ছেলে শ্রীময়াল চাং কাইপেং-এর অভিযোগমূলে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৪৮/১৪৯/৩২৬/৪৪৮/৩০২/৪৩৬ ধারায় অম্পি থানায় ৪(২) ৮৬ইং মামলা নথিভুক্ত করা হয় পুলিশ তদন্ত শুরু করে। ময়না তদন্তের পর পুলিশ মৃতদেহগুলিকে তাদের আত্মীয়স্বজনদের হাতে দিয়ে দেন। পুলিশ তদন্তকালীন অম্পী থানাধীন রুংধুম পাড়ার মৃত হরিদাস নমঃ — এর ছেলে শ্রীবিশ্বনাথ নমঃ, ব্রজেন্দ্র দেবনাথের ছেলে শ্রীবনমালি দেবনাথ এবং তেলিয়ামুড়া থানাধীন মাইগংগা গ্রামের নিতাই হালদারের ছেলে শ্রীচান্দ মোহন হালদার কে গ ১১/২ ৮৬ ইং তারিখে উক্ত ঘটনায় জড়িত সন্দেহে গ্রেফতার করে গত ১২/২ ৮৬ ইং তারিখ আদালতে প্রেরণ করেন। তারা এখনও জেল হাজাতে আছে। উক্ত ঘটনার সংবাদ পেয়ে দক্ষিণ ত্রিপুরার পুলিশ সুপার সংগে সংগে ঘটনাস্থলে যান। পুলিশ সদর দপ্তর থেকে আই জি, পি এবং ডি, আই, জি (রেনজ) ঘটনাস্থলে পরিদর্শন করেন। মৃত ময়াল মুক্ত কাইপেং একজন সাধারণ কৃষক এবং সি, পি, আই (এম) দলের পঞ্চায়েত সদস্য ছিলেন। বাকীদের রাজনৈতিক পরিচয় জানা যায় নি। ধৃত ব্যক্তিদের মধ্যে শ্রীবিশ্বনাথ নমঃ ও শ্রীবনমালী দেবনাথ কং (ই) নির্দল সদস্য বলে জানা যায়। উল্লেখিত ঘটনা সমূহে নিহত ও আহত ব্যক্তিদের সরকার হতে নিম্নরূপ সাহায্য দেওয়া হয় : —

১) নিহত শম্ভুমানিক রূপিনী ও রবীন্দ্র কলই এর পরিবারকে ৫০০ টাকা করিয়া আর্থিক সাহায্য ও তাদের পরিবারের একজনকে সরকারী চাকুরী দেওয়া হয়।

২) নিহত বীর কুমার দেববর্মা ও লক্ষী রানী দেববর্মার পিতা শ্রীসুরেন্দ্র দেববর্মাকে মং ১০,০০০ টাকা আর্থিক সাহায্য ও একটি সরকারী চাকুরী দেওয়া হয়। ৩) মৃত ময়াল মুক্ত কাইপেং—এর বিষয়ে শ্রীমতি লক্ষী কাইপেং কে মং ৫০০ টাকা আর্কি সাহায্য ও একটি সরকারী চাকুরী দেওয়া হয়। ৪) শ্রীহত শ্রীচাইলা হাও কাইপেং ও শ্রীপিধন রিয়াং কাইপেং প্রত্যেককে চিকিৎসার জন্য মং ২৫০০ টাকা করে আর্থিক সাহায্য দেওয়া হয়। তাহা ছাড়া আহত শ্রীময়াল রিয়াং কাইপেং ও শ্রীমতি রংগা কাইপেং প্রত্যেককে ৫০০ টাকা করে আর্থিক সাহায্য দেয়া হয়।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— পয়েন্ট অব ক্লারিফিকেশন স্যার, প্রথমতঃ কথা হচ্ছে যে যারা আত্মসমর্পণ করে তাদের উপর উগ্রপন্থীদের আক্রমন হতে পারে, পুলিশের কাছে এই রিপোর্ট ছিল তাহলে পুলিশ শম্ভুমানিক রূপিনীকে ওখানে আসতে বারণ করল না কেন ? এখানে চারজন আসামীর নাম দেওয়া হয়েছে আমি ঐ এলাকায় যারা প্রত্যক্ষ দর্শী তাদের সংগে আলাপ করেছি এবং তারা সবাই বলেছে যে চিমা বিশ্বাসই মূল হত্যাকারী। তাকে ঐ জায়গায় দেখা গেছে। তাহলে তার নাম এখানে অন্তর্ভুক্ত করা হল না কেন ? এই ত্রুটি কেন ? ঘটনার দিন বিকালে হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয় তখন তৈদু বাজারে একটা পেনিক সৃষ্টি হয়েছিল কিন্তু তৎসত্ত্বেও একটা সিকিউরিটি মেজার নেওয়া হল না কেন ? যার ফলে এই রকম একটা ঘটনা ঘণ্টা তিনেকের ব্যবধানে ঘটে গেল।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— স্যার, প্রথমে হচ্ছে শম্ভুমানিক রূপিনীকে সিকিউরিটি দেওয়া হল না কেন ? আত্মসমর্পনকারী প্রত্যেককে সিকিউরিটি দেওয়া সম্ভব নয়। তাদেরকে পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল সতর্কতা অবলম্বনের জন্য। মাননীয় সদস্য ইংগিত করছেন যে ওখানে টি, এন, ভি, ছিল এটা জেনেও পুলিশ সতর্ক করেনি। এইভাবে সতর্ক করা সম্ভব নয়। তিন নং হচ্ছে যে এটা বড়ই দুর্ভাগ্যের বিষয় যে একটা দাংগার উস্কানী দেওয়া হচ্ছে। একজন ট্রাইবেল খুন হল, তারপর একজন বাঙ্গালী এইভাবে খুনের পর খুন হচ্ছে ঐ এলাকায়। এটা হচ্ছে অনেকটা ঐ কমলপুরের ডলুবাড়ীতে যে অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল সেই অবস্থা এখানেও সৃষ্টির চেষ্টা চলেছে এটা অম্পি এবং তৈদু এলাকার মানুষের কৃতিত্ব নয়। দাংগার টেকনিকটাও অন্য রকম। প্রথমে আগুন দেওয়া হয়েছে।

এবং যারা আগুন নেবাতে গেছে তাদেরকে খুন করা হয়েছে। এটা বিশেষ ট্রেণ্ড প্রাপ্ত লোকদের কাজ। মাননীয় সদস্য পরীক্ষা করে দেখছেন বলেই যে এরেস্ট করতে হবে এমন কথা নয়। আবার পরীক্ষা করে দেখুন। তবে এটা সাম্প্রদায়িক রূপ যাতে না ধরে সেই দিকে মাননীয় সদস্যদের নজর দেওয়া উচিত।

মিঃ স্পীকার :— আমাদের আরেকটা দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ আছে। এটা রিসেসের পরে হবে। সভা অদ্য বেলা দুই ঘটিকা পর্য্যন্ত মুলতুবি রইল।

AFTER RECESS AT 2 P.M

মিঃ স্পীকার :— আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। আমি এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রীসুনীল কুমার চৌধুরী এবং শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা মহোদয় কর্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন।

নোটিশটির বিষয় বস্তু হলো :— গত ২৭শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৬ ইং তারিখে "গণ সংবাদ" পত্রিকায় প্রকাশিত ২৫শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৬ ইং ভগবান টীলায় (চন্দ্রহাস পুর) চারজন চাকমাকে বি, ডি, আর কর্তৃক অপহরণ করা সম্পর্কে।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী : — মিঃ স্পীকার স্যার, গত ২৫/২/৮৬ ইং তারিখ রাত প্রায় ১টার সময় বাংলাদেশের চটগ্রাম হিলসস্থিত পাঞ্চারী সেনাবাহিনী ক্যাম্প হতে একজন মেজরের নেতৃত্বে ৩০/৪০ জনের একটি সেনাদল প্রায় দেড় কিলো মিটার আন্তর্জাতিক সীমানা অতিক্রম করে দক্ষিণ ত্রিপুরা জিলার নূতন বাজারস্থিত চন্দ্রহংসপাড়ায় অনুপ্রবেশ করে। তারা সেখানে প্রবেশ করে ২০/২৫ রাউণ্ড গুলি ছুরে এবং তারপর তারা নিম্নলিখিত ৪জন ভারতীয় নাগরিককে বলপূর্বক অপহরণ করে নিয়া যায় :— ১। শ্রীদীপক চাক্‌মা, ২। শ্রীঅনিক চাক্‌মা, ৩। শ্রী প্রিতিময় চাক্‌মা, ৪। শ্রীতরুন চাক্‌মা।

বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর এই দলটি ভারতীয় নাগরিকদের প্রায় ৩০ হাজার টাকা মূল্যের সম্পত্তি লুট করে নিয়ে যায়। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর গুলিবর্ষণে কেউ হতাহত

হন নি। ঘটনাস্থল হতে বি, ও, এফ, মার্কা ৮টি খালি ৭.৬২ এম, এস, কার্তুজের খোল পাওয়া যায়।

উক্ত ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ভারতীয় সীমান্ত রক্ষী বাহিনী ও বাংলাদেশের বি, ডি, আর, কমাণ্ড্যান্টদের মধ্যে গত ২৭.২/৮৬ ইং তারিখ জলেফায় নিকট রাত ৯টার সময় একটি ফ্ল্যাগ মিটিং অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশের বি, ডি, আর, বাহিনীর কমাণ্ড্যান্ট এই ঘটনার সম্পর্কে তার অজ্ঞতা প্রকাশ করে এবং বলে যে যদি উপরোক্ত ৪জন ভারতীয় নাগরিককে অপহরণ করা হয়ে থাকে তবে তাদেরকে অবশ্যই ফেরৎ দেওয়া হবে।

এই ঘটনাটি সম্পর্কে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর ডি, আই, জি, বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রামস্থিত বি, ডি, আর, এর সেকটর কমাণ্ডার-এর নিকট তীব্র প্রতিবাদ জানায় এবং ভারতীয় নাগরিকদের ফেরৎ দেবার দাবী করে। দক্ষিণ ত্রিপুরার জেলা শাসকও গত ৫.৩.৮৬ ইং তারিখ বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রামের খাগরাস্থিত ডেপুটি কমিশনারের নিকট ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ জানায়।

ঘটনাটি বাংলাদেশের সঙ্গে কুটনৈতিক পর্য্যায়ে হস্তক্ষেপের জন্য ভারতসরকার-এর পররাষ্ট্র বিভাগ ও স্বরাষ্ট্র বিভাগকে অনুরোধ জানান হয়েছে।

গত ১৪/৩/৮৬ ইং তারিখ ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর ত্রিপুরাস্থিত ডেপুটি আই, জি, এবং বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রামস্থিত বি, ডি, আর, এর সেকটর কমাণ্ডারের সহিত একটি ফ্ল্যাগ মিটিং অনুষ্ঠিত হয় এবং সেখানে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর ডেপুটি আই জি ভারতীয় নাগরিকদের অপহরণ বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করে এবং তাদের ফেরৎ দেবার দাবী জানায়। কিন্তু বি, ডি, আর, এর সেকটর কমাণ্ডার উত্তরে বলেন যে, বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ভারতের অভ্যন্তরে প্রবেশ করেনি, তবে বি, ডি, আর, এর একটি দল শান্তি বাহিনীর তল্লাসে ভুল বশতঃ ভারতের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। কারণ সেখানে কোন আন্তর্জাতিক সীমানাস্তম্ভ নেই। বি, ডি, আর, এর সেকটর কমাণ্ডার আরও বলেন যে, এই চারজন অপহৃত ব্যক্তি বাংলাদেশের নাগরিক এবং এই সম্পর্কে তাদের নিকট অকাট্য প্রমান আছে। তাছাড়া, যেহেতু তারা বাংলাদেশের নাগরিক তাই তাদের বাংলাদেশের

কোর্টে বিচারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। পরিশেষে বি. ডি. আর. এর সেক্টর কমাণ্ডার জানায় যে, বিষয়টি আর তার পর্য্যায়ে নেই তবে ভারত সরকার বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে বিষয়টি আলাপ আলোচনা করতে পারেন।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ইতিমধ্যে ভারত সরকারকে গত ১৪/৩/৮৬ ইং তারিখ পুনরায় অনুরোধ করা হয়েছে তারা যেন অবিলম্বে বিষয়টি নিয়ে বাংলাদেশের সঙ্গে কুটনৈতিক পর্য্যায়ে হস্তক্ষেপ করে এবং ফলাফল ত্রিপুরা সরকারকে জানায়।

শ্রীসুনীল কুমার চৌধুরী :— এখানে যে চারজনকে অপহরণ করা হয়েছে তারা বাংলাদেশের সামরিক বাহিনীর লোক এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আছে কিনা, এবং ২য়তঃ, শান্তি বাহিনীর লোকেরা অস্ত্র শস্ত্র নিয়ে ভারত-বাংলাদেশে যাতায়াত করে এই তথ্যও মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আছে কিনা তা জানাবেন কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— স্যার, এই সব সম্পর্কে হাউসের সামনে এখনই কোন বিবৃতি দিতে পারব না।

শ্রীসুনীল কুমার চৌধুরী :— ঐখানে শান্তি বাহিনীর মধ্যে ২টা গ্রুপ আছে এবং তাদের মধ্যে বিরোধ আছে এবং তা ভারতে এসেও সংক্রমিত হচ্ছে তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কি, এবং তারা টি, ইউ, জে, এস, এবং টি, এন. ভি এর কাছে অস্ত্র বিক্রী করছে এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়-এর জানা আছে কি না তা জানাবেন কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— স্যার এই হাউসের সামনে আমি বলেছি, যারা ঐখানে আছেন তারা টি, এন, ভি, কে অস্ত্র শস্ত্র বিক্রী করছেন, অন্য যে কোন বিভেদকামী শক্তিও করতে পারেন। ভারতবর্ষের এবং ত্রিপুরার পক্ষে এটা দুর্ভাগজনক। যেহেতু বিষয়টি ভারত সরকারের কর্তৃত্বে আছে সেহেতু রাজ্য সরকারের অ'র করার কিছুই নেই।

শ্রীসুনীল কুমার চৌধুরী :— যে ঘটনার কথা আমি এখানে উল্লেখ করলাম এটা বি, এস এফ, ও জানে ; সময়ে সময়ে যখন তারা আসে তখন তারা বি, এস, এফ এর সাহায্যও পেয়ে থাকে এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আছে কিনা ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— এই সম্পর্কে অতিরিক্ত তথ্য এই হাউসে আর দিতে পারব না।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা :— স্যার,

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— স্যার, আমি বলেছি মাননীয় সদস্যদের কাছে, বিষয়টি ভারত সরকারের কাছে আনা হয়েছে। ভারত সরকারের সঙ্গে আলাপ আলোচনা না করে আর কিছু এখানে বলতে পারব না, এবং এখানে কোন তথ্য দেওয়াও ঠিক হবে না। সেইজন্য মাননীয় সদস্যদের অনুরোধ করব, এই সম্পর্কে আর যেন কোন তথ্য জানতে না চান।

DISCUSSION ON THE DEMANDS FOR GRANTS FOR 1986-87

মিঃ স্পীকার :— সভার পরবর্ত্তী কার্য্য সূচী হলো :— ১৯৮৬-৮৭ ইং আর্থিক সালের ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলো সভার সামনে উপস্থাপন, আলোচনা এবং উহাদের উপর ভোট গ্রহণ।

আজকের কার্য্য সূচীতে মোট ১৬টি ব্যয় বরাদ্দের দাবী আছে। এখন ডিমাণ্ড-গুলোর উপর আলোচনা আরম্ভ হবে এবং আলোচনা শেষে ভোট গ্রহণ হবে।

মাননীয় সদস্য মহোদয়গণ, আজকের কার্য্যসূচীর সাথে আজকের ব্যয় বরাদ্দে দাবীগুলো, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয়দের নাম এবং ছাটাই প্রস্তাবগুলোও (কাট মোশান) পেয়েছেন। আজকের কার্য্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত যে সমস্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলো আছে এবং যে সমস্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলোর উপর ছাটাই প্রস্তাব (কাট মোশান) আছে সেগুলো একত্রে সভায় উৎথাপিত হয়েছে বলে গণ্য করা হলো। এখন ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলো এবং ছাটাই প্রস্তাবগুলোর (কাট মোশান) উপর আলোচনা আরম্ভ হবে। আলোচনা শেষ হওয়ার পর আমি প্রথমে ছাটাই প্রস্তাবগুলো (কাট মোশান) ভোটে দেব এবং তার-পর মূল্য ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলো একটি একটি করে ভোটে দেব।

আলোচনা শুরু হবার পূর্বে আমি প্রত্যেক দলের চীফ হুইপদের কাছে অনুরোধ রাখব আজকের এই আলোচনায় তাঁদের দলের যে সকল সদস্য অংশ গ্রহণ করবেন তাঁদের তালিকা আমায় দেবার জন্য।

সময় সম্পর্কে আমি মাননীয় সদস্যদের জানিয়ে দিতে চাই, এই আলোচনার জন্য সময় ছিল তিন ঘণ্টা। কিন্তু তার থেকে ১০ মিনিট কমে গেছে। এই তিন ঘণ্টা সময়ের মধ্যে কংগ্রেস ২৫, টি, ইউ, জে, এস—১৫, নির্দল—ট্রেজারী বেঞ্চ ১২০ এবং ভোটিংয়ের জন্য ২০ মিনিট। কিন্তু এখন ১০ মিনিট কম যাবে।

মাননীয় সদস্য শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার মহোদয়কে আমি তাঁর বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ রাখছি।

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার : — মিঃ স্পীকার স্যার এই সভায় আজকে যে সমস্ত ব্যয় বরাদ্দ উপস্থিত করা হয়েছে সেগুলির বিরোধীতা করে এবং বিরোধী দলের মাননীয় সদস্যগণ যে সমস্ত কাটমোশান এনেছেন সেগুলির সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য রাখছি। এখানে যে সমস্ত ব্যয় বরাদ্দ উপস্থিত করা হয়েছে সেগুলির মধ্যে বিরাট অংক হচ্ছে পূর্তদপ্তরের। এই পূর্তদপ্তর একদিন একটা ছোট দপ্তর ছিল এবং তখন একজন মাত্র চীফ ইঞ্জিনীয়ার ছিলেন। আজকে এটাকে সম্প্রসারিত করে ৩টা দপ্তরে পরিণত করা হয়েছে এবং ৩জন চীফ ইঞ্জিনীয়ার করা হয়েছে যথাক্রমে, পাবলিক ওয়ার্কস ইলেকট্রিসিটি ও এম. আই, এফ সি। বিগত ৮ বছরে শুধু মাথাভারী প্রশাসনই হয়েছে এবং বিরাট বিরাট টাকার অংক বাজেটে ধরা ছাড়া আর কিছুই হয়নি। বাজেটে বড় বড় টাকার অংক দেখালেইতো হবে না, ফলটা কি আমাদের দেখতে হবে। আমি ইলেকট্রিসিটি ডিপার্টমেণ্টের কথাই বলছি। আজকে তার বেশ কিছুদিন ধরে এই আগরতলা শহরে একটা নিস্প্রদীপের মহড়া চলছে। দুই ঘণ্টা, আড়াই ঘণ্টা আবার কোন কোন সময় তিন ঘণ্টা পর্যন্ত লোডশেডিং থাকে। ঘরে ঘরে ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষা চলছে—মাধ্যমিক এবং হায়ার সেকেণ্ডারী কিন্তু লোড শেডিং এর কারণে তারা পড়াশুনা করতে পারছেনা। পড়াশুনা করার কোন সুযোগ এই সরকার ছাত্র ছাত্রীদের দিতে পারছেন না। অথচ কোটি কোটি টাকা বাজেটে বরাদ্দ করা হয়েছে। এই

হচ্ছে পারফরমেন্স। সুতরাং এই ব্যয় বরাদ্দকে আমরা সমর্থন করতে পারছি না। তারপর স্যার, এম, আই, এফ সি — ইরিগেশান এবং ফ্লাডকনট্রোল সম্পর্কে সাংঘাতিক অব্যবস্থা চলছে। এই রাজ্যে ফ্লাড একটা নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার। এই সরকার ফ্লাড সম্পর্কে কোন পরিকল্পনা আমাদের দেখাতে পারেন না। অথচ এর জন্য একটা দপ্তর করা হয়েছে। স্যার, আজকে এই রাজ্যে খরা চলছে, সুতরাং ইরিগেশান দপ্তরের সাংঘাতিক তৎপর হওয়ার দরকার। কিন্তু এই রাজ্যে ইরিগেশান সম্পর্কে কোন দপ্তর আছে বলে আমাদের মনে হয় না। আজকে গ্রামে গঞ্জে কৃষকদের মধ্যে হাহাকার চলছে, ক্ষেতে ফসল উৎপাদন হবে কিনা সন্দেহ। একটা অনিশ্চিত অবস্থার মধ্যে তারা আছে। কিন্তু ইরিগেশান দপ্তরের কোন তৎপরতাই পরিলক্ষিত হচ্ছে না। তারপর ওয়াটার সাপ্লাই সম্পর্কে বলতে গেলে আমাদের আশ্চর্য্য হতে হয় যে, এই লাল জমানায় পানীয় জলের রংটা পর্যান্ত লাল হয়ে গেছে, সমস্ত কিছুই লাল করে দিয়েছে। এটা স্যার আমি অভিযোগের জন্য বলছি না, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় পরীক্ষা করে দেখতে পারেন। আজকে রাস্তাঘাটগুলিতে চলার মত অবস্থা নেই। বিশেষ করে যেখানে সেখানে পুল মেরামত করার প্রয়োজন সেগুলি সম্পর্কে দপ্তরের কোন উদ্যোগ নেই, আর নেই মানুষের দুর্ভোগের সীমা। স্যার, আমি মন্ত্রী মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, আমরা যে বিধান সভায় বসে আছি, এই ঘরটারতো ভয়ংকর অবস্থা। যে কোন মুহূর্ত্তে ধ্বসে পড়তে পারে অথচ এটা সম্পর্কে কোন ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে কিনা টেকনিক্যাল এসকপার্ট দিয়ে এটার লাইফ সম্পর্কে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে কিনা, আমি জানতে চাই। তারপর স্যার, শিল্প দপ্তরের প্রসার সম্পর্কে বলতে বলতে হয় এটা রাম দা, আর বোমা বানানোতেই সীমাবদ্ধ। আর এর জন্য যদি পুরস্কার দেওয়া যায় তাহলে মাননীয় শিল্প মন্ত্রীই পাবেন। অন্য কোন শিল্পের প্রসার তিনি না ঘটাতে পারলেও এই রাম দা এবং বোমা বানানোর শিল্পের তিনি প্রসার ঘটাতে পেরেছেন। অবশ্য রাজ্যবাসীকে তিনি লাভের অংক দিতে পারেছেন কিনা সেটা তিনিই বলবেন। শেষাংশে একটা জিনিষের উপর স্যার, আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। সেটা হচ্ছে খয়েরপুরের চাঁদপুরে আসাম-আগরতলা রাস্তার এক পাশে একটা বাঁধ দেওয়া হয়েছে। এই বাঁধটি বিগত অনেক বন্যার আক্রমণের ফলে অনেক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ফলে এই বাঁধটি ঐ অঞ্চলের অধিবাসীদের

মারাত্মক বিপদ ডেকে আনতে পারে। সুতরাং এই বাঁধটি সম্পর্কে এম, আই, এফ, সি, ডিপার্টমেন্টের কোন মত নেওয়া হয়েছে কিনা এই ব্যাপারে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বাজেটকে বিরোধীতা করে এবং কাটমোশানগুলিকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— আমি শ্রী শ্যামাচরণ ত্রিপুরা মহোদয়কে উনার বক্তব্য রাখার জন্য আহবান করছি।

শ্রী শ্যামাচরণ ত্রিপুরা :— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, আজকে হাউসে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়রা যে সমস্ত ব্যয় বরাদ্দ উপস্থিত করেছেন সেগুলিকে বিরোধিতা করছি এবং বিরোধী দলের সদস্যরা যে সব কাটমোশান এনেছেন সেগুলিকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শুরু করছি। যদিও পি, ডাবলিউ, রউরর আমার কোন কাটমোশন নেই, তথাপি এই দপ্তর সম্পর্কে আমি দুই-একটি কথা বলছি। পূর্ত দপ্তরে কয়েকটি ব্যাপারে দুর্নীতি চলছে সেগুলি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় তদন্ত করে দেখতে পারেন, তদন্ত করার সুযোগ উনার আছে। এটা হচ্ছে ধর্মনগর ডিভিশানের ইম্প্রুভমেন্ট অব ভিলেজ রোড ফ্রম টু, জি, রোড টি মাধব-পুর হালাম বস্তি। এখানে যে সমস্ত কাজ দেওয়া হয়েছে সেগুলি ধর্মনগর ডিভিশানের আণ্ডারে এবং এগুলির এম, বি, নাম্বার হচ্ছে —৩০১৯, ২১৩৫, ২৪১৭। এই কাজগুলি হয়নি এবং যা হয়েছে সেগুলি সম্পর্কে এস ডি. ও. অপোজ করা সত্বেও এস, ডি, ও ঐ এগজিকিউটিউ ইঞ্জিনীয়ারকে নোট দিয়েছিলেন, সেই নোটের নম্বর হচ্ছে এফ. ২ই-১৭। এ, ই, (এ, জি, এম) । ২০৩০ ৩১১/৮৬ ১১ নভেম্বর ৮৬। এর আরও কিছু কাজ সেখানে হয়েছিল। একজন সি, পি. এম, আপত্তি করেছিলেন। আপত্তি করা সত্বেও এস, ডি ও সাহেব ইম্প্রুভমেন্ট অব ভিলেজ রোড ফ্রম রাজ টু রামনগর, এটা চন্দ্রমনি হালাম নামে একজন লোককে দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু কাজ হয় নাই। এটা প্রথমে নারায়ন মালাকার নামে একজন লোককে দেওয়া হয়েছিল। এটা তদন্ত করে এস ডি ও, সাহেব বললেন যে-এগুলি সবই ঠিক। এরপর ওকে এম বি, নম্বর ৩০৭১ দেওয়া হয়।

এখানে এস. ডি, ও. পি ডবলিউ ডি এনকোয়ারি করে যে রিপোর্ট তিনি দিয়েছেন 2E-70A-AE-DR 1970. Dated-7.11 83 এই ধরনের অনেকগুলি ঘটনা শুধু এখানে চলছে তা নয় এস ডি, ও সাহেব যে রিপোর্ট দিয়েছেন তার ফটো ষ্টেট কপি আছে বাই চান্স পেয়ে গেলাম বলে বললাম। এই ধরনের ঘটনা এই সম্পর্কে পি. ডবলিউ. ডি মিনিষ্টার কি ব্যবস্থা নেবেন জানালে খুব ভাল হয়। তারপর ইরিগেশ্যান সম্পর্কে ২/১ টা কথা বলতে হয়। এখানে চম্পক নগরের কাছে চম্পা ছড়াতে ২টা ডিপ ইরিগেশ্যান ছিল সেটাকে সেই জায়গা থেকে রিপ্লেস করে তীর্থমখী রূপিনী পাড়ায় আনা হয়েছে। আনার পর দেখা গেল যে এখন আর ট্রাইবেলরা সেই জলের সুবিধা পাচ্ছে না। তারপর টাকারজলা জম্পুই সাব - ব্লকের আণ্ডারে বিজয় নদী মারাত্মক ভাবে ভেঙ্গে যাচ্ছে, এখানে বাঁধ দেবার জন্য বি. ডি, সি থেকে রিকোয়েষ্ট করেও সেটা তৈরী না হওয়াতে বাঁধ তৈরী করার জন্য অসুবিধা হচ্ছে। স্যার. ইলেকট্রিসিটির ব্যাপারে কিছু বলতে হয়। আমরা রিসেন্টলি দেখে এসেছি ১ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করার কথা. এখানে পরিকল্পনার বিষয়টা হচ্ছে যে জলের যত গভীরতা বৃদ্ধি করা হবে ততই ইলেকট্রিসিটি উৎপাদন বৃদ্ধি হয়। এখন প্রজেকটে যে জল আছে সেই জল দিয়ে যে বিদ্যুৎ উৎপাদন করার কথা এখন সেখানে সে পরিমান জল নেই. অর্থাৎ লেনথ্‌টা যদি আরও করা হতো তাহলে পর আরও কিছু বিদ্যুৎ উৎপাদন হতো। তার মানে প্রথম দিকে পরিকল্পনার মধ্যে একটা অবাস্তবতা ছিল। স্যার, আমি একটা জিনিব আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলছি, মনুভ্যালিতে মিডল ইরিগেশ্যানের যে একটা হাইড্রেল প্রজেকট্‌, অবশ্য এটা হাইড্রেল প্রজেকট নয়. একটা প্রজেক্ট নালকাটার কাছে সেখানে লক্ষ্য করে দেখলাম ট্রাইবেল ৫০ পারসেন্ট, নন্‌ ট্রাইবেল ৫০ পারসেন্ট এই অর্থে যে এখানে ট্রাইবেল এবং নন্-ট্রাইবেল উভয় অংশের উপকার হবে কিন্তু স্যার, এখানে যে জায়গা আছে সেখানে তো কোন ট্রাইবেল নেই, সেখানে মেজরিটি কারা আমরা বুঝতে পারছি না। কাজেই এটা ওয়াইজ হলো না। তারপর সময়ের অত্যন্ত অভাব তাড়াহুড়া করতে হচ্ছে। আমার মূল কাটমোশান হচ্ছে শিল্প মন্ত্রীর উপরে এবং আমার খুব ভয় হয় উনি সমালোচনা করলে আবার রাগ করবেন। উনার মতো সু-শিক্ষা;

সু-সংস্কৃতি আমার নেই। আমি স্যার, একেবারেই জুমিয়া পরিবারের স্কুল কলেজের লেখা-পড়া আমার কিছুই নেই, পূর্ণ বাবু দয়া করে ছোট বেলায় যা পড়িয়েছেন। উনি যদি আবার সাংস্কৃতিক ভাবে আক্রমন করেন এবং সু-সংস্কৃতির দাবী করেন তার জন্য আমি আপনার কাছে আগেই প্রটেকশান নিয়ে রাখছি। স্যার, এখানে আমার এমপ্লয়মেন্টের উপর একটা বক্তব্য আছে যে ট্রাইবেল সেলফ্ এমপ্লয়মেণ্টে নূতন করে একটা স্কীম নেওয়া হয়েছে সে জন্য আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি। উনি গত বিধানসভায় যখন বললেন যে এই সমস্ত ফর্ম নেবার জন্য ট্রাইবেলদের কোন সার্টিফিকেট লাগবে না তখন আমরা খুশী হয়েছিলাম কিন্তু এটা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক যে আমি ছামনু ব্লকে গিয়ে দেখলাম ট্রাইবেল ছেলেরা যখন ফর্ম আনতে গেছে ১২ই ফেব্রুয়ারী সেটা ত্রিপুরা দর্পণে পাবলিশ হবার পর, কিন্তু অফিস থেকে তাদের বলা হলো যে আমরা ফর্ম দিতে পারবো না। কারণ তোমাদের এই সার্টিফিকেট দিতে হবে, সেই সার্টিফিকেট দিতে হবে। কিন্তু পত্রিকায় তো পরিস্কারভাবে লেখা ছিল যে এইগুলি লাগবে না। তখন আমি অনিলবাবুকে চিঠি লিখলাম. কিন্তু অনিল-বাবু তো কোন উত্তরই দিলেন না। মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি দিলে তার উত্তর পাই। তখন কি করবো এই রকম যখন চিন্তা করছি এর মধ্যে পূর্ণ বাবু সেখানে গেলেন এবং তখন তাঁর সঙ্গে আলোচনা করলাম। তারপর পূর্ণ বাবু ব্লকে গিয়ে যখন নির্দেশ দিলেন তখন ফর্ম পেল ছাত্ররা। পূর্ণ বাবু না গেলে ফর্ম পেত না ছাত্ররা।

(রেড লাইট)

স্যার, আমাকে আরও দু মিনিট সময় দিন কাইণ্ডলি।

মাত্র ২০০ ফর্ম দেওয়া হলো। ফর্ম কে পেল না পেল এটা বড় কথা নয়। কারণ বলা হয়েছিল আগে কোন এপ্লিকেন্ট নেই কিন্তু এখন দেখা গেল ফর্মই নেই। তারপর টুরিজম এটা একটা শিল্প বলে পরিগণিত হয়েছে। আজকালের দিনে এটা দিয়ে অন্যান্য ষ্টেটে কোটি কোটি টাকা উপার্জন করছে, বিশেষ করে তামিলনাড়ু, জম্মু-কাশ্মীর, হিমাচল

প্রদেশে। আর এখানে আমরা দেখছি ১৯৮৪ ৮৫ সালে রেভেনিউ দেখালেন ১৯,০০০ টাকা, ১৯৮৫-৮৬ সালে নেই, ১৯৮৬-৮৭ সালের কোন টারগেটই নেই। অর্থাৎ এটাকে ধ্বংস করার প্রচেষ্টা চলছে। স্যার, এখানে অনেক জায়গা আছে, যেমন রুদ্র সাগর, উনকোটি, দেবতামুড়া সেগুলিকে সাজিয়ে গুছিয়ে যদি করা হয় তাহলে টুরিজমে অনেক টাকা আসতে পারতো। কিন্তু উনি কেন যে এটার উপর এত বীতশ্রদ্ধ যার জন্য কোন চেষ্টাই করছেন না। তারপর টাকাগুলি যেভাবে এলটমেণ্ট হয় তা খরচ হয় না, কিন্তু ওরপরও দেখা যায় যে আবার নূতন করে এলটমেট করা হয়।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য, আপনি আপনার বক্তব্য কমপ্লিট করুন, আপনার দু মিনিট সময় শেষ হয়ে গেছে। মাননীয় সদস্য শ্রীকেশব মজুমদার।

শ্রীকেশব মজুমদার :— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার আজকে হাউসে যেসব ডিমাণ্ড নিয়ে আলোচনা হচ্ছে আমি সবগুলিকেই সমর্থন করছি এবং সঙ্গে সঙ্গে বিরোধী দলের সদস্যরা যেসব কাটমোশান এনেছেন তার বিরোধীতা করেই আমার বক্তব্য রাখছি। স্যার, গত কয়েকদিনের আলোচনায় মাননীয় বিরোধী সদস্যরা মূল বাজেটের বিরোধীতা করেছেন, ডিমাণ্ডের বিরোধীতা করেছেন এবং বিরোধীতা করে বলছেন যে কারচুপি হচ্ছে সব কেডারদের দিয়ে দিচ্ছে সেসব কারণে সমর্থন করছি না। কারচুপি ওরা কোথায় দেখলেন সেটা আমি বুঝতে পারছিনা। স্যার, এদের মধ্যেই কারচুপিতে ভরা। ওদের এখানে ১১ জন সদস্য আছেন। আপনি অশোকবাবুকে জিজ্ঞাসা করুন আপনার কয়জন আছে উনি বলবেন আমার পক্ষে ১১ জন আছে, আবার নরেশ বাবুকে জিজ্ঞাস করুন আপনার কয়জন আছে, উনি বলেন ৭ জন, সুখময় বাবুকে জিজ্ঞাসা করা হলে বলেন আমার ৫ জন আছে। আর সুধীর বাবুকে জিজ্ঞাসা করা হলে উনি বলবেন আমি একাই আছি। সবগুলি সংখ্যা যোগ করলে দাঁড়ায় ২২। এখানে আছেন তারা ১১। এই হচ্ছে ওদের

মহিমা। ওদের নিজেদের মধ্যে কারচুপিতে ভরা। তাই উনারা সব জায়গাতে কারচুপি দেখেন, কারচুপি খোঁজেন। কংগ্রেস আমলে আমরা কি দেখি? উত্তর ত্রিপুরা থেকে দক্ষিণ ত্রিপুরা যেসব বড় বড় রাস্তা রয়েছে, দুই পাশে গ্রাম রয়েছে। ৩০ বৎসরে কংগ্রেস শাসনে আমরা দেখিনি গ্রামের মধ্যে কোন রাস্তা। শুধু সাব-ডিভিশান হেড কোয়ার্টার বাদে এই ধরনের গ্রামের সংগে কোন যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিলনা। যারা গ্রামের কৃষক আছেন, ফসল উৎপাদন করেন. পাট উৎপাদন করেন তারা শহরে নিয়ে এসে দুটো পয়সা পাবার মত ব্যবস্থা ছিলনা। তাদেরকে গ্রামের যে ফরিয়া আছে. মহাজন আছে তাদের কাছে তাদের এই উৎপাদিত জিনিস বন্ধক দিতে হত। কিন্তু বামফ্রন্ট সরকার আসার পর আমরা দেখলাম ত্রিপুরার একমাত্র দূরবর্ত্তী অঞ্চল যেখানে আমরা এখনও পৌছাতে পারিনি এইরকম ছাড়া সব গ্রামের সাথে শহরের যোগাযোগ আছে। এর মধ্যে দুর্বলতা আছে। রাস্তাগুলি হয়ত সবগুলি ভালনা। গাড়ীর সংখ্যা যতটা দরকার ততটা দেওয়া যায়না। রাস্তা বাড়াতে হলে আরও বেশী টাকার দরকার, গাড়ী বাড়াতে হলে আরও বেশী টাকার দরকার। মানুষের সুখ সুবিধাকে বাড়াতে হলে প্রতিটি গ্রামের সংগে শহরের যোগাযোগ স্থাপন করতে হলে আরও বেশী টাকার দরকার। দূরবর্ত্তী অঞ্চল যেগুলি রয়েছে, সেই অঞ্চলগুলির সাথে শহরের যোগাযোগ সুন্দর করে গড়ে তুলতে আরও বেশী টাকার দরকার। তার জন্য এক সংগে ত্রিপুরার ২২ লক্ষ মানুষের জন্য লড়াই আরও বেশী যাতে বরাদ্দ করা যায় সেই প্রচেষ্টা করা দরকার। মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যরা বলছেন যে, কংগ্রেস রাজত্বে যে টাকা দেওয়া হত তার চেয়ে বেশী এখন দেওয়া হয়। ত্রিপুরা রাজ্যের ২২ লক্ষ মানুষ, বামফ্রন্ট সরকার লড়াই করে এই টাকা কেন্দ্রের অনিচ্ছুক হাত থেকে এনেছে। এই হচ্ছে ত্রিপুরার মানুষের বামফ্রন্ট সরকারের লড়াইয়ের ফসল। এর মধ্যে বিরোধীতা করছে। এইসব কিছুর বিরুদ্ধে কাটমোশান এনেছে। এই বাজেট—এর বিরুদ্ধে কাট মোশন আনা মানে ত্রিপুরার স্বার্থে, ত্রিপুরার জনগণের স্বার্থে যা ধরা হয়েছে তাকে কাট করা। আমরা ত কেন্দ্রীয় সরকারের দয়া দাক্ষিণ্য চাইনা। রাজ্যগুলি থেকে টাকা নিয়ে, ভারতবর্ষের ৭০ কোটি মানুষের কাছ থেকে টাকা নিয়ে, গরীব লোকদের

কাছ থেকে টাকা নিয়ে আমরা কেন্দ্রীয় সরকারকে জমিদারী করতে দেবনা। এটা ত হতে পারেনা। ওরা বলুক আমরা চাই, যা নেওয়া হচ্ছে রাজ্যগুলি থেকে তার বেশী অংশ আমাদের দিতে হবে। সেটা ত ওরা বলছেনা। তার জন্য ত্রিপুরার ২২ লক্ষ মানুষের স্বার্থে বিরোধী দলের সদস্যরা ত কেন্দ্রের কাছে বলছে না যে সাহায্য দিতে হবে। ত্রিপুরার মানুষ সুযোগ সুবিধা পাক ওরা তা বলছেনা। স্যার, এখন কি রকম খরা চলছে। খরার জন্য সবাই উদ্বিগ্ন। তার জন্য ফাইট করতে হলে ত সামান্য টাকা দিয়ে হবে না। জল অনেক নীচে নেমে গেছে। টিউব-ওয়েলগুলি ড্রাই হয়ে যাচ্ছে। তার জন্য ত টাকার দরকার। শুধু সমালোচনা বা বিরোধীতা করলেই ত হবে না। আরও বেশী টাকার দরকার আছে। মাননীয় সদস্য সুধীরবাবু বললেন, বিদ্যুতের অভাব। কিন্তু জলাধারগুলি যেগুলি ডম্বুরে আছে সেগুলি ত শুকিয়ে যাচ্ছে। আবার জলের অভাব হচ্ছে। এর জন্য প্রচুর টাকার দরকার। গ্রামের যারা গরীব অংশের মানুষ, কৃষক যারা, যারা বরো ধানের উপর নির্ভরশীল, তাদের সেই ফসলের মাঠ জলের অভাবে ফেটে চৌচির হয়ে যাচ্ছে। সিজন্যাল বাঁধ দিয়ে জলের ব্যবস্থা করা যাচ্ছেনা। যেখানে সবসময় জল পাওয়া যেত সেখানে সিজন্যাল বাঁধ তৈরী করে জল পাওয়া যাচ্ছেনা। মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যরা বিরোধীতা করছেন। তারা ত্রিপুরার মানুষের স্বার্থে যে কাজগুলি রূপায়িত করছে বা করতে যাচ্ছে সেগুলিকে বিরোধীতা করছেন। ত্রিপুরার ট্রান্সপোর্ট বলুন, জলসেচ বলুন, জলসেচের কথাই যদি বলি তাহলে কংগ্রেস আমলে কি ছিল? কংগ্রেস রাজত্বে গ্রামে ১ শতাংশ জমিও জলসেচের আওতায় ছিলনা। আমরা সেখানে ডিপ টিউব ওয়েলের ব্যবস্থা করে জলসেচের ব্যবস্থা করেছি, মহারানীতে করেছি, চাক্‌মা ঘাটে করেছি, মনুতে হচ্ছে। এইসব পরিকল্পনায় জলসেচ এখনও ৮ শতাংশ ১০ শতাংশের বেশী জমি এখনও জলসেচের আওতায় আনতে পারিনি। সেগুলি করতে গেলে আরও বেশী টাকার দরকার। ত্রিপুরার মাটির নীচে যে জল আছে সেই জল যাতে কাজে লাগানো যায়, গর্ত করলেই জল তোলা যাবেনা, তার জন্য ডিপ টিউবওয়েল বসিয়ে পাম্প বসিয়ে সেচের আওতায় আনতে হবে। তার জন্য টাকার দরকার। এইগুলিকে বিরোধীতা করার প্রশ্নে

বিরোধীতা করলে চলবেনা, একে সমর্থন করতে হবে ত্রিপুরার ২২ লক্ষ জনগনের স্বার্থে। ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ যাতে আরো সুযোগ সুবিধা পেতে পারে তার ব্যবস্থা করতে হবে। তার জন্য প্রচুর টাকা লাগবে এবং কেন্দ্রকে তার জন্য চাপ সৃষ্টি করতে হবে। বিরোধী দলের সদস্যরা বলুন ত্রিপুরার মানুষকে আরও সাহায্য করতে হবে। তার জন্য কেন আন্দোলন করতে হচ্ছে? তাদের দলের সরকারই ত কেন্দ্রে আছে। আপনারা বলুন, ত্রিপুরার মানুষকে আরও সাহায্য করার জন্য। ত্রিপুরায় যে খরা চলছে তাতে যে জলের অভাব হচ্ছে তার জন্য অনেক কিছু বিপদের সম্মুখীন হতে হচ্ছে ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষকে। তার জন্য ফাইট করা দরকার। শিক্ষা ব্যবস্থাকে যাতে আরও সম্প্রসারিত করা যায় তার জন্য আরও টাকার দরকার, বিদ্যুতের ব্যবস্থা যাতে ত্রিপুরার প্রতিটা গ্রামে পৌছানো যায়, তার জন্য টাকার দরকার। আমাদের যুবকরা, তারা রেলের দাবীতে, জলের দাবীতে, চাকুরীর দাবীতে দিল্লীতে যাচ্ছে ধর্ণা দিতে। ডি, ওয়াই, এফের, ছেলেরা দিল্লীতে গিয়ে ধর্ণা দেবে। ওখানে ত আপনারাও যান, আপনারাও ত বলতে পারেন। আপনারা ত ত্রিপুরা হাউসে বসে দিন কাটান, তার পরিবর্তে প্রধানমন্ত্রীকে বলুন। যান না আপনারা গিয়ে বলুন দিল্লীতে, কেন ত্রিপুরার ছেলেদের যেতে হবে? ওদের সংগে আপনারাও গিয়ে দাবী করুন। এটা ত করবেন না। ওরা কেবল কারচুপি দেখছেন, কারচুপি খোঁজছেন, নিজেদের মধ্যে কারচুপিতে ভরা। আমি মাননীয় পরিবহনমন্ত্রীর কাছে একটি আবেদন জানাব, ত্রিপুরার ট্রান্সপোর্ট-এর যে সমস্যা তার জন্য এমনিতেই বাসের সংখ্যা কম যদি কোন বিয়ে লাগে তার জন্য গাড়ী (বাস) ভাড়া করে বিয়ে বাড়ীর জন্য নিয়ে যায়। তখন যাত্রীদের চরম দুর্ভোগ ভুগতে হয়। এই দুর্ভোগ যাতে ভুগতে না হয় তার জন্য আবেদন রেখে বিরোধী বেঞ্চের পক্ষ থেকে যে কাটমোশানগুলি এসেছে তাকে বিরোধীতা করে সমস্ত বাজেটটাকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় :— মাননীয় সদস্য শ্রীকাশীরাম রিয়াং।

শ্রী কাশীরাম রিয়াং :— আমার কাটমোশান হচ্ছে ডিমাণ্ড নং ৪২, মেজর হেড

২৫৬। জেলের ব্যাপারে এখানে ১ কোটি ৪ লক্ষ ৭৭ হাজার টাকা ধরা হয়েছে। টাকা দেওয়া হচ্ছে কিন্তু জেলের ব্যবস্থা অবনতি ঘটছে। কোটা অনুযায়ী যে খাবার পাওয়ার কথা কাষ্ঠেডিয়ানডে তা পাচ্ছে না। অ্যাডমিনিষ্ট্রেশানের অভাবে তা হচ্ছেনা। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নের কথা যদি বলি অ্যাডমিনিষ্ট্রেশানের অভাবে জঙ্গল হয়ে যাচ্ছে। সেখানে মশা মাছির যে অবস্থা প্রত্যেক কয়েদীর অসুখ-বিসুখ হতে বাধ্য। এখানে আমরা দেখি প্রপার অ্যাডমিনিষ্ট্রেশানের অভাবে আমরা জেলখানায় যেখানে বাইরে পাওয়া যায়না বিড়ি সিগারেট ত দূরের কথা মদ গাজা এইসব কিছু পাওয়া যায়।

তারপর আমরা দেখেছি জেলের ভিতরে বিনা চিকিৎসায় মারা যায়, মহিলারা ধর্ষিত হয়। সেখানে এই চার দেওয়ালের মধ্যে কোন সিকিউরিটি নাই। এই টাকা পাওয়ার কি অর্থ থাকতে পারে, সেখানে তার প্রপার ইউটিলাইজেশান হচ্ছে না। কাজেই এই ডিমাণ্ডের উপর আমার যে কাট মোশনটি আছে তাকে সমর্থন করে এবং সমস্ত বিরোধী সদস্যদের সমস্ত কাটমোশনের সমর্থ করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীদিবা চন্দ্র রাংখল।

শ্রী দিবা চন্দ্র রাংখল :— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আজক আমার দুইটা কাট মোশান আছে, ডিমাণ্ড নাম্বার ১৯-এর মেজর হেড ৫৩৩, ডিমাণ্ড নাম্বার ৩২ এর মেজর হেড ৩২১। একটা ইরিগেশানের উপর আর একটা হ্যাণ্ডিক্রাফট ইণ্ডাষ্ট্রিস-এর উপর। আমার কাট মোশানটি সম্পর্কে বক্তব্য রাখার আগে একটা ব্যাপারে সভার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই যে, আমরা বিরোধীতা করি কেন, বিরোধী বলেই বিরোধীতা করি তা নয়। আমরা কয়েকটা প্রমান পেয়েছি বলেই ট্রেজারী বেঞ্চের মন্ত্রী ও সদস্যগণ আমাদের বিরোধীতা করতে বাধ্য করে-

ছেন। যেমন গত ২৫-৩-৮৬ ইং সালে এই বিধানসভায় মানে এখানে লেখা আছে তথ্য ও সাংস্কৃত পর্যটন দপ্তর থেকে ১৯৮৬-৮৭ আর্থিক বছরের জন্য ৩৫ কোটি ৭২ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা পাওয়ার প্রস্তাব বিধানসভায় ধ্বনীভোটে গৃহীত হয়। অথচ বিধানসভায় এখনও তা আলোচনা চলছে, কাটমোশান চলছে, এখনও ৩৫ কোটি ৭২ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা গৃহীত হয়নি। গৃহীত হবে, কিন্তু তার জন্য কয়েকটা দিন অপেক্ষা করতে পারল না, এইটা তথ্য ও সংস্কৃত দপ্তরের মন্ত্রী মহোদয়ের জানা উচিত ছিল যে বিধানসভার ধনী-ভোট নেবার আগে এই তথ্যটা পরিবেশন করা উচিত হবে কি না। এইটা স্বীকার করুন যে, এইটাও কি বিরোধীদের কাগজ না কি তথ্য ও সংস্কৃত দপ্তরের কাগজ, এই হচ্ছে বাস্তব প্রমান। কাজেই বিরোধী সদস্যগণ যে সমস্ত কাটমোশান এনেছেন তার সমর্থন করে আসল বাজেটের বিরোধীতা করে আমার বক্তব্য শুরু করছি। ইরিগেশান সম্পর্কে আমার আগে শ্যামাচরন বাবু বলেছেন, তবুও কাটমোশান যেহেতু এনেছি তাই আমাকেও একটু বলতে হয় যে, উত্তর ত্রিপুরার মনু নদীর উপরে একটা মাঝারী সেচ প্রকল্প নেওয়া হয়েছে এবং তার জন্য জেনারেল থেকে ২৫ লক্ষ টাকা, আর ট্রাইবেল থেকে ২৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে এখানে ট্রাইবেল ও নন-ট্রাইবেল উপকৃত হবেন। কিন্তু বাস্তবে সেখানে কোন ট্রাইবেল নাই, কাজেই বাজেটের সঙ্গে বাস্তবের কোন মিল নাই এবং তার জন্যই আমাদের বিরোধীতা করতে হচ্ছে।

তারপর হ্যাণ্ডিক্রাফট ইণ্ডাস্ট্রিস-এর জন্য ১৪ লক্ষ ২৫ হাজার নেওয়া হয়েছে এবং এ, ডি, সি,কে ১৫ হাজার দেওয়া হয়েছে। তা হ্যাণ্ডিক্রাফট কি এ, ডি, সি,তে নাই? আরও কি দেওয়া যায় না? কাজেই এখানেও বাস্তবের সঙ্গে মিল নাই এবং এইটাকে আমরা সমর্থন করতে পারছি না। আর একটা বিষয় সম্পর্কে এই হাউসে মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলতে চাই, ষ্টেইট রাইফেলস যেটা আছে তাতে ১৯৮৫-৮৬ সালে ১ কোটি ১৬ লক্ষ দেওয়া হয়েছে এবং ১৯৮৬-৮৭ সালে ১ কোটি ৫২ লক্ষ টাকা বাজেটের মধ্যে ধরা হয়েছে, কিন্তু আজ এই টি,এস,আর, সম্পর্কে আমরা কি জানি?

এই বিধানসভার মধ্যে কেউ জানে না সেখানে কি হচ্ছে, না হচ্ছে। বিগত ফেব্রুয়ারী মাসে ১৯৫৫ সালে এই টি,এস,আর, শুরু হয়েছে এবং তাতে কি হচ্ছে না হচ্ছে তা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী জানেন, আর আই, জি, পি, সাহেব জানেন। আমরা শুনেছি যে, পাসিং আউট করা হচেছ ১১ই এপ্রিল এবং বলা হয়েছে যে তার আগে রাজ্যের যারা দুষ্কৃতকারী ও উগ্রপন্থীদের সঙ্গে মোকাবিলা করার জন্য উইপনস দিয়ে আ-টু-ডেট ট্রেনিং করানো হবে আমরা শুনতে পাই। আজও সেই উইপনস দিয়ে আপ-টু-ডেট ট্রেনিং দেওয়া হচেছ না। এদিকে আগামী ১১ই এপ্রিল পাসিং আউট হচেছ। এখানে উইপনস ট্রেনিং, উইপনস ষ্টেটিং ও ফায়ারিং, এল, এম, জি, টুরিস মটার, গ্র্যানেড, ৬২ এম, এন, কিছুই ট্রেনিং দেওয়া হচেছ না, এই অবস্থায় ত্রিপুরার ষ্টেইট রাফেলকে পাসিং আউট করেছে, এই ব্যাপারে আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই যে, কি দুর্নীতি চলছে এই ট্রেনিং-এর ওখানে, সেখানে কমাণ্ডার আছে মিঃ পি,কে,শর্মা (বি,এস,এফ), ডেপুটি কমাণ্ডার আছে বি,এস,এফ, ট্রেনিং অফিসার আছেন বি,এস,এফ, এই দিয়ে কি ট্রেনিং ভাল হবে ? এই হচেছ অবস্থা, এই ব্যাপারে দেখা উচিত বোঝা উচিত এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর ইনকোয়ারী করা উচিত বলে আমি মনে করি। শুধু তাই নয়, এখানে আমরা আরও দেখেছি যে, এই যে আপ-টু-ডেট ট্রেনিং সেটা এখন পর্যান্ত দেওয়া হচেছ না, অথচ একই তারিখে ১১ই এপ্রিল পাসিং আউট করা হবে। এই টি,এস,আরের যে রিক্রুটমেন্ট দেওয়া হচেছ সেটা, সেই রুলস অনুযায়ী তাদের বাই-ল অনুযায়ী আদৌ কাজ করা হচেছ না। ইন্টারভিউ ও রিক্রুটমেন্ট এর ব্যবস্থা আছে, তা নয় শুধু ট্রেনিং দেওয়া হচেছ। এই ব্যাপারটাও দেখা উচিত বলে আমি মনে করি।

মিঃ ডেপুটী স্পীকার :— মাননীয় সদস্য, আপনার বক্তব্য কনক্লুড করুন।

শ্রী দিবাচন্দ্র রাংখল :— করছি স্যার, তারপর এখানে ওয়াটার যারা কেরী করে ও সাপ্লাই—

দেয় তাদের এই ব্যাপারে একটা ক্যাপাসিটি ছিল যে, হিল এরিয়াতে ৫০০ লিটার, আর সমতল এরিয়াতে ৬০০ লিটার। আর এখানে ১০/১৫ হাজার লিটার করে কেরী করে এই ব্যাপারটাও দেখার জন্য আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, যদিও আমার ডিমাণ্ডটা গৃহীত হয়েছে গত পরশু. তবু আজকে আমি মাননীয় সদস্য শ্রী রাংখল যেহেতু টি, এস, আর, এসম্পর্কে কয়েকটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন এখানে তুলেছেন, তাই আমার মনে হয় কিছু তথ্য এখানে দেওয়া দরকার। তবে ডিমাণ্ড নোটিশের উপর আনলে ভাল হর্ত। সেটা হচ্ছে. যে, কি আর্মস দেওয়া হচ্ছে সেটা সরকারের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে না। প্রায় এক বৎসরের চেষ্টায় সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকার কিছু স্মল আর্মস দিতে রাজী হয়েছেন, এর আগে পর্য্যন্ত বলেছেন ৩/৩ আর্মসই যথেষ্ট. অন্য কোন আর্মস দেওয়ার কোন প্রয়োজন নাই। আমি নিজে আলোচনা করেছি আগের স্বরাষ্ট মন্ত্রী যিনি ছিলেন কেন্দ্রে, কিন্তু কোন রকমেই আমরা তা পাইনি। ইদানিং পেয়েছি কিন্তু আমরা জানি না যে. কি স্মল আর্মস আমাদের দেওয়া হচ্ছে এবং যেহেতু এই ইউনিটের ট্রেনিং সমাপ্ত হয়ে যাচ্ছে. সেই জন্য আমার মনে হয় তার পাসিং আউট সিরমনি যথা সময়ে হওয়া উর্চিৎ।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— এই ট্রেইনিং একটি কনটিনিউয়াস প্রোগ্রাম। এক্ষেত্রে আমাদের একটা দুর্বলতা রয়েছে যে আমরা আমাদের পুলিশকে যথেষ্ট সুযোগ দিতে পারছি না। তবে টি, এস, আর, যে ফোর্স গঠন করা হয়েছে তাদের সেই সুযোগ থাকবে এবং তারা যাতে বিভিন্ন প্রকার অস্ত্রশস্ত্র কিভাবে প্রয়োগ করতে হয় তা তারা শিখতে পারবেন।

আরেকটা বলা হয়েছে যে, বি, এস, এফ,—এর অফিসারদের দিয়ে আমরা ট্রেনিং দেওয়াচ্ছি' কিন্তু এইটা ঠিক নয়, আমরা এখন উপযুক্ত লোকের দ্বারা ট্রেনিং দেওয়ার ব্যবস্থা করেছি এবং বি, এস, এফ-এর লোকেরা এখন কয়েকজন আছেন তারা বরাবর থাকবেন না। আমরা আশা করব যে, আমাদের নিজস্ব অফিসাররা এই সব ট্রেনিং এর কাজ অংশ গ্রহণ করবেন।

তিনি আরেকটা বলেছেন যে, এই টি, এস, আর, বাহিনীতে বাইরের লোকও নেওয়া হচ্ছে। এটা ঠিক। কারণ এর উদ্দেশ্য হলো—যেহেতু আমাদের জনসংখ্যা মিশ্র সেখানে যেমন ট্রাইবেল রয়েছেন তেমনি রয়েছেন ননট্রাইবেল, কোথাওবা শিখ ও হিন্দু বা হিন্দু ও মুসলমান। এই অবস্থায় অন্যান্য অংশের লোকও যদি এই বাহিনীতে অংশ নেয় তাহলে জরুরী অবস্থায় এই সকল সংখ্যালঘুদের মধ্যে একটা কনফিডিয়েন্স থাকবে। কাজেই সেই রকম একটা ফোর্স আমরা তৈরী করতে চাই যার উপর সংখ্যালঘুদের একটা কনফিডিয়েন্স থাকে। তবে কোন অবস্থাতেই আমরা ২৫ পারসেন্ট-এর বেশী লোক বাইরে থেকে নেব না। আমি আশা করব যে, এই টি. এস, আর আমাদের ত্রিপুরায় একটি শক্তিশালী ফোর্স হবে যে আমাদের যেসব বিভিন্ন ধরনের সমস্যা রয়েছে যেমন আইন শৃংখলা সমস্যার মোকাবিলা করতে হবে উগ্রপন্থী সমস্যার মোকাবিলা করা, এইসব কাজ করবার জন্য আমরা এই বাহিনীকে উপযুক্ত করে গড়ে তুলব।

উপাধ্যক্ষ মহোদয় :— মাননীয় সদস্য শ্রীজহর সাহা। আপনি সাড়ে চারমিনিট সময় পাবেন। এর মধ্যেই আপনার বক্তব্য শেষ করবেন।

শ্রী জহর সাহা : — মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, একটি শিশু যখন ভুমিষ্ঠ হয় তখন সে যদি দৃষ্টিহীন হয় বা বধির হয় তাহলে তার সে বধিরতা বা দৃষ্টিহীনতাকে আর ফিরিয়ে দেওয়া যায় না। ঠিক এমনি একটা অবস্থার মধ্যে রাজ্যের বামফ্রন্ট তার কালচার-এর মধ্যে জন্ম নিয়েছে যে, তাদের দৃষ্টিহীন বা বধির বলা চলে। কারণ আমরা দেখতে পাই যে বিরোধী দলের সদস্যরা যে কাটমোশান এনেছেন সে কাট মোশানের উপর আলোচনা শুধুমাত্র তার বিরোধীতা করবার জন্যেই করেন মাননীয় ট্রেজারী বেঞ্চের সদস্যরা।

আমি এখানে মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যরা যে সকল কাট মোশান এনেছেন আমি সে সবগুলি কাট মোশানকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য শুরু করছি।

এখানে ডিমাণ্ড নাম্বার—৩২, মেজর হেড - ৩২১—ইণ্ডাস্ট্রির ব্যাপারে মাননীয় ট্রেজারী বেঞ্চের সদস্য শ্রী কেশব মজুমদার বলেছেন যে, সেখানে যে কারচুপি চলছে সেটা নাকি বিরোধী দলের কাছ থেকেই তারা শিখেছেন। আজকে এই শিল্প বিভাগে কিরূপ

কারচুপি চলছে তার একটা তথ্য আমি তুলে ধরছি—এবং এ সম্পর্কে গত ২১শে মার্চ একটি প্রশ্নও এসেছিল এই বিধান সভায়। গত ২০শে জুলাই, ১৯৮৩ ইং তারিখে অমরপুর ব্লকের এলাকার জন্য ইণ্ডাস্ট্রি ডিপার্টমেন্ট থেকে একটি কমিটি গঠন করা হয়। সেই কমিটিতে রয়েছেন :— (১) শ্রীরঞ্জিত দেবনাথ, চেয়ারম্যান,

(২) শ্রীনরেন্দ্র দেবনাথ, সদস্য,

(৩) শ্রীনেপাল দেবনাথ, সদস্য প্রাক্তন প্রধান

(৪) শ্রীব্রজেন্দ্র কলই, সদস্য, প্রাক্তন প্রধান

(৫) শ্রীকনাজয় রিয়াং, সদস্য,

(৬) শ্রীসমীর দাস, প্রাক্তন প্রধান, সদস্য,

(৭) শ্রীতমীজা, প্রধান, সদস্য।

এখন প্রশ্ন হলো এই যে চেয়ারম্যান, শ্রীরঞ্জিত দেবনাথ, উনি আবার এ, ডি সি রও এক্জিকিউটিভ মেমবার। কাজেই তিনি কিভাবে এই ডি, আই ডি, সি, চলান? শ্রীনেপাল চন্দ্র দেবনাথ, প্রাক্তন প্রধান, উনি ১৯৮৩ সালে প্রধান ছিলেন। পরে যখন আবার পঞ্চায়েতের নির্বাচন হয় তখন তিনি আর নির্বাচনে দাঁড়াননি। অথচ উনাকে এখনো এই ডি, আই, ডি, সি,—এর সদস্য করে রাখা হয়েছে। আবার ব্রজেন্দ্র কলই, প্রাক্তন প্রধান ছিলেন কাজেই উনাকেও কিভাবে এই কমিটিতে রাখা হলো? আর শ্রীসমীর দাস, প্রাক্তন প্রধান, তিনি তো কোন কালেই প্রধান ছিলেন না। এবং আমি নিজে এই দায়িত্ব নিয়ে বলছি যে তিনি কোন কালেই অমরপুরে কোন গাঁওসভার প্রধান ছিলেন না। অথচ এদের আজকে এই একটি গুরুত্বপূর্ণ কমিটিতে সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

তারপর মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি আরেকটা তথ্য দিচ্ছি আজকে যারা ত্রিপুরার শাসন ক্ষমতায় নেতৃত্বপদে রয়েছেন বা মন্ত্রীত্বে রয়েছেন তারাই একদিন যখন আমরা বামফ্রন্টের সঙ্গে আন্দোলনে যুক্ত ছিলাম তখন তারা আমাদের বলতেন যে, কংগ্রেসীরা নাকি তারা শিয়াল কুকুরের নামেও জায়গা জমি রাখতেন। কিন্তু আমি জানি

না যে, এই ধরনের কোন শিয়াল কুকুরের নাম দিয়ে কেউ কখনো জায়গা জমি রেখেছেন কি না। কিন্তু আজকে বামফ্রন্ট—এর নেতৃবৃন্দ যারা আগে কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দের সমালোচনা করতেন আজকে তারা কোন চরিত্রে কি নাম দিয়ে সাধারণ মানুষের টাকা আত্মসাত করছেন? কাজেই আমি আপনাদের কাছে আবেদন রাখব, এই এলাকার মানুষ যাতে তাদের চাহিদাকে পূরণ করতে পারেন তারজন্য অমরপুরের ব্লকে নতুন করে একটি ডি, আই, ডি, সি, গঠন করুন।

আরেকটা হচ্ছে ডিমাণ্ড নাম্বার - ৩২, মেজর হেড ৩২১। সেটা হলে সেলফ এমপ্লয়মেণ্ট স্কীম সম্পর্কে। এইগুলি নিয়ে দলবাজী করা হচ্ছে। আজকে এই সব সুযোগ প্রকৃত বেকার যারা তাদের দেওয়া হচ্ছে না। কিছুদিন আগে অমরপুর ব্লক এলাকার মধ্যে বেকারদের নিয়ে একটি ইনটারভিউর ব্যবস্থা করা হয়। এবং সেখানে যে কমিটি করা হয় সে কমিটিতে এ ডি সি-র দুজন মেমবার রয়েছেন তাদেরও ডাকা হয়নি, আমাকেও ডাকা হয়নি। সেখানে বামফ্রন্ট পার্টির সঙ্গে যারা যুক্ত রয়েছেন সে সব বেকারদের সুযোগ দেওয়া হয়েছে। কাজেই কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থকে কিভাবে এই বামফ্রন্ট ছিনিমিনি করছেন।

আমার আরেকটা প্রশ্ন হলো ডিমাণ্ড নাম্বার—১৮ মেজর হেড,—৩৩৩ ইরিগেসন এবং ফ্লাড কন্ট্রোল প্রজেক্টস সম্পর্কে। আজকে আমরা দেখতে পাই যে, অমরপুরের বিস্তীর্ণ এলাকা কাউরামরা থেকে বামপুর পর্যন্ত বিস্তীর্ণ এলাকায় বহু বাড়ি ঘর নদী গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। এদের রক্ষা করবার জন্য নদীর মধ্যে হানা দিয়ে এবং বাঁধ দিয়ে এই এলাকার মানুষকে রক্ষা করার জন্য সরকার কোন পরিকল্পনা নেননি। এবং সে জন্য এখানে যে ছাটাই প্রস্তাব এসেছে সে প্রস্তাবটিকে আমি সমর্থন করছি। এবং মূল যে ডিমাণ্ড এসেছে সেগুলির বিরোধীতা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীরসিকলাল রায়।

শ্রীরসিকলাল রায় :— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার আজকে আমার তিনটা ডিমাণ্ডের উপর কাট মোশন আছে। ডিমাণ্ড নাম্বার ১২ মেজর হেড ৫০৮, ডিমাণ্ড

নাম্বার ২৭, মেজর হেড ২৮৮ এবং ডিমাণ্ড নাম্বার ২৯, মেজর হেড ২৮৮। এখানে আমরা লক্ষ্য করেছি মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, যে ট্রেজারী বেঞ্চের মাননীয় সদস্যরা কাট মোশানের বিরোধীতা করতে গিয়ে আমাদের দলীয় বিভাজন এখানে টেনে আনছেন। আমরা আশা করেছিলাম যে কাটমোশানগুলির উপর এবং ডিমাণ্ডগুলির উপর সেগুলির সফলতা এবং দুর্বলতা সম্পর্কে আলোচনা করবেন। কিন্তু সেগুলি আলোচনা করতে গিয়ে আমরা লক্ষ্য করেছি যে, আমাদের দলীয় বিভাজনের কথা বলে তাঁরা তাঁদের দুর্বলতা ঢাকা দিতে চেষ্টা করেছেন। গত ২৫ তারিখে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যে কংগ্রেস দলে বিভাজন, ভাগাভাগি, ঝগড়াঝাঁটি আছে। কিন্তু মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তো এটা বলেন নি যে, গত ২৪ তারিখে পশ্চিমবঙ্গের বেলেঘাটায় ২০০ সি পিএম কর্মীর মধ্যে মারামারি কাটাকাটি হয়েছে, তাদের নেতা ভীষণভাবে আহত হয়েছেন। আপনাদের দলীয় দুর্বলতার কথা আমরা তো হাউসে আনিনি। কি কারণে আজকে এই বামফ্রণ্টের সরকারে ডেপুটি চীফ মিনিষ্টারের পদ সৃষ্টি করে দশরথ বাবু এবং নৃপেন বাবুর ঝগড়া মেটাতে হয় সেটা তো আমরা বলিনি। কি কারণে বীরেন বাবুকে সরিয়ে পেছনের দরজা দিয়ে আর একজনকে এনে মন্ত্রীত্বের পদে বসানো হয় সেটা তো আমরা বলি নি।

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমার বক্তব্যে এটা বলতে চাই যে উনারা স্বীকার করবেন কিনা যে, উনাদের নেতৃত্ব আহত হয়েছেন এবং শত শত সিপি এম কর্মী পেটাপেটি করেছে, এই আনন্দবাজার পত্রিকা আমার হাতে আছে। আমাদের মাননীয় সদস্য অশোকবাবু বলেছেন যে, আমাদের মধ্যে কোন ভাগাভাগি নেই। আমরা যারা বিধায়ক আছি, তারা সবই একই নেতৃত্বের অধীনে আছি। আমাদের মধ্যে ভাঙ্গন ধরাবার প্রচেষ্টা মার্কসবাদী কমুনিষ্ট পার্টি দ্বারাই সৃষ্টি হতে যাচ্ছিল। আমরা সেটা প্রতিহত করেছি।

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি তিনটা ডিমাণ্ডের উপর কাট মোশন এনেছি। টি, আর, টি, সি—এর উপর মাননীয় সদস্যরা আলোচনা করেছেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় যে জনসাধারণের স্বার্থের জন্যই যে টি, আর, টি, সি—এর সার্ভিস, এটা আমাদের লেফট্ ফ্রন্ট সরকার দেখাতে পারেন নাই।

আর একটা কথা মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, বিরোধী বেঞ্চের মাননীয় সদস্য রবীন্দ্র দেববর্মা একটি কাট মোশন এনেছেন ডিমাণ্ড নাম্বার ১৪ মেজর হেড ৩৩৭ এর উপর। সেখানে রোডস্ অ্যাণ্ড ব্রীজেস্—এর উপর ৩, ৪৮, ১৮, ০০০ টাকা চাওয়া হয়েছে। আমার বক্তব্য এই যে রোডগুলি বামফ্রন্ট সরকার ১৯৮৪ সনে বক্সনগর টু কলমছড়া মেটালিং রোড় করেছিলেন কয়েক শত মিটার। একটা বৎসর টিকে নাই সেই মেটালিং। উনারা কি টাকা রাস্তার জন্য খরচ করেছেন, না কি নিজেদের পকেটে সেগুলি ঢোকাচ্ছেন আমি বুঝতে পারছি না। মেটালিং কার্পেটিং লিখেছেন। কিন্তু এক বৎসর পরেই সেই মেটালিং নেই। নিজেদের লোকদের পাইয়ে দেবার একটা রাস্তা হল এই বাজেট। আমি মাননীয় পি, ডবলিউ, ডি মিনিষ্টারকে অনুরোধ করব তিনি যেন সেই জায়গাতে গিয়ে দেখে আসেন। সেটা যদি সত্য না হয় তাহলে আমি এই হাউসে আর ভাষণ রাখব না।

দ্বিতীয়তঃ, ব্রীজের জন্য টাকা ধরা হয়েছে। কাঞ্চীকৃষ্ণনগরে ব্রীজ করতে গিয়ে লেখা আছে করই কাঠ। উনাদের সি পি এম প্রধান দিয়ে কন্ট্রাকটরীর কাজ করাচ্ছেন। সেখানে ৯ × ৬ মেঝারমেন্টের বীম দেওয়ার কথা। আমি নিজে গিয়ে এক হাতে সেই বীমটাকে তুলে ফেললাম। তাহলে এই লেফট গভর্ণমেন্ট কি করে আশা করতে পারে যে এটা একটা ব্রীজ হতে পারে? মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার এই ধরণের দুর্নীতি করছে। এই কন্ট্রাকটার আপনাদের দলীয় লোক। সি পি এম এর প্রধান। সে কন্ট্রাকটরী করে। সেজন্য এখন এই ব্রীজগুলি পরীক্ষা নিরীক্ষার আছে। আমরা আটকে রেখেছি। সুতরাং এই যে টাকা এখানে রেখেছেন, আমরা বলেছি যে এটা জনস্বার্থে নয়। যে অভিযোগগুলি আমরা রেখেছি সেগুলি তদন্ত করে দেখুন কিভাবে বে-আইনীভাবে আপনাদের কর্মীদের পকেটে টাকা চলে যাচ্ছে। এস সি এস টি, এর জন্য যে টাকা ধরেছেন সেগুলিও এইভাবে দলীয় কর্মীদের পকেটেই চলে যাচ্ছে। এই সরকার ত্রিপুরা রাজ্যের ২২ লক্ষ মানুষকে ধোকা দেওয়ার একটা সরকার। এটা তদন্ত করলে মন্ত্রীরা নিজেরাই স্বীকার করবেন, কি ধরনের কাজ হচ্ছে। এই বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীভানুলাল সাহা :— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আজকে এই সভায় বিভিন্ন দপ্তরের বিভিন্ন ডিমাণ্ডে যে ব্যয় বরাদ্দ ধরা হয়েছে, সেগুলিকে আমি পূর্ণ সমর্থন জানাই, আর বিরোধী পক্ষ থেকে এই সব ডিমাণ্ডের যেসব ছাঁটাই প্রস্তাব রাখা হয়েছে, সেগুলির বিরোধীতা করে আমি আমার বক্তব্য রাখছি। এই সব কাট মোশানগুলির বিরোধীতা করছি এই কারণে যে, এগুলি একটা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে করা হয়েছে, জনস্বার্থে এই কাট মোশানগুলি এখানে আনা হয় নি। কিছুক্ষন আগে, বিরোধী দলের মাননীয় সদস্য সুধীর বাবু বলেছেন যে, ইরিগেশন দপ্তর বলে যে একটা দপ্তর এখানে আছে. এটা তিনি বুঝতে পারেন না। কিন্তু আমি বলতে চাই যে আমার বিশালগড় এলাকায় আগে একটি মাত্র লিফ্‌ট ইরিগেশন ছিল, এখন এই বামফ্রন্টের আমলে এসে সেখানে ৮টি লিফ্‌ট ইরিগেশন হয়েছে এবং আরও হবে। বিশালগড় ব্লকে অনেকগুলি লিফ্‌ট ইরিগেশন স্কীম চালু আছে। অন্যদিকে আমরা দেখছি যে মাননীয় সদস্য সুধীর বাবুর কনষ্টিটিয়েন্সীতে একটি ডিপ-টিউব-ওয়েল করা হল. কিন্তু সেটাকে চালু করতে দেওয়া হচ্ছে না। কারণ, এই ডিপ-টিউব-ওয়েল চালু করার আগে, সেই এলাকার একটি ছেলেকে নাকি চাকুরী দিতে হবে, তারপর সেটি চালু করতে দেওয়া হবে। স্যার, উনারা সমস্ত পূর্ত্ত বিভাগের ব্যয় বরাদ্দের উপর কাট মোশান এনে আক্রমন করে বলছেন কিন্তু আমি বলতে চাই যে লালসিং মুড়াতে সেখানকার জনসাধারণের একটি ব্রীজের দাবী অনেক দিন আগের, সেই বলা যায় ৩০ বছর আগের কংগ্রেসী আমলের কিন্তু সেখানে তাদের দাবী মত ব্রীজটা হল না, কখন হল? না, এই বামফ্রন্ট আসার পর সেই এলাকার জনগণের দাবী—এই ব্রীজটা হল। তবু তারা বলছেন এই আমলে নাকি কিছুই হচ্ছে না। তার-পর বিলোনীয়া শহরবাসীদের দাবী ছিল যে মহুরী নদীর উপর একটি ব্রীজ করতে হবে, সেই অনেক দিন আগের দাবী কংগ্রেস আমলেই তারা এই দাবীটা করেছিল, কিন্তু কংগ্রেস আমলে সেটা হয় নি, হল বামফ্রন্ট যখন এলো। তারপর সেই রকম কাঞ্চনপুর, ছামনু, আনন্দনগর, গোবিন্দ্র বাড়ী আরও অনেক জায়গাতে যে সব ব্রীজের দাবী ছিল, সেগুলি সেই সময়ে হয়নি, হয়েছে এই বামফ্রন্টের আমলে। কিন্তু বিরোধী দলের সদস্যরা সেগুলি

দেখছেন না। তারা শুধু দেখছেন, কোথায় ৫০ হাজার টাকার কাজ হল এবং সেখানে কে কতটা দুর্নীতি করলো, এই দুর্নীতির বিষয়গুলি যেন সব সময়ে তাদের চোখের সামনে ভেসে আসছে, ত্রিপুরাতে এই সরকারের আমলে যে সব কাজ হচ্ছে, সেগুলি তারা দেখতে পাচ্ছেন না। স্যার, তাদের কংগ্রেস আমলেই তো টি, আর, টি, সি, বাস চালু হয়েছিল তখনও তো জনসাধারণের দাবী ছিল যে, আমাদের কাঞ্চনপুরে টি, আর, টি সি, বাস দিতে হবে, আমাদের শিলাছড়িতে টি আর, টি সি, বাস দিতে হবে আমাদের অমরপুরে টি, আর, টি, সি, বাস দিতে হবে, কিন্তু তখন কি জনসাধারণের দাবী মত সেগুলি দেওয়া হয়েছে? না, দেওয়া হয় নি। কিন্তু বামফ্রন্টের আমলে সেই সব জনসাধারণের দাবী পূরণ হয়েছে। কেন? না, কারণ তাদের কংগ্রেসের সংগে আমাদের বামফ্রন্টের দৃষ্টি ভঙ্গির প্রার্থক্য আছে বলে বামফ্রন্ট জনসাধারণের দাবী স্বীকার করে এসব করছে। স্যার, এখানে তারা বলছেন যে ত্রিপুরা রাজ্যে নাকি নিষ্প্রদীপের মহড়া চলছে। আমি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করতে চাই যে, কেন নিষ্প্রদীপের মহড়া চলছে? আমাদের ন্যাশন্যাল গ্রিড থেকে প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎ পাওয়ার কথা। এন, ই, সির টাকায় আসামের কপিলিতে জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন হচ্ছে। মনিপুরের লোকটাকে জল বিদ্যুৎ উৎপন্ন হচ্ছে, আমাদের কি আমাদের চাহিদা মত সেই বিদ্যুৎ আসামের মধ্য দিয়ে আনতে দেওয়া হচ্ছে? তারপরেও উনারা বলছেন যে এখানে নিষ্প্রদীপের মহড়া চলছে। অন্য দিকে এই বামফ্রন্টের আমলে আমাদের রাজ্যে যে গ্যাস পাওয়া যাচ্ছে তার থেকে থার্মাল বেইসড বিদ্যুৎ উৎপাদন করার স্কীম নেওয়া হয়েছে এবং সেগুলির থেকে শীঘ্রই বিদ্যুৎ উৎপাদন শুরু করা হবে। এছাড়া আরও ছোট খাটো নানা উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, যেমন মহারানী ব্যারেজ থেকেও আমরা কিছু বিদ্যুৎ পাব এবং এই রকম আরও কয়েকটি জায়গা থেকে বিদ্যুৎ পাওয়ার ব্যবস্থা হচ্ছে। এসব সত্বেও তারা বলছেন, বামফ্রন্ট নাকি সব দিক থেকে ফেইলুর। আবার মনুতে একটা ইরিগেশন প্রজেক্ট হওয়ার কথা তারজন্য যথারীতি ব্যয় বরাদ্দ ধরা হয়েছে। মাননীয় সদস্য দিবা চন্দ্র রাঙ্খল সেটার উপর একটা কাট মোশান এনে গভঃ পলিসিকে ডিস্এ্যাপ্রুভড করে দিতে চাইছেন যেন উপজাতি অঞ্চলে ইরিগেশন স্কীমের

কোন দরকার নাই। সেখানে টি, এস, এফদের জন্য সরকার থেকে কিছু করা হউক, এটাই যেন তিনি বলতে চান। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করব যে উপজাতি অঞ্চলে কি বাজার তৈরী করা অথবা ব্রীজ তৈরী করা অথবা স্কুল ঘর ইত্যাদি তৈরী করার কোন প্রয়োজন নাই? উনি তার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার না করলেও আমরা বলব যে. না সেই সব অঞ্চলেও এগুলি করার দরকার আছে। কাজেই তাদের এসব কাট মোশান আমরা কি করে সমর্থন করব? কাট মোশানগুলি যদি সত্যিই সরকারের দৃষ্টি আকর্ষন করার জন্যই আনা হত, তাহলে অন্য কথা, কিন্তু সেটাতো তারা করেন নি। যেখানে যেটা দরকার, সেটা করার জন্য এই সরকার বাজেটে বরাদ্দ রেখেছেন, কিন্তু তারা সেগুলিকে ডিস্‌এ্যাপ্রুভড করার জন্য কাট মোশান এনেছেন. এটা কি কেউ সমর্থন করতে পারে? নিশ্চয় না। আজকে যদি এমন হত যে, কোথাও একটা ডিপ টিউব-ওয়েল আছে, আর একটা হওয়ার দরকার আছে এবং সেই দাবী নিয়ে যদি কোন কাট মোশান আসত, তাহলে সেটাকে সমর্থন করা যেত। কিন্তু আমরা দেখছি যে তাদের কাট মোশানের মাধ্যমে সেই সব দাবীর প্রতিফলন হয় নি। তারা শুধু দেখছে, যেখানে কোন কাজ হচ্ছে, সেই কাজ করার জন্য যে টাকা খরচ হচ্ছে, তার মধ্যে কেউ কোন রকম চুরি করছে কিনা বা টাকা খরচের মধ্যে কোন দূর্নীতি হচ্ছে কিনা। মনে হয়, তারা শুধু চুরি দেখবার জন্যই আছেন, অন্য কিছু দেখবার জন্য নয়। আমাদের সরকার তো কাজ করতে চাইছে এবং সেজন্য কেন্দ্রের কাছে প্রয়োজনীয় টাকাও চাইছে, কিন্তু কেন্দ্র কি আমাদের চাহিদা মত টাকা দিচ্ছে? তা তো নয় যেমন, আমরা বিভিন্ন জায়গাতে ৫০টা ডিপ-টিউব ওয়েল করার জন্য ১৫০ কোটি টাকা কেন্দ্রের কাছে চাইলাম, কিন্তু আমাদের সেই চাহিদা কমিয়ে আমাদের ১০৫ কোটি টাকা দিল। এখন কি এই ১০৫ কোটি টাকা দিয়ে আমরা ৫০টা ডিপ টিউব ওয়েল করতে পারব? নিশ্চয় না। আমাদের প্রোপোর্শানেট্‌লি ডিপ-টিউব-ওয়েলের সংখ্যা কমিয়ে দিতে হবে, কারণ কেন্দ্র আমাদের সেগুলি করার জন্য প্রয়োজনীয় টাকা দেয় নি। তাই আমরা পরিস্কার ভাবে বলতে চাই যে কাজ কর্ম যা হচ্ছে তার মধ্যে যে কিছু ত্রুটি বিচ্যুতি নেই সেটা আমরা অস্বীকার করছি না, কিন্তু সেই ত্রুটি বিচ্যুতি দূর করার জন্য ব্যবস্থাও আছে,

যেগুলি বিরোধী পক্ষ তাদের সঠিক সমালোচনার মাধ্যমে আমাদের দেখিয়ে দেবেন। আর কোন জায়গায় দুর্নীতি আছে কিনা, সেটাও নিশ্চয় তারা বলবেন। আমার বক্তব্য শেষ করার আগে আরও একটি কথা বলতে চাই, সেটা হচ্ছে মাননীয় সদস্য রবীন্দ্র দেববর্মা কাট মোশান এনে ডম্বুর রিজার্ভায়ার এলাকায় এবং জম্পুই হিল এলাকায় টুরিষ্ট লজ করার দাবী জানিয়েছেন। এই দাবীটা খুবই ভাল দাবী, কিন্তু তার আগে মাননীয় সদস্যকে অবশ্যই গ্যারান্টি দিতে হবে যে, সেই সব জায়গাতে টুরিষ্ট লজ হলে সেগুলি যেন উগ্রপন্থি-দের আড্ডাখানা না হয় অথবা তাদের ট্রেনিং অথবা মিটিং করার জন্য যেন সেগুলি ব্যবহৃত না হয়। কাজেই এখানে যে সমস্ত ডিমাণ্ডের জন্য ব্যয় বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে সেগুলিকে আমি পূর্ণ সমর্থন জানাই আর সেই সংগে ঐ ডিমাণ্ড গুলির উপর বিরোধী পক্ষের যে সব কাট মোশান এসেছে, সেগুলিকে বিরোধীতা করে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রীমনোরঞ্জন মজুমদার :— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আজকে এই হাউসে যে বিভিন্ন দপ্তরের জন্যব্যয় বরাদ্দ চেয়ে দাবী-প্রস্তাব পেশ করা হয়েছে, আমি সেগুলির বিরোধীতা করছি আর সেই সংগে বিরোধী পক্ষ থেকে ঐ সমস্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবীর উপর যে সমস্ত ছাঁটাই প্রস্তাব এসেছে, সেগুলিকে সমর্থন করে কয়েকটি কথা রাখতে চাই। স্যার, যে সরকারের সারা অঙ্গে দুর্নীতিগ্রস্ত রোগের আক্রমণ ঘটেছে, সেখানে আমাদের বিরোধী পক্ষের দেওয়া কয়েকটি কাট মোশানে কি সেই দুর্নীতিগ্রস্ত রোগের কোন উপশম হবে, এই বিশ্বাস আমার নাই। যাহউক বিভিন্ন ব্যয় বরাদ্দের দাবীর উপর আমার কয়েকটি কাট মোশান আছে। ডিমাণ্ড নাম্বার ১৯ মেজর হেড ৫০৬ এ আমার কাট মোশান হচ্ছে— "Failure to control and eliminate wasteful expenditure on Tube-wells". স্যার আমার বিলোনিয়া মহকুমার মুড়াবাড়ীতে একটা মার্ক—টু টিউব-ওয়েল আছে এবং সেটা করার সাথে সাথে সেটা দিয়ে জল উঠছে। কিন্তু অন্যান্য জায়গায় যেগুলি করা হয়েছে, সেগুলি দিয়ে প্রয়োজনীয় জল আসছে না শুধু হাওয়া বেড়িয়ে আসছে।

আসল কথা এর ভিতর দিয়ে জল বের হয় না। এই যদি অবস্থা হয় তাহলে সেগুলিকে সমর্থন করা যায় না। ডিমাণ্ড নং ২৭, মেজর হেড ২৮৮—সিডিউল্ড কাষ্ট ও ব্যাকওয়ার্ড ক্লাসের লোকদের উন্নতির জন্য কেন্দ্র থেকে এর জন্য টাকা বরাদ্দ করা হয়। সেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি কেন্দ্রীয় সরকারের টাকা স্টেট প্ল্যানের এবং নন প্ল্যানের সব মিলিয়ে প্রায় ২·৭৬ লক্ষের উপর বরাদ্দ ধরা হয়েছে। এই প্রসংগে আমি বলতে চাই যে, গত বছর এই খাতের টাকা খরচার ব্যাপারে আমি কয়েকটি অভিযোগ করেছিলাম। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত সেই কেইসগুলির কি হল, কারা কারা অভিযুক্ত হয়েছে, কারাই বা শাস্তি পেল সেই কথা আর আমরা জানতে পারলাম না বা ত্রিপুরাবাসী কেউ জানতে পারল না। তাহলে যদি আমরা বলি যে, এই ভাবে কেন্দ্রের টাকা এনে সরকার নয় ছয় করছেন সেটা কি অসত্য হবে? মানুষের নামে এই ভাবে যে টাকার অপব্যায় হচ্ছে তাহলে আমরা স্বাভাবিক ভাবেই আমরা এই ডিমাণ্ডগুলিকে সমর্থন করতে পারি না। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, ডিমাণ্ড নং ২৪, মেজর হেড ২৮৫-ফিল্ড পাবলিসিটিতে প্রায় ২৯·০৯৭ লক্ষ হাজার টাকা ধরা হয়েছে। অমরা সেখানে লক্ষ্য করছি যে, সাবডিভিশানগুলিতে কিছু লোক বসে আছে কাজের কাজ কিছুই হচ্ছে না। আজকে বিজ্ঞানের প্রযুক্তি বিত্যার কৃষি ব্যবস্থার কিছু কিছু কথা গ্রামের কৃষকেরা জানতে পারলে এই ফিল্ড পাবলিসিটির দ্বারা কিছুটা উপকার পেত। সেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি শুধু মন্ত্রীদের মিটিংয়ের কথা দলের মিছিল মিটিংয়ের কথা ছাড়া আর কিছুই শোনা যায় না আর ইদানিং একটা হচ্ছে মেলা—এই মেলাতেও শুধু তাদের দলের কথাই প্রচারের ব্যবস্থাটা প্রাধান্য পাচ্ছে। সুতরাং এই সব ব্যাপারে আমরা এটাই দেখতে পাচ্ছি, ক্ষমতার জোরে তারা তাদের নিজেদের দলীয় প্রচারের ব্যবস্থাই করছেন। আসলে যে প্রচারের দ্বারা জনসাধারনের উপকার করা যায় সেই সব দিকে তারা যেতে চান না। ডিমাণ্ড নং ১৭ মেজর হেড ৪৯৯ স্যার, আমরা চাই রাজ্যে শিল্প গড়ে উঠুক। ত্রিপুরাতে গ্যাস পাওয়া

যাবে তা দিয়ে ত্রিপুরাতে শিল্প গড়ে উঠুক এটা আমরা চাই। কিন্তু শিল্প গড়ে তুলতে হলে কি দরকার ? সেটা হচ্ছে নিয়ম শৃঙ্খলা এটা উনারা চান না। মাননীয় ডেপুটী স্পীকার স্যার, ত্রিপুরাতে একটা শিল্প গড়ে উঠছে খুব ভাল ভাবে সেটা হচ্ছে পাচার ইণ্ডাষ্ট্রি আর একটা মদের ইণ্ডাষ্ট্রি এই দুটি শিল্প ত্রিপুরাতে ভাল ভাবে চলছে। আর অন্য দিকে আমরা দেখতে পাচ্ছি, কিছু লোক কাধে গামছা নিয়ে সারা দিন রাত ৯টা পর্যন্ত রাস্তায় ঘুরাঘুরি করছে, যা কিছু পেল তা নিয়ে সে ঘরে ফিরে গেল। ওদের কথা উনারা চিন্তা করছেন না। মাননীয় ডেপুটী স্পীকার স্যার, মাননীয় শিল্প মন্ত্রী মহোদয় বা কি করবেন ? এক জন লোকের কাছে একাধারে শিল্প, তথ্য, সংস্কৃতি এতগুলি দপ্তর দিয়ে উনাকে একেবারে বেসামাল অবস্থার ফেলে দিয়েছে। সুতরাং এই অবস্থায় আমরা এটাকে সমর্থণ করতে পারি না। আজেই আমি আমার কাটমোশানগুলিকে সমর্থণ জানিয়ে মুল ডিমাণ্ডগুলির বিরোধীতা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটী স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা :— মিঃ ডেপুটী স্পীকার স্যার, আজকে হাউসে যে সমস্ত কাট মোশান এসেছে সেগুলিকে সমর্থন করে এবং মূল ডিমাণ্ড-গুলির বিরোধীতা করে আমি আমার বক্তব্য শুরু করছি। স্যার, আমার ৬টা কাটমোশান আছে, সেগুলি হল — ডিমাণ্ড নং ১৪ মেজর হেড ২৫৯ - রিপেয়ার আমরা পি,ডাব্লিও,ডি,র প্রতিটি কাজে আমরা এইটা লক্ষ্য করছি রাস্তা ঘাটের মেরামতের ক্ষেত্রে বিশেষ করে ব্রীজগুলির ক্ষেত্রে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচা করা হচ্ছে। কিন্তু আমরা বুঝতে পারছি না যেখানে এই সরকার দাবী করে যে, আমরা যা করি সেটা খুব ভাল ভাবে পাকা করে করি। স্যার, আমি গত ৩০ বছরের অভিজ্ঞার কথা আমি বলছি না, এই সরকারের গত ৮ বছরে কথাই আমি বলছি। গণ্ডাছড়া-আমবাসা রাস্তার উপর টি,আর,টি,সি,র একটা অফিস ঘর মেরামত করা হয়েছিল সেটি দুইটা কুকুরের ঝগড়ার ধাক্কা সহ্য করতে না পেরে ভেঙ্গে যায়। এই ভাবে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, বামফ্রন্ট সরকার যেসব রিপেয়ারের কাজ করছেন সেগুলি কুকুরের ঝগড়ায় ভেঙ্গে পরে, ব্যাংয়ের ডাপে কাঁপে, এই ভাবে লক্ষ

লক্ষ টাকা খরচা করছে আর কিছু লোক ঘুষ নিয়ে তাদের সেই সব বিল পাশ করে সরকারী টাকা নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে। কাজেই আমরা সেগুলিকে সমর্থন করতে পারি না। মিঃ ডেপুটী স্পীকার স্যার, ডিমাণ্ড ১৪, মেজর হেড ৩৩৪ রোডস্ এণ্ড ব্রীজেস— সেখানে মাননীয় সদস্য ভানুলাল সাহা মহোদয় বলেছেন, কংগেস আমলে ব্রীজ হয় নাই, এই বামফ্রন্ট সরকার এসে সেই সব রাস্তায় ব্রীজ করেছে। এই প্রসংগে আমি এই কথা হাউসে জানাতে চাই যে, দীর্ঘ ৩০ বছরে ত্রিপুরার মানুষ ব্রীজ ভেংগে গাড়ী নদীতে পরে যেতে দেখে নাই। কিন্তু বামফ্রন্ট সরকারের আমলে ত্রিপুরার মানুষ এটা লক্ষ্য করছে যে, বামফ্রন্ট সরকারের তৈরী ব্রীজ ভেংগে গাড়ী নদীতে পরে যায়। স্যার, কৈলাসহর মহকুমাতে মকরছড়ার উপর একটা ব্রীজ রিপেয়ার করা হয়। সেই ব্রীজটি রিপেয়ার করার মাত্র ১৫ দিন পরে মাল বোঝাই একটা জীপ গাড়ী সেই ব্রীজটি ভেংগে পরে যায় এবং সেই গাড়ীর চালক নিহত হয়। আমবাসা-গণ্ডাছড়া রোডের আর একটা ব্রীজ রিপেয়ারের পর মাল বোঝাই একটা ট্রাক সেই ব্রীজ ভেংগে পরে যায়, ৩ জন নিহত হয় এবং ৭ জন গুরুতর আহত হয়। এই ভাবে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বামফ্রন্ট সরকার ব্রীজ রিপেয়ারের নাম করে মানুষ মারার ফাঁদ তৈরী করছেন। কাজেই আমরা সেগুলিকে সমর্থন করতে পারি না। তাছাড়া আমরা আরও দেখতে পাচ্ছি যে রাস্তা ঘাটগুলির অবস্থা আরও মারাত্মক, রাস্তার উপর বিরাট বিরাট গর্তের সৃষ্টি হয়েছে। সেই সব রাস্তায় যখন গাড়ী চলাচল করে তখন আমরা দেখতে পাচ্ছি যে গাড়ীর ঝাকুনীর ফলে মানুষের মাথা গাড়ীর ছাদে লাগছে। এই হচ্ছে বর্তমানে রাস্তা-ঘাটের অবস্থা। রাস্তাগুলি মেরামত করে রাখার জন্য গ্যাং লেবার রাখা হয় কিন্তু তারা কাজে ফাঁকি দিচ্ছে, শ্রমিক ইউনিয়নের নামে কাজে ফাঁকি দিচ্ছে। উনারা শুধু শ্রমিকদের ইউনিয়ন করতেই শিখিয়েছেন কিন্তু দাবীর সংগে যে দায়িত্ব পালন করতে হয় সেটা উনারা জানেন না।

কি করতে দিয়েছেন? মিছিল মিটিং করতে দিয়েছেন। কাজের দায়িত্ব কিছুই

দেওয়া হয় নি। গ্যাং লেবার কোন রাস্তায় কাজ করছে না। এই গ্যাং লেবার এর কাজে যাদের নিযুক্ত করা হয়েছে তারা সকলই শহরের লোক। কয় টাকা আর বেতন পায়। কাজেই মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে যদি স্থানীয় লোকদেরকে গ্যাং লেবারের কাজে নিযুক্ত করা হত তাহলে কিছু কাজ পাওয়া যেত। টুরিজম, তথা মন্ত্রী এই হাউসে বলেন যে, আমার দপ্তর সাদাসিদে সাজানো গোছানো। এই দপ্তরে কি করা হচ্ছে ? আজকে যদি রাইমাভেলি, জম্পুই হিলকে পর্যাটকদের জন্য খোলে দেওয়া হত তাহলে আজ লক্ষ লক্ষ টাকা ইনকাম হত। বামফ্রন্ট সরকারের সেই রুচিবোধ নাই। মাননীয় ডিপুটী স্পীকার স্যার, তথ্য মন্ত্রীর দপ্তর থেকে তথ্য পরিবেশন করা হয়েছে, এটা মাননীয় সদস্য দিবা চন্দ্র রাংখল উনিও তুলেছেন। সেটা হল যে, রাজ্যপাল সোমবার ত্রিপুরায় আসছেন। ত্রিপুরার রাজ্যপাল, অবসরপ্রাপ্ত জেনারেল কে, ভি, কৃষ্ণরাও এক সপ্তাহের সফরে আগামী ১৭ই মার্চ এখানে আসছেন। এখানে অবস্থানকালে রাজ্যপাল ত্রিপুরা বিধানসভার বাজেট অধিবেশনের উদ্বোধন করবেন। এই তথ্য প্রচার দপ্তর দিয়েছেন। এটার অর্থতো আমরা বুঝি না। কারণ, আমরা মুর্খ। উনি তো রাবণ। দশটা মাথা নিয়ে কাজ করেন। অতিরিক্ত কথা বলেন। এই তথ্য মন্ত্রী আরও বলেছেন যে উপজাতী যুব সমিতি নাকি কংগ্রেসের পায়ের পিন। সেই জন্য উপজাতি যুব সমিতি বলেছে যে, বামফ্রন্ট কংগ্রেসের পায়ের হাওয়াই জুতা। কারণ উনারা ১৯৭৭ সালে কংগ্রেসের সংগে মিলে কোয়ালিশন মন্ত্রীসভা করেছিলেন এবং বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী নৃপেন বাবু ছিলেন সেই মন্ত্রীসভার অর্থমন্ত্রী। কংগ্রেস (ই) এবং উপজাতী যুব সমিতির তো পাহাড়ী ও বাংগালীর মধ্যে একটি সেতু বন্ধন। এই জন্যই ওরা আঁতকে উঠেন। কাজেই মাননীয় ডিপুটী স্পীকার স্যার, এখানে যে কাটমোশনগুলি এসেছে সেগুলিকে সমর্থন করে এবং মূল প্রস্তাবের বিরোধীতা করে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ ডিপুটী স্পীকার :— শ্রীযাদব মজুমদার।

শ্রীযাদব মজুমদার :— মাননীয় স্পীকার স্যার, এই সভায় মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী এখানে যে বাজেট পেশ করেছেন তাকে
সম্পূর্ণ সমর্থন করি এবং বিরোধী দল থেকে যে সমস্ত কাট মোশন এসেছে সেগুলির বিরোধীতা করে আমি আমার বক্তব্য শুরু করছি। বিরোধী দলের মাননীয় সদস্যরা কাট-মোশন এনে তারা এটা দেখাতে চেয়েছেন যে বামফ্রন্ট সরকার কোটি কোটি টাকা বরাদ্দ করেছেন কিন্তু আজেবাজে কাজ করছেন। আমি আজকে হাউসের সামনে ১৪নং বিধান সভার কেন্দ্রে কি কি কাজ তার একটা ষ্ট্যাটমেন্ট এখানে দিচ্ছি। ব্রিক সোলিং রোড। জহর ব্রীজ হতে ক্যাম্পের বাজার বেলাবর পর্য্যন্ত ৫ কিঃমিঃ চার পাড়া বাস ষ্টপেজ থেকে বিশালগড় বাবুল চৌমোহনী পর্য্যন্ত ১০ কিঃ মিঃ—

চৌমুহনী বাজার থেকে গাবরদি পর্য্যন্ত ৫ কি, মি, মধুবন গাঁও সভা হইতে কাঠাঁলতলী হয়ে বাধারঘাট চৌমুহনী পর্য্যন্ত ৪ কি, মি। বেলতলী হতে চারপাড়া দ্বাদশ শ্রেণী স্কুল চার পাড়া হয়ে ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক হয়ে, ও, এন, জি সির উত্তর গেট পর্য্যন্ত ৩ কি, মি। ও, এন, জি, সির পশ্চিম গেট থেকে বিদ্যাসাগর কলোনী পর্য্যন্ত সাড়ে পাঁচ কি, মি, হাফানিয়া চৌমুহনী মাধবপুর মৌজা শেষ প্রান্ত পর্য্যন্ত চার কি, মি, ১৫ মোগরা ডাই-ভারশন স্কীম হতে অরুনধুতিনগর দ্বাদশ শ্রেণী স্কুল পর্য্যন্ত দেড় কি, মি,। বাঁধারঘাট চৌমুহনী হতে চৌরংগী ১২ পর্য্যন্ত দুই কি, মি,। সিদ্ধি আশ্রম বাধারঘাট থেকে তহশিল অফিস পর্য্যন্ত এক কি, মি,। পঞ্চমুগ হতে অরুন্ধুতিনগর গাঁও সভার অফিস হতে মনতলা বি, ও পি হতে সাড়ে তিন কি, মি,। অরুনধুতিনগর প্রাইমারীহেলথ্ সেনটার থেকে শচিন্দ্র লাল বিদ্যানিকেতন পর্য্যন্ত দুই কি, মি, চারপাড়া দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয় থেকে বিদ্যাসাগর 'বি' কলোনী পর্য্যন্ত আড়াই কি, মি, চৌমুহনী বাজার থেকে নারায়ণ খামার পর্য্যন্ত তিন কি, মি,। আমতলী হতে কঁঠালতলী পর্য্যন্ত দুই কি, মি, কুড়ি পুষ্করিণী থেকে কাশীনগর পর্য্যন্ত দুই কি, মি, আমতলী হতে 'ডি' কলোনী পর্য্যন্ত এক কি, মি,। লিফট্ ইরিগেশন — গজারিয়া, জয়পুর, নারায়ণ খামার পূর্ব হাতীলেটাতে জল সেচের ব্যবস্থা করা হয়েছে। বাঁধ - নারায়ণ খামার, চণ্ডীপুর ১টা। গাজারিয়া গাঁও সভার একটা। পানীয় জলের জন্য টিউবওয়েল পাঁচটি। এস, পি, টি, ব্রীজ—৫টা। পীচের রাস্তা সিদ্ধি আশ্রম থেকে জম্পুইজলা পর্য্যন্ত ৩০ কি, মি,। স্প্যান পাইপ দিয়ে ব্রীজ ১০টা।

তারপর প্রাইমারী স্কুল হয়েছে নূতন ৪টি চৌরঙ্গী পাড়ায়, বিদ্যাসাগর কলোনীর কাছে বর্গাচৌতল, অনন্ত আচার্য্য। সিনিয়র বেসিক হয়েছে ৬টি। সিদ্ধিআশ্রম, সূর্যমনিনগর, অরুন্ধুতিনগর রোড নং ৬, রাধাকিশোর গঞ্জ, রাধাকিশোর নগর, হাফানিয়ায় প্রাইমারী থেকে সিনিয়র বেসিক স্কুল। তাহলে, এখানে যে আপনারা বক্তব্য রাখছেন কিছু হচ্ছে না বলে তার ভিত্তি কোথায়? ইলেকট্রিসিটি কম হয়েছে? আমি তার হিসাব দিচ্ছি। বাঁধার-ঘাট কেন্দ্রে পোষ্ট বসেছে ৪০০ থেকে ৫০০টি। অবাক হচ্ছেন? এমনি করে এই বামফ্রন্ট সরকারের ক্ষমতায় আসার পরে যতবার এই বিধানসভার মধ্যে বাজেট বরাদ্দ রাখা হয়েছে

তখনই বার বার কাট মোশান রাখা হয়েছে। এটা গতানুগতিক প্রথা। কিন্তু, কাটমোশানের সাথে বৈশিষ্ট্য থাকা উচিত ছিল কোথায় কি হচ্ছে না হচ্ছে। ১০০ কি, মি রাস্তার মধ্যে একটি ব্রীজ পুরানো হয়ে গেলে ভেঙ্গে যাবে। বিলডিং ও ভাঙ্গবে। সব কিছুরই সময়-সীমা থাকে। মানুষেরও আয়ুর সীমা আছে। কাজেই এইভাবে বক্তব্য রেখে হাউসকে বিভ্রান্ত করার কি যৌক্তিকতা আছে? ডেভেলাপমেন্ট ওয়ার্ক যাতে আরো সুন্দর হয় সেদিকে সবার নজর রাখতে হবে। যদি ত্রুটি থাকে, তাহলে বলবেন। কিন্তু, সরাসরি বাজেট অস্বীকার করবেন এটা কি করে হয়? কালকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এই হাউসে বলেছেন এটা পি, সি, সরকারের ম্যাজিক নয় যে রাতারাতি সব হয়ে যাবে। স্যার, বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জন্য যেদিন প্রস্তাব আসে সেদিন মাননীয় সদস্যরা সামান্য কারণ দেখিয়ে হাউস থেকে বেড়িয়ে গেলেন। রেলের উদ্বোধনে তাঁরা গেলেন না। এটা তো সাংঘাতিক ব্যাপার। রেল লাইন ত্রিপুরায় সম্প্রসারিত হউক তা কি আপনারা চান না? ত্রিপুরার ডেভেলাপমেন্ট ওয়ার্ক দেখলে আপনাদের মাথা খারাপ হয়ে যায়: ভাল কথা, যুক্তি দেখালে নিশ্চয়ই সরকার গ্রহণ করবেন। জনগণ আপনাদের এই বিধানসভায় ভোট দিয়ে পাঠিয়েছে কাজ করার জন্য। সরকার থেকে যেসমস্ত কাজ করেন সেগুলি খতিয়ে দেখা উচিত, কাজ ঠিক মত হচ্ছে কিনা। কোথায় রাস্তাঘাট হচ্ছে, কোথায় স্কুল হচ্ছে, কোথায় বিদ্যুতের লাইন যাচ্ছে, কোথায় হাসপাতাল হচ্ছে, সেখানে ডাক্তাররা ঠিকমত যাচ্ছেন কিনা, স্কুলে মাষ্টার মহাশয়রা ঠিকমত যাচ্ছেন কিনা এসব দেখা উচিত। কিন্তু তা না করে এই বিধানসভায় এসে সরকারের কাজের ব্যাঘাত সৃষ্টি করছেন তাত হয় না।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য কলক্লুড করুন।

শ্রীযাদব মজুমদার :— স্যার, শেষ তো করে ফেললাম মোটামুটি। কাজেই যে সমস্ত ডিমাণ্ড এখানে রাখা হয়েছে তার সমর্থন করে সমস্ত কাট মোশানের বিরোধীতা করে আমার বক্তব্য শেষ করেছি। ধন্যবাদ॥

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় পূর্ত মন্ত্রী।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমার এখানে ৮টি ডিমাণ্ড আছে। ৮টি ডিমাণ্ডে মোট ১০৩, ২৩, ৪২, ০০০ টাকার ডিমাণ্ড প্লেস্ করেছি। সর্ব প্রথমে আজকের কার্য্যসূচীতে যে সমস্ত ডিমাণ্ড আছে সবগুলি ডিমাণ্ডকে সমর্থন করেছি। শুধু তাই নয়. গোটা বাজেটকে সমর্থন করছি। স্যার, আমার ডিমাণ্ডের উপর মোট ২২টি কাট মোশান এসেছে। একটি একটি করে জবাব দেওয়ার অসুবিধা আছে। বিশেষ বিশেষ কয়েকটি বলছি। আলোচনা আরম্ভ করার আগে এখানে বিরোধী গ্রুপের লীডার মাননীয় সদস্য শ্যামাচরণ ত্রিপুরা বলেছেন, বিধানসভা ভবন নির্মাণ কবে শুরু হবে। আমরা আশা করছি, আগামী আর্থিক বছরে কাজকর্ম শুরু করতে পারব। উনি আর একটি প্রশ্ন রেখেছেন, ডম্বুর হাইড্রেল প্রজেক্ট সম্পর্কে। আমাদের ডম্বুর হাইড্রেল প্রজেক্টের যে ব্যারেজ আছে তা উঁচু করে আমরা এডিশন্যাল ষ্টোরেজের ব্যবস্থা করছি। যদিও এটা স্বীকার্য্য এখানে বর্ত্তমানে অস্বাভাবিক খরা চলছে। এডিশন্যাল স্টোরেজের ব্যবস্থা আমরা আগেই নিয়েছি। তিনি আর একটি প্রশ্ন তুলেছেন, মনু ব্যারেজ সম্পর্কে। আমরা আশা করছি, সামনের বছর এর কাজ শুরু করতে পারব। আমরা কৃষির উন্নতির জন্য কৃষকদের সাহায্যের জন্য সেটা করছি। স্যার, আমার এই ডিমাণ্ডগুলির মধ্যে যে সমস্ত কাট মোশান এসেছে তারমধ্যে মাননীয় সদস্য রসিকলাল রায় ডিমাণ্ড নাম্বার ১২ এর উপর করেছেন। সেটা টি, আর, টি, সি এর ব্যাপার। আজকে প্রশ্নোত্তরের সময় টি, আর, টি সি. এর ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। কাজেই এক্ষণি আর কিছু বলব না। ডিমাণ্ড নাম্বার ১২এ মাননীয় সদস্য মতিলাল সাহা মহোদয় কাট মোশান এনেছেন এবং সেটা অ্যাডমিটেড। স্যার, টাকাটা আমরা রেখেছি এই জন্যে. যে সমস্ত সরকারী গাড়ী রয়েছে সেগুলি মাঝে মাঝে অ্যাক্সিডেন্ট হয় তখন কমপেনসেসান পেতে দেরী হয় কিংবা কোন কোনটার ইনস্যুর করা থাকে না সেসব গাড়ী অ্যাক্সিডেন্টের পর যদি কারোর মৃত্যু হয় তাহলে আমরা ১৫ হাজার টাকা সাহায্য করতে পারি এই খাত থেকে নিয়ে। আবার কখনো কখনো অ্যাক্সিডেন্টে মারাত্মক জখম হয়, ইনভেলিড হয়ে পড়ে থাকে তাদের আমরা সাড়ে ছয় হাজার থেকে সাত হাজার টাকা এই খাত থেকে যাতে দিতে পারি তারজন্যই টাকাটা রাখা হয়েছে।

এটা খুবই যুক্তিসঙ্গত ডিমাণ্ড। আমি আশা করব, হাউস তা পাশ করবে। ডিমাণ্ড নাম্বার ১৪— এখানে শিক্ষার ব্যাপারে যে সমস্ত ছোট ছোট কনস্ট্রাকশন করা হয় বিশেষ করে, জুনিয়র বেসিক স্কুল, সিনিয়র বেসিক স্কুল এবং কোন কোন ক্ষেত্রে হাই স্কুলেরও কন্সট্রাকশন করতে হয়, এর জন্যই এই টাকা রাখা হয়েছে। মাননীয় সদস্য দিবাচন্দ্র রাংখল এবং মাননীয় সদস্য শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া কয়েকটী স্কুলে কন্সট্রাকশানের কথা বলে কাট মোশান এনেছেন। স্যার আমরা বলেছি, শিক্ষা ব্যবস্থার সম্প্রসারণ আমরা করব। কিন্তু অ্যাট এ টাইম সব জায়গায় সব স্কুল করা সম্ভব নয়। এই জন্যই আমরা টাকার বরাদ্দ করেছি। কাজে কাজেই নীতিগতভাবে এর বিরোধীতা করেছেন এটা আমার কাছে বোধগম্য নয়। কারণ, শিক্ষা সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গী তাদের, এবং গোটা ভারতবর্ষে তাঁদের দলের দৃষ্টিভঙ্গী একই। কাজেই মাননীয় ডেপুটী স্পীকার স্যার, কংগ্রেস (আই) এবং তাঁদের দোসর উপজাতি যুব সমিতির দৃষ্টিভঙ্গীরও তফাৎ আছে বলে আমি মনে করি না।

আমি মনে করি এটা খুব যুক্তিসংগত ডিমাণ্ড আমরা এখানে রেখেছি স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা মেনট্যানেন্স এণ্ড রিপ্যায়ার্স-৫০ উপর, আমাদের যে এ্যাডমিনিষ্ট্রেটিভ বিল্ডিং আছে, তার উপর উনি একটা কাটমোশন এনেছেন। এ খাতে ১৯১, ৫০ লক্ষ টাকা রাখা হয়েছে। এই টাকা দিয়ে এই সময়ের মধ্যে আমরা অনেকগুলি এ্যামিনিষ্ট্রেটিভ বিল্ডিং করেছি। বামফ্রণ্ট সরকারে আসার পর সারা ত্রিপুরা রাজ্যে এবং আগরতলা শহরে অফিস বিল্ডিং এর সংখ্যা অনেক বেড়েছে। এবং কাজ করতে গিয়ে আমাদের আরও ডাইরেকটরেট বাড়বে, হসপিটাল বাড়বে, বড় বড় দালান কোঠা তৈরী করা হবে এবং সেগুলি ম্যাণ্টেনান্সের জন্য টাকা দরকার হবে সেইজন্যই এটা টাকাগুলি আমরা এখানে রেখেছি। স্যার, মাননীয় সদস্য রবীন্দ্র দেববর্মা এখানে একটা কাটমোশান রেখেছেন মেজর হেড ৩৩৭, এখানে ৩ কোটি ৪৮ লক্ষ ১৮ হাজার টাকা রাখা হয়েছে। এই টাকা দুটো ভাগে রাখা হয়েছে। একটা হচ্ছে-ডিষ্ট্রিক্ট রোডস এবং অপরটি হচ্ছে রুর্যাল রোডস। আমরা যেটার জন্য ১ কোটি ২০ লক্ষ টাকা রেখেছি, উনি সেটার উপর কাটমোশান এনেছেন। স্যার, আমরা এই

৮ বছরে ৮০০ থেকে ১০০০ কি, মি, নূতন রাস্তা করেছি এবং ১৬০০ কি, মি, পুরাতন রাস্তা-কে ইম্প্রুভমেণ্ট করেছি, ব্ল্যাক টপিং করেছি, ব্রিক সলিং করেছি। ৫ হাজার কি, মি, রাস্তা আমাদের ম্যানটেইন করতে হয়। এখানে মাননীয় সদস্য রসিক লাল রায়, এবং দুই এক-জন সদস্য রাস্তাঘাটের কথা বলেছেন, পুলের কথা বলেছেন। কিন্তু আজকে ত্রিপুরা রাজ্যে ভাল ম্যাচুরড শাল গাছ পাওয়া যায় না। আমাদের এস, পি, টি, ব্রিজের সংখ্যা কত সেটা বের করতে সময় লাগে। রাঙ্গামুড়া থেকে আরম্ভ করে বিভিন্ন জায়গাতে ছোট বড় প্রচুর এস, পি, টি ব্রিজ করেছি। সেগুলিও আমাদের মেনটেন করতে হয় এবং ৫ হাজার কি, মি, রাস্তাও আমাদের মেনটেন করতে হয়। তার জন্য তো আমাদের টাকার প্রয়োজন। কংগ্রেস আমলে সারা ত্রিপুরা রাজ্যে রাস্তাঘাটের কি অবস্থা ছিল ? তখন বাজেট কত ছিল ? তখন তো কেন্দ্রে এবং রাজ্যে একই দলের সরকার ছিল। বামফ্রণ্ট সরকারে আসার আগে তখন ত্রিপুরা রাজ্যের বাজেট ছিল ১৫ কোটি টাকারও কম। আর আজকে কত টাকার বাজেট হচ্ছে ? আজকে আমরা লড়াই করে টাকা আনছি। কিন্তু এতেও আমরা সন্তুষ্ট না, আমরা চাই আরও বড় বাজেট প্লেস করতে। অথচ একই দলের সরকার থাকা সত্বেও কংগ্রেস দিল্লী থেকে কোন টাকা আনতে পারেনি। কারণ দিল্লীতে গিয়ে টাকার কথা বললেই তাদের চাকরী চলে যাবে। আজকে যিনি মুখ্যমন্ত্রী কালকে তিনি পথের ভিখিরী হয়ে যাবেন। তাই অনেক কংগ্রেসী মুখ্যমন্ত্রীকে দেখি দিল্লীতে গিয়ে চুপ করে বসে থাকেন। কিন্তু আমরা এই সব তোয়াক্কা করি না। আমরা লড়াই করে, চাপ সৃষ্টি করে টাকা আদায় করছি। কিন্তু এই টাকাতে আমরা সন্তুষ্ট না, রাজ্যের উন্নতিকল্পে আমাদের আরও টাকার প্রয়োজন। তারপর স্যার, থারমাল প্রজেক্টের উপর কাট মোশান এনেছেন মাননীয় সদস্য রবীন্দ্র দেববর্মা, মতিলাল সাহা, মনোরঞ্জন মজুমদার এবং রতিমোহন জমাতিয়া। মাননীয় সদস্য শ্রীমনোরঞ্জন মজুমদার হাওয়ার উপর কাট মশান এনেছেন। গজলিয়াতে মাত্র ড্রিলিং হচ্ছে ও, এন, জি সি, মাত্র ড্রিলিং আরম্ভ করেছে। আমরা ৭ম পরিকল্পনায় বলেছিলাম ৪টা ইউনিট দেওয়া হোক। তার জন্য আমরা ১১৭ কোটি টাকা চেয়েছি পাওয়ার সেকটরে। ৪টা থার্মাল ইউনিটে ৪ × ৫ = ২০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন হবে। কিন্তু

প্ল্যানিং কমিশন মাত্র ২টা থার্মাল ইউনিট অনুমোদন দিয়েছেন। এবং ৫ বছরের জন্য ১১ কোটি ৬৯ লক্ষ টাকা দিয়েছে। আমরা হিসাব করে দেখেছি ১৯৯০ ইং সালের মধ্যে আমাদের ডিমাণ্ড ৫০ মেগাওয়াট গিয়ে দাঁড়াবে। আমরা হিসাব করে দেখেছি বড়মুড়া এবং রুখিয়া হওয়ার পরও আমাদের ডেফিসিট থাকবে ৩০ মেগাওয়াটের মত। তার জন্য আমরা এন, ই, সিতে যুক্ত করেছি এবং ওরা টোকেন প্রভিশান হিসাবে ৫০ লক্ষ টাকা দিয়েছে। আর গজালিয়াতে যদি আমরা করতে চাই তার জন্য আরও কিছু সাহায্য দেবেন। আমরা ও, এন, জি, সির সংগে কথা বলেছি। তারা বলেছে প্রতিদিন গজালিয়া থেকে ৫০ হাজার কিউবিক মিটার গ্যাস দিতে পারবেন। কাজেই টারবাইন সেখানে বসানো যেতে পারে। আমাদের দপ্তরের কাজকর্ম এখন আরম্ভই হয় নি. অথচ উনারা কাটমোশান দিয়ে বসে আছেন। মাননীয় সদস্য রতিমোহন জমাতিয়া গ্যাস টারবাইন কেনার ব্যাপারে কাটমোশান দিয়েছেন। আমরা গ্লোবেল টেণ্ডার কল করেছিলাম। বিশ্বের বিভিন্ন দেশ টেণ্ডারে কমপিট করেছিল। আমরা টেকনিসিয়ান দিয়ে টেণ্ডার স্ক্রুটিনাইজ করে ফরাসী এবং সুইজারল্যাণ্ডের একটা কলাবোরেশানকে দিয়েছি। তারপরও সেটা দিল্লীতে গিয়ে পড়ে থাকে অনেক দিন। কোন বি এইচ ই, এল, প্রথম বলেছে টেণ্ডার দেবে না বলেছে. তারা অর্দ্ধেক দেবেন। সুতরাং এখানে তারা কোথায় দুর্নীতি পেলেন আমি বুঝতে পারছি না। তাঁরা অনেক ইগনরেন্স ভাবেই কাটমোশানগুলি এখানে আনেন। ত্রিপুরা রাজ্যের উন্নতির জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন, কিন্তু সে অর্থ কি করে আসতে পারে সে সম্পর্কে তাঁরা কছুই বলেন নি।

কি করে এটা সংগ্রহ হলো, কি করে গ্যাস পাওয়া যাচ্ছে, কি ভাবে ত্রিপুরা রাজ্যের উন্নতি হতে পারে এটা কি তাঁরা ভাবেন ? স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রীসুধীর মজুমদার বলেছিলেন যে বিদ্যুতের কোন ব্যবস্থা নেই। স্যার, আমি মনে করিয়ে দিতে চাই, ১৯৭৮ ইংরাজীর আগে এখানে বিদ্যুৎ ছিল ১০ ইউনিট আমরা সেটাকে এখন ৩০ ইউনিট করতে পেরেছি এবং আমরা যে পরিকল্পনা নিয়েছি তাতে এখন গ্যাস টারবাইন যেটা হবে, আমরা এখন বড়মুড়াতে ভাবছি তার ওয়েসটেইজ যেটা গ্যাসটাকে পুড়িয়ে যে দুটা টারবাইন

চলছে তার ওয়েসটেইজ থেকে আর একটা টারবাইন তৈরী করতে পারি কিনা চেষ্টা করছি। ওরা স্বীকার করেছেন গ্যাসের দাম কি হবে না হবে তা নিয়ে লেখাপড়া চলছে, শীঘ্রই ওরা আমাদের গ্যাস দেবেন এটা অত্যন্ত সুখের কথা। আমরা রকিয়াতে পাইপ সিলেকশ্যান করার জন্য সমস্ত অফিসার যারা আছেন তাদের বলেছি গজারিয়াতে যাতে করতে পারি। তারপর গজারিয়া, বড়মুড়া আসার পর তার জন্য আমরা মহারাণীতে মাইক্রো হাইড্রেড করেছি, আমরা আশা করছি যে এ মাসের মধ্যে সেটা চালু হতে পারে। এখানে ডম্বুর টারবাইন প্রজেকটের কথা উঠেছে। এখন আমাদের ৩টি টারবাইন হয়েছে তার মধ্যে দুটি চলে এবং আর একটা ষ্ট্যাণ্ডবাই আছে। ডম্বুর চেনেল যে চেনেল দিয়ে জল এসে টারবাইনের ভিতর দিয়ে যায় আমাদের ইচ্ছা আছে ৩টি টারবাইন একত্রে চালাতে পারি কিনা। তার জন্য আমরা চেনেলের কাজ আরম্ভ করেছি অন্তত: ১২/১৩ মেগাওয়াট—এর পরিকল্পনা করতে পারি কিনা এবং সেখানে আমরা আরও বিদ্যুৎ পেতে পারি কিনা তার জন্য চেষ্টা করছি। কাজেই সামগ্রিক যে জিনিষটা এই জিনিষটার প্রতি মাননীয় বিরোধী সদস্যদের দৃষ্টিভঙ্গি কি? মাননীয় সদস্য শ্রীসুধীর মজুমদার তিনি বিদ্যুতের কথা বলেছিলেন, ১৯৭৮ ইংরাজীর আগে এত বিদ্যুতের লাইন ছিল? এখন সারা ত্রিপুরায় ৫,০০০ কিলোমিটার আমাদের মেইনটেইন করতে হয়। কোথায় গণ্ডাছড়া, কোথায় ছামনু, কোথায় জম্পুইহিল, কেউ ভাবতে পেরেছেন? তথাপি আমরা অনেক পিছিয়ে আছি। আমরা মনে করি, এখন আমাদের আনকভারড্ ইলেকট্রিফাইড রয়েছে বিভিন্ন জায়গায়। টেন পারসেন্ট ভিলেজকে আমাদের ইলেকট্রিফাই করতে হবে। ইলেকট্রিফিকেশ্যানের পর তার টোটাল যে ডিমাণ্ড সেই ডিমাণ্ডের দিকে লক্ষ্য রেখে আমাদের কাজ করতে হবে। এখানে বিরোধী দলের মাননীয় সদস্য যারা রয়েছেন ওরা তো প্রায়ই দিল্লীতে যান, দলীয় দরবারে যান, অন্য দরবারে যান, তারা কোনদিন কি বলেছেন, একটা ষ্টেটমেন্ট নিয়েছেন, একটা ডেপুটেশ্যান দিয়েছেন সারা ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের কল্যানের জন্য? এমন কোন প্রমান দিতে পারবেন আপনারা? ওরা জনগণের সামনে কি বলবেন? কোন জবাব দেবার নেই। কনষ্ট্রাকটিভ আউট্‌লোক যেটা ঠিক আছে, আমাদের যদি কোন দুর্বলতা থাকে তাহলে

নিশ্চয়ই পয়েন্ট-আউট করবেন। কাজেই এই যে ওদের কাজকর্ম যেভাবে আনছেন সেটা ঠিক নয়। মাইনর ইরিগেশান সম্পর্কে ওরা বলেছেন, মাইনর ইরিগেশ্যান এচিভমেন্ট, প্রশ্নোত্তরের সময় আমরা বলেছি অনেক পিছনে রয়েছি, টাকা পয়সার প্রশ্ন আছে, কাজ কর্মের প্রশ্ন আছে এবং আমরা অনেকখানি আপ-গ্রেড করতে পেরেছি। বন্যা নিয়ন্ত্রনের কথা বলেছেন এবং তার বিরুদ্ধে কাট মোশান এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্রীমনোরঞ্জন মজুমদার। বন্যা নিরোধে আগে ৪২ কিলোমিটার ছিল এখন ১০৪ ৪৬ কিলোমিটার করেছি এবং আগামী বছরের জন্য রেখেছি ১ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা। আমরা বিভিন্ন জায়গাতে করবো। ২,০০০ হেকটারের কিছু বেশী জায়গা ছিল মানে কালটিভেটার লেণ্ড ছিল ১৯৭৮ ইংরাজীর আগে, আমরা এখন ২১,০০০ হেকটারের বেশী প্রজেকট কালটি ভেটার ল্যাণ্ড করেছি। তারপর আজকে ত্রিপুরাতে বন্যা সমস্যা অত্যন্ত জরুরী সমস্যা, বন্যা হয়, খরা হয়, আপনারা লক্ষ্য করে দেখবেন যে একটা খরা চলছে ত্রিপুরা রাজ্যে। আপনারা তো অল ইণ্ডিয়া রেডিও শুনেছেন, গুজরাটে খরা চলছে, আমাদের প্রধানমন্ত্রী ১ কোটি ৩৫ হাজার টাকা দিয়েছেন গুজরাটকে পানীয় জলের জন্য। আমাদের এখানে বন্যা হয়, খরা হয়, আমরা যখন বলি বন্যার কথা মাননীয় বিরোধী সদস্যরা তো একবারও বলেন না বামফ্রণ্ট সরকারের পক্ষে থেকে। বার বার আমরা সমস্যাগুলি তুলে ধরি কিন্তু এখানে সমস্ত উন্নয়ন মূলক কাজ, সমস্ত রকমের যা কিছু অগ্রগতি ওরা বিরোধীতা করেন। স্যার, এখানে মাননীয় সদস্য শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া মাইনর ইরিগেশানের ম্যান্টিনেন্সের প্রশ্নে

মিঃ স্পীকার :— আপনার আর কত সময় লাগবে, ২/৪ মিনিটের মধ্যে শেষ হবে তো ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :— আমি শেষ করে দিচ্ছি! আর কি করা যাবে ? তবে ১০ মিনিট হলে ভাল হতো।

স্যার, মাইনর ইরিগেশ্যান আমাদের নাম্বার অনেক বেড়েছে, ৩৩৫ বেড়েছে, তার মেন্টিনেন্সের টাকা পয়সা দরকার, তার জন্য আমরা ডিমাণ্ড রেখেছি এখানে। স্যার, সিজন্যাল বাঁধ সম্পর্কে কাট মোশান এনেছেন মাননীয় সদস্য রবীন্দ্র দেববর্মা। আমরা এত

স্কীম করতে পারি না, তাই ব্লকের কাছে এর জন্য টাকা দিয়েছি যাতে চারপাশে সিজন্যাল বাঁধ দেওয়া হয়। স্যার, মাননীয় সদস্য মনোরঞ্জন মজুমদার কাট মোশান এনেছেন সাবসিডি দিয়ে পাম্প কেনার বিরুদ্ধে। কিন্তু আমাদের ইচ্ছা সাবসিডি দিয়ে উইকার সেকশানকে জল সেচের সুবিধা করে দেওয়া। সে সমস্ত আমরা পঞ্চায়েতগুলিকে দিয়েছি তার বিরোধীতা তারা করছেন। মিডিয়াম ইরিগেশানের বিরুদ্ধে আজকে খোয়াই প্রজেকট তার উপরে কাট মোশান এনেছেন মাননীয় সদস্য রবীন্দ্র দেববর্মা। কি কারণ? মাননীয় সদস্য সুধীর মজুমদার মাঝে মাঝে কথা বলছেন। উনারা তো সরকারে ৩০ বছর ক্ষমতায় ছেন, তাই উনাদের জিজ্ঞাসা করতে চাই আপনারা কতটা স্কীম করেছিলেন? কিছু করেছিলেন কি? আসলে উনারা সহ্য করতে পারছেন না। স্যার, মনুঘাট, লাইলি আমি বলছি এখানে মিউনিসিপ্যালিটিতে কিছু টাকা আমরা রেখেছি নটিফায়েড এরিয়ার জন্য, গ্রামাঞ্চলের জন্য, কিন্তু এখানেও তারা কাট মোশান এনেছেন। স্যার, মিউনিসিপ্যালিটিতে শত শত ষ্টল তৈরী করা হয়েছে, রাস্তা ঘাট তৈরী করেছে, বাজার তৈরী করেছে, সুপার মারকেট তৈরী করেছে, রাস্তাঘাট মেরামত করেছে কিন্তু কোনটাতেই তাদের সম্মতি নেই, সব কিছুতেই তাদের বিরোধীতা করতে হবে। স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রীজহর সাহা এখানে উপস্থিত নেই। তাঁর এই সমস্ত বক্তব্য শুনলে জঙ্গলে একরকম জন্তু আছে তার কথা মনে হয়। সেই জন্তুটি সোজা হয়ে চলে, ঘাড় ফিরে এদিকও দেখতে পারেনা, ওদিকও দেখতে পায়না। এই হল অবস্থা ওদের। আমার ইরিগেশানের জন্য, ওয়াটার সাপ্লাইয়ের জন্য আমরা ইতিমধ্যে ২টি রিগ মেশিন এনেছি, আরও দুটো আনব। আর আগামী বৎসরে ড্রিংকিং ওয়াটারের জন্য আমরা প্রচুর ডিপ-টিউব-ওয়েল এবং লিফ্‌ট ইরিগেশানের জন্য আমরা টিউব-ওয়েল বসাব। সামগ্রিকভাবে সমস্ত ডিমাণ্ডগুলিকে সমর্থন জানিয়ে, কাটমোশানগুলিকে বিরোধীতা করে, এবং আমার যে ডিমাণ্ডগুলো তার মতামত আমি জানিয়েছি এবং ডিমাণ্ডগুলোকে সবাই পাশ করিয়ে দেবেন এই আশা রেখে আমি বক্তব্য শেষ করছি।

সৈয়দ বাসিত আলী :— স্যার, আমার একটি কথা আছে। আমরা ত গ্রামের গরীব অংশের মানুষ, খেয়ে বাঁচতে চাই। এইযে ছাটাই প্রস্তাব আনা হয়েছে, সব যদি ছাটাই করে দেওয়া হয় তাহলে আমরা কি নিয়ে বাঁচব ?

মিঃ স্পীকার :— ছাটাই প্রস্তাব ত আপনারাই এনেছেন।

শ্রীযোগেশ চক্রবর্ত্তী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বিরোধী দলের কাট মোশান-গুলিকে বিরোধীতা করে, ট্রেজারী বেন্চের সব ডিমাণ্ডগুলিকে সমর্থন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য রাখছি। যে আমার জেলের বিরুদ্ধে কাটমোশান এনেছেন, আমি তাকে জিজ্ঞাসা করছি, উনি মনের থেকে এই কাটমোশান এনেছেন কিনা ? রিয়াং সাহেবের নিজের মত নয়। তিনি কোনদিন জেলে যাননি। বামফ্রন্ট সরকারের আমলে জেলে যাননি। বলতে পারবেন নগেনবাবু, শ্যামাচরণ বাবু। আর সুধীর বাবু গিয়েছেন ২ দিনের জন্য। সেখানে উত্তেজনা সৃষ্টি করার জন্য গিয়েছিলেন। যাই হোক আমি রিয়াং সাহেবকে অনুরোধ করব যেতে। তিনি যাননি জেলে, জেল সম্বন্ধে বলবেন কি করে ? বামফ্রন্ট সরকার আসার পর জেলের কত উন্নতি হয়েছে। মশা, মাছি এগুলি কোথায় দেখলেন ? এগুলি আপনারা বাড়ীতে পাবেন, জেলে নেই। আমি অনুরোধ করছি আপনি যাননি কোনদিন, আপনি দেখে আসুন। অন্যান্য কাটমোশানগুলি অন্য বিরোধী সদস্যরা এনে রিয়াং সাহেবের ঘাড়ে জেল সম্বন্ধে চাপিয়ে দিয়েছেন। রিয়াং সাহেব ত কিছু না জেনেই কতগুলি কথা বলেছেন। ঠিকমত খাবার পায়না। সেখানে কমিটি রয়েছে। আমি রিয়াং সাহেবকে বিশেষ করে বলছি; উনি ত কিছুই জানেননা জেল সম্বন্ধে। খাবার দেওয়া সম্বন্ধে একটি কমিটি রয়েছে। আরও বলছি পরিষ্কার সম্বন্ধে। এই জেল এত সুন্দর এত পরিস্কার, এই কংগ্রেস আমলে এত প্রশংসা পায়নি। যদি দেখে থাকেন তাহলে হয়ত দেখেছেন, বামফ্রন্টের আমলে যাননি। পরিষ্কারের কথা বলতে গেলে বলতে হয় বিভিন্ন স্টেইটের জজরা দেখে গেছেন। তারা কি লিখে গেছেন, রিপোর্টটা দেখবেন। অন্য স্টেইটের বিরোধী দলের সদস্যরা পশ্চিম বাংলার কংগ্রেস (আই) এর একটি দল আমাকে

বলে জেল দেখছেন এবং অনেক প্রশংসা করে গেছেন। এমন সুন্দর জেল, ছোট হলেও এমন সুন্দর জেল তারা দেখেনি। ঐ উড়িষ্যায় গিয়ে দেখে আসুন জেল, কি দূরবস্থা, আর এখানে দেখুন আমাদের জেল। জেলে ত যাননি কোনদিন,। আমি ব্রিটিশ আমলে অনেক জেল খেটেছি। জেলের চেহারা দেখেছি আর অসুখ বিসুখের কথা বলেছেন, অসুখ বিসুখ এখানে এসে হয়না, হলে বাইরে থেকে অসুখ নিয়ে আসে। তবে তা প্রাইমারী স্টেইজেই চিকিৎসা করা হয়। অনেকে পাগল না হলেও পাগল সেজে জেলখানায় পাঠিয়ে দেওয়া হয় অভিভাবকদের পক্ষ থেকে। যদি ভাল হয়ে যায়। আরও কিছুদিন থাকার জন্য, রাখার জন্য অনুরোধ করে। ১ মাসের জায়গায় ৬ মাস থাকে। এই হল জেলের অবস্থা। জেলের বিরুদ্ধে একটা কাটমোশান আনতে হবে তা সেটা দিয়েছে আপনার ঘাড়ে চাপিয়ে। ওরা ত নেয়নি সেই ভার। ওরা ত নিলে পারতেন। কাজেই এই যে কাট-মোশান এসেছে সেটাকে হাউস নাকচ্ করে দেবেন এই বলে ট্রেজারী বেঞ্চের সম্পূর্ণ ডিমাণ্ডগুলিকে সমর্থন জানিয়ে এবং কাটমোশানগুলিকে বিরোধীতা করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার : - মাননীয় শিল্প মন্ত্রী।

শ্রীঅনিল সরকার :— মাননীয় স্পীকার স্যার, পার্লামেন্টারী অ্যাফেয়ারস্, তপ-শিলী কল্যাণ তথ্য ও পর্যটন ও সংস্কৃতি দপ্তর এবং শিল্প দপ্তর সম্বন্ধে বিভিন্ন ডিমাণ্ডে এখানে ১১ কোটি ৪৭ লক্ষ ৮৫ হাজার টাকা এইখানে ধরা হয়েছে। আমি ডিমাণ্ডগুলিকে সমর্থন করে এর বিরুদ্ধে যেসমস্ত কাটমোশান আনা হয়েছে তার বিরোধীতা করে আমি আমার বক্তব্য পেশ করছি। প্রথমে মাননীয় সুধীরবাবু শিল্প দপ্তর সম্বন্ধে উষ্মা প্রকাশ করেছেন কিছু বলেননি। তিনি বলেছেন যে, শিল্প দপ্তরটি রাম দার শিল্প হচ্ছে আর কিছু হচ্ছে না। ত্রিপুরাতে বামফ্রন্ট সরকার আসার আগে কি ছিল এবং পরে কি হয়েছে কিছু তথ্য আমি এখানে পেশ করছি। ত্রিপুরা ইণ্ডাস্ট্রিয়েল ডেভলাপমেন্ট কর্পোরেশান আমরা বিভিন্ন জায়গায় শিল্প এরিয়া শিল্পাঞ্চল, শিল্প উপনগরী ৪৩ একর জায়গা নিয়ে

শিল্পনগরী গড়ে তোলা হয়েছে। এর মধ্যে ২৮টি ইউনিটকে সেখানে জমি দেওয়া হয়েছে এবং ৭ দিনের মধ্যে উৎপাদন শুরু হয়েছে, তাদেরকে বিভিন্নভাবে ঋণ দিয়ে আমরা এখান থেকে সাহায্য করেছি। ডি, আই, সি, জেলা শিল্প কেন্দ্রের মাধ্যমে তিনটা জেলায় গত ৮ বছরে ১৫ শত নূতন শিল্প ইউনিট রেজিষ্ট্রিভুক্ত করেছি। এর মধ্যে ১৫ শত শিল্প ইউ-নিট গড়ে উঠেছে এবং তার মধ্যে ৬ হাজার লোক কাজ পেয়েছে। ১৮১৫ টি শিল্প ইউনিটে ৯ কোটি টাকা পর্য্যন্ত ঋণ দেওয়া হয়েছে বিভিন্ন ব্যাঙ্ক-এর মাধ্যমে। স্বনির্ভর কর্মসূচীতে ১৬১৪ জন বেকারকে ঋণ দেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যে মহিলাদের জন্য আই. টি, আই গড়ে তোলার জন্য ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়েছে ইন্দ্রনগরে এবং সেখানে ৭০ জন মহিলা যারা দুস্থ তাদেরকে টেইলারের মধ্যে আনা হয়েছে। সেখানে প্রতি বছর ৭ লক্ষ টাকার পোশাক সেলাই করা হয়, আমরা বিশেষ করে পাছরা প্রকল্প যেটা নিয়েছিলাম কারণ ট্রাইবেল-দের আসলে কোন শিল্প বলে কিছুই নাই. হেণ্ডলুমে তাদের কাপড় উৎপাদন করা হয় এবং তার একটা বাজার নাই, ট্রাইবেলদের পরিবারগুলি নিজেরাই নিজেদের কাপড় বুনে, এইটা তাদের একটা আদিম পদ্ধতি। এখনও তারা জুম থেকে মোটা সুতা উৎপাদন করে নিজেদের পাছরা নিজেরাই তৈরী করার চেষ্টা করে। কাজেই তাদেরকে দুই হাজার তাঁতীত দিয়ে হেণ্ডলুম-এর মাধ্যমে যে পাছরা তৈরী হয় তাকে ঠিকভাবে ব্যবহার করার জন্য আমরা ইন্দ্রনগরে একটা সেন্টার গঠন করেছি এবং সেখানকার পাছরা কাপড় দিয়ে আমরা শিশুদের শীতের পোষাক দিয়ে থাকি। আমরা আশা করছি বছরে তাদের থেকে আমরা ১৫ থেকে ২০ লক্ষ টাকার পাছরা কাপড় কিনব, কিন্তু বাজারটা কোথায়? বাজারে বিক্রি করতে গেলে দেখা যায় যে অল্প দামে বিক্রি করতে হয়, অথবা বিক্রি হয় না। তাই আমরা বিনা মূল্যে শিশুদের পোষাক হিসাবে এইটা দিচ্ছি। টি, এস, আই, সি-তে আমরা এই ধরনের ইটের ভাট্টাগুলি খুলেছি এবং একটা মডার্নাইস ইটের ভাট্টা করেছি। উত্তর ত্রিপুরা ও দক্ষিণ ত্রিপুরায় আরও দুইটা আমরা করব, সেখানে সব চেয়ে বড় ঘটনা হল যে, ইটেরভাট্টা গুলি চালানোর জন্য মজুররা বিহার উড়িষ্যা ও উত্তর প্রদেশ থেকে আসত। ইদানিং নানাভাবে যে অত্যাচার ও অবিচার বিভিন্ন জায়গায় হচ্ছে তাতে তাদের সেই



কনসাসনেস বেড়েছে, এইভাবে প্রায় গোলামীর পর্যায়ে গিয়ে তারা এখন হিবার ছেড়ে বাহিরে গিয়ে কাজ করতে চায় না। এইটা চেতনার দিক দিয়ে লক্ষ্যনীয়। তাতে দেখা যাচ্ছে এখানে বামফ্রন্ট সরকার আসার আগে যেভাবে এখানে ইটের ভাট্টায় গোলামীদারীর ব্যবস্থা ছিল, তাদের জীবন, যৌবন, মান ইজ্জৎ ও রুটি রোজগারের উপর লুন্ঠন চলত। আমরাই তাদেরকে প্রথম ভারতবর্ষের মধ্যে এই ধরনের বণ্ডেড লেবারের জায়গা থেকে মুক্ত করেছি, সেট পত্র পত্রিকায় আপনারা দেখেছেন। এর পর যাচ্ছে নানা কারণে বিকল্প শ্রমিক পাওয়া যায় না। স্থানীয় যারা ট্রাইবেল, নন- ট্রাইবেল আছে শ্রমজীবি যারা তাদেরকে দিয়ে আমরা সব ইটের ভাট্টার যে শ্রমিকরা আছে তাদের অন্তত পক্ষে ৪০ ভাগ শ্রমিককে আমরা সেই কাজের মধ্যে আনতে পেরেছি, ত্রিপুরার রাস্তার জন্য, কনট্রাক্টারের জন্য, পি, ডবলিও, ডির বিভিন্ন কাজের জন্য ইটের অতিপ্রয়োজনীয় সেই ইট আমরা সবটা করতে পারছি না। তার জন্য সব চেয়ে আগে যেটার প্রয়োজন সেটা হচ্ছে বংশগতভাবে ও পেশাগতভাবে ইটের ভাট্টায় কাজ করার জন্য কি ট্রাইবেল, কি নন-ট্রাইবেল, কি হিন্দুস্থানী তাদের কিছুই নির্দিষ্ট ছিল না, ইতিমধ্যে আমরা তাদের উপযুক্ত বেতন, মজুরী, সমস্ত চুক্তি এবং বাড়ী ঘর তৈরী করে দেওয়া যাতে তাদের থাকার একটা ব্যবস্থা হয়। এই সব কিছুকে আপটুডেট করে আমরা এই কাজটা করতে পেরেছি, সব চেয়ে বেশী কনট্রিবিউশান এর মধ্যে। আমরা তার পর দুইটা চা বাগান করেছি, একটা মাছমারাতে, আর একটা দেবীপুরে। এ ছাড়াও দশটা কো-অপারেটিভ আমরা গড়ে তুলেছি, তার জন্য আমরা আমরা একটা বিল পাঠিয়েছি রাষ্ট্রপতির অনুমোদনের জন্য। যে সমস্ত চা বাগানগুলি দুর্বল সেগুলিকে গ্রহণ করার জন্য এবং ভারতবর্ষের মধ্যে ত্রিপুরাতেই প্রথম শ্রমিকরা নিজেরা চা বাগান করে তাদের ইকনমিক সাশ্রয় করছে এবং শিল্পের ইতিহাসে এইটা একটা নজীর। কারণ চা বাগানের মালিক হয় শ্বেতাঙ্গ, নয় কৃষ্ণকায়, যাই হোক কোটি কোটি টাকার মালিক তারা কোটি কোটি টাকা লগ্নী করে এইটা করছে। আর শ্রমিক এইটা করছে, তবে নূতন করে কাজ শুরু করেছি তার মধ্যে কিছু সীমাবদ্ধতা থাকবে, কিছু ত্রুটি বিচ্যুতি থাকবে, পুরানো একটা যন্ত্র কংগ্রেস রাজত্বে যেটা ভারতের শোষকশ্রেণীকে সাহায্য করার

জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। একে দিয়ে আগামী দিনে শ্রমিক শ্রেণী রাষ্ট্রের মালিকানা দখল করবে এবং তারা সমাজতন্ত্রের পক্ষে নিজেরা বাগান তৈরী করছে। শ্রমিক হবে মালিক, মজুরদের দিয়ে আমরা কাজ করতে পারি. কিন্তু মালিক যারা তৈরী হয়েছে, আমলা শ্রেণী তাদেরকে দিয়ে সেই কাজ করাতে গিয়ে কিছু বাধার সৃষ্টি হতে পারে। কাজেই কিছুটা ব্যর্থতা থাকতে পারে সেটা স্বীকার করে নেওয়া উচিৎ। একটা পুরানো সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে দাঁড়িয়ে যে সমাজ ব্যবস্থার অংকুর ভারতের কোথাও দেখা যায় না, আমরা বিশ্বাস করছি সমাজতন্ত্র আসছে এবং তাকে সৃষ্টি করার জন্য আমরা চেষ্টা করছি। কাজেই এই সামাজিক ব্যবস্থা ও প্রশাসন ব্যবস্থা, পুরানো সমাজ ব্যবস্থার যে বোধ শোষনের বিরুদ্ধে সেখানে মুভ করা কঠিন এবং আমরাই ভারতবর্ষের শ্রমিক শ্রেণীকে দিয়ে চা বাগান করাতে পারি, তারা চা বাগানের মালিক হয়, আগামী দিনে ভারতে শিল্পের ই তহ সে ত্রিপুরার শ্রমিকশ্রেণী এই ঘটনার জন্ম দেবে। সেই দিক দিয়ে মুল্যায়ন করতে হবে, শ্রমিকরা আজকে চা বাগান করছে, আগামী দিনটাকে দেখুন। তার পর আমরা স্পিনিং মিল-এর জন্য ২ হাজার স্কিলের একটা মেমরেনডাম পেয়ে দেখি তাতে ১১ কোটি ৭৩ লক্ষ টাকা খরচ হবে। এই কাজগুলি আমরা করেছি। তাঁত শিল্প কি ছিল? ১৯৮৫-৮৬ সালে এখানে পূর্বাশার মাধ্যমে আমরা ২ কোটি টাকার কাপড় বিক্রি করেছি এবং এপেক্সের মধ্যে ৭০ লক্ষ টাকার কাপড় বিক্রি করেছি. মোট ২ কোটি ৭০ লক্ষ টাকার কাপড় আমরা বিক্রি করেছি। ত্রিপুরায় একটা ঘটনা ঘটেছে—এখানে সেন্ট পারসেন্ট তাঁতী অর সেন্টপারসেন্ট প্রডাকশান সরকার প্রকিউর করে বিভিন্ন জায়গায় বিক্রি করে! মাননীয় সদস্য দিবাচন্দ্র রাংখল বলেছেন, হ্যাণ্ডিক্রাফ্‌টস সম্পর্কে, যে এ ডি, সি তে এত কম টাকা দেওয়া হল কেন? এখানে ১৭টা ইউনিট আছে, এর মধ্যে ৮টা এস, সির, আর বাকী ৯টা এস, টির। এই দুইটায় ভাগাভাগি করে করেছে বিভিন্ন জায়গায়। এ ডি. সি. হিসাবে এখানে কিছু আসেনি। নিশ্চয়ই ওনার কথাটা গুরুত্ব দেওয়া হবে। আমি স্বীকার করি, এইটাকে বাড়ানো দরকার। তারপর তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর সম্পর্কে কিছু কিছু বক্তব্য রেখেছেন। আমি শুধু এইটুকু বলতে চাই। মাননীয় মনোরঞ্জন বাবু বলেছেন যে,

মডারাইজেশান হচ্ছে। হোটেল করা হচ্ছে, অথচ এক রাত্রি হোটেলে থাকতে গেলে ১০০ টাকা ভাড়া দিতে হয়।

শ্রী অনিল সরকার :— আমাদের রাজ্যে পাঁচতারা হোটেল নেই, আমোদ প্রমোদের জন্য ভাল রেস্তোরা নেই, রুদ্র সাগর নেই, আর রুদ্র সাগরের নিরমহলও আজকে ভেঙ্গে পড়ছে। কাজেই, রাজ্যের জন্য তাদের ভীষণ চিন্তা তারা করছেন। রাজ্যে একটা পাঁচ তারা হোটেল করতে হবে। তাদের টাকার অভাব নেই। লক্ষ লক্ষ টাকা তারা রোজগার করছেন। সুতরাং সেটাকে বিলাসিতার মধ্যে দিয়ে পাঁচতারা হোটেলে থেকে আমোদ প্রমোদ সেটা খরচ করতে হবে। আর এখানে তারা করছেন কি? রাজ্যের ভূগর্ভ থেকে প্রাপ্ত গ্যাসের দাম ধরা হয়েছে ৮০০ টাকা প্রতি হাজার কিউবিক মিটার। আজকে রাজ্যবাসীর স্বার্থে আপনারা এই গ্যাসের দাম কমিয়ে দিন না।

আমরা রাজ্যের নিজস্ব যে সংস্কৃতি বা কালচার রয়েছে যেমন, ট্রাইবেল নাচ, মনিপুরী নাচ, ইত্যাদি উন্নতির জন্য চেষ্টা করেছি। গত এক বছরে আমরা লোকরঞ্জন শাখা বাড়িয়ে ১০৪ টি বাড়িয়ে মোট ৩২৫ টি করেছি। আমরা আরো ৭টি লোকরঞ্জন শাখা করব। গত এক বছরে আমাদের লোকরঞ্জন শিল্পীদের মধ্যে যারা অবহেলিত ছিলেন যেমন দোতারা বাদক ইত্যাদি গত এক বছরে ১৪ হাজার শিল্পী অংশ নিয়েছেন। এবং মোট ৫৭০ টি অনুষ্ঠানের মধ্যে গত এক বছরে ৬০ হাজার শিল্পী অংশ নিয়েছেন। এই মাননীয় বিরোধী দলের সদস্য বাসিত আলীর আত্মীয় জনেরাও মিলে ৬০ হাজার শিল্পী এই অনুষ্ঠানে অংশ নিয়েছেন। এরা তাদের নিজেদের আর্থিক মানসিক দুঃখের মধ্যেও গান গেয়ে চলেছেন। মানুষকে আনন্দ দিচ্ছেন। আর আমাদের রাজ্যে যে যাত্রা থিয়েটার হয়েছে তাতে ৮ লক্ষ দর্শক অংশ নিয়েছেন এবং এই সকল যাত্রা থিয়েটারে ৩১ হাজার শিল্পী অংশ নিয়েছেন। এবং এ পর্যান্ত যত বই মেলা হয়েছে তাতে বই বিক্রি হয়েছে মোট ৮৪ লক্ষ ৮৬ হাজার টাকার। তার মধ্যে রবীন্দ্র নাথের "সঞ্চয়িতা" যেভাবে বিক্রি হয়েছে সেভাবে আর কোন বই বিক্রি হয়নি। আমরা দিল্লী কলকাতায়ও বড় বড় বই মেলা দেখেছি। সেখানে ৫ কোটি টাকার মত বই বিক্রি হয়েছে কিন্তু "সঞ্চয়িতা" বিক্রি হয়েছে মাত্র ২০০ কপি। আর আমাদের এখানে এই "সঞ্চয়িতা" বিক্রি হয়েছে ৫০০০ কপি।

এবং বই মেলায় যত বই আনা হয়েছিল তার প্রায় সবগুলিই বিক্রি হয়ে যায়। আর এখানে মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যরা পাঁচতারা হোটেলের স্বপ্ন দেখছেন। তারপর কংগ্রেস (আই) এর যে বিভিন্ন সম্মেলন হয়ে গেল গৌহাটীতে, কলকাতায়, বোম্বেতে সেখানেও আমাদের ত্রিপুরা থেকে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক দল অংশ নিয়েছিল। কিন্তু আমাদের সেখানে প্রতি বর্গফুট জমির জন্য ২০/২৫ টাকা করে ভাড়া রোজ দিতে হয়েছিল। কিন্তু আমাদের বামফ্রন্টের যে উৎসব হয় সেখানে যারা আসেন তাদের কোন ভাড়া দিতে হয় না। এবং সারা ত্রিপুরার অন্তত: পক্ষে ৭০০ থেকে ১০০০ শিল্পী অনুষ্ঠান করবে, যাত্রা থিয়েটার, বইয়ের দোকান, এবং অন্যান্য দোকান নিয়ে সেখানে মেলা বসাবে। এবং সব-চেয়ে আশ্চর্য্যের কথা যে, আমাদের বামফ্রন্টের এই উৎসবে কংগ্রেস (আই) এর সমর্থকরা চাইছে তারা ভলন্টিয়ার হিসেবে কাজ করবে। পৃথিবীর ইতিহাসে এমন নজীর নেই যে, কোন রুলিং পার্টির সম্মেলনে সেখানকার বিরোধী দলের সমর্থকরা ভলান্টিয়ার্স হিসেবে কাজ করতে চায়। কিন্তু ত্রিপুরায় মাননীয় সুধীর বাবু দল এটা করতে চায়। কেন যে তারা এটা করতে চাইছে বুঝতে পারছি না। তারা কি আমাদের সংস্কৃতির জন্য এত মুগ্ধ না রসগোল্লা খাবার জন্য এটা করতে চাইছেন।

এখানে মাননীয় সদস্য শ্রীদিবাচন্দ্র রাংখল এবং শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা দুটি গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য তুলে ধরেছেন। একটি হচ্ছে যে, অপজিসন পার্টির লিডাররা বাজেটের উপর বক্তব্য রাখলেন না, অথচ বাজেট পাশ হয়ে গেছে বলে খবর বেরিয়েছে। আর, দ্বিতীয়টি হলো যে, মাননীয় রাজ্যপাল মহোদয় ত্রিপুরার বাজেট অধিবেশন উদ্বোধন করবেন,। সত্যি এটা খুবই দুঃখজনক। এ ধরনের খবর বের হয়া উচিত হয়নি। মাননীয় সদস্যরা সেটা যথাস্থানে তুলে ধরেছেন। আমরা সেটা গ্রহণ করেছি। এবং ভবিষ্যতেও যাতে এই ধরনের কিছু না ঘটে সেদিকে লক্ষ্য রাখা হবে।

তারপর এখানে তপশিলী কল্যাণ দপ্তর সম্পর্কে বলতে গিয়ে মাননীয় সদস্য শ্রীমনোরঞ্জন মজুমদার উষ্মা প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেছেন যে, তপশিলী জাতির উন্নতির জন্য সরকার কোন কর্ম্মসূচী গ্রহণ করেন নি। কিন্তু আমি বলতে চাই যে. তপ-শিলীদের উন্নতির জন্য গত কয়েক বৎসরে আমরা ব্যাপকভাবে ব্যবস্থা নিয়েছি। সিডিউল

কাস্ট ডেভেলাপমেণ্ট করপোরেশন নামে একটি করপোরেশন গঠন করা হয়েছে। এই কর-পোরেশনের মাধ্যমে প্রায় সাড়ে চার হাজার তপশিলি অংশের পশ্চাদপর গরীব মানুষকে ১ কোটি ২ লক্ষ টাকার মত ঋণ দেওয়া হয়েছে। এবং এদের শতকরা ৯০ শতাংশ ঋণ ফেরত দেওয়া হচ্ছে। তারপর আমরা হরিজনদের ছেলেমেয়েদের যারা পড়াশোনা করছে তাদের আমরা ৩০ টাকা করে স্টাইপেণ্ড দিচ্ছি। হরিজনদের জন্য ডিষ্ট্রিক্ট লেভেলে একটি করে ছাত্রাবাস করা হচ্ছে এবং মেয়েদের জন্যও তিনটি ছাত্রাবাস করা হচ্ছে। আর আমরা বাইরের রাজ্যে গুজরাটে কি দেখি? সেখানে হরিজন ছাত্ররা যারা ভাল নম্বর পেয়েছে, ডাক্তারী পড়ার মত উপযুক্ত নাম্বার পেয়েছে, তাদেরকে মেডিকাল কলেজে ভর্ত্তি হতে দেওয়া হচ্ছে না। তারা ডাক্তার হয়ে এলে পরে এরা উচ্চবর্ণের পুরুষ ও মেয়েদের স্পর্শ করতে পারে তারজন্য এদের ডাক্তারী পড়তে দেওয়া হচ্ছে না। এবং সেজন্য সমগ্র গুজরাটে দাঙ্গা হাঙ্গামা বাঁধিয়ে দেওয়া হয়েছে। তারপরে উত্তরপ্রদেশে আমরা কি দেখি সেখানে ডঃ আম্বেদকরের নামে একটি ইনষ্টিটিউসন খোলা হচ্ছে এবং এটিকে উদ্বোধন করেন জগজ্জীবন রাম, প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। কিন্তু পরে সে ইনষ্টিটিউসনকে কাশী থেকে পাণ্ডা নিয়ে গিয়ে গঙ্গা জল দিয়ে ধুয়ে পবিত্র করা হয়। এই হচ্ছে সারা ভারতবর্ষের চেহারা। আর আমাদের এখানে আমরা কি দেখছি? আমরা ছাত্রাবাস করেছি হরিজনদের জন্য। আমরা দেখেছি—যে ছেলে তার ঘরে আগে সেখানে চামড়া শুকাতে হতো সেখানে থেকে সে অংকে নম্বর পেয়েছিল ২৯, কিন্তু তাকে ছাত্রাবাসে আনার পরে সে অংকে পেয়েছে - ৮৫। কাজেই আমরা ৩ লক্ষ ১৫ হাজার পশ্চাদ্‌পর মানুষের জন্য তাদের ইকনোমিক, শিক্ষার বিকাশের জন্য কাজ করছি। ৬ লক্ষ ট্রাইবেলদের জন্য আমরা এ, ডি সি, গঠন করে দিয়েছি। কাজেই আমরা গত আট বছরে সবার পিছে সবার নীচে, সবার শেষে যারা রয়েছে তাদের অগ্রগতির জন্য, তাদের সংস্কৃতির বিকাশের জন্য তাদের চেতনার মান বাড়াবার জন্য আমরা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিয়েছি এবং এ সব কাজের জন্য আমরা টাকা চেয়েছি। কাজেই যারা কাট মোশান এনেছে, তারা আশা করি, তাদের কাট মোশানগুলি তুলে নেবেন এবং এখানে আমি যে ডিমাণ্ড এনেছি সে ডিমাণ্ডগুলি হাউস অনুমোদন করবেন এই আশা করেই আমি আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য মহোদয়গণ, আজকের কার্য্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত ১৯৮৬-৮৭ ইং সালের ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলোর ও ছাঁটাই প্রস্তাবগুলোর আলোচনা শেষ হয়েছে। এখন আমি আলোচিত ১৯৮৬-৮৭ ইং আর্থিক সালের ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলো ভোটে দেব। সেক্ষেত্রে প্রথমেই ছাঁটাই প্রস্তাবগুলো ভোটে দেব এবং তারপর মূল ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলো একটি একটি করে দেব।

এই সংগে আমি জানিয়ে দিতে চাই যে মাননীয় সদস্য মতিলাল সাহা, মাননীয় সদস্য নারায়ণ দাস এবং মাননীয় সদস্য অঞ্জু মগ আজ অনুপস্থিত থাকায় তাদের কাট মোশানগুলি উত্থাপিত বলে গণ্য হবে না।

Demand No. 12. There is one Cut Motion on this Demand.

The question before the House is that the Cut Motion moved by the Hon'ble Member Shri Rasik Lal Roy, "that the amonnt of the Demand be reduced by Rs. 100/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz. :—

Failure of the Govt. to control and eliminate wasteul expenditure on investment in share capital on Road Transport Corporation".

(The Motion was pnt and LOST by voice vote).

Mr. Speaker :— Now, the question before the House is that the Demand for Grant No. 12 moved by the Hon'ble Minister in charge that a sum not exceeding Rs. 1,33,79,000/- be granted to defray the charges which will come in eourse of payment during the period from 1st April, 1986 to 31st March, 1987 in respect of Demand No. 12 under the following Major Heads :—

241 —	Taxes on Veeicles.	Rs.	5,74.000/-
338 —	Road and Water Transport Services	Rs.	1,00,000/-
344—	Other Transport and Communication	Rs.	2,05,000/-
538—	Capital Outlay on Roads and Transport Services	Rs.	1,25,00,000/-

(The Demand was put and PASSED by voice vote).

Mr. Speaker :— Now Demand No. 14. There are some Cut Motions on this Demand. The question before the House is that the Cut Motion moved by the Hon'ble Member Shri Diba Chandra Hrankhal on Demand No. 14, Major Head—227 "that the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/- to ventilate the specific grievance that : —

Need to construct Building for the following primary school houses :—

1. Kamalachhera Primary School.
2. Raipassa Primary School of Kamalpur Sub-Division
3. Kukichhera Tarani Reang pera primary School."

(The Motion was put and LOST by voice vote).

Mr. Speaker :— Now, the question before the House is that the Cut Motion moved by Shri Nagendra Jamatia on Demand No.14, Major Head 277 'that the amount of the Demand be reduced by Rs.100/- to ventilate ehe specific grievance that :—

Need to construct Buildings for the Tutamura Senior Basic School, Garjanmura Senior Basic School, Hadra Junior Basic School under Udaipur School Inspectorate."

(The Motion was put and LOST by voice vote).

Mr. Speaker :— Now the question before the House is that the Cut Motion moved the Hon'ble Member Shri Rabindra Deb Barma on the Demand No.14, Major Head-259 "that the amount of the Demand be reduced by Rs.100/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz. :—

Failure to control and eliminate wasteful expenditure on maintenance & repairs".

(The Motion was put and LOST by voice vote).

Mr. Speaker :— Now, the question before the House is that the Cut Motion moved by the Hon'ble Member Shri Rabindra Deb Barma on Demand No.14, Major Head 337 "that the amount of the Demand be reduced by Rs.100/- to ventilate the specific grievance that :

Need to maintain the following Rural Roads— Atharabla to Jampuijala Road, Champaknagar to Brigudas Para Road, Udaipur to Shilghati via garjanmura Road."

(The Motion was put and LOST by voice vote).

Mr. Speaker :— Now, the question before the House is that the Demand for Grant No.14 moved by the Hon'ble Minister in charge that a sum not exceeding Rs. 28,28,61,000/- (excluding the charged amount of—

Rs. 2,51,000/-) be granted to defray the charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1986 to 31st March, 1987 in respect of Demand No. 14 under the following Major Heads :—

259.	Public Works,	Rs.	23,57,49,000/-
277.	Education	Rs.	25,81,000/-
278	Art & Culture.	Rs.	1,32,000/-
280.	Medical.	Rs.	9,13,000/-
283.	Housing (Govt. Residential Buildings)	Rs.	80,52,000/-
288.	Social Security and Welfare	Rs.	51,000/-
310.	Animal Husbandry	Rs.	2,43,000/-
321.	Village and Small Industries	Rs.	3,22,000/-
337.	Roads and Bridges	Rs.	3,48,18,000/-

(The Demand was put and PASSED by voice vote.)

Mr. Speaker:—Now, the Demand No. 15. There is no Cut Motion on this Demand. Now, the question before the House is that the Demand for Grant No. 15 moved by the Hon'ble Minister in charge that a sum not exceeding Rs. 5,59,81,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1986 to 31st March, 1987 in respect of Demand No. 15 under the following Major Heads :—

459,	Capital Outlay on Public Works	Rs.	1,70,96,000/-
477,	Capital Outlay on Education	Rs.	2,19,85,000/–
480.	Capital Outlay on Medical	Rs.	1,27,00,000/-
481,	Capital Outlay on Family Welfare	Rs.	6,00,000/-



488.	Capital Outlay on Social Security and Welfare	Rs.	4,00,000/-
499.	Capital Outlay on Special and Backward Areas	Rs.	3,00,000/-
510.	Capital Outlay on Animal Husbandry	Rs.	14,50,000/-
511.	Capital Outlay on Dairy Development	Rs.	2,50,000/-
521.	Capital Outlay on Village and Small Industries	Rs.	12,00,000/-

(The Demand was put and PASSED by voice vote)

Mr. Speaker :—Now, Demand No. 16. There is no Cut Motion on this Demand. Now, the question before the House is that the Motion for Demand for Grant No. 16 moved by the Hon'ble Minister in charge that a sum not exceeding Rs. 21,44,91,000/- be granted to defray the charge which will come in course of payment during the period from 1st April, 1986 to 31st March, 1987 in respect of Demand No. 16 under the following Major Heads ; -

483.	Capital Outlay on Housing	Rs. 3,36,91,000/-
499.	Capital Outlay on Special and backward areas.	Rs. 5,50,00,000/-
537	Capital Outlay on Roads and Bridges	Rs. 11,58,00,000/-
683.	Loans for Housing.	Rs. 1,00,00,000/-

(The Demand was put and PASSED by voice vote).

Mr. Speaker :—Now, the Demand for Grant No. 17. There are 3 Cut Motions on this.

The question before the House is that the Cut Motion moved by the Hon'ble Member Shri Rabindra Deb Barma on Demand No. 17, Major Head 289 "that the amount of the Demand be reduced to Re. 1/- to represent disapproval of the policy viz. :—

Disapproval of Govt. policy on Gas Thermo Generation".

(The Motion was put and Lost by voice vote)

Mr. Speaker :—The question before the House is that the Cut Motion moved by Hon'ble Member Shri Monoranjan Majumder on the Demand No. 17, Major Head 499 " that the amount of the Demand be reduced by Rs 100/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz.

Failure to control and eliminate wasteful expenditure on Gas Thermal Project of Gajalia."

(The motion was put and LOST by voice vote).

Mr. Speaker :—Now, the question before the House is that the Cut Motion moved by the Hon'ble Member Shri Rati Mohan Jamatia on the Demand for Grant No. 17, Major Head 499 that the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz. :-

Failure to control and eliminate wasteful expenditure on purchasing of Gas Turbine sets."

(The Mation was put and LOST by voice vote).

Mr. Speaker :—Now, the question before the House is that the Motion for Demand for Grant No. 17 moved by the Hon'ble Minister in

charge that a sum not exceeding Rs 21,04,37,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1986 to 31st March, 1987 in respect of Demand No, 17 under the following Major Heads :—

245.	Other Taxes and Duties on Commodities and Services.	Rs. 4,37,000/-
334	Power Projects.	Rs. 6,50,00,000/-
499	Capital Outlay on Special and Backward Areas,	Rs. 50,00,000/-
534.	Capital Outlay on Power Projects.	Rs. 14.00,00,000/-

(The Demand was put and PASSED by voice vote)

Mr, Speaker :—Demand No. 18. There are 3 Cut Motions on this Demand. Now, the question before the House is that the Cut Motion moved by the Hon'ble Member Shri Monoranjan Majumder on Demand No. 18, Major Head 336, 'that the amount of the Demand be reduced to Re. 1/- to represent disapproval of the policy viz. :—

Disapproval of Govt. Policy on Lift Irrigation.

(The Motion was put and LOST by voice vote).

Mr. Speaker :—Now the question before the House that the Cut Motion moved by the Hon'ble Member Shri Monoranjan Majumder on Demand No. 18, Major Head—333 'that the amount of the Demand be reduced to Re. 1/- to represent disapproval of the policy viz.

Disapproval of Govt. policy on Flood Control Projects'.

(The Motion was put and LOST by voice vote.)

Mr. Speaker—The question before the House is that the Cut Motion moved by the Hon'ble Member Shri Rati Mohan Jamatia on Demand Demand No. 18, Major Head 306 "that the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz. :—

Failure to control and eliminate wasteful expenditure on running & maintenance of completed Lift Irrigation Schemes".

(The Motion was put and LOST by voice vote).

Mr, Speaker – Now, the question before the House is the motion moved by Hon'ble Minister in-charge of the Department that ' a sum not exceeding Rs. 3,56,01,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1986 to 31 March, 1987 in respect of Demand No. 18 under the following Major Heads.

282.	Public Health, Sanitation & Water Supply	Rs. 1,13,04,000/-
306.	Minor Irrigation	Rs. 1,82,88,000/-
333.	Irrigation, Navigation, Drainage & Flood Control Project	Rs. 60,09,000/-

(The Demand was put to voice vote and PASSED.)

Next Demand No. 19. There are 5 cut motions on this demand. I put the cut motions to vote first and then the main demand.

The question before the House is the cut motion (Major head 533) moved by Shri Rabindra Deb Barma 'that the amount of the demand be reduced by Re. 1/- to represent disapproval of the policy viz : 'Disapproval of the Govt. policy on Khowai Medium Irrigation Project', (The Motion was put to voice vote and lost.)

Next, the question before the House is the cut motion on the Major head : 506 moved by Shri Rabindra Deb Barma 'that the amount of the demand be reduced by Re. 1/- to represent disapproval of the policy viz : 'Disapproval of the Government policy on Seasonal Bundh', (The Motion was put to voice vote and lost.)

Next, the question before the House is the cut motion on Major head : 506 moved by Shri Monoranjan Majumder that the amount of the demand be reduced by Re. 1/- to represent disapproval of the policy viz : 'Disapproval of the Government policy on subsidy for purchase of pumps,'

(The Motion was put to voice vote and lost.)

Next, the question before the House is the cut motion on the major head—533 moved by Shri Diba Chandra Hrangkhwal "that the amount of the demand be reduced by Rs. Re. 1/- to represent disapproval of the policy viz : Disapproval of the Government policy on Manu Irrigation Project, (The Motion was put to voice vote and lost.)

Next, the question before the House is the cut motion on the Major head—506 moved by Shri Monoranjan Majumder 'that the amount of the demand be reduced by Rs. 100/- to represent the

economy that can be effected on the particular matter viz : 'Failure to control and eliminate wasteful expenditure on Tube Wells', (The Motion was put to voice vote and lost.)

Now, the question before the House is the motion moved by Hon' ble Ministerin-charge of the Department that 'a sum not exceeding Rs. 18,47,65,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1986 to 31st March, 1987 in respect of Demand No. 19 under the following Major Heads :—

482.	Capital Outlay on Public Health, Sanitation & Water Supply	Rs.	8,22,15,000/-
506.	Capital Outlay on Minor Irrigation	Rs.	4,35,50,000/-
533.	Capital Outlay on Irrigation Navigation, Drainage & Flood Control Project.	Rs.	5,90,00,000/-

(The Demand was put to voice vote and PASSED)

Then demand No. 41. There is only one cut motion on this demand. I put the cut motion to vote first and then the main Demand.

The question before the House is the cut motion on Major head 284 moved by Shri Sudhir Ranjan Majumder "that the amount of the demand be reduced by Rs. 100/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz : Failure of the Government to control and eliminate that the wasteful expenditure on Agartala Town Development," (The Motion was put to voice vote and lost.)

Now, the question before the House is the motion moved by Hon'ble Minister in-charge of the Department that 'a sum not exceeding Rs. 3,48,27,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1986 to 31 March'. 1987 in respect of Demand No. 41 under the following Major heads :

259.	Public Works	Rs.	77,000/-
284.	Urban Development	Rs.	2,40,00.000/-
482.	Capital Outlay on Public Health, Sanitation & Watter Supply	Rs.	1,07,50,000/-

(The Demand was put to voice vote and PASSED)

Then demand for Grant No. 1. There is no cut motion on this demand. Now, I am putting the demand to vote.

The question before the House is the motion moved by Hon'ble Minister in-charge of Department that 'a sum not exceding Rs. 44,41,000/- (excluding charged amount of Rs. 73,000/-) be granted to defray the charges which will come in course of payment during the period from Ist April, 1986 to 31st March, 1987 in respect of Demand No. 1 under the following Major heads :

211.	Parliament/ State/Union Territory Legislature	Rs.	40,21,000/-
288.	Social Security & Welfare	Rs,	4,20,000/-

(The Demand was to voice vote and PASSED.)

Then demand No. 24. There are 4 cut motions on this demand. I am putting the cut motions to vote first and then the main demand.

VOTING ON THE DEMANDS FOR GRANTS FOR 1986-87.

The question before the House is the cut motion on the Mojor head—285 moved by Shri Mono Ranjan Majumder "that the amount of the demand be reduced by Re. 1/- to represent disapproval of the policy underlying the demand viz. ' Disapproval of the Government policy on Field publicity', (The Motion was put to voice vote and lost.)

Next question before the House is the cut motion on Major head 339 moved by Shri Rabindra Ch. Deb Barma "that the amount of the demand be reduced by Rs. 100/- to ventilale the specific grievance that 'Need to establish Tourist Lodge at Dumbur Reservior Area and Jumpui Hills," (The Motion was put to voice vote and lost.)

Next, question before the House is the cut motion on Major head—339 moved by Shri Shyama Charan Tripura "that the amount of the demand be reduced by Re. 1/- to represent disapproval of the policy underlying the demand viz : Disapproval of Government policy on tourism," (The Motion was put to voice vote and lost.)

Next, question before the House is the cut motion on Major head—285 moved by Shri Shyama Charan Tripura "that the amount of the demand be reduced by Re. 1/- to represent disapproval of the policy underlying the demand viz : 'Disapproval of the Government advertisement policy", (The Motion was put to voice vote and lost.)

Now, the question before the House is the motion moved by Hon'ble Minister in-charge of the Department that ' a sum not exceeding Rs. 1,16,92,000/- be granted to debray the charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1986 to 31st March, 1987 in respect of Demand No. 24 under the following Major heads :

285—Information and Publicity	Rs.	1,03,35,000/-
339—Tourism	Rs.	13,57,000/-

(The Demand was put to voice vote and PASSED.)

Then demand No. 27. There are two cut motions on this demand. I am putting the cut motions to vote first and then the main demand.

The question before the House is the cut motion on Major head—288 moved by Shri Monoranjan Majumder 'that the amount of the demand be reduced by Re. 1/- to represent disapproval of represent disapproval of the policy underlying the demand viz- Disapproval of the Government policy on welfare of Scheduled Caste and other backward and classes," (The Motion was put to voice vote and lost.)

Next, question before the House is the cut motion on Major head—288 moved by Shri Rashiklal Roy "that the amount of the demand be reduced by Rs. 100/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz-Failure of the Government to control and eliminate the wasteful expenditure on Office expenses.'s (The Motion was put to voice vote and lost.)

Now, the question before the House is the motion moved by Hon'ble Minister in-charge of the Department that 'a sum not exceeding Rs. 2,36,65,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during period frcm 1st April, 1986 to 31st March, 1987 in respect of Demand No. 27 under the following Major neads—288, Social Security & Welfare Rs, 2,36,65,000/-

(The Demand was put to voice vote and PASSED.)

Then demand No. 32. There are 7 cut motions on this demand. I am putting the cut motions to vote first and then the main demand.

The question before the House is the cut motion on Major head—321 moved by Shri Diba Ch. Hrangkhwal "that the amount of the demand be reduced by Rs. 100/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz-Failure to control and eliminate the wasteful expenditure on Handicrafts Industries,"

(The Demand was put to voice vote and lost.)

Next, question before the House is the cut motion on Major head—321 moved by Shri Rati Mohan Jamatia that the amount of the demand be reduced by Rs. 100/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz-Failure to control and eliminate wasteful expenditure on Khadi Industries in Tribal Sub-Plan Areas," (The Motion was put to voice vote and lost.)

Mr. Speaker—Now question before the House that Sri Shyama Charan Tripura, raised a Cut Motion in respect of Demand

No. 32 Major Head 321 'that the amount of the Demand be reduced to Re. 1/- to represent disapproval of the policy underlying the demand viz.—"Disapproval of Government policy of Self Employment Scheme for Education unemployed Youth."

(It was put to voice vote and lost.)

Now question before the House that a Cut Motion raised by Syed Basit Ali in respect of Demand No. 32 Major Head 321—'that the amount of Demand be reduced by Rs. 100/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz.—Failure of the Government to control and eliminate the wasteful expenditure on other charges.

(It was put to voice vote and lost.)

Now question before that a Cut Motion raised by Syed Basit Ali in respect of Demand No, 32 Major Head 321" "that the amount of Demand be reduced by Rs. 100/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz.—Failure of the Government to control and eliminate the Wasteful expenditure on other charges".

(It was put to voice vote and lost.)

Now question before the House that a Cut Motion raised by syed Basit Ali in respect of Demand No. 32 Major Head 321 "that the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz. Failure of the Government to control and eliminate the wasteful expenditure on office expenses."

(It was put to voice vote and lost.)

Now question before the House that a Cut Motion raised by Syed Basit Ali in respect of Demand No. 32 Major Head 321 "that the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz.—Failure of the Government to control and eliminate the easteful expenditure on other charges".

(It was put to voice vote and loet)

Now question before the House that a sum not exceeding Rs. 6,11,81,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1986 to 31st March, 1987 in respect of Demand No. 132 under the following Major Heads :—

265.	Other Administrative Services	Rs.	2,91,000/-
287.	Labour & Employment (Training of Craftsman)	Rs.	21,78,000/-
299,	Special & Backward Areas	Rs.	60,80.000/-
320.	Industries	Rs.	67,84,000/
321.	Village & Small Industries	Rs.	4,58,48,000/-

(It was put to voice vote and passed)

Demand No. 33—there is no Cut Motion. Now question before the House that a sum not exceeding Rs. 37,06,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1986 to 31st March, 1987 in rpspect of Demand No. 33 under the following Major Heads :—

483.	Capital Outlay on Housing	Rs.	4,67,000/-
498.	Capital Outlay on Co-operation	Rs.	12,00,000/-
500,	Investment in General Financial and Trading Institutions.	Rs.	18,01,000-

698. Loans to Co-operative Societies	Rs.	2,38,000/-

The Demend was put to voice vote and passed.

Demand No. 34—there is no Cut Motion on this Demand. Now question before the House that a sum not exceeding Rs. 1,01,00,00 /- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1986 to 31st 1987 in respect of Demand No. 34 under the following Major Heads :

526. Capital Outlay on Consumers Industries	Rs,	52,00,000/-
530. Investment in Industrial Institutions	Rs.	15,00,000/-
721. Loans for Village & Small Industries	Rs.	34,00,000/-

(The Demand was put to voice vote and passed)

Demand No. 29—there is one Cut Motion on this Demand raised by Shri Sudhir Ranjan Majumder and Shri Rasik Lal Roy in in respect of Demand No. 29 –Mojor Head 288—"that the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz– Failure of the Government to control and eliminate the wasteful expenditure on Office Expenses."

(It way put to voice vote and lost)

Now question before the House that a sum not exceeding Rs 9,49,000/- be granted to defray the charges which will come

in course of payment during the period from 1st April, 1986 to 31st March, 1987 n respect of Demand No. 29 under the following Major Heads :-

288 – Social Security & Welfare ... Rs. 8,63,000/-

698—Loans for Social Security and Welfare ... Rs. 86,000/

(The Demand was put to voice vote and passed.)

Demand No. 42—there is one Cut Motion on this Demand—raised bp Shri Kashiram Reang.

Now question before the House that a Cut Motion raised by Shri Kashiram Reang in respect of Demanb No. 42 Major Head 256 "that the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/- to represent the economy that can be effecteb on the particular matter viz. —Failure of the Government to control and eliminate the wasteful ecpenbiture on other Charges".

It was put to voice vote and lost.

Now question before the House a sum not exceeding Rs. 69,68,000/- be granted to defray the charges which will come be course of payment during the period from 1st April, 1986 to 31st March, 1987 in respect of Demand No. 42 under the following Major Heads :—

256—Jaii ... Rs. 69,68,000/-

(The Demand was put to voice vote and passed.

এই সভা আগামী ২৮শে মার্চ ১৯৮৬ইং বেলা ১১ ঘটিকা পর্যন্ত মুলতুবী রইল।

ANNEXURE—"A"

Admitted Starred question No. 112.

Name of The Member :— Shri Samir Kr. Nath, M.L.A.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state :

১। রাজ্য সরকার কর্তৃক নতুন জেলা বা মহকুমা গঠন করার কোন পরিকল্পনা বিবেচনাধীন আছে কিনা ?

২। যদি থাকে তবে রাজ্যের দুর্গম এলাকা কাঞ্চনপুর, গণ্ডাছড়া ও শিলাছড়িকে নিয়ে একটি নতুন মহকুমা গঠন করে উন্নয়ণের বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করার ব্যাপারে বিবেচনা করে দেখা হবে কিনা ?

ANSWER

Minister-in-charge of the Revenue Department :— Revenue Minister.

১। এমন কোন পরিকল্পনা সরকারের বিবেচনাধীন নাই।

২। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Q No. 278

Name of The Member :— Shri Jawar Saha.

Will the Hon'ble Minister In-Charge of the Information, Cultural Affairs & Tourism Department be pleased to state :—

প্রশ্ন	উত্তর
১। ১৯৭৯ সালের পর রাজ্য সরকারের উদ্যোগে চলচ্চিত্র নির্মাণের জন্য কত টাকা ব্যয় করা হয়েছিল ?	১,০২.৯৫০'৩৫ পয়সা ব্যয় করা হয়েছিল।

প্রশ্ন	উত্তর
৩। প্রথম চলচ্চিত্রটি জনসাধারণের সামনে কবে নাগাদ প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা হবে বলে আশা করা যায় ?	জনসাধারণের সামনে প্রদর্শনের সঠিক তারিখ এখনই দেয়া সম্ভব নয়
৪। রাজ্য সরকার পরবর্তী পর্যায়ে আর কোন চলচ্চিত্র নির্মাণ বা ক্রয়ের কোন পরিকল্পনা নিয়েছেন কিনা ?	বর্তমানে সরকারের তত্ত্বাবধানে চলচ্চিত্র নির্মাণের কোন পরিকল্পনা নাই। রাজ্য সরকার নিয়মিতভাবেই চলচ্চিত্র ক্রয় করে থাকেন।
৪। নিয়ে থাকলে তার বিবরণ ?	প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Started Question No. 322

Name of the Member :— Syed Basit Ali, M. L. A.

Will the Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state :

১। ক) ১৯৮৩ সনের ১লা মার্চ হইতে ১৯৮৬ সালের জানুয়ারী পর্যন্ত কতজন ভূমিহীন রিক্সাশ্রমিক ভূমির জন্য দরখাস্ত করিয়াছেন।

খ) ভূমিহীন রিক্সা মজুর ইউনিয়ন উত্তর জিলা পশ্চিম জিলা ও দক্ষিণ জিলার রিক্সা শ্রমিক ইউনিয়নের পক্ষ থেকে সরকার এ ব্যাপারে কোন আবেদন পেয়েছেন কি না ?

গ) পেয়ে থাকলে এ সম্পর্কে কি কি কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে ?

ANSWER

Minister-in-charge of the Revenue Department :-- Revenue Minister.

১। ক) ভূমিহীন যাহারা ভূমির জন্য দরখাস্ত করেন তাহাদের পেশাগত আলাদা হিসাব রাখা হয়না।

খ) পশ্চিম জিলার মেলাঘর মজুর ইউনিয়ন হইতে একটি দরখাস্ত পাওয়া গিয়াছে।

গ) মেলাঘর এলাকায় পুনঃজরীপের কাজ চলিতেছে। যারা আইন অনুযায়ী উপযুক্ত বিবেচিত হইবেন খাস জমি পাওয়া গেলে তাদের বিষয় বিবেচনা করা হইবে।

Admitted Starred Question No. 325

Name of the Member : Shri Nakul Das

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Sch. Castes welfare Department be pleased to state.

প্রশ্ন	উত্তর
১। রাজ্যে তপশীলি জাতির সম্প্রদায়গুলির পেশা ভিত্তিক পুনর্বাসনের জন্য সরকার কি কি উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন, এবং	১। তপশীলি জাতি সম্প্রদায়ের পুনর্বাসনের জন্য তপশীলি জাতি কল্যাণ-দপ্তর কর্তৃক পেশা ভিত্তিক কৃষি / অকৃষি নিরিখে মঃ ৪৫০০৲ টাকার সংশোধিত প্রকল্পের মাধ্যমে পুনর্বাসনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হইয়াছে।
২। উক্ত উদ্যোগ কোন পদ্ধতিতে ও কিসের ভিত্তিতে বাস্তবায়িত হচ্ছে ?	২। উক্ত প্রকল্পে বিভিন্ন দফা ভিত্তিক আর্থিক অনুদানের মাধ্যমে পুনর্ব্বাসন বাস্তবায়িত করা হয়। গ্রাম পঞ্চায়েত ও বি, ডি, সি কর্তৃক অনুমোদিত প্রার্থীদেরকে এস. ডি. ও মারফৎ পুনর্বাসন দেওয়া হয়।

Admitted Starred Question No. 364.

Name of M.L.A :- Sri Sudhir Rn. Majumder

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Transport Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) ২৮শে ফেব্রুয়ারী ৮৬ইং পর্যান্ত রাজ্য পরিবহন নিগমে যাত্রীবাহী বাসের সংখ্যা কত ?

২) ১৯৮৫-৮৬ আর্থিক বৎসরে মোট কয়টি নূতন যাত্রীবাহী বাস কেনা হয়েছে ? এবং

৩) মোট যাত্রীবাহী বাসের মধ্যে কয়টি এখন (১৮.১ ৮৬ইং) চালু অবস্থায় আছে এবং

৪) অকেজো বাসগুলি চালু করার জন্য কর্তৃপক্ষ কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন ?

উত্তর

পরিবহণ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী :- পরিবহণ মন্ত্রী

১) ২৮শে ফেব্রুয়ারী ৮৬ইং পর্যান্ত রাজ্য পরিবহণ নিগমে মোট বাসের সংখ্যা ১৩৫টি।

২) ১৯৮৫-৮৬ আর্থিক বৎসরে ১০টি নতুন যাত্রীবাহী বাস কেনা হইয়াছে।

৩) ২৮.১.৮৬ইং পর্যান্ত মোট ৮৬টি যাত্রীবাহী বাস চালু অবস্থায় আছে।

৪) অচল বাসগুলি Major, Medium এবং Minors রিপেয়ারের জন্য কৃষ্ণনগর সিটি বাস ডিপোতে, ধর্মনগর ডিপোতে এবং প্রয়োজনে অন্যত্র আছে।

Admitted Starred Question No. 368

Name of the Member :- Syed Basit Ali,

Will the Hon'ble Minister-In-Charge of the Information, Cultural Affairs and Tourism Department be pleassed to State :—

প্রশ্ন	উত্তর
১। ক) গত আর্থিক বৎসরে অনুষ্ঠিত পরিকল্পনা প্রদর্শনী ও সরকারের কর্মসূচী রূপায়ণে প্রচারের ক্ষেত্রে মোট কত টাকা ব্যয় হইয়াছে ?	মোট (১,৮৩,১৪৬) এক লক্ষ তিরাশি হাজার এক শত ছেচল্লিশ টাকা মাত্র।

Admitted Starred Question No. 383

Name of the Member :-Shri Sudhir Ranjan Majumder, M.L.A.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to State :

১) ২৪শে ফেব্রুয়ারী ৮৬ইং তাং পর্যন্ত আগরতলা পূর্ব ও পশ্চিম তহশীল কাছারীতে ভূমির নামজারীর দরখাস্ত কতটি অ-মিমাংসিত (pending) অবস্থায় আছে।

১) ইহা কি সত্য ১৯৮১-৮২ইং সনের জমা দেওয়া দরখাস্তগুলি এখন পর্যন্ত অ-মিমাংসিত (pending) অবস্থায় আছে ?

৩) সত্য হলে এর কারণ ; এবং

৪) কতদিনের মধ্যে উক্ত সমস্ত অমিমাংসিত (pending) দরখাস্তগুলির তদন্তক্রমে নামজারির কাজ সম্পূর্ণ করা হবে বলে আশা করা যায় ?

ANSWER

Minister in-charge of the Revenue Department :- Revenue Minister.

১) পশ্চিম তহশীল কাছাড়িতে—১০১২টি।

পূর্ব তহশীল কাছাড়িতে— ৭১৬টি

২) ১৯৮১—৮২ সনের জমা দেওয়া দরখাস্তগুলির মধ্যে মাত্র ১৭৭টি দরখাস্ত এখন পর্যন্ত অমিমাংসিত আছে।

৩) দরখাস্তকারীগণ উপযুক্ত দলিলপত্র জমা দিতে না পারার জন্য এগুলি অমিমাংসিত আছে।

৪) যত তাড়াতাড়ি সম্ভব নামজারির বকেয়া কাজ সম্পুর্ণ করার উদ্যোগ নেওয়া হইয়াছে।

Admitted Starred Question No. 419

Name of M. L. A. :— Sri Nakul Das

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Transport Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) রাজ্য সরকার দুর্গম এলাকাগুলিতে TRTC বাসের সঙ্গে বে-সরকারী বাস চালুর কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ?

২) বিলোনীয়া বিভাগের নলুয়া থেকে রাজনগর ব্লক পর্যন্ত সরাসরি বাস চালু করার কোন পরিকল্পনা নেওয়া হবে কিনা ?

উত্তর

(পরিবহন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী : পরিবহনমন্ত্রী)

১) কোন কোন দুর্গম এলাকায় TRTC বাসের পাশাপাশি বে-সরকারী বাস চালু আছে।

২) এখন পর্যন্ত এরকম কোন সিদ্ধান্ত নাই, বিষয়টি সরকার বিবেচনা করে দেখবেন।

Admitted Starred Question No. 422

Name of M. L. A. :—Sri Matilal Saha

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Transport Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) ১৯৮৪-৮৫ এবং ১৯৮৫-৮৬ইং আর্থিক বৎসরে যে সমস্ত আবেদনকারী নতুন বাস গাড়ী নামানোর জন্য পারমিট পেয়েছেন, অথচ বাস নামাতে পারেন নি তাহার সংখ্যা কত ?

২) যাদেরকে বাসের পারমিট দেওয়া হয় তাদেরকে বাস রাস্তায় নামানোর জন্য কতদিন সময় সীমা দেওয়া হয় ?

(পরিবহণ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ঃ পরিবহণ মন্ত্রী)

উত্তর

১) ১৯৮৪-৮৫ সালে ৩টি বাস পারমিট দেওয়া হয়েছে এবং ১৯৮৫-৮৬ ইং আথক বৎসরে কোন ন্তন পারমিট দেওয়া হয়নি। পারমিট পেয়েছেন অথচ রাস্তায় বাস নামাতে পারেন নি এমন অমনি বাসের সংখ্যা হলো—২ ।

২) প্রথমতঃ ৯০ দিন সময় দেওয়া হয় চেসিস রেজিস্ট্রেশনের জন্য। তারপর ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ ইত্যাদি পাওয়ার অসুবিধা বিবেচনায় এস. টি. এ. কর্তৃক প্রয়োজনে সময় বাড়ানো হয়ে থাকে ।

Admitted Unstarred Question No. 42

Name of Member : Shri Subodh Ch. Das
Shri Rudreswar Das

Will the Hon'ble Minister-in-charge of Fisheries Department be pleased to State—

১) ১৯৮৫ইং সনের ডিসেম্বর পর্যন্ত রাজ্যে মোট মৎস্যজীবি সমবায় সমিতির সংখ্যা কত এবং কোনটিতে মোট কতজন শেয়ার হোল্ডার আছেন ?

২) উক্ত মৎস্যজীবি সমবায় সমিতিগুলিকে সক্রিয় এবং সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য বামফ্রন্ট সরকার বর্তমানে কি কি উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন ?

৩) ১৯৮৪-৮৫ এবং ১৯৮৫—৮৬ইং সনের আর্থিক বৎসরে কোন মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি মোট কত টাকা লাভ বা লোকসান করেছেন ? (সমবায় ভিত্তিক হিসাব)

৪) সরকারের এবং খাস জায়গায় বর্তমানে যে জলাশয়গুলি আছে সেগুলি মৎস্যজীবি সমবায় সমিতির হাতে তুলে দেওয়ার কোন পরিকল্পনা আছে কি ?

ANSWER

১) ১৯৮৫ইং সনের ডিসেম্বর পর্যন্ত মোট মৎস্যজীবি সমবায় সমিতির সংখ্যা ১২৪টি। কোনটিতে কত শেয়ার হোল্ডার আছে তাহা পরিশিষ্ট "ক"তে দেওয়া হলো।

২) সমবায় সমিতি গুলিকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার জন্য বামফ্রন্ট সরকার উদ্যোগ গ্রহণ করিয়াছেন। এইরূপ :—

ক) সরকারী জলাশয়গুলিকে নিকটবর্ত্তী মৎস্যজীবি সমবায় সমিতিগুলিকে ৫ বছর মেয়াদে স্বল্প হারে ইজারা দেওয়া হচ্ছে।

খ) সমিতির মূলধন বাড়াবার জন্য শেয়ার ক্যাপিটাল কন্ট্রিবিউশন দেওয়া যাতে সুষ্ঠুভাবে মাছের চাষ, মাছের পোনা উৎপাদন ও অন্যান্য ব্যবসা গ্রহণ করতে পারে।

গ) ব্যবসা পরিচালনা ও হিসাব নিকাশ রাখার জন্য ম্যানাজারের বেতন বাবদ ম্যানাজারিয়াল ভর্তুকি দিয়া সাহায্য করা।

ঘ) জাল ও নৌকা ক্রয়ের জন্য আর্থিক সাহায্য সম্পূর্ণ ভর্তুকিতে দেওয়া।

ঙ) মৎস্যজীবি সমিতির কর্মক্ষমতা ও resource অনুযায়ী বিভিন্ন প্রকল্প তৈয়ারী করে ন্যাশনাল কোঃ অপারেটিভ ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন (N.C.D.C) হইতে ভর্তুকিসহ ঋণের ব্যবস্থা করা।

চ) ব্লকের মৎস্য সম্প্রসারণ অফিসার ও ফিসারী এসিষ্টেটদের মাধ্যমে নানাস্তরে কারিগরি সাহায্য দেবার ব্যবস্থা।

ছ) মৎস্যজীবি সমবায় সমিতিগুলি যাতে নায্যমূল্যে মাছের চাষের জন্য চুন, সঃখৈল ও ও অন্যান্য সরঞ্জাম এবং ব্যাবসা করার জন্য সিদল ও শুটকী মাছের সরবরাহ ত্রিপুরা এপেক্স ফিসারীজ কো-অপারেটিভ সোসাইটির মাধ্যমে ব্যবস্থা করা।

৩) কো-অপারেটিভ ডিপার্টমেন্ট কর্তৃক সংশ্লিষ্ট মৎস্যজীবি সমবায় সমিতিগুলির হিসাব নিকাশ পরীক্ষা চলিতেছে এবং শেষ না হওয়া পর্যন্ত লাভ বা লোকশানের খতিয়ান দেওয়া সম্ভব নয়।

৪) হ্যাঁ।

পরিশিষ্ট—'ক'

মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি সমূহের নাম

জিলার নাম	ক্রমিক নং	সমবায় সমিতির নাম	রেজিঃ নং	তারিখ	শেয়ার হোল্ডারের সংখ্যা
১	২	৩	৪	৫	৬
পশ্চিম ত্রিপুরা	১)	মৎস্যজিবি সমবায় সমিতি লিঃ আগরতলা, কলেজটিলা	২৪৯	২৮-৬-৫৭	—
	২)	রাধামাধব পোলট্রি ও ফিসারী কোঃ সোসাইটি লিঃ	২৭০	১৪-৯-৫৭	—
	৩)	বিশালগড় মৎস্যজিবি সমবায় সমিতি লিঃ	৩৮০	১৬-৬-৭৬	৩২ জন
	৪)	পঞ্চবটী মৎস্যজিবী সমবায়সমিতি লিঃ পঞ্চবটী, ঈশানপুর	৭৮৩	৩-২-৭৩	১০৪ জন
	৫)	আগরতলা মৎস্যজিবী বিক্রয় সমবায় সমিতি লিঃ, মহারাজগঞ্জ বাজার	৩৯	২১-৭-৮৪	—
	৬)	পশ্চিম নারায়ণপুর মৎস্যজিবী সমবায় সমিতি লিঃ	৪৫১	২৩-৮-৮৫	১৪৭ জন
	৭	রাণীর বাজার মৎস্যজিবী সমবায় সমিতি লিঃ, রাণীর বাজার	৯০৪	২-৫-৭৭	২৩৮ জন
	৮)	আগরতলা মৎস্যজিবী সমবায় সমিতি লিঃ	৬৯৯	২-১২-৭৮	১৩৪ জন
	৯)	কুমারী টিলা মৎস্যজিবী সমবায় সমিতি লিঃ, অভয়নগর	১০২১	৩০-৭-৭৯	৯০ জন
	১০)	পূর্ব বড়জলা মৎস্যজিবী সমবায় সমিতি লিঃ	১০৩৭	৩০-৮-৭৯	৮৫ জন
	১১)	চম্পকনগর মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি লিঃ	১০৩৮	৩১-৮-৭৯	৩৮ জন

জিলার নাম	ক্রমিক নং	সমবায় সমিতির নাম	রেজিঃ নং	তারিখ	শেয়ার হোল্ডারের সংখ্যা
১	২	৩	৪	৫	৬
পশ্চিম ত্রিপুরা	১২)	কামালঘাট মৎস্যজিবী সমবায় সমিতি লিঃ	১০৪০	৭-৯-৭৯	
	১৩)	গান্ধীগ্রাম মৎস্যজিবী সমবায় সমিতি লিঃ	১০৪৮	৭-৯-৭৯	১২৭ জন
	১৪)	ছেছুরিয়া মৎস্যজিবী সমবায় সমিতি লিঃ	১০৬৪	২৬-১২-৭৯	৩৩ জন
	১৫)	সদর পূর্বাঞ্চল মৎস্যজিবী সমবায় সমিতি লিঃ, খয়েরপুর,	১০৬৭	৩-১-৮০	৪৩ জন
	১৬)	রতননগর মৎস্যজিবী সমবায় সমিতি লিঃ	১০৭৮	২৬-২-৮০	৩৩ জন
	১৭)	ঈশানপুর মৎস্যজিবী সমবায় সমিতি লিঃ	১১৭৭	১৩-৩-৮১	২১ জন
	১৮)	লঙ্কামুড়া কলোনী মৎস্যজিবী সমবায় সমিতি লিঃ	১১৯৮	৫-৫-৮১	৬১ জন
	১৯)	কলকলিয়া মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ	১২০৬	১০-৬-৮১	৫৪ জন
	২০)	বিশালগড় নূতনবাজার মৎস্যজিবি সমবায় সমিতি লিঃ	১০৯২	২৯-৩-৮০	৪০ „
	২১)	বিক্রমনগর মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি লিঃ,	১০৯৪	২৩-৩-৮০	২৬ „
	২২)	জনকল্যাণ মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি লিঃ, বিশ্রামগঞ্জ	১০৯৫	২৯-৩-৮০	৪৭ „
	২৩)	পাণ্ডবপুর মৎস্যজিবী সমবায় সমিতি লিঃ	১০৯৮	৭-৪-৮০	৩০ „

জিলার নাম	ক্রমিক নং	সমবায় সমিতির নাম	রেজিঃ নং	তারিখ	শেয়ার হোল্ডারের সংখ্যা
১	২	৩	৪	৫	৬
	২৪)	কমলা সাগর মৎস্যজিবী সমবায় সমিতি লিঃ	১১০১	২১-৪-৮০	২২ „
	২৫)	ত্রিপুরা এপেক্স ফিসারী কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ	১১০৬	১৭-৫-৮০	
	২৬)	যোগেন্দ্রনগর মৎস্যজিবী সমবায় সমিতি লিঃ	১১১৯	১০-৮-৮০	৩৯ „
	২৭)	চড়িলাম মৎস্যজিবী সমবায় সমিতি লিঃ	১১৩৪	১৪-১০-৮০	৩০ „
	২৮)	তারানগর মৎস্যজিবী সমবায় সমিতি লিঃ	১১৩৯	২১-১১-৮০	৪৬ „
	২৯)	তুলাবাগান মৎস্যজিবী সমবায় সমিতি লিঃ	১১৪২	৫-১২-৮০	৩১ „
	৩০)	শান্তিনগর মৎস্যজিবী সমবায় সমিতি লিঃ	৬৩৫(ক)	২০-১২-৮৩	৩১ „
	৩১)	সুকান্ত মৎস্যজিবী সমবায় সমিতি লিঃ, রেশমবাগান।	১১৫৪	১৯-১-৮১	৩২ „
	৩১)	সূর্যমণি নগর, মৎস্যজিবী সমবায় সমিতি লিঃ, হাতিলেটা	১১৫৫	২৯-১-৮২	৭১ „
	৩৩)	কালাছড়া মৎস্যজিবী সমবায় সমিতি লিঃ	১২৪৬	৬-১-৮২	২৬ „
	৩৪)	কাঞ্চনমালা মৎস্যজিবী সমবায় সমিতি লিঃ	১২৭৬	৬-৩-৮২	৫২ „
	৩৫)	বিবেকানন্দ মৎস্যজিবী সমবায় সমিতি লিঃ, চাম্পামুড়া	১২৮৫	১৭-৩-৮২	১৬ „

জিলার নাম	ক্র-মিক নং	সমবায় সমিতির নাম	রেজিঃ নং	তারিখ	শেয়ার হোল্ডারের সংখ্যা
১	২	৩	৪	৫	৬
	৩৬)	কইয়াডেপা গাঁওসভা মৎস্যজিবী সমবায় সমিতি লিঃ	১৩০০	১৩-৪-৮১	২১ "
	৩৭)	দরিদ্রকল্যাণ মৎস্যজিবী সমবায় সমিতি লিঃ (গজারিয়া)	১৩০১	১৪ ৫-৮২	১৬ ,,
	৩৮)	দক্ষিণ বাধারঘাট মৎস্যজিবী সমবায় সমিতি লিঃ	১৩১৪	২১-৫-৮২	১১ ,,
	৩৯)	জম্পুইজলা কলোনী মৎস্যজিবী সমবায় সমিতি লিঃ	১৪৪২	১৩-৩-৮৪	৬৩ ,,
	৪০)	কালিকাপুর মৎস্যজিবী সমবায় সমতি লিঃ	১৪৫৭	৩১১৫-৮৪	১৫ জন
	৪১)	রুদ্রসাগর উদ্বাস্তু মৎস্যজিবী সমবায় সমিতি লিঃ	১০	১২-১১-৫১	১০০০ ,,
	৪২)	সোনামুড়া মৎস্যজিবী সমবায় সমিতি লিঃ	৯৩১	২১-৭-৭৮	১৭২ ,,
	৪৩)	জাগ্রত মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি লিঃ' কলমছড়া	৪৫০ (এ)	১০-২-৮১	১০১ জন
	৪৪)	গ্রামীণ মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি লিঃ. কলসীমুড়া	১১৬৩	১৭-২ ৮১	৮৫ জন
	৪৫)	মেলাঘর মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি লিঃ	১১২৭	১৫-৯-৮১	৫৮ জন
	৪৬)	সমবায় মৎস্য উৎপাদক সমিতি চেবরী	২৫৭	৩০-৭-৫৭	—
	৪৭)	খোয়াই মৎস্যজিবী সমবায় সমিতি লিঃ	৭৮৪	১৬-২-৭৩	১১৪ জন

জিলার নাম	ক্রমিক নং	সমবায় সমিতির নাম	রেজিঃ নং	তারিখ	শেয়ার হোল্ডারের সংখ্যা
১	২	৩	৪	৫	৬
পশ্চিম ত্রিপুরা	৪৮)	তেলিয়ামুড়া মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি লিঃ	১০১৮	১৩-৭-৭০	১১১ জন
	৪৯)	সবমঙ্গল মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি লিঃ, মোহনছড়া	১০৫২	১৪-১০-৭৯	১০৬ জন
	৫০)	চেবরী মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি লিঃ	১০৯৭	৭-৪ ৮০	৪৪ জন
	৫১)	পাথালিয়াঘাট উদিয়মান মৎস্য-জীবী সমবায় সমিতি লিঃ	১৪৮৪	২৯-৫-৮৫	—
	৫২)	পল্লীমঙ্গল মৎস্যজিবি সমবায় সমিতি লি ঃ	৮৫১	১৯৭৫	১৪৭ জন
	৫৩)	বামুটিয়া মৎস্যজিবি সমবায় সমিতি লিঃ	১৪৭৭	৯-৪-৮৫	৩৩ "
দক্ষিণ ত্রিপুরা	৫৪)	উদয়পুর সমাজ কল্যাণ মৎস্যজিবি সমবায় সমিতি লিঃ	৯৪৩	২০-১২-৭৮	২৮২ "
	৫৫)	উদয়পুর মৎস্যজিবি সমবায় সমিতি লিঃ	৪৪	৬-১১-৫৪	২৮৫ "
	৫৬)	তপশীল উন্নয়ণ মৎস্যজিবি সমবায় সমিতি লিঃ	৭৯১	৬-৪-৭৩	২১২ "
	৫৭)	জাতীয় মৎস্যজিবি সমবায় সমিতি লিঃ	৮০৮	১৭-৯-৭৩	৩৯৫ "
	৫৮)	হরিজলা মৎস্যজিবি সমবায় সমিতি লিঃ	৯০৮	১৮-৬-৭৭	১০২ "
	৫৯)	উত্তর মহারাণী মৎস্যজিবি সমবায় সমিতি লিঃ	৯৯৮	২১-৫-৭৯	১১৩ "

জিলার নাম	ক্রমিক নং	সমবায় সমিতির নাম	রেজিঃ নং	তারিখ	শেয়ার হোল্ডারের সংখ্যা
১	২	৩	৪	৫	৬
দক্ষিণ ত্রিপুরা	৬০)	মুড়াপাড়া মৎসাজিবি সমবায় সমিতি লিঃ	১০৩২	৪-৮-৭৯	৭৫ জন
	৬১)	ইচ্ছাছড়া মৎসাজিবি সমবায় সমিতি লিঃ	১০২৫	২০-৮-৭৯	১৩৩ "
	৬২)	ত্রিপুরা সুন্দরী মৎসাজিবি সমবায় সমিতি লিঃ	১১০৯	১৭-৫-৮০	৭৬ "
	৬৩)	পালাটানা মৎস্যজিবি সমবায় সমিতি লিঃ	১২১১	১৯-৬-৮১	৭২ "
	৬৪)	জামঝুড়ী মৎসাজিবি সমবায় সমিতি লিঃ	১২১৮	২৪-৭-৮১	৩২ "
	৬৫)	বাগমা সমাজ কল্যাণ মৎসাজিবি সমবায় সমিতি লিঃ	১২২৩	১৩-৮-৮১	৬০ "
	৬৬)	খিলপাড়া মৎস্যজিবি সমবায় সমিতি লিঃ	১২৩৬	১৯-১২-৮১	৭২ "
	৬৭)	রানীরাসমনি মৎস্যজিবি সমবায় সমিতি লিঃ	১১১৩	১৪-৫-৮২	৭৬ "
	৬৮)	দক্ষিণ শ্রীরামপুর মৎস্যজিবী সমবায় সমিতি লিঃ	১০০৪	৯-৬-৭৯	৮৩ "
	৬৯)	রাধানগর মৎস্যজিবী সমবায় সমিতি লিঃ	১০৩৯	৭-৯-৭৯	৩৫ "
	৭০)	কমলপুর মৎস্যজিবী সমবায় সমিতি লিঃ	১০৪৩	৭-৯-৭৯	৩৫ "
	৭১)	মা গঙ্গা মৎস্যজিবী সমবায় সমিতি লিঃ	১০৫৩	২৪-১০-৭৯	৭৬ "

জিলার নাম	ক্রমিক নং	সমবায় সমিতির নাম	রেজিঃ নং	তারিখ	শেয়ার হোল্ডারের সংখ্যা
১	২	৩	৪	৫	৬
দক্ষিণ ত্রিপুরা	৭২)	রাজনগর মৎস্যজিবী কল্যাণ সমবায় সমিতি লিঃ,	১৬৭(খ)	২৬-১২-৭৯	৯০ "
	৭৩)	উত্তর শ্রীরামপুর মৎসাজিবি সমবায় সমিতি লিঃ	১০৭১	১৮-১-৮০	৭১ "
	৭৪)	কলাবাড়ীয়া মৎসাজিবী কল্যাণ সমবায় সমিতি লিঃ	১১২৩	১১-৯-৮০	১৪৮ "
	৭৫)	মৎস্যজিবী কল্যাণ সমবায় সমিতি লিঃ	১১২৪	ঐ	২১১ "
	৭৬)	মা অভয়া মৎস্যজিবী সমবায় সমিতি লিঃ,	১৪৪০	৮-৩-৮৪	৪৫ "
	৭৭)	মির্জ্জাপুর মৎস্যজিবী সমবায় সমিতি লিঃ	১৪৪১	ঐ	১১ "
	৭৮)	রাঙ্গামুড়া মৎস্যজিবী সমবায় সমিতি লিঃ,	১৪৪৩	১৬-৮-৮৪	৪৫ "
	৭৯)	মৎস্যজিবী সমবায়সমিতি লিঃ (বিলোনীয়া)	৬৮৪	২৮-৬-৬৮	১১৬ "
	৮০)	শান্তির,বাজার মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি লিঃ	৭৭৭	৩-১১-৭২	৯৭ "
	৮১)	মৎসাজীবি উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিঃ, জুলাইবাড়ী	৯৪৬	২৬-১২-৭৮	১৪০ জন
	৮২)	সুকান্ত (চরকবাই) মৎসাজীবি সমবায় সমিতি লিঃ	—	—	—
	৮৩)	ফুলছড়ী মৎসাজীবি সমবায় সমিতি লিঃ	১০০০	৬ ১১-৭৯	২৯ জন

জিলার নাম	ক্রমিক নং	সমবায় সমিতির নাম	রেজিঃ নং	তারিখ	শেয়ার হোল্ডারের সংখ্যা
১	২	৩	৪	৫	৬
দক্ষিণ ত্রিপুরা	৮৪)	দাসপল্লী মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ	১০৬১	৬-১২-৭৯	৩৬ জন
	৮৫)	পার্বতী মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ	১০৬২	৬-১২-৭৯.	৫১ জন
	৮৬)	গঙ্গাবতী মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ	১০৬১	২৬-১২-৭৯	৩৪ জন
	৮৭)	পদ্মাবতী মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ. সাব্রুম	১১৩০	২০-৯-৮০	৪ জন
	৮৮)	দূর্গানগর মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ	৬৮১৭	১৬-৯-৮৪	১৬ জন
	৮৯)	নূতনবাজার মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ	৯৭১(ক)	৪-২-৭১	৩৭১ জন
	৯০)	অমরপুর মৎস্যজীবি সমবায় সমিতিলিঃ	৯১২	১২-১২-৭৭	১৯৫ জন
	৯১)	গণ্ডাছড়া মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ	৯২২	১৯-১২-৭৭	৭১৬ জন
	৯২)	তৈদুবাড়ী মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ	৯২৩	২৪-১২-৭৭	৮০ জন
	৯৩)	অমরপুর ক্ষুদ্র মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ	৯৬৫	২১-১২-৭৭	৫০১ জন
	৯৪)	মড়ইছড়া মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ	১০৭১	১৮-১-৮০	৬৫ জন
	৯৫)	অম্পিনগর মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ	১১০৪	৬-৫-৮০	৭৫ জন

জিলার নাম	ক্রমিক নং	সমবায় সমিতির নাম	রেজিঃ নং	তারিখ	শেয়ার হোল্ডারের সংখ্যা
১	২	৩	৪	৫	৬
দক্ষিণ ত্রিপুরা	৯৬)	তৈতুবাড়ী মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ	১১৪৯	৭-১-৮০	—
	৯৭)	গোমতীবাড়ী উপজাতি মৎস্যজিবি সমবায় সমিতি লিঃ	১২০৭	৩০-৬-৮১	১৫২ জন
	৯৮)	মালবাসা মৎস্যজিবী সমরায় সমিতি লিঃ	১২৪৮	১৩-৯-৮১	৬৩ জন
	৯৯)	ছেলাগাঙ্গ মৎস্যজিবি সমবায় সমিতি লিঃ	১৩৮৬	১১-৩-৮৩	১৩২ জন
	১০০)	রসশ্যাবাড়ী (অমরপুর) মৎসাজীবী সমবায় সমিতি লিঃ	১৭৮৬	২১-৬-৮৫	৭৭ জন
	১০১)	সাধক মহারাণী মংস্যজিবি সমবায় সমিতি লিঃ	৪৮১	১৬-২-৬০	৪০৮ জন
উত্তর ত্রিপুরা	১০২)	সালেমা মৎস্যজিবি সমবায় সমিতি লিঃ	১০৫৪	৭-১১-৭৯	৭৯ জন
	১০৩)	কলাছরী মৎসাজিবি সমবায় সমিতি লিঃ	১০৫৮	ঐ	
	১০৪)	গঙ্গাদেবী মৎস্যজিবি সমবায় সমিতি লিঃ, ধরং	১১২৯	১০-৯-৮০	৯৬ জন
	১০৫)	দেবীছড়া ও ছানকাপ মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ	১২২০	৮-১-৮১	৫৫ জন
	১০৬)	কচুছড়া মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ	১৩১২	১৪-৫-৭৯	— জন
	১০৭)	কৈলাশহর বিভাগীয় মৎসজীবি সমিতি লিঃ	৬৬০	৪-৮-৬৫	— জন

জিলার নাম	ক্রমিক নং	সমবায় সমিতির নাম	রেজিঃ নং	তারিখ	শেয়ার হোল্ডারের সংখ্যা
১	২	৩	৪	৫	৬
উত্তর ত্রিপুরা	১০৮)	পেছার উত্তর প্রাথমিক প্রাথমিক মৎসজীবি সমবায় সমিতি লিঃ	১০০৩	২৮-৫-৭৯	১৬৩ "
	১০৯)	মনুঘাট মৎসজীবি সমবায় সমিতি লিঃ	১০৫৫	৩১-১০-৭৯	৮৭ "
	১১০)	কাওরাবিল প্রাথমিক মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ	১০৫৬	৭-১১-৭৯	১০৯ জন
	১১১)	যুবরাজনগর প্রাথমিক মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ	১১৫৭	৭-১১-৭৯	১৮৫ জন
	১১২)	ছৈলেংটা আদর্শ মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ	১০৫৯	১৫-১১-৭৯	৬১ জন
	১১৩)	মৎস্যজীবি কল্যান সমবায় সমিতি লিঃ কুমার ঘাট	১০৮১	৫-৩-৮০	৬৫ জন
	১১৪)	প্রগতি মৎস্যজীবি-সমবায় সমিতি লি: পূর্বমাছলী ।	১১১১	১১-৯-৮০	৩০ জন
	১১৫)	পশ্চিম মাছলী নবোদয়-মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ	১১১২	১১-৯-৮০	৮জন
	১১৬)	নবজাগরন মৎস্যজিবী সমবায় সমিতি লি: করমছড়া	৭১০(এ)	২৬-১২-৮০	২৮ জন
	১১৭)	সুনাইমুড়ী মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ	১১৫৪	২৬-১২-৮০	৩৩ জন
	১১৮)	দুধপুর মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ	১১৪৬	১৬-১২-৮০	৬১ জন
	১১৯)	জলাই প্রাথমিক মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ	১২৩২	৮-১১-৮১	৭৫ জন

জিলার নাম	ক্রমিক নং	সমবায় সমিতির নাম	রেজিঃ নং	তারিখ	শেয়ার হোল্ডারের সংখ্যা
১	২	৩	৪	৫	৬
উত্তর ত্রিপুরা	১২০)	ধর্মনগর মৎস্যজীবি সমবায় সঃ লিঃ	১১০০	১১-৪-৮০	১০০ জন
	১২১)	জুরীছ্যালী আদিবাসী মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ	১২২১	১-৩-৮১	৬৩ জন
	১২২)	জনকল্যান মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ সাতনালা	১২৪২	২-১-৮১	৭৩ জন
	১২৩)	চাইলতাছড়া মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ	১২৫৪	২৯-১-৮২	৭৭ জন
	১২৪)	পানীসাগর প্রাথমিক মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ	১৪৩৯	৬-৩-৮৪	১০১ জন

Admitted Unstarred Question No. 71

Name of Member : Shri Sudhir Ranjan Majumdar, M.L A.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to State—

১) ১৯৮৬ সনের ২৮শে ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত বামফ্রন্ট সরকার কোন্ কোন্ জিনিষের উপর শতকরা কত হারে Sale Tax ধার্য করেছেন ?

ANSWER

Minister-in-charge of Revenue Department : Revenue Minister.

১) নিম্নে তালিকা আকারে দেওয়া গেল ।

STATEMENT SHOWING THE SALES TAX PREVAILING IN TRIPURA

Sl. No.	Name of commodity	Rate of Tax with effect from 1-7-76	13-9-78	16-8-79	1-12-80	1-10-82	1-7-84
1.	All Arms including Rifles, revolvers, pistols and ammunitions for the same.	7 %	7 %	10 %	10 %	10 %	10 %
2.	All clocks, time-pieces and Wathes and parts and accessories there of.	7 "	7 "	10 "	10 "	10 "	10 "
3.	Binoculars, Telescopes and opera glasses.	7 "	7 "	7 "	7 "	10 "	10 "
4.	Cigarette cases, lighters, parts and accessories thereof.	7 "	7 "	7 "	7 "	10 "	10 "
5.	Cinema to graphic equipment including cameras, projectors and sound recording, and reproducing equipment, lenses, films and parts and accessories required for use therewith.	7 "	7 "	7 "	7 "	10 "	10 "
6.	Diotaphones and other similar apparatus for recording sound and spare parts thereof.	7 "	7 "	7 "	7 "	10 "	10 "
7.	GramoPhones and component parts thereof and records.	7 "	7 "	7 "	7 "	10 "	10 "
8.	Iron and steel safes and Almirahs.	7 "	7 "	10 "	10 "	12 "	12 "

STATEMENT SHOWING THE SALES TAX PREVAILING IN TRIPURA

Sl. No.	Name of commodity	Rate of Tax with effect from 1-7-76	13-9-78	16-8-79	1-12-80	1-10-82	1-7-84
9.	Motor Cycles and motor cycles combinations, motor scooters, motorettes, and tyres, tubes and spare parts of motor cycles, motor scooters, motorettes.	7 %	7 %	10 %	10 %.	10 %.	10 %.
10.	Motor vehicles including motor cars, motor taxi cabs, motor ombibuses, motor vans and motore lorriesm chassis of motor vehicles, bodies built on chassis .of motor vehicles belonging to other (on the turm over relating to bodies), componant parts of motor vehicles, all verities of trailers by whatever name known, tyres (including pneumatic types) and tubes ordinarily used for motor vehicles and trailores (whether or not such tyres and tubes are also used for other vehicles) and articles (excluding battries) adopted for use generally as parts of accessories of motor vehicles and trailors.	7 ,,	7 ,,	10 ,,	10 ,,	10 ,,	10

STATEMENT SHOWING THE SALES TAX PREVAILING IN TRIPURA

Sl. No.	Name of commodity	Rate of Tax with effect from 1-7-76	13-9-78	16-8-79	1-12-80	1-10-82	1-7-84
11.	Batteries (excluding dry cells)	7 %	7 %	10 %	10 %	10 %	10 %
12.	Photographic and other cameras and enlarges, lenses, films and plates, paper and cloth and other parts and accessories required for use therewith.	7 "	7 "	10 "	10 "	10 "	10 "
13.	Refrigerators and air conditioning plants and component parts thereof.	7 "	7 "	10 "	10 "	15 "	15 "
14.	Sound transmiting equipment including telephones and loud speakers and spare parts thereof.	7 "	7 "	7 "	7 "	10 "	10 "
15.	Fireworks including coloured matches.	7 "	7 "	7 "	7 "	7 "	15 "
16.	Upholstered furniture, sofa sets, dressing tables, and furniture of all types made of timber, alluminium and/or iron and steel.	7 "	7 "	10 "	10 "	12 "	12 "
17.	Vacuum flasks of all kinds (including theremoses, thermic juges, ice buckets or boxes, urus and other domestic receptacles to keep food or beverages hot or cold) and refills thereof.	7 "	7 "	7 "	7 "	10 "	10 "

STATEMENT SHOWING THE SALES TAX PREVAILING IN TRIPURA

Sl. No.	Name of commodity	Rate of Tax with effect from 1-7-76	13-9-78	16-8-79	1-12-80	1-10-82	1-7-84
18.	Preembulators.	7%	7%	7%	7%	10%	10%
19.	Carpets including durries & Jute products.	7 "	7 "	7 "	7 "	7 "	12 "
20.	Foam rubber products including artificial or synthetic resin plastic.	7 "	7 "	10 "	10 "	10 "	12 "
21.	Mosaic tiles including marble chips, and articles made of marble or mosaic, laminated sheets like formica, Sunmica etc.	7 "	7 "	10 "	10 "	12 "	12 "
22.	Perfumes, deodorants of all kinds, make-up materials and Cosmetics of all varieties including (i) Talcum and other powders for face and skin, (ii) Snow and creams of all descriptions and varieties, (iii) Depilatories, (iv) Blemish removers and beauty milk and cleamsing milk, (v) Hair dyes and hair darkeners, (vi) Hair creams, (vii) Hair spray, (viii) Pomade, brilliantine and vaseline, (ix) Alta, (x) Lipsticks, (xi) Nail polish, (xii) Eyeliners, (xiii) Eye-tax, (xiv) Rouge, (xv) Bindi, (xvi) After shave lotions and creams, (xvii) Hair tonic and hair lotions.	7 "	7 "	7 "	7 "	7 "	15 "

STATEMENT SHOWING THE SALES TAX PREVAILING IN TRIPURA

Sl. No.	Name of commodity	Rate of Tax with effect from					
		1-7-76	13-9-78	16-8-79	1-12-80	1-10-82	1-7-84
23.	Aviation gasoline, aviation turbine fuel and All other varieties of fuel for aircrafts.	7 %	7 %	7 %	10 %	10 %	10 %
24.	Typewriters, tabulating machines, calculating and duplicating machines and parts thereof.	7 "	7 "	10 "	10 "	10 "	10 "
25.	Wireless receiption instruments and apparatus transistor radios, television sets, radios and gramophone, electricals valves, accumulators, amplifieres and loud speakers and spare parts and accessories thereof.	7 "	7 "	8 "	8 "	12 "	12 "
26.	All electrical goods, instruments, apparatus appliances, and all such articles the use of which cannot be had except with the application of electrical energy, including fans, lighting bulbs, electrical earthern wares and porcelain and all other accessories and component parts either sold as a whole or in parts.	7 "	7 "	8 "	8 "	8 "	10 "

STATEMENT SHOWING THE SALES TAX PREVAILING IN TRIPURA

Sl. No.	Name of commodity	Rate of Tax with effect from 1-7-76	13-9-78	16-8-79	1-12-80	1-10-82	1-7-84
27.	All varieties of tractors and bulldozers including parts and accessories thereof (including) power tillers Taxable at,	7 %	7 %	7 %	7 %.	7 %.	7 %.
28.	Bicycles, rickshows and cycle combinations and accessories and parts thereof.	7 "	7 "	7 "	7 "	7 "	7 "
29.	Bricks, brick-bats, jhawa, metals, stonechips, any other products or sub-products arising out of bricks or stones, and tiles (klin burnt) other than mosaic (Masonry tiles).	5 "	10 "	10 "	10 "	10 "	10 "
30.	Cement, articles made of cement reinforced cement concrete.	5 %	5 %	5 %	8 %	10 %	12 %
31.	Crockery and cultlery including knives forks and spoons, articles made of glass, aluminium, handalium anamel, brass, bel metal and copper used for any purpose whatsoever.	5 "	5 "	5 "	5 "	7 "	7
32.	Vegitable oils, both edible and nonedible including vanaspati or vegetable ghee but						

STATEMENT SHOWING THE SALES TAX PREVAILING IN TRIPURA

Sl. No.	Name of commodity	Rate of Tax with effect from 1-7-76	13-9-78	16-8-79	1-12-80	1-10-82	1-7-84
	excluding mustard oil, repessed oil and admisture of mustard and rapeseed oil.	5 %	5 %	5 %	5 %	5 %	5 %
33.	Glassware, bottles and phials, funnels, globes, glass parts of lamps, sheets and plates, photo and other frames and mirrors.	5 ,,	5 ,,	5 ,,	5 ,,	7 ,,	7 ,,
34.	Leather goods of all varieties (other than hand-made footwear when sold at a price not exceeding Rs. 5,00)	5 ,,	5 ,,	5 ,,	5 ,,	7 ,,	7 ,,
35.	Matches, seented sticks (Agarbatti), dhup and candles.	5 ,,	5 ,,	5 ,,	5 ,,	5 ,,	5 ,,
36.	Surgical appliances, dressing-including sanitary napkins and sanitary towels and medicines and drugs other than the followings.	5 ,,	5 ,,	5 ,,	5 ,,	5 ,,	7 ,,*
	(a) Antimalaria drugs viz., guinine in powder from, quinine pills (but not sugar coated), quinine alkaloids, salts of quinine, cinchona and cholrequine group of drugs, e. g. Nivaquinine, Rescho-						

* (Reduced to 5 . w.e.f. 1-10-1984)

STATEMENT SHOWING THE SALES TAX PREVAILING IN TRIPURA

Sl. No.	Name of commodity	Rate of Tax with effect from 1-7-76	13-9-78	16-8-79	1-12-80	1-10-82	1-7-84
	chin and Comoquine whether in solution or in powder or in tablet from, paludrine and daraprim.						
(b)	Anti-kala-azar drugs, viz,. Urea stibamine and pontamidine Isethionate.						
(c)	Vaccine viz., small-pox vaccine, cholers vaccine and T.A.B. vaccine.						
(d)	Ayurvedic, Homeopathic and Unani Medicines except those covered by item No. 71 of this Schedule.						
37.	Paints, colours, lapuers, and varnishes including glue, polish, turpentine, enamels and indigo including coal-tar and lime.	5%	7%	10%	10%	10%	10%
38	Brushes, sand-papers and other abrasives by whatever name known.	5 „	7 „	10 „	10 „	10 „	10 „
39.	Plywood, hard-board, card-board, straw-board, stencil papers, cyclostlyling paper, cyclostlying ink, carban papers and type-writing ribbons.	5 „	5 „	7 „	7 „	7 „	10 „

STATEMENT SHOWING THE SALES TAX PREVAILING IN TRIPURA

Sl. No.	Name of commodity	Rate of Tax with effect from 1-7-76	13-9-78	16-8-79	1-12-80	1-10-82	1-7-84
40.	Premeralds, rubies, real pearls and sapphires, sybthetic or artificial precious stones, pearls artificials or cultured other categories of stone including diamond, gold and gold ornaments, silver and silver ornaments.	5%	5%	10%	10%	12%	12%
41.	Rubber products except condom.	5 „	5 „	5 „	5 „	7 „	7 „
42.	Sewing machines, knitting machine and parts and accessories thereof.	5 "	5 "	5 "	5 "	5 "	5 "
43.	Soaps of all varieties including toilet soaps, shaving soap, Medicated soap, soft soap, liquio soap, soap chips, or flakes, powdered soap, soap of any other descriptions and detergents.	5 "	5 "	5 "	5 "	5 "	5 "
44.	Stainless steel products.	5 "	5 "	7 „	7 "	7 "	10 "
45.	Sanitary fittings, water supply materials, water filter, parts and accessories thereof.	5 "	7 "	7 "	7 "	7 "	7 "

STATEMENT SHOWING THE SALES TAX PREVAILING IN TRIPURA

Sl. No.	Name of commodity	Rate of Tax with effect from 1-7-76	13-9-78	16-8-79	1-12-80	1-10-82	1-7-84
46.	Hair oil. "Explanation-'hair oil' shall mean any oil which is sold in pocked containers to be used as hair oil, or any kind of oil which has been subjected to processing for being used as hair oil".	5%	5%	5%	5%	5%	5%
47.	Shaving set including safety razors and blades.	5 "	5 "	5 "	5 "	7 "	7 "
48.	Tooth paste, tooth powder and other dentrif ,mouth washes and deodorants.	5 "	5 "	5 "	5 "	7 "	7 "
49.	Dowdered or condensed milk, whether skimmed or not, whether mixed with any other substance or not, sold under various trade names and descriptions, such as milkmaid brand condensed milk, Mestomalt, Nespray, Lactogen, Eledon, Horlicks, Malted Milk, Glaxo,						

STATEMENT SHOWING THE SALES TAX PREVAILING IN TRIPURA

Rate of Tax with effect from

Sl. No.	Name of commodity	1-7-76	13-9-78	16-8-79	1-12-80	1-10-82	1-7-84
	ostemilk, and Gale Milk, Klim, Milo, Lemine, Anchor, Life-guard, Molly, oak, ovaltine, or any other name or description whatsoever and ghee, butter, cheese and cream.	5%	5%	5%	5%	7%	7%
50.	Powders for food drinks having cocoa or chocolate, and malt as major ingredients, sold under various trade names and descriptions such as Milo, ovaltine, Bourne Vita, Tono or any other name or description whatsoever tea and coffee and any fruit Juice whether tinned, packed or otherwise.	5 "	5 "	7 "	7 "	7 "	7 "
51.	All varieties of lozenges, including any time of logenges made or processed in pan or cooker, hard boiled sugar confactionery, toffees, caramels, gchocolates, chocolate bars with brand names (e.g. Cobury chocolate, sathe's chocolate) and Without brand						

STATEMENT SHOWING THE SALES TAX PREVAILING IN TRIPURA

Sl. No.	Name of commodity	Rate of Tax with effect from 1-7-76	13-9-78	16-8-79	1-12-80	1-10-82	1-7-84
	uames and gelatine product known as cough lozenges or jujubes and sweet gums such as chewing gums.	5%	5%	5%	5%	5%	5%
52.	Ready made garments and hosiery goods of ail varieties of a price above Rs. 30/- per piece.	5 "	5 "	5 "	5 "	5 "	5 "
53.	Buiscuits and cakes of all kinds whether tinned packed or otherwise.	5 "	5 "	5 "	5 "	5 "	5 "
54.	Dry or preserved fruit, that is to say, any fruit or edible part of a fruit that has under-gone full or partial dehydration or any other preserving process, including Almond, Khasta Badam, Pistamio, nut, Walnut, Fig, Raisin (locally known as Kismis Monacca) aud Date (Locally known as khajur, Zahedi or sohera) but excluding any fruit which is oilseed as refined in section 14 of the Central Sales Tax Act, 1956 (Act 74 of 1956).	5 "	5 "	5 "	5 "	5 "	5 "

STATEMENT SHOWING THE SALES TAX PREVAILING IN TRIPURA

Sl. No.	Name of commodity	Rate of Tax with effect from 1-7-76	13-9-78	16-8-79	1-12-80	1-10-82	1-7-84
55.	Electroplated nickel or silver or German silver or ann odised goods.	5 "	5 „	5 „	5 "	7 "	7 "
56.	Articles made of or inlaid with ivory.	5 „	5 „	5 „	5 „	5 „	5 „
57.	All machineries and spare parts there (Excluding) pump sets, sparyer & spare parts thereof which are taxable at.	5 ./.	7 ./.	7 ./.	7 ./.	7 ./.	10 ./.
58.	Ploythene, plastic, celluloid, bakelite and allied or similar goods and ropes of all varieties and its products.	5 "	5 "	5 "	8 "	8 "	8 "
59.	Ladies hand bages and other types of varity bags.	5 „	5 „	5 „	5 „	5 „	10 „
60.	White sheets and galvanized sheets plain or corrugated and articles such as trunk, suitcase and boxes made thereof used for any purpose whatsoever.	5 „	5 „	5 „	8 „	8 „	8 „
61.	Asbestos sheets and asphalt sheets.	5 „	5 „	5 „	8 "	8 „	10 „
62,	Petromax stoves, cookers, lamps, lantern and parts and accessories thereof.	5 „	5 „	5 „	5 „	5 „	5 „

STATEMENT SHOWING THE SALES TAX PREVAILING IN TRIPURA

Sl. No.	Name of commodity	Rate of Tax with effect from 1-7-76	13-9-78	16-8-79	1-12-80	1-10-82	1-7-84
63.	Timber other than fire wood.	5%	5%	5%	5%	5%	8%
64.	Locks, padlocks and keys.	5 ,,	5 ,,	5 ,,	5 ,,	5 ,,	5 ,,
65.	Shoe polish, shoe creams and shoe brush	5 ,,	5 ,,	5 ,,	5 ,,	5 ,,	.5 ,,
66.	Dyes and chemicals.	5 ,,	5 ,,	5 ,,	5 ,,	7 ,,	7 ,,
67.	Torch lights and (Bulbs and batteries therof).	5 ,,	5 ,,	6 ,,	6 ,,	6 ,,	6 ,,
68.	Pipes and fittings of pipes	5 ,,	5 ,,	7 ,,	8 ,,	8 ,,	12 ,,
69.	India made and imported foreign liquor including whisky, brandy, gin, rum, wine, champagne, beer, cider, parry, ale and other formented potable liquors, (except rum when sold to Defence personnel in Defence Service Canteeu).	5 "	10 "	10 "	12 "	15 "	20 "
70.	Non-potable liquor, that is :— (a) Retified spirit. (b) Denatured spirit. (c) Methyl Alcohol. (d) Absolute Alcohol.	5 "	5%	5%	5%	5%	5%

STATEMENT SHOWING THE SALES TAX PREVAILING IN TRIPURA

Sl. No.	Name of commodity	Rate of Tax with effect from 1-7-76	13-9-78	16-8-79	1-12-80	1-10-82	1-7-84
(e)	Any other Alcohol which the State Government by notification in the official Gazette declares to be non-potable for the purpose of this entry.						
71.	Spirituous medical preparatious (under any pharmacopaedia) containing more than 12 percent by volume of alcohol (but other than those which are daclared by the State Government by non-tification in the Official Gazette to be not capable of causing introxication).	5%	5%	5%	5%	5%	5%
72.	Country Spirit,	5"	5"	5"	10"	12"	20"
73.	Motor Spirit (except diesel oil and internal combustion oil other than petrol.	5"	5"	5"	8"	8"	8"
74.	Lubricants.	5"	5"	5"	8"	8"	8"
75.	Diesel oil and other internal combustion oil other than petrol.	5"	5"	5"	5"	5"	5"

STATEMENT SHOWING THE SALES TAX PREVAILING IN TRIPURA

Sl. No.	Name of commodity	Rate of Tax with effect from 1-7-76	13-9-78	16-8-79	1-12-80	1-10-82	1-7-84
76.	Superior kerosense not ordinary used as an internal combustion oil	5%	5%	5%	5%	5%	5%
77.	Petroleum coke, petroleum gas, Natural gas, cooking gas, ovens and accessories thereof, oxygen gas, accytelene gas, gas welding rods, parts and accessories thereof.	5 ,,	5 ,,	5 ,,	8 ,,	8 ,,	12 ,,
78.	All other products obtained as derivaties of petroleum and/or natural gas.	5%	5%	5%	5%	5%	5%
79.	Aerated water or mineral water or water sold in bottles or sealed containers.	3 "	7 "	7 "	7 "	7 "	7 "
80.	Iron and steel, that is to say :—	3 "	4 "	4 ,,	4 "	4 "	4 "
	(a) Pig Iron and iron scrap.						
	(b) Steel Scrap, steel-ingota, steel billets, steel bars and rods.						
	(c) Iron plates.						
	(d) (i) Steel sheets.						
	(ii) Steel plates.						
	(iii) Sheet bars and tin bars,						
	(iv) rolled steel sections.						

STATEMENT SHOWING THE SALES TAX PREVAILING IN TRIPURA

Sl. No.	Name of commodity	Rate of Tax with effect from 1-7-76	13-9-78	16-8-79	1-12-80	1-10-82	1-7-84
(v)	tool alloy steel.						
(vi)	Hardwares, iron nettings includings expanded matal, grills, tools and implements.						
81.	Coal, coke, and coal gas,	3%	4%	4%	4%	4%	4%
82.	Pesticides including insectidides, fungicides, herbicides, rodenticides etc.	3 %	4%	4%	4%	4%	4 %
83.	Inferior kerosene not ordinarily used as an internal combustion oil .	3 "	4 "	4 "	4 "	4 "	4 "
84.	Crude oil.	3 %	4 "	4 "	4 "	4 "	4 "
85,	Cardamon, cinnamon and clove.		7 % (7% w.e.f. 11.8.78)	7 "	7 "	7 "	7 "
86.	Umbrella				5 " (5% w.e.f. 4-5-81)	5 "	5 "
87.	Tarpaulin				7% (7% w.e.f. 4-5-87)	7 "	7 "

STATEMENT SHOWING THE SALES TAX PREVAILING IN TRIPURA

Sl. No.	Name of commodity	Rate of Tax with effect from					
		1-7-76	13-9-78	16-8-79	1-12-80	1-10-82	1-7-84
88.	Acid,				5% (w.e.f. 4-5-81)	5%	5%
89	Coloured paper, glass payer, playing cards, greeting cards, invitation cards and visitors cards (both blank or printed) cigarrate paper.						(10% w.e.f. 12-7-84)
90.	Lottery Tickets						(20% w.e.f. 12-7-84

Admitted Un-Starred Question No. 82

Name of Member : Shri Gopal ch. Das, M.L.A.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to State –

১) ত্রিপুরা রাজ্যে কয়টি দেশী ও বিলাতী মদের দোকান আছে, (বিভাগ ভিত্তিক হিসাব)।

২) এই সমস্ত মদের দোকান থেকে সরকারের কত টাকা রাজস্ব আদায় হইয়াছে, (১,১,৮৫ ইং হইতে ফেব্রুয়ারী ৮৬ পর্যন্ত হিসাব)।

৩) লাইসেন্সপ্রাপ্ত মদের দোকানগুলির adulteration বন্ধ করার কোন ব্যবস্থা সরকারের আছে কিনা ?

৪) রাজ্য সরকার কর্তৃক I M F L (Indian made foriegn liqure) এর কোন নির্দ্ধারিত মূল্য আছে কি না ?

ANSWER

Minister-in-charge of Revenue Department : Revenue Minister.

মহকুমার নাম	বিলাতী মদের দোকানের সংখ্যা	দেশী মদের দোকানের সংখ্যা
সদর	১৭	৯
খোয়াই	২	[illegible]
সোনামুড়া	২	২
উদয়পুর	২	২
অমরপুর	১	১
বিলোনীয়া	২	২
সাব্রুম	১	১
ধর্মনগর	২	৭
কৈলাসহর	২	৫
কমলপুর	১	১
	৩২	৩৫

২) ১-১-৮৫ ইং হইতে ফেব্রুয়ারী ৮৬ইং পর্যন্ত মোট ৭৯,২৫,৯৭৭'৯৮ পয়সা।

৩) হ্যাঁ, adulteration যাহাতে না হয় সেই জন্য এক্সাইজ ডিপার্টমেণ্টের সুপারিনটেনডেণ্ট, ইন্সপেক্টর, সাব-ইন্সপেক্টরগণ লাইসেন্স প্রাপ্ত মদের দোকানগুলি নিয়মিত পরিদর্শন করিয়া থাকে।

৪) না।

Printed by
The Secretary, Tripura Press Owners' Association
Agartala.

22—2—87—170